মহাভারতের গল্প।

মহাভারতের কথা

রাত্রিকালে আকাশের উত্তর ভাগে সাতটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে 'সপ্তর্ষি' অর্থাৎ সাত মুনি বলে।

সাতটি মহামুনি সাতটি ভাই,—ব্রহ্মার সাতটি পুত্র। সকল মুনির আগে এই সাত মুনি জন্মিয়াছিলেন। তখন জীবজন্তুর জন্ম হয় নাই। এই সাত মুনির নাম,—

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু আর বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র মহামুনি ব্যাস। ব্যাসদেবের মৃত্যু নাই, বিশ্বসংসারে কোন বিষয়ই তাঁহার অজানা নাই। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, আর যাহা কিছু হইবে, সকলই তিনি জানেন।

সাধারণ মানুষের চক্ষু আছে, তথাপি তাহারা অন্ধের ন্যায় কাজ করে। ধর্ম্ম-অধর্ম্মের কথা, পাপ-পুণ্যের কথা, তাহাদিগকে না বলিয়া দিলে, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইহাদের কথা, ভাবিয়া ব্যাসদেবের বড়ই দয়া হইল।

তাই তিনি সুন্দর ভাষায়, সুললিত ছন্দে অতি আশ্চর্য্য কবিতা রচনা করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতির সার কথা সকলের পক্ষে সহজ করিয়া দিলেন। এই সকল কবিতা রচনা করিয়া ব্যাসদেবের মনে এই চিন্তা হইল যে, এখন কি করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগের পক্ষে ইহা শিক্ষা করার সুবিধা হয়।

আষাঢ়, ১৩৪৪ সাল

মহাভারতের গল্প।

মহাভারতের কথা

রাত্রিকালে আকাশের উত্তর ভাগে সাতটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে 'সপ্তর্ষি' অর্থাৎ সাত মুনি বলে।

সাতটি মহামুনি সাতটি ভাই,—ব্রহ্মার সাতটি পুত্র। সকল মুনির আগে এই সাত মুনি জন্মিয়াছিলেন। তখন জীবজন্তুর জন্ম হয় নাই। এই সাত মুনির নাম,—

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু আর বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র মহামুনি ব্যাস। ব্যাসদেবের মৃত্যু নাই, বিশ্বসংসারে কোন বিষয়ই তাঁহার অজানা নাই। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, আর যাহা কিছু হইবে, সকলই তিনি জানেন।

সাধারণ মানুষের চক্ষু আছে, তথাপি তাহারা অন্ধের ন্যায় কাজ করে। ধর্ম্ম-অধর্ম্মের কথা, পাপ-পুণ্যের কথা, তাহাদিগকে না বলিয়া দিলে, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইহাদের কথা, ভাবিয়া ব্যাসদেবের বড়ই দয়া হইল।

তাই তিনি সুন্দর ভাষায়, সুললিত ছন্দে অতি আশ্চর্য্য কবিতা রচনা করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতির সার কথা সকলের পক্ষে সহজ করিয়া দিলেন। এই সকল কবিতা রচনা করিয়া ব্যাসদেবের মনে এই চিন্তা হইল যে, এখন কি করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগের পক্ষে ইহা শিক্ষা করার সুবিধা হয়।

আষাঢ়, ১৩৪৪ সাল

ব্যাসের চিন্তার কথা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র, ব্যাস নিতান্ত আশ্চর্য্য এবং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার বসিবার জন্য আসন দিয়া, যোড় হাতে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ব্রহ্মা আসনে বসিয়া ব্যাসকেও অনুমতি করিলে, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার নিকটে বসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—

"ভগবন্, আমি একখানি অতি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছি। ইহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির সার আছে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আর সংসারের সকল কাজের উপদেশ আছে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন উপবনের বর্ণনা আছে। এমন কবিতা আমি রচনা করিয়াছি, কিন্তু ভগবন্, আমার এই সকল কবিতা লিখিয়া দিবার উপযুক্ত একজন ভাল লেখক খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তুমি অতি মধুর কাব্য রচনা করিয়াছ। আর কোন কবিই এমন কাব্য লিখিতে পারিবে না। তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনিই তোমার এই আশ্চর্য্য কাব্যের উপযুক্ত লেখক।"

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। তারপর গণেশকে স্মরণ করিবামাত্র, তিনি আসিয়া ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলে, ব্যাস তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান এবং আদর দেখাইয়া, বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন,—

"হে গণপতি, আমি আমার মন হইতে বলিয়া যাইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার কাব্যখানি অবিকল লিখিয়া দি'ন্।"

এ কথায় গণেশ বলিলেন, "মুনিবর, আমি আপনার লেখক হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখিবেন, লিখিতে লিখিতে যেন আমাকে কলম হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে না হয়; আমি খুবই তাড়াতাড়ি লিখিতে পারি।

তাহা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, "অতি উত্তম কথা। আমি যথাসাধ্য তাড়াতাড়িই বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু দেখিবেন, যেন তাড়াতাড়ি লিখিতে গিয়া আপনি যাহা তাহা লিখিয়া না বসেন। আমি যাহা বলিব, তাহার অর্থ বুঝিয়া তবে লিখিবেন, না বুঝিয়া লিখিতে পারিবেন না।"

গণেশ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

এইরূপ নিয়ম করিয়া ত লেখা আরম্ভ হইল। ব্যাস বড়ই বুদ্ধিমান্ লোক, তাই তিনি বলিয়াছেন যে "অর্থ বুঝিয়া তবে লিখিতে হইবে।" সোজাসুজি লিখিয়া যাওয়ার কথা হইলে, আর তিনি গণেশের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না! গণেশের মত লেখক ত্রিভুবনে নাই; তাঁহার কলমের কাছে ঝড় হার মানিয়া যায়, কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার শক্তি ব্যাসেরও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যাস অতি চমৎকার উপায়ে গণেশকে জব্দ করিলেন। এক একটি শ্লোক তিনি এমনি কঠিন করিয়া দিতে লাগিলেন যে, তাহার অর্থ বুঝিতে গণেশ যে সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকেও, ভ্রূকুটি করিয়া ভাবনায় পড়িতে হয়। গণেশ যতক্ষণ ভাবেন, ততক্ষণে ব্যাস বিস্তর শ্লোক রচনা করিয়া ফেলেন। কাজেই গণেশের আর কলম থামাইবার আবশ্যকই হইল না।

এই কাব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যাসদেব সকলের আগে তাহা নিজের পুত্র শুকদেবকে শিখাইলেন। তারপর তাঁহার শিষ্যেরা তাহা শিক্ষা করেন। দেবলোকে নারদ, পিতৃলোকে অসিত দেবল, গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগের নিকট শুকদেব ও মনুষ্যলোকে বৈশম্পায়ন ইহার প্রচার করেন।

দেবতারা এই পুস্তক আর চারি বেদ ওজন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, চারি খানি বেদ অপেক্ষা ব্যাসের এই কাব্যই অধিক ভারী। এই জন্য এই কাব্যের নাম "মহাভারত" রাখা হইয়াছে।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা।

মহাভারতে লেখা আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলই অন্ধকার ছিল। তারপর প্রথমে একটি ডিম হইল। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর বীজ এই ডিমের ভিতরে ছিল।

ডিমটি যখন ফুটিল, তখন তাহার ভিতর হইতে, সকলের আগে ব্রহ্মা বাহির হইলেন, তারপর ক্রমে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

ব্রহ্মার অনেক পুত্র, তাহার মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ, এই সাত জনকে সপ্তর্ষি বলে। ব্রহ্মার বুক হইতে ধর্ম্ম ও ভৃগু, এবং তাঁহার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল হইতে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যা ছিল, মরীচির পুত্র কশ্যপ এই পঞ্চাশটির মধ্যে তেরটিকে বিবাহ করেন। সেই তেরটি কন্যার নাম,—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। ইহারাই দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, প্রভৃতির মাতা।

কিন্তু জীবজন্তু সকলেই যে ইহাদের সন্তান, তাহা নহে। রাক্ষস, বানর, যক্ষ, কিন্নর ইহারা পুলস্ত্য হইতে এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পুলহ হইতে জন্মিয়াছিল। তাহা ছাড়া, অন্যান্য কয়েক জনের সন্তানও প্রাণীদিগের ভিতরে আছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

সৃষ্টির সময়টি ছিল এই সংসারের শিশুকাল। এখন তাহার অনেক বয়স হইয়াছে। তাহার পর যখন তাহার শেষকাল উপস্থিত হইবে, তখন প্রলয় আসিয়া সৃষ্টি নষ্ট করিয়া দিবে। তাহার পর ভগবান্ আবার

নূতন সৃষ্টি করিবেন। যেমন দিনের পর রাত্রি, তার পর আবার দিন, তারপর আবার রাত্রি,—সেইরূপ সৃষ্টির পর প্রলয়, তারপর আবার সৃষ্টি, তার পর আবার প্রলয়। সংসারটা যেন একটা মস্ত জাল, ভগবান্ সেই জালকে ক্রমাগতই কেবল মেলিতেছেন আর গুটাইতেছেন।

মানুষের জীবনে যেমন শিশুকাল, যৌবনকাল, প্রবীণ বয়স আর বৃদ্ধকাল থাকে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মতে, এই সংসারের জীবনেও সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ, আর কলিযুগ, এই চারিটি যুগ আছে। সত্য যুগে সকলই ছিল খুব ভাল ভাল আর বড় বড়। তখনকার এক একটা মানুষ না কি হইত একুশ হাত লম্বা। তার পর ত্রেতা যুগে সংসারে একটু মন্দ দেখা দিল, মানুষও একটু দুষ্ট আর একটু খাটো হইল। কিন্তু তখনও সে চৌদ্দ হাত লম্বা হইত। দ্বাপর যুগের মানুষ সাত হাত লম্বা ছিল, আর তখন ভালমন্দের ভাগও সমান সমান ছিল। তার পর শেষে এখন কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার হতভাগ্য মানুষ সাড়ে তিন হাত বই লম্বা হয় না, আর একটা ভাল কাজ করিতে করিতে তিনটা মন্দ কাজ করিয়া বসে! এইরূপে এই সংসার যখন পুরাতন ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় অতিশয় নোংরা আর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, তখন ভগবান্ তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন,—অর্থাৎ তখন প্রলয় হইবে। এইরূপে কতবার যে সৃষ্টি আর প্রলয় হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

যাঁহারা অমর, প্রলয়ের সময় তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়, কিন্তু মার্কণ্ডেয় নামক মুনির মৃত্যু হয় না। পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময় এই আশ্চর্য্য মুনির সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রলয় দেখিয়াছেন এবং আবার যখন প্রলয় হইবে, তখনও তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। মার্কণ্ডেয় মুনির বয়স যে কত হাজার

হাজার বৎসর, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে কাহারও মনে হইবে না যে, তাঁহার এমন ভয়ানক বেশী বয়স হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহার পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইতে পারে!

প্রলয়ের সময়ে মার্কণ্ডেয় মুনির বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, আর তিনি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রলয়ের অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। গাছ পালা সব মরিয়া গেল। ছোট ছোট জন্তুরা সকলেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল।

তারপর এককালে সাতটি সূর্য্য আকাশে উঠিয়া, ভীষণ তেজের দ্বারা নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র সকলই শুখাইয়া ফেলিল; ঘাস, পাতা, কাঠ, যাহা কিছু পৃথিবীতে ছিল, পোড়াইয়া ছাই করিল।

তারপর সম্বর্ত্তক নামক ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহিয়া তুমল কাণ্ড উপস্থিত করিল। সে আগুন পাতাল পর্য্যন্ত ধরিয়া বসিলে, আর দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতির আতঙ্কের সীমা রহিল না। ক্রমে দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, জীবজন্তুর সহিত সকল সৃষ্টি সেই আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হইল।

তারপর আসিল মেঘ। লাল মেঘ, হলদে মেঘ, নীল মেঘ, কালো মেঘ, হাতীর মত মেঘ, পর্ব্বতের মত মেঘ! তখন বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আর বজ্রপাতের ঘোরতর শব্দে আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া মূষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে, সেই ভীষণ আগুন নিভাইয়া, পাহাড় পর্ব্বত তল করিয়া দিল। বার বৎসরের মধ্যে আর সেই সাংঘাতিক বৃষ্টির বিরাম হইল না। তারপর যখন ঝড়বৃষ্টি থামিল, তখন দেখা গেল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলে ডুবিয়া গিয়াছে, জল ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

এত কাণ্ডের ভিতরে মার্কণ্ডেয় মুনি কি করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন, তাহা জানি না, কিন্তু তিনি মরেন নাই। যাহা হউক, ক্ষুধায় ভুগিয়া, আগুনে পুড়িয়া, আর জলে ভাসিয়া, তাঁহার নিতান্তই ক্লেশ আর অসুবিধা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বিপদের সময় তিনি একটা অতি বিশাল বটগাছ দেখিতে পাইলেন। সেই বট গাছের নিকট গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার ডালের উপরে একখানি খাট, তাহাতে চমৎকার বিছানা, আর সেই বিছানার উপরে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পরম সুন্দর একটি নীলবর্ণ বালক বসিয়া আছেন!

এত আশ্চর্য্য ঘটনার ভিতর দিয়া আসিবার পরেও, এই ঘটনাটি মার্কণ্ডেয়ের নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। এত কাণ্ড হইয়া গেল, চরাচর লণ্ডভণ্ড হইল, তথাপি এই বালক কি করিয়া রক্ষা পাইল? মার্কণ্ডেয় ত্রিকালজ্ঞ (অর্থাৎ গত কাল, উপস্থিত কাল আর যে কাল আসিতেছে, এই তিন সময়ের কথাই যে জানে) হইয়াও এই প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

সেই বালক কিন্তু মার্কণ্ডেয়কে দেখিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন,—

"মার্কণ্ডেয়, তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে? আইস, আমার পেটের ভিতরে আসিয়া বিশ্রাম কর!"

এই বলিয়া বালক হাঁ করিলেন, আর মার্কণ্ডেয় তাঁহার পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বালকের পেটের মধ্যে গিয়া, মার্কণ্ডেয় কোথায় হজম হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, না, তাহার বদলে তিনি দেখেন যে, তিনি পরম সুখে এই পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! সেই হিমালয়, সেই গঙ্গা, সেই সকল গ্রাম, নগর আর তীর্থস্থান, সেই

লোক জন, সেই হাট বাজার, সেই সংসারযাত্রার সকল আয়োজন ও আনন্দ!

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মার্কণ্ডেয় সেই নিতান্ত অদ্ভুত বালকের পেটের ভিতরে বাস করিলেন, কিন্তু তাহার শেষ কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। এত ঘটনার পরে, তাঁহার মনে হইল যে, "হয়ত বা এই বালক একটা কেহ হইবে।" তখন তিনি তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিবামাত্র দেখেন যে, তিনি হঠাৎ বালকের পেটের ভিতর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছেন, আর বালকটি যেমন ছিলেন, তেমনিই সেই বটগাছের ডালে খাটের উপরে বসিয়া আছেন! মার্কণ্ডেয়কে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মার্কণ্ডেয়, বিশ্রাম ভালরূপ হইল ত?"

তারপর মার্কণ্ডেয় জানিতে পারিলেন যে, এই বালক আর কেহ নহেন, স্বয়ং নারায়ণ। নারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন যে, "ব্রহ্মা এখন ঘুমাইতেছেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিলে, আবার নূতন সৃষ্টি করা যাইবে, ততক্ষণ তুমি এইখানে বিশ্রাম কর।"

এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন (আকাশে মিলাইয়া গেলেন)। তারপর আবার নূতন সৃষ্টির আয়োজন হইতে লাগিল।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা মহাভারতে এইরূপ লেখা আছে।



মার্কণ্ডেয় ও নারায়ণ।

বৈবস্বত মনু ও আশ্চর্য্য মাছের কথা।

সত্যযুগে এক মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মনু। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিবস্বান্, তাই লোকে তাঁহাকে বলিত, বৈবস্বত (বিবস্বানের পুত্র) মনু।

তখন পৃথিবীতে কত সুন্দর মানুষ ছিল, কিন্তু বৈবস্বত মনুর মত সুন্দর কেহই ছিল না। কত বড় বড় মুনি ছিলেন, কিন্তু বৈবস্বত মনুর চেয়ে বড় মুনি কেহই ছিলেন না।

চারিণী নদীতে বৈবস্বত মনু স্নান করিলেন। তাঁহার মাথার জটা, পরনের কাপড় ভিজাই রহিল, তাহা লইয়াই মুনি তপস্যা করিতে বসিলেন। তাঁহার মতন তপস্যা কেহই করিতে পারিত না।

নদীতে একটি ছোট্ট মাছের ছানা ছিল। সে বেচারা কতই ছোট, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না।

মহামুনি তপস্যায় বসিয়াছেন, ছোট্ট মাছের ছানাটি তাঁহার নিকট আসিয়া, তাহার ছোট্ট ডানা দুখানি যোড় করিয়া বলিল,—

"মুনি ঠাকুর! আমাকে দয়া করুন। দেখুন, আমি কতই ছোট,—বড় মাছেরা আমাকে খাইয়া ফেলিবে!"

মুনি চাহিয়া দেখিলেন, একটি ছোট মাছের ছানা তাঁহার নিকট হাতযোড় করিতেছে। মুনির দয়া হইল; তিনি বলিলেন,—"বাছা, তোর কি চাই? বল্ আমি কি করিলে তোর দুঃখ দূর হইবে।"

ছোট্ট মাছের ছানাটি তাহার ছোট্ট ডানা দুখানি যোড় করিয়া বলিল,—"আমাকে এখান হইতে লইয়া যাউন! আমাকে দিয়া আপনার উপকার হইবে।"

দুহাতে অঞ্জলি করিয়া, মহামুনি ছোট্ট মাছের ছানাটিকে তুলিয়া লইলেন। তারপর তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া, ধপ্ ধপে শাদা কলসীর ভিতরে রাখিয়া, পরম যত্নে পুষিতে লাগিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, মাছের ছানাটি ততই বাড়িতে লাগিল। শেষে আর সেই কলসীতে তাহার জায়গা হয় না। তখন সে মুনিকে বলিল,—"মুনি ঠাকুর, এখানে ত আমি নড়িতে চড়িতে পাই না। দয়া করিয়া আমাকে অন্য জায়গায় লইয়া যাউন।"

সেইখানে একটা খুব বড় দীঘি ছিল, তাহার এপার হইতে ওপার ধোঁয়ার মত দেখা যাইত। মুনি, মাছের ছানাটিকে কলসী হইতে তুলিয়া, সেই দীঘিতে নিয়া রাখিলেন।

তারপর অনেক বৎসর গেল। অনেক বৎসর ধরিয়া, সেই দীঘিতে থাকিয়া মাছটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। শেষে আর সেই বিশাল দীঘিতেও তাহার জায়গা হয় না! তখন সে অনেক মিনতি করিয়া মুনিকে আবার বলিল,—"মুনি ঠাকুর, আপনার দয়ায়, দেখুন, আমি কত বড় হইয়াছি! এখন আর এই দীঘিতেও আমার জায়গা হয় না। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, দয়া করিয়া আমাকে আর কোথাও লইয়া যাউন।"

তখন মুনি মাছটিকে সেই দীঘি হইতে তুলিয়া, গঙ্গায় নিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে, গঙ্গায়ও তাহার জায়গা কুলাইল না! তখন সে মুনিকে বলিল,—"মুনি ঠাকুর, এখানেও আমার জায়গা হইতেছে না। আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন!"

তখনই, এত বড় মাছ, তাহাকে মুনি মাথায় করিয়া লইলেন। তাহার গায় এমন গন্ধ ছিল, সে গন্ধ মুনি সহিয়া রহিলেন। শ্যাওলা আর পোকার কথা তিনি মনেই করিলেন না। এইরূপে তাহাকে বহিয়া নিয়া মুনি সাগরের জলে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

তখন সেই মাছ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"মুনি ঠাকুর, আপনি আমাকে এত করিয়া বাঁচাইলেন, আমিও আপনার উপকার করিতে ভুলিব না। এখন, এক যে ভয়ানক বিপদের সময় আসিতেছে, তাহার কথা শুনুন। সৃষ্টি নষ্ট হইতে আর দেরী নাই। এই বেলা আমি যাহা বলিতেছি তাহা করুন। একটা খুব বড় নৌকা প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতে খুব মোটা, খুব শক্ত দড়ি বাঁধিয়া রাখিবেন। সেই নৌকায়, সকল রকমের বীজ সঙ্গে লইয়া, সপ্তর্ষিদিগের সহিত আপনি উঠিয়া বসিয়া থাকিবেন। তারপর যখন সময় হইবে, তখন আমি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইব। তখন আমার মাথায় একটা শিং থাকিবে।"

এই বলিয়া মাছ চলিয়া গেল। মুনি নৌকা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে, সেই মাছও শাল গাছের মতন উঁচু শিং মাথায় করিয়া, সেইখানে আসিয়া দেখা দিল। সেই শিঙে, সেই মোটা দড়ি দিয়া নৌকাখানিকে বাঁধিয়া দিলে, আর কোন ভয় রহিল না।

তারপর মেঘ ডাকিতে লাগিল; ঢেউ সকল পর্ব্বতের মত উঁচু হইয়া ছুটিতে লাগিল; অকূল সমুদ্রের ভিতরে ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়িয়া, নৌকাখানি ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সেই বিষম ঝড়ে সংসারের সকল প্রাণী ডুবিয়া মরিল, কেবল মনু আর সেই সাতজন ঋষি, সেই মাছের দয়াতে প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

শেষে জল কমিতে লাগিল। ক্রমে হিমালয়ের চূড়া দেখা দিল। তখন সেই মাছ বলিল,—"মুনি ঠাকুর, এই পর্ব্বতের চূড়ায় নৌকা বাঁধুন।"

মাছের কথায় মুনিরা সেইখানে নৌকা বাঁধিলেন। সেই মাছ ছিলেন ব্রহ্মা। তিনি এইরূপ করিয়া প্রলয়ের সময়ে সেই আটটি মুনিকে বাঁচাইয়াছিলেন।

দেবতা আর অসুরের কথা।

অদিতি আর দিতি কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। অদিতির পুত্র ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, এই বার জন। অদিতির পুত্র বলিয়া ইঁহাদিগকে আদিত্য বলে। দেবতারা ইঁহাদের দলের লোক।

দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু। দিতির সন্তান বলিয়া ইহার বংশের লোকদিগকে দৈত্য বলে। অসুরেরা ইহাদের দলের লোক।

সকল দেবতাই অদিতির সন্তান নহেন, সকল অসুরও দিতির সন্তান নহে। ইহাদের সকলের পিতামাতার সংবাদ লইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে, আমাদের এই কথাটা বিশেষ করিয়া জানা দরকার যে, দেবতা আর অসুরদিগের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা ছিল। অসুরেরা চাহিত যে, দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহারাই স্বর্গের রাজা হইবে! দেবতাদেরও সর্ব্বদাই এই চেষ্টা ছিল যে, কি করিয়া তাঁহারা অসুরদিগকে মারিয়া, স্বর্গটাকে নিজের হাতে রাখিবেন।

যখন ভাল করিয়া সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই দানবেরা দেবতাদিগকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মধুকৈটভের কথা।

ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তখন তিনি একটা পদ্মের ভিতরে বাস করিতেন। তখন জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই জলের উপরে নারায়ণ অনন্ত শয্যায় * নিদ্রা যাইতেছিলেন। সে সময়ে নারায়ণের নাভি হইতে একটি পদ্ম বাহির হয়,

* অনন্ত একটা সাপ, তাহার এক হাজারটা মাথা! এই সাপের উপরে নারায়ণ ঘুমাইতেছিলেন।



নারায়ণ ও মধুকৈটভ।

তাহারই ভিতরে ব্রহ্মার বাসা ছিল। ইহার মধ্যে কখন নারায়ণের হাত হইতে দুই বিন্দু জল আসিয়া, সেই পদ্মের উপরে পড়ে। তাহা দেখিয়া নারায়ণ বলেন যে,—

"এই দুই বিন্দু জল হইতে দুইটা দৈত্য বাহির হউক।"

এ কথা বলামাত্র, মধু আর কৈটভ নামক দুইটা ভয়ঙ্কর দৈত্য, গদা হাতে, সেই দুই বিন্দু জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল! ব্রহ্মা তখন, অন্য জিনিস সৃষ্টি করিবার আগে, সবে মাত্র বেদ ক'খানি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুষ্ট দানবগণ তাহা দেখিবামাত্র, ব্রহ্মার হাত হইতে বেদের পুঁথি কাড়িয়া লইয়া, ঝুপ্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল! তারপর সেই জলের ভিতরে ডুব সাঁতার দিয়া, তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে বেদ হারাইয়া ব্রহ্মার দুঃখ আর আক্ষেপের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি আর উপায় না দেখিয়া, নিতান্ত কাতর ভাবে নারায়ণকে বলিলেন,—"ভগবন্, মধু আর কৈটভ যে বেদ কাড়িয়া নিল, এখন উপায় কি হইবে? বেদ না হইলে ত সৃষ্টি করাই অসম্ভব দেখিতেছি!"

সুতরাং নারায়ণের আর নিদ্রা হইল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই উঠিয়া, অতি ভীষণ হয়গ্রীব মূর্ত্তি (অর্থাৎ সেই মূর্ত্তির মাথা ঘোড়ার মতন ছিল) ধারণপূর্ব্বক, বেদ আনিবার জন্য পাতালে যাত্রা করিলেন।

পাতালে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া, সাম বেদ গান করিতে লাগিলেন। সেই গানের শব্দ শুনিবামাত্রই, মধুকৈটভ তাড়াতাড়ি বেদ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিতে চলিল, উহা কিসের শব্দ। সেই অবসরে নারায়ণ বেদ আনিয়া ব্রহ্মাকে দিয়া, হয়গ্রীব মূর্ত্তি পরিত্যাগ করতঃ আবার ঘুমাইয়া রহিলেন। মধুকৈটভ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না।

এদিকে মধু আর কৈটভ, 'কিসের শব্দ' 'কিসের শব্দ' করিয়া, পাতালময় খুঁজিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বেদও নাই! তখন তাহারা পাতাল হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখিল, নারায়ণ নিদ্রা যাইতেছেন।

নারায়ণকে দেখিয়াই দানবেরা বলিল, "ঐ সেই শাদা বেটা (নারায়ণের দেহ শ্বেতবর্ণ ছিল) ঘুমাইতেছে। বেদ চুরি করা উহারই কাজ।"

এই বলিয়া তাহারা নারায়ণের কাছে আসিয়া, আবার ঘোরতর শব্দে বলিতে লাগিল, "এ বেটা কে রে? বেটা ঘুমাইতেছে কেন?"

ইহাতে নারায়ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, দুই দানব মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। সুতরাং তখন তিনিও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, আর দেখিতে দেখিতে দুই দানবের প্রাণও বাহির হইয়া গেল।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির গোড়া হইতেই দেবতা আর অসুরের শত্রুতা। এই অসুরদের হাতে দেবতারা যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অসুরগুলি স্বভাবতঃই বেজায় ষণ্ডা ছিল। তাহাদের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর, আর দেহগুলি পাহাড় পর্ব্বতের মত বড় হইত। ইহার উপর আবার, বড় বড় দেবতাদিগকে নিতান্ত ভাল মানুষ পাইয়া, উহারা সহজেই তাঁহাদিগকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া ফেলিত। তুষ্ট হইলেই তাঁহারা তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত বর দিতেন। এমনি করিয়া এক একটা অসুর বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠিত।

সুন্দ আর উপসুন্দ নামক দুইটা দানব, এইরূপে ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া কি কম কাণ্ড করিয়াছিল!

সুন্দ ও উপসুন্দের কথা।

সুন্দ আর উপসুন্দ, দুই ভাই, হিরণ্যকশিপুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দু'ভাই মিলিয়া যুক্তি করিল যে, ব্রহ্মার নিকট বর লইয়া, ত্রিভুবন জয় করিতে হইবে।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া, তাহারা বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া, এমনি ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল যে, তাহাতে দেবতারা পর্য্যন্ত ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ইহাদের তপস্যা ভাঙ্গিবার জন্য, তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাহারা খালি বাতাস খাইয়া, কেবল পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ভরে খাড়া থাকিয়া, চোখের পলক না ফেলিয়া, এক মনে তপস্যাই করিতে লাগিল। তপস্যার তেজে বিন্ধ্য পর্ব্বতে আগুন ধরিয়া গেল!

কাজেই তখন ব্রহ্মা আর তাহাদের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা কি বর চাহ?"

সুন্দ উপসুন্দ বলিল, "আমরা এই বর চাহি যে, আমরা সকল রকম মায়া জানিব, যেমন ইচ্ছা তেমনি চেহারা করিতে পারিব, যুদ্ধে সকলকেই হারাইয়া দিব, আর অমর হইব!"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আর সব কয়টি বর দিতেছি, কিন্তু অমর করিতে পারিব না। তোমরা যখন ত্রিভুবন জয়ের জন্য তপস্যা করিতেছ, তখন তোমাদিগকে অমর করিলে চলিবে কেন? অমর হইলে ত তোমরা দেবতাদিগের সমানই হইয়া যাইবে।"

এ কথা শুনিয়া সুন্দ উপসুন্দ বলিল, "যদি অমর না করেন, তবে এই বর দিন্ যে, ত্রিভুবনের ভিতরে কেহই আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না; আমাদিগকে মারিবার ক্ষমতা কেবল আমাদের নিজেরই থাকিবে।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাদের নিজেদের হাতেই তোমাদের মৃত্যু হইবে, অপর কেহ তোমাদিগকে মারিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলে, সুন্দ উপসুন্দ ঘরে ফিরিয়া দিন কতক খুবই ধুমধাম করিল। তার পর তাহারা লাখে লাখে বিকটাকার অসুর সঙ্গে লইয়া, ত্রিভুবন জয় করিতে বাহির হইল।

ব্রহ্মা যে সুন্দ উপসুন্দকে বর দিয়াছেন, একথা দেবতারা বেশ জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই, যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একেবারে ব্রহ্মলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন! এ দিকে অসুরেরা স্বর্গ খালি পাইয়া, তাহা অধিকার করিতে, এবং সেখানে যাহাদিগকে পাইল তাহাদিগকে বধ করিতে, কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

তার পর সুন্দ উপসুন্দ তাহাদের সৈন্যদিগকে ডাকিয়া বলিল যে, "রাজারা আর মুনিরা যাগ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগের তেজ বাড়াইয়া দেয়; সুতরাং আইস, আমরা তাহাদিগকে গিয়া বধ করি।"

সমুদ্রের ধারে মুনিরা যজ্ঞ করিতেছিলেন। সুন্দ উপসুন্দের কথায়, অসুরের দল ক্ষেপিয়া আসিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। যজ্ঞের আয়োজন সকল জলে ফেলিয়া দিল। মুনিরা শাপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরের গুণে সে শাপে কোন ফল হইল না। তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া, এবং ভয় পাইয়া, তাঁহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

তার পর সুন্দ উপসুন্দ, নানারূপ উপায়ে মুনি এবং রাজাদিগকে বধ করিতে লাগিল; সংসারময় হাহাকার পড়িয়া গেল। ধর্ম্মকর্ম্ম, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি কোন কার্য্যই করিবার লোক রহিল না। দেখিতে দেখিতে, এই সুন্দর সৃষ্টির এমন অবস্থা হইল যে, তাহা শ্মশানের চেয়েও

ভয়ানক! এইরূপে সুন্দ উপসুন্দ ত্রিভুবন ছারখার করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

তখন দেবর্ষি এবং সিদ্ধগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, যোড় হাতে, অতি কাতর ভাবে বলিলেন, "হে পিতামহ! সুন্দ উপসুন্দের দৌরাত্ম্যে সৃষ্টি নষ্ট হইল! দয়া করিয়া ইহার উপায় করুন!"

এ কথায় ব্রহ্মা একটু চিন্তা করিয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটি এমন সুন্দর কন্যা প্রস্তুত কর যে, তেমন সুন্দর আর কেহ কখনও দেখে নাই।"

তাহা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

তিলোত্তমা।

তার পর, এই জগতে যেখানে যাহা কিছু সুন্দর আছে, তিল তিল করিয়া, তাহাদের সকলের সারটুকু বিশ্বকর্ম্মা কুড়াইয়া আনিলেন। চাঁদের আলোর সার, রামধনুকের রঙের সার, ফুলের শোভার সার, মণিমুক্তার জ্যোতির সার, গানের সার, নৃত্যের সার, হাসির সার, সকল মিলাইয়া, তিনি তিলোত্তমা (অর্থাৎ তিল তিল করিয়া যাহার রূপের আয়োজন হইয়াছে) নামে এমনই এক রূপবতী কন্যার সৃষ্টি করিলেন যে, তাহাকে যে দেখে, সেই আর চক্ষু ফিরাইতে পারে না। ইন্দ্র তাহাকে দুই চোখে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে এক হাজার চোখ হইল; সেই এক হাজার চোখ দিয়া তিনি তাহাকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন! মহাদেবের আগে এক মুখ ছিল, তিলোত্তমাকে দেখিবার জন্য তাঁহার চারিটি মুখ হইল। সেই চারি মুখের আট চোখ দিয়া, চারিদিক্ হইতে তিনি তাহাকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন!

তিলোত্তমা ভক্তিভরে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন্, আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "বাছা, তুমি একটিবার সুন্দ উপসুন্দের নিকট গিয়া দেখা দেও।"

এ কথায় তিলোত্তমা দেবতাগণকে প্রণাম করিয়া, ও তাঁহাদের সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া, সুন্দ উপসুন্দের নিকট যাত্রা করিল। সে সময়ে সুন্দ উপসুন্দ বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটে বেড়াইতে গিয়াছিল। তিলোত্তমা, সুন্দর লাল কাপড় পরিয়া, সেইখানে গিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র, সুন্দ আর উপসুন্দ দু'জনেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আমি ইহাকে বিবাহ করিব!"

সুন্দ বলিল, "তাহা হইবে না। আমি ইহাকে বিবাহ করিব!"

উপসুন্দ বলিল, "তুমি বলিলে কি হইবে? আমিই ইহাকে বিবাহ করিব!"

সুন্দ বলিল, "চুপ্! বেয়াদব!"

উপসুন্দ বলিল, "খবরদার! মুখ সামলাইয়া কথা কও!"

তখন সুন্দ গদা লইয়া উপসুন্দকে মারিতে গেল। উপসুন্দও গদা লইয়া সুন্দকে মারিতে গেল।

তারপর সেই গদা দিয়া দু'জনেই দু'জনের মাথা ফাটাইয়া দিল। সুতরাং ব্রহ্মার বরে দু'জনারই প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া, অন্যান্য দানবেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, পাতালে পলায়ন করিল।

ইহাতে দেবতারা অবশ্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তিলোত্তমার অনেক প্রশংসা করিলেন। তার পর, সূর্য্য যে পথে চলেন, সেই ঝক্‌ঝকে সুন্দর পথে, দেবতারা তিলোত্তমাকে রাখিয়া দিলেন। সেই পথে সে মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়ায়, সূর্য্যের তেজে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না।

ব্রহ্মা সুন্দ উপসুন্দকে অমর হইতে না দিয়া ভালই করিয়াছিলেন, নহিলে এত সহজে তাহাদের দৌরাত্ম্যের শেষ হইত না। দেবতারা যে অমর ছিলেন, আর অসুরেরা অমর ছিল না, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে ; নহিলে, দুর্দ্দান্ত অসুরের দল কবে দেবতাদিগকে মারিয়া শেষ করিত।

এমন এক সময় ছিল, যখন দেবতারা অমর ছিলেন না। তখন অসুরদিগের ভয়ে, তাঁহাদের বড়ই দুঃখে দিন যাইত। সকলের চেয়ে বেশী দুঃখের কথা এই ছিল, যুদ্ধে সাংঘাতিক আঘাত পাইলে, দেবতারা মরিয়া যাইতেন, কিন্তু অসুরদিগের গুরু শুক্র তাহাদিগকে মরিতে দিতেন না। শুক্র 'সঞ্জীবনী', অর্থাৎ মরাকে বাঁচাইবার মন্ত্র জানিতেন ; দেবতাদিগের গুরু বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না। কাজেই, অসুর মরিলে, শুক্র তাহাকে বাঁচাইয়া দিতেন ; কিন্তু দেবতা মরিলে, বৃহস্পতি আর তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতেন না।

একে ত অসুরদের বল বেশী, তাহাতে যদি আবার এমন হয়, তবে কি দুঃখের কথাই হয়! কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে, সেই 'সঞ্জীবনী' মন্ত্র তাঁহাদের না শিখিলে আর চলিতেছে না।

কচের কথা।

এই ভাবিয়া তাঁহারা, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট গিয়া বলিলেন, "কচ, আমরা দুঃখে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তোমাকে আমাদের একটু উপকার করিতে হইবে।"

কচ দেবতাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমার সাধ্য হইলে, আমি তাহা অবশ্য করিব। বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে?"

দেবতারা বলিলেন, "ভৃগুর পুত্র শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যা তোমাকে শিখিয়া আসিতে হইবে।"

কচ বলিলেন, "আমি এখনই তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

দানবদিগের রাজা বৃষপর্ব্বার বাড়ীতে শুক্রাচার্য্য বাস করিতেন, কচ দেবতাদিগের নিকট বিদায় হইয়া, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শুক্র তখন বৃষপর্ব্বার নিকটেই বসিয়াছিলেন, কচ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি অঙ্গিরার পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ,—আপনার শিষ্য হইতে আসিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি করিলে, এক হাজার বৎসর আপনার সেবায় থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য (অর্থাৎ ছাত্রদিগের ধর্ম্ম) পালন করিব।"

অঙ্গিরাও ব্রহ্মার পুত্র, ভৃগুও ব্রহ্মার পুত্র; কাজেই সম্পর্ক হিসাবে কচ শুক্রের ভাইপো। সুতরাং শুক্র তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার পিতা আমার মান্য লোক। আমি আহ্লাদের সহিত তোমাকে শিষ্য করিলাম।"

এইরূপে কচ শুক্রের শিষ্য হইয়া, পরম সুখে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। শুক্র তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আর তাঁহার কন্যা দেবযানীর ত কচ না হইলে কাজই চলিত না। দেবযানীকে ফুল আনিয়া দেওয়া, তাঁহার কাজের সাহায্য করা, তাঁহার সঙ্গে গান গাওয়া, নানা রকম নৃত্য করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা,—অবসরকালে, এই সকলই কচের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে পাঁচ শত বৎসর পরম সুখে কাটিয়া গেল।

এদিকে কচ শুক্রের শিষ্য হওয়াতে, অসুরদের আর অসন্তোষের সীমা রহিল না। তাহাদের মনে বড়ই সন্দেহ হইল যে, এই ছোক্‌রা সঞ্জীবনী বিদ্যা চুরি করিয়া নিতে আসিয়াছে। সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।

এক দিন কচ শুক্রের গরু লইয়া বনে গিয়াছেন, এমন সময় অসুরেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, শিয়াল কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া ফেলিল। সন্ধ্যায়

সময় গরুগুলি ঘরে ফিরিল, কিন্তু কচ তাহাদের সঙ্গে আসিল না। তাহা দেখিয়া দেবযানী তাঁহার পিতাকে বলিলেন,—"বাবা, সন্ধ্যা হইল, আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি দেওয়া হইল, গরুগুলি আপনা আপনি ঘরে ফিরিল, কিন্তু কচ ত আসিল না! সে বুঝি আর তবে বাঁচিয়া নাই! আমি সত্য বলিতেছি, কচ বিনা আমিও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।"

দেবযানীর দুঃখ দেখিয়া শুক্র বলিলেন, "ভয় কি মা? কচ এখনই আসিবে, আমি তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, কচকে ডাকিতে লাগিলেন, আর অমনি কচ শিয়াল কুকুরের পেট ছিঁড়িয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কচ, তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন?"

কচ বলিলেন, "কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে বড় পরিশ্রম হইয়াছিল, তাই আমি গরুগুলি লইয়া, একটা বটগাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিলাম। এমন সময়ে অসুরেরা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে?' আমি বলিলাম, 'আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ।' এ কথায় তাহারা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, শিয়াল কুকুরকে খাইতে দিয়া, হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তারপর তোমার পিতার মন্ত্রের গুণে বাঁচিয়া উঠিয়া, এই আসিতেছি।"

আর একদিন কচ দেবযানীর জন্য ফুল আনিতে বনে গিয়াছিলেন, সেইখানে দুষ্ট অসুরেরা তাঁহাকে পাইয়া মারিয়া ফেলিল। তারপর, তাঁহার দেহটাকে চূর্ণ করিয়া, সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। সেদিনও দেবযানী কচের জন্য শুক্রের নিকট কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, শুক্র সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিলেন।

তারপর আর এক দিন কচ দেবযানীর জন্য ফুল আনিতে বনে গিয়াছেন, এমন সময় অসুরেরা আবার আসিয়া, তাঁহাকে মারিয়া

ফেলিল। তারপর, আর যাহাতে শুক্র তাঁহাকে না বাঁচাইতে পারেন, সেজন্য ভারি আশ্চর্য্য রকমের কৌশল করিল।

শুক্র মদ্যপান করিতেন। যে মদ খায়, তাহার সকল সময় কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই মনে করিয়া তাহারা, কচের দেহটাকে পোড়াইয়া, সেই দেহের ছাইগুলি শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশাইয়া দিল। শুক্রাচার্য্যও নেশার ঝোঁকে তাহা খাইয়া ফেলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না!

সে দিনও দেবযানী কচের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা ক্রমাগতই কচকে মারিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া, শুক্রের মনে উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি দেবযানীকে বলিলেন,—

"উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হইবে? অসুরেরা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। তুমি কাঁদিও না, মা! একটা সামান্য লোকের জন্য কেন এত দুঃখ করিতেছ?"

দেবযানী বলিলেন, "মহামুনি অঙ্গিরা যাঁহার পিতামহ, বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, আর নিজেও যিনি এমন ধার্ম্মিক আর বুদ্ধিমান, তিনি ত সামান্য লোক নহেন, বাবা! তাঁহার জন্য দুঃখ না করিয়া যে পারিতেছি না! কচকে আমি বড়ই ভালবাসি; তিনি মরিলে আমিও প্রাণত্যাগ করিব।"

ইহাতে দানবদিগের উপরে শুক্রের বড়ই রাগ হইল। তখন তিনি, "অসুরেরা বার বার আমার শিষ্যকে বধ করিতেছে, আমি ইহার উচিত সাজা দিব।" এই বলিয়া ক্রোধভরে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কচকে ডাকিতে লাগিলেন।

কচকে ডাকিতে ডাকিতে শুক্রাচার্য্যের মনে হইল, যেন, সেই ডাকের উত্তর তাঁহার নিজের পেটের ভিতর হইতেই আসিতেছে! তখন তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি, কচ, আমার পেটের ভিতরে কি করিয়া ঢুকিলে?"

কচ বলিলেন, "অসুরেরা আমাকে আপনার সুরার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিল, আপনি আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছেন।"

তাহা শুনিয়া শুক্র বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ওমা দেবযানী, এখন তোমার কচকে আমি কি করিয়া বাঁচাইব? তাহা করিতে গেলে যে আমাকেই প্রাণত্যাগ করিতে হয়! আমার পেট না ছিঁড়িয়া ত তাহার বাহির হইবার উপায় নাই!"

তাহাতে দেবযানী বলিলেন, "বাবা, আপনি মরিলেও আমি বাঁচিব না, কচ মরিলেও আমি বাঁচিব না। কাজেই আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন।"

তখন শুক্র খানিক চিন্তা করিয়া কচকে বলিলেন, "বাবা কচ, আমি তোমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি। তুমি বাহিরে আসিবার সময় আমি মরিয়া যাইব, তখন এই বিদ্যার দ্বারা তুমি আমাকে বাঁচাইয়া দিবে।"

এই বলিয়া শুক্র কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। তারপর কচ বাহিরে আসিয়া, সেই বিদ্যার দ্বারা শুক্রকে বাঁচাইলেন। বাঁচিয়া উঠিয়া শুক্রের এইরূপ চিন্তা হইল যে,—

"তাই ত! আমি মদ খাই বলিয়াই ত আজ এমন কুকর্ম্ম করিয়া বসিলাম! এখন হইতে এমন জঘন্য জিনিস যে ব্রাহ্মণে খাইবে, তাহার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইবে!"

তারপর তিনি দানবদিগকে ডাকিয়া, এমনই তিরস্কার করিলেন যে, আর তাহারা কচের কোন অনিষ্ট করিতে সাহস পাইল না। দেখিতে দেখিতে এক হাজার বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

এক হাজার বৎসরের পরে, কচ শুক্রের নিকটে বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিবার সময়, দেবযানী তাঁহাকে বলিলেন,—

"কচ, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে বিবাহ করি- তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।"

দেবযানীর কথা শুনিয়া কচ বলিলেন, "দিদি, তোমার পিতাকে আমি যেমন মান্য ও ভক্তি করি, তোমাকেও তেমনি মান্য ও ভক্তি করি। তোমার পিতা আমার গুরু; সুতরাং তিনিও আমার পিতা, আর তুমি আমার দিদি। আমাকে এমন কথা বলা তোমার উচিত হয় না।"

ইহাতে দেবযানী নিতান্তই দুঃখিত হইতেছেন দেখিয়া, কচ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। শেষে তিনি বলিলেন,—

"দিদি, তোমাদের এখানে এতদিন বড়ই সুখে ছিলাম। এখন অনুমতি কর, গৃহে যাই; আর আশীর্ব্বাদ কর, যেন পথে আমার কোন বিপদ না হয়। মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করিও, আর সাবধানে গুরুদেবের সেবা করিও।"

কিন্তু কচের কোন কথাতেই দেবযানী শান্ত হইলেন না। শেষে মনের দুঃখে তিনি কচকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে,—

"কচ, তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তখন তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যায় কোন ফল হইবে না।"

এ কথায় কচ বলিলেন, "আমার বিদ্যায় কোন ফল না হউক, তাহাতে দুঃখ নাই। আমি অন্যকে এই বিদ্যা শিখাইলে, তাহার বিদ্যায় ফল হইবে। আর তুমি যেমন আমাকে শাপ দিলে, তেমনি আমিও বলিতেছি যে, কোন ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করিতে আসিবে না।"

এই বলিয়া কচ সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া দেবতারা যে খুব আনন্দিত হইলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

সেই সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে, কত জন মরা দেবতা বাঁচিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায়

তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। একজন মরিয়া গেলে পরে আর একজন আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিবে, ইহা খুবই ভাল কথা, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু একেবারেই যদি মরিতে না হয়, তবে যে ইহার চেয়ে অনেক সুবিধা হয়, একথা সকলেই বুঝিতে পারে।

সুতরাং দেবতারা যে সঞ্জীবনী বিদ্যায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া অমর হইবার উপায় খুঁজিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। অমর হইবার ঔষধ অমৃত। এই অমৃত খাইয়া অমর হইবার জন্য,দেবতাদিগের মনে বড়ই ইচ্ছা হইল।

সমুদ্র মন্থন

তাই তাঁহারা, সুমেরু পর্ব্বতের উপর বসিয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, কি উপায়ে এই অমৃত পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে এইরূপ পরামর্শ করিতে দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—

"দেবতা আর অসুরগণ একত্র হইয়া যদি সমুদ্র মন্থন করেন, তবে তাহা হইতে অমৃত উঠিবে।"

এ কথায় ব্রহ্মা দেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে দেবতাগণ! তোমরা সমুদ্র মন্থন কর, অমৃত পাইবে। অল্প মন্থন করিয়াই ক্লান্ত হইও না; অতিশয় পরিশ্রম হইলেও ছাড়িয়া দিও না; ধন, রত্ন, বিস্তর পাইলেও মন্থন বন্ধ করিও না। ক্রমাগত কেবলই মন্থন করিতে থাক, নিশ্চয় অমৃত পাইবে!"

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তখনই, সকলে 'আইস!' কোমর বাঁধ! 'মন্থন-বাড়ি আন!' 'মন্থন-দড়ি খুঁজিয়া বাহির কর!' বলিয়া সমুদ্র মন্থনের আয়োজনের তাড়া পড়িল।

সমুদ্র মন্থন হইবে, তাহার মতন মন্থন-বাড়ি চাহি! যে-সে মন্থন-বাড়িতে এ কাজ চলিবে না। বাঁশে হইবে না, তালগাছে কুলাইবে না! আরো অনেক লম্বা,—অনেক হাজার যোজন লম্বা মন্থন-বাড়ি চাহি!

এত বড় মন্থন-বাড়ি আর কিসে হইতে পারে? এক পর্ব্বতখানি আছে, তাহা বাইশ হাজার যোজন লম্বা। সেই পর্ব্বতকে দিয়াই মন্থন-বাড়ি করিতে হইবে!

সে পর্ব্বত বাইশ হাজার যোজন লম্বা। এগার হাজার যোজন মাটির নীচে, এগার হাজার যোজন উপরে। বন জঙ্গল, বাঘ ভাল্লুক, গন্ধর্ব্ব কিন্নর শুদ্ধ সেই বিশাল পুরাণো পর্ব্বত তুলিতে, দেবতাদিগের কিছুতেই শক্তি হইল না। অনেক পরিশ্রম, অনেক টানাটানি করিয়া, শেষে তাঁহারা হেঁট মুখে ব্রহ্মা ও নারায়ণের নিকট গিয়া, যোড়হাতে বলিলেন "প্রভো, আমরা ত পর্ব্বত উঠাইতে পারিলাম না! দয়া করিয়া ইহার উপায় করুন!"

ইহা শুনিয়া নারায়ণ সর্পরাজ অনন্তকে বলিলেন, "অনন্ত, তুমি এই পর্ব্বত উঠাইয়া দাও।"

অনন্ত এই পৃথিবীটাকে মাথায় করিয়া রাখেন, তাঁহার পক্ষে একটা পর্ব্বত উঠান কি কঠিন কাজ? নারায়ণের অনুমতি মাত্রই তিনি সেই বিশাল পর্ব্বত তুলিয়া আনিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না।

তার পর সেই পর্ব্বত লইয়া, আর অনন্তকে সঙ্গে করিয়া, দেবতা, অসুরগণ সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্থন-দড়ির জন্য কোন চিন্তা করিতে হইল না। অনন্ত সর্প অতিশয় লম্বা, আর তাঁহার শরীর বড়ই মজবুত; তিনি বলিলেন, "আমিই দড়ি হইব!"

কিন্তু সমুদ্রের তলায় কাদা, তাহাতে পর্ব্বত বসাইয়া পাক দিলে তলায় ছিদ্র হইয়া যাইবে! হয় ত সেই ছিদ্রে পর্ব্বত আঁটিয়া যাইবে,—তারপর আর তাহাতে পাক দেওয়া যাইবে না! সুতরাং কিসের উপরে পর্ব্বত রাখা যায়?

অনন্ত পৃথিবীকে মাথায় রাখেন। সেই পৃথিবী শুদ্ধ সেই অনন্তকে কচ্ছপের রাজা পিঠে করিয়া রাখেন, তাঁহার পিঠের খোলা বড়ই কঠিন!

তাই দেবতারা বলিলেন, "হে কূর্ম্মরাজ (কচ্ছপের রাজা)! তোমার পিঠে পর্ব্বত রাখিতে দাও!"

কূর্ম্মরাজ বলিলেন, "এ আর কত বড় একটা কথা!

কচ্ছপের রাজা তখনই গিয়া সমুদ্রের তলায় বসিলেন। তাঁহার পিঠের উপরে মন্দর পর্ব্বত রাখা হইল। সেই পর্ব্বতের চারিদিকে অনন্তকে জড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর দেবতারা ধরিলেন সাপের লেজ, অসুরেরা ধরিল তাঁহার মাথা, এইরূপ করিয়া তাঁহারা সেই পর্ব্বতে এমনি বিষম পাক দিতে লাগিলেন যে, পাক যাহাকে বলে!

দেবতারা টানেন—হড়্-হড়্-হড়্-হড়্-হড়্-হড়্-হড়্-হড়্!!

অসুরেরা টানে—ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্!!!

তাহাতে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া ঘোরতর শব্দ উঠিল। পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। জল ছুটিয়া আকাশে উঠিল। মাছ মরিয়া গেল। পর্ব্বতে আগুন ধরিয়া গেল।

তারপর, সেই পর্ব্বতে যত ঔষধ, মণি আর ধাতু ছিল, আগুনের তেজে তাহা গলিয়া সমুদ্রে পড়াতে, সমুদ্রের জল দুধ হইয়া গেল। সেই দুধ হইতে ঘী বাহির হইল।

এইরূপ করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল। দেবতারা ক্রমাগত পর্ব্বতে পাক দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন যদি নারায়ণ তাঁহাদিগকে উৎসাহ না দিতেন তবে তাঁহারা কখনই একাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। নারায়ণের উৎসাহে নূতন বল পাইয়া, তাঁহারা আরো বেশী করিয়া পর্ব্বতে পাক দিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ অতি কোমল এবং শীতল শাদা আলোতে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া গেল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রদেব তাঁহার সুন্দর গোল মুখখানি লইয়া হাসিতে হাসিতে সমুদ্রের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহারা পাক দিতে ভুলিলেন না। চন্দ্র উঠিয়া সবে দেবতাদিগের নিকট গিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় সেই ঘৃতের ভিতর হইতে একটি আশ্চর্য্য পদ্মফুল উঠিল। সেই পদ্মের ভিতরে লক্ষ্মীদেবী বসিয়াছিলেন, তাঁহার রূপের ছটায় ত্রিভুবন আলো হইয়া গেল!

লক্ষ্মীকে পাইয়া সকলে আনন্দের সহিত আরো বেশী করিয়া পাক দিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই ঘৃতের ভিতর হইতে ক্রমে আরো তিনটি জিনিস বাহির হইল;—একটি দেবতা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটি ঘোড়া, আর কৌস্তুভ নামক একটি মণি।

কৌস্তুভ মণিটি উঠিয়াই নারায়ণের বুকে গিয়া ঝুলিতে লাগিল। অন্য জিনিসগুলিও দেবতারাই পাইলেন।

এদিকে কিন্তু পাক থামে নাই। হড়্-হড়্ ঘড়্-ঘড়্ গভীর গর্জ্জনে তাহা ক্রমাগতই চলিতেছিল। কিঞ্চিৎ পরে শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হাতে চিকিৎসার দেবতা ধন্বন্তরি সমুদ্রের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই কমণ্ডলুর ভিতরে অমৃত ছিল।

অমৃত দেখিবামাত্রই দৈত্যগণ, "উহা আমাদের" "উহা আমাদের" বলিয়া ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ করিল।

মন্থন কিন্তু তখনও থামে নাই। তারপর ঐরাবত নামে একটা চা'র-দাঁতওয়ালা শাদা হাতী উঠিল। তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "ইহা আমার!" সুতরাং উহা তাঁহাকেই দেওয়া হইল।

সমুদ্র মন্থন।

তথাপি মন্থন থামিল না। এত জিনিস পাইয়া, বোধ হয় সকলে ভাবিয়াছিল যে, আরো পাক দিলে, আরো ভাল ভাল জিনিস উঠিবে। কিন্তু অতি লোভের কি সাজা, এবারে আর ভাল জিনিস না উঠিয়া, উঠিল কালকূট নামক বিষম বিষ! সে সাংঘাতিক বিষের গন্ধ শুঁকিয়াই ত্রিভুবন অজ্ঞান হইয়া গেল!

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা শিবকে বলিলেন, "এখন উপায় কি হইবে? সকল যে যায়!"

ব্রহ্মার কথায় মহাদেব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য সেই বিষ নিজের কণ্ঠের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতেই তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যায়। সেই জন্য মহাদেবের এক নাম 'নীলকণ্ঠ'।

এ দিকে দৈত্যগণ অমৃতের জন্য ক্ষেপিয়া গিয়া দেবতাদিগের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছে! দেবতাদিগের এমন শক্তি নাই যে, যুদ্ধ করিয়া উহাদের হাত হইতে তাহা উদ্ধার করেন। হায় হায়! এত ক্লেশ, এত পরিশ্রমের ফল কি এই?

এই বিপদের সময় নারায়ণ অসুরদের হাত হইতে অমৃত উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর তিনি একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যার বেশে অসুরদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরেরা যখন তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইল, তখন আর তাহাদের মুখে কথা সরিল না, চোখে পলক পড়িল না। তাহারা হাঁ করিয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, গোল চোখে, যোড়হাতে তাঁহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন তিনি হাত মেলিয়া, হাসিতে হাসিতে, তাহাদের নিকট অমৃতের পাত্রটি চাহিলেন, তখন নিতান্ত ব্যস্তভাবে তাহা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া, যেন তাহারা কতই কৃতার্থ হইল!

তারপর দেবগণ অপার আনন্দের সহিত সেই অমৃত আহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাহু নামক একটা ধূর্ত্ত দানব দেবতার সাজ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অমৃত খাইতে বসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্র আর সূর্য্য তাহাকে চিনিয়া ফেলাতে, তাহার সেই চাতুরীতে কোন ফল হইল না। সে সবেমাত্র অমৃত মুখে দিয়াছে, এমন সময় চন্দ্র-সূর্য্য নারায়ণকে তাহার কথা বলিয়া দিলেন। আর সেই মুহূর্ত্তেই নারায়ণের সুদর্শন নামক অস্ত্র আসিয়া তাহার গলা কাটিয়া ফেলিল!

রাহুর কথা।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাহুর গলা কাটা গেলেও, তাহার মাথাটা আকাশে উঠিয়া ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত দাঁত খিঁচাইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল! অমৃত তাহার গলা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, এই জন্যই তাহার মাথাটার মৃত্যু হইল না। সেই মাথাটা এখনও আকাশের কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকে, আর চন্দ্র বা সূর্য্য সেই পথে গেলেই তাঁহাকে ধরিয়া গিলিবার চেষ্টা করে! ইহাতেই না কি গ্রহণ হয়! যাহা হউক, কেবল মাথাটি মাত্র থাকাতে, সে চন্দ্র সূর্য্যকে গিলিয়াও তাঁহাদিগকে রাখিতে পারে না,—তাঁহারা তাহার গলার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসেন। যদি তাহার পেট থাকিত, তবে বড় বিপদের কথাই হইত!

তারপর লবণ সমুদ্রের তীরে, দেবতা আর অসুরগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রে আকাশ ছাইয়া গেল। দানবদিগের কাঁচা সোণার রঙের মাথাগুলি ক্রমাগত কাটিয়া পড়িতে লাগিল। এবারে দেবতারা অমৃত খাইয়া অমর হইয়াছেন, সুতরাং দানবেরা আর তাঁহাদিগকে মারিতে পারিল না। উহারা পাহাড় পর্ব্বত এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু নারায়ণের সুদর্শনচক্র এবং নরদেব বাণের সম্মুখে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিল না। কাজেই শেষে তাহাদের কেহ মাটির নীচে, কেহ বা সমুদ্রের ভিতরে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেবতাগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তাঁহারা মন্দার পর্ব্বতকে যত্নের সহিত তাহার স্থানে রাখিয়া, এবং অবশিষ্ট অমৃত নারায়ণের হাতে দিয়া, নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অমর হইয়াও দেবতারা দৈত্যদিগকে সহজে আঁটিতে পারেন নাই। ইহার পরেও তাঁহারা দৈত্যদিগকে দেখিলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেন, আর যুদ্ধে ক্রমাগতই তাহাদের নিকট হারিয়া যাইতেন। কালেয় (অর্থাৎ কালার পুত্র) নামক একদল দৈত্য তাঁহাদিগকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে, কি বলিব! ইহাদের দলপতি বৃত্রের নাম শুনিলেই তাঁহারা ভয়ে কাঁপিতেন।

বৃত্রের কথা

শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তাঁহারা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—

"আমি তোমাদিগকে বৃত্রাসুর বধ করিবার উপায় বলিয়া দিতেছি। দধীচ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ এবং মহাশয় মুনি আছেন। তোমরা সকলে গিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর। তোমরা চাহিবামাত্র তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে প্রস্তুত হইবেন। তখন তোমরা বলিবে যে, "আপনি জগতের উপকারের জন্য আপনার হাড় ক'খানি দি'ন্!" জগতের উপকারের জন্য সেই মহামুনি তখনই আনন্দের সহিত দেহত্যাগ করিবেন। তারপর তাঁহার হাড় ক'খানি আনিয়া তাহা দ্বারা বজ্র নামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রস্তুত করাইতে হইবে। সে অস্ত্রের ছয়টি কোণ, আর তাহার গর্জ্জন অতি ভীষণ। সেই বজ্র দিয়া বৃত্রকে বধ করিতে, ইন্দ্রের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।"

দধীচের কথা

এই কথা শুনিবামাত্র, দেবতাগণ সরস্বতী নদীর তীরে দধীচ মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বর প্রার্থনা করিলে, তিনি আহ্লাদের সহিত বলিলেন যে,—

"আমি আপনাদিগকে শুধু হাতে ফিরিতে দিব না। এই আমি দেহত্যাগ করিতেছি।" বলিতে বলিতেই তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তারপর দেবতারা তাঁহার হাড় লইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট চলিয়া আসিলেন।

দেবতারা বলিলেন, "বিশ্বকর্ম্মা, আমরা বজ্র প্রস্তুত করিবার জন্য দধীচ মুনির হাড় আনিয়াছি। তুমি শীঘ্র সেই অস্ত্র গড়িয়া দাও, ইন্দ্র তাহা দ্বারা বৃত্রকে সংহার করিবেন।"

ইহাতে বিশ্বকর্ম্মা অতিশয় আনন্দিত হইয়া, সেই হাড় দিয়া ভয়ঙ্কর বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বজ্র হাতে করিয়া ইন্দ্রের আনন্দ আর উৎসাহের সীমা রহিল না।

তারপর দানবদিগের সহিত দেবতাদের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন কালেয়গণ সোণার কবচ পরিয়া, প্রচণ্ড তেজের সহিত দেবতাদিগকে আক্রমণ করিবামাত্র, তাঁহাদের রাগ আর সাহস কোথায় চলিয়া গেল,—তাঁহারা তাহাদের সাম্‌নে টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না! একদিকে দেবতারা এইরূপে পলায়ন করিতেছেন, অপরদিকে বৃত্রাসুরটা রাগে ফুলিয়া পর্ব্বতের মতন বড় হইয়া উঠিয়াছে; তাহা দেখিয়া ইন্দ্র বেচারা ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গেলেন!

এই সময়ে নারায়ণ না থাকিলে আর উপায়ই ছিল না। ইন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া, নারায়ণ নিজের তেজের খানিকটা তাঁহাকে দিলেন। তাহাতে নূতন বল আর সাহস পাইয়া, ইন্দ্র মনে করিলেন যে, 'এবারে আর ভয় পাইব না।'

তখন তিনি বজ্রহাতে খুব তেজের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র, বৃত্র একটা অতিশয় উৎকট রকমের ডাক ছাড়িল। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, দুই চক্ষু বুজিয়া, বজ্রটাকে ছুঁড়িয়া মারিয়া,

অমনি দে ছুট! বজ্র কোথায় পড়িল, সেটুকু পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনি সেখান হইতে পলায়নপূর্ব্বক, একটা পুকুরের ভিতরে ঢুকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন!

এদিকে কিন্তু সেই বজ্রের ঘায় তখনই বৃত্র মরিয়া গিয়াছে, আর দেবতাগণ উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রের বীরত্বের প্রশংসা করিতে করিতে, বিশেষ উৎসাহের সহিত দৈত্য মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দলপতি মরিয়া যাওয়াতে অসুরেরা নিতান্ত দুর্ব্বল এবং নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহারা আর দেবতাদের সাম্‌নে টিকিতে না পারিয়া, পলায়নপূর্ব্বক সমুদ্রের ভিতরে গিয়া আশ্রয় লইল। সেইখানে বসিয়া তাহারা পরামর্শ করিল যে, তাহারা সৃষ্টি নষ্ট করিয়া দিবে। কেমন করিয়া নষ্ট করিবে, তাহাও তাহারা স্থির করিতে ভুলিল না।

লোকে যে তপস্যা করে, সেই তপস্যার জোরেই সংসার টিকিয়া আছে। সুতরাং দানবেরা স্থির করিল যে, যত তপস্বী আর ধার্ম্মিক লোক আছে, সকলকে সংহার করিতে হইবে—এরূপ করিলেই অল্প দিনের ভিতরে জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইহার পর হইতেই, দানবের দৌরাত্ম্যে, পৃথিবী একেবারে ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। দুষ্ট দানবগণ দিনের বেলায় সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া থাকিত; রাত্রিতে বাহির হইয়া মুনিঋষিদিগকে ধরিয়া খাইত। এইরূপে, বশিষ্ঠের আশ্রমে একশত সাতানব্বই জনকে, চ্যবনের আশ্রমে একশত জনকে আর ভরদ্বাজের আশ্রমে বিশ জনকে, দানবেরা খাইয়া শেষ করিল। অন্যান্য আশ্রমে কত লোক মরিল, তাহার সংখ্যা নাই। সকাল হইলেই দেখা যাইত যে, মুনিদিগের হাড় মাংস আর রক্তে চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে।

দানবের ভয়ে লোকের সংসারযাত্রা বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা পারিল, নানাস্থানে পলায়ন করিল। ভীতু লোকেরা অনেকে ভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। বীরপুরুষেরা দলে দলে দানবদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না।

তখন দেবতাগণ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "প্রভো, আপনিই আমাদের আশ্রয়-স্থান। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

অগস্ত্যের সাগর-পানের কথা।

দেবগণের কথা শুনিয়া নারায়ণ বলিলেন, ইন্দ্রের হাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইলে পর কালেয়গণ তোমাদের ভয়ে পলায়ন করিয়া সমুদ্রের ভিতরে আশ্রয় লইয়াছে। সেইখান হইতে রাত্রিতে বাহির হইয়া, সৃষ্টি সংহার করিবার নিমিত্ত সেই দুষ্টগণ প্রত্যহ এইরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করে। দিনের বেলায় উহারা সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া থাকে। যতদিন উহারা এইরূপে সমুদ্রের ভিতরে লুকাইবার স্থান পাইবে, ততদিন উহাদিগকে বধ করিতেও পারিবে না, অত্যাচারও বারণ হইবে না।

"সুতরাং তোমরা সমুদ্র শুষিবার উপায় দেখ। তাহা ভিন্ন এ বিপদ আর কিছুতেই কাটিবে না। আমি একটিমাত্র লোকের কথা জানি, যাঁহার সাগর শুষিবার ক্ষমতা আছে। তিনি হইতেছেন, মহামুনি অগস্ত্য। এ সংসারে আর কাহারও দ্বারা এ কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

একথা শুনিবামাত্র দেবতারা, নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া অগস্ত্য যখন সাগরের জল পান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন, তখন আর সংসারের লোক কেহই ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। অগস্ত্যের

পিছু পিছু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস সকলে ছুটিয়া সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারের তামাসা দেখিতে আসিল। সমুদ্রের ধারে আসিয়া অগস্ত্য দেবতাগণকে বলিলেন,—

"আচ্ছা আমি সমুদ্রের জল পান করিতেছি। আপনারা আপনাদের কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিবেন।"

এই বলিয়া অগস্ত্য মুনি ক্রোধভরে সাগরের জল পান করিতে লাগিলেন!

না জানি তখন কি ঘোরতর চোঁ চোঁ শব্দ হইয়াছিল! এমন অদ্ভুত কাজ দেবতারাও কখনও চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহারা আশ্চর্য্য ত হইয়াছিলেনই, তাহা ছাড়া, যতক্ষণ সেই চোঁ চোঁ শব্দ চলিয়াছিল, ততক্ষণ সকলে মিলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক, ক্রমাগতই অগস্ত্যের স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপে সমুদয় জল খাওয়া শেষ হইলে, দেখা গেল যে, যত রাজ্যের অসুর সমুদ্রের তলায় কিল বিল করিতেছে

তখন আর বাছাগণ যাইবেন কোথায়? দেবতাদিগের অস্ত্রের ঘায়, দেখিতে দেখিতে পাপিষ্ঠদিগের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। কয়েকটামাত্র পাতালে ঢুকিয়া রক্ষা পাইল।

তারপর দেবতারা অগস্ত্যকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া, বলিলেন যে, "মহাশয় আপনি ছিলেন, তাই আমরা রক্ষা পাইলাম। আপনার এই অদ্ভুত কাজের জন্য, চিরকালই আমরা আপনার সুখ্যাতি করিব। এখন, সাগর শুক্‌নো পড়িয়া থাকিলে, অনেক অসুবিধা হইতে পারে। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া তাহার জলটুকু ফিরাইয়া দিন্।"

মুনি বলিলেন, "যাহা খাইয়াছি, তাহা ত হজম হইয়া গিয়াছে; তাহা আবার কি করিয়া ফিরাইয়া দিব? সাগরে জল আনিবার আপনারা অন্য উপায় দেখুন।"

এ কথায় সকলে একটু দুঃখিত হইয়া ঘরে গেলেন। আজকাল সাগরে যখন এত জল দেখা যায়, তখন নিশ্চয় সেই জল আনিবার একটা উপায় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা এখন নহে।

দেবতারা অমর হইলেন, বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর অস্ত্র পাইলেন, কিন্তু ইহাতেই যে তাঁহারা অসুরের ভয় হইতে একেবারেই বাঁচিয়া গেলেন, এমন কথা বলা যায় না। কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের ভাল সেনাপতি ছিল না।

দেবতাগণ যখন ক্রমাগতই অসুরদিগের নিকট হারিয়া যাইতেন, তখন ইন্দ্রের ঠিক এইরূপ কথা মনে হইত। তিনি অনেক সময় এই কথা ভাবিতেন যে 'একজন ভাল সেনাপতির দরকার হইয়াছে।'

একদিন তিনি মানস-পর্ব্বতে বসিয়া, এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোকের চীৎকার তাঁহার কাণে গেল। তিনি তখনই, 'ভয় নাই' বলিয়া, সেই স্ত্রীলোকটিকে রক্ষা করিবার জন্য, ছুটিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, কেশী নামক একটা দানব একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

দেবসেনার কথা।

ইহাতে ইন্দ্র কেশীকে তিরস্কারপূর্ব্বক, মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলে, দুষ্ট তাঁহাকে একটা গদা ছুড়িয়া মারিল। সেই গদাকে ইন্দ্র অর্দ্ধ পথেই বজ্র দিয়া কাটিয়া ফেলাতে, কেশী তাঁহাকে একটা পর্ব্বত ছুড়িয়া মারিল। পর্ব্বত বজ্রের ঘায় খণ্ড খণ্ড হইয়া উল্টিয়া কেশীর গায়েই পড়াতে, পাপিষ্ঠ সাংঘাতিক ব্যথা পাইয়া কন্যাটিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

তারপর সেই কন্যার পরিচয় লইয়া, ইন্দ্র দেখিলেন যে তিনি তাঁহারই মাসতুত বোন্, তাঁহার নাম দেবসেনা। সুতরাং তখন হইতেই

তিনি একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত কন্যাটির বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দেবসেনার সম্বন্ধে আগেই একথা জানা ছিল যে, 'যে ব্যক্তি ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, সর্প, রাক্ষস প্রভৃতির সকলকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনি সেই কন্যাকে বিবাহ করিবেন।'

ইন্দ্র দেখিলেন যে, এমন লোক একটিও সংসারে নাই। সুতরাং তিনি দেবসেনাকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি এই কন্যার জন্য এইরূপ একটি পাত্রের ঠিকানা বলিয়া দিন্।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি যেরূপ চাহিতেছ, ঠিক সেইরূপই একটি হইবে। সে এই কন্যাকেও বিবাহ করিবে, আর তোমার সেনাপতির কাজও চালাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

স্কন্দের কথা।

ঠিক এই সময়েই অগ্নি এবং স্বাহাদেবীর স্কন্দনামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ইহার আর এক নাম কার্ত্তিকেয়। খোকাটি নিতান্তই অদ্ভুত রকমের, তেমন আর কেহ দেখেও নাই, শোনেও নাই। খোকার ছয়টি মাথা, বারটি চোখ, বারটি কাণ, বারটি হাত!"

স্বর্গের সুন্দর শরবনে খোকাটিকে রাখিয়া কৃত্তিকারা ছয়জনে মিলিয়া পরম স্নেহে তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নে চারি-দিনের ভিতরে সেই খোকা মস্ত হইয়া উঠিল। মহাদেব যে ধনুক দিয়া দানব মারিতেন, সেই বিশাল ধনুক হাতে লইয়া খোকা গর্জ্জন করিল; ত্রিভুবনের ভিতরে কেহই সে গর্জ্জন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না।

চিত্র ও ঐরাবত নামক ইন্দ্রের দুইটা হাতী সেই গর্জ্জন শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া, খোকা দুই হাতে শক্তি, এবং আর দুই হাতে তাম্রচূড় এবং কুক্কুট নামক দুইটা অস্ত্র লইয়া ঘোরতর গর্জ্জন-

পূর্ব্বক লাফাইতে লাগিল। আর দুই হাতে এই বড় একটা শাঁখ লইয়া ফুঁ দিল। আর দুই হাতে আকাশের খোলায় ধুপ্ ধাপ্ করিয়া বিষম চাপড় আরম্ভ করিল! তখন হাতীর পুত্রেরা, লেজ খাড়া করিয়া, কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না!

তারপর স্কন্দ ধনুক হাতে লইয়া একটা তীর ছুড়িবামাত্র, তাহার ঘায় ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বত কাটিয়া গেল! তারপর সে এক শক্তি ছুড়িয়া মারিলে, তাহাতে শ্বেত-পর্ব্বতের মাথা উড়িয়া গেল!

সেকালের পর্ব্বতগুলির প্রাণ ছিল। তাহারা পাখীর মত উড়িতেও পারিত। স্কন্দের তাড়া খাইয়া যখন তাহারা সকলে মিলিয়া কাকের মতন চ্যাচাইতে আর উড়িতে আরম্ভ করিল, তখন না জানি ব্যাপার খানা কি রকম হইয়াছিল!

এদিকে দেবতাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, "হে দেবরাজ, এই খোকা বড় হইলে আপনার ইন্দ্রপদ কাড়িয়া লইবে। সুতরাং এই বেলা শীঘ্র ইহাকে বধ করুন।"

ইন্দ্র বলিলেন, "দেবগণ, আমার ত মনে হয় যে, এ খোকা ইচ্ছা করিলে বুঝি ব্রহ্মাকেও মারিয়া ফেলিতে পারে! এমত অবস্থায় আমি কি করিয়া ইহাকে বধ করিব?"

দেবতারা বলিলেন, "কেন? লোকমাতা সকলকে পাঠাইয়া দিলেই ত, তাঁহারা ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিতে পারেন!"

'লোকমাতা' যাঁহাদের নাম, তাঁহাদের কাজ এমন নিষ্ঠুর হইবার কারণ কি, তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহা হউক, স্কন্দকে বধ বা ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে দেখিয়া আমাদের বড়ই স্নেহ হইয়াছে; তুমি আমাদিগকে মা বলিয়া ডাক।"

তাহা দেখিয়া ইন্দ্র নিজেই অসংখ্য সৈন্য সমেত, ঐরাবতে চড়িয়া স্কন্দকে সংহার করিতে আসিলেন। কিন্তু স্কন্দ সৈন্য দেখিয়া, বা তাহাদের গর্জ্জন শুনিয়া, ভয় পাইবার মতন খোকা নহেন। বরং তাঁহারই সিংহনাদ শুনিয়া সৈন্যদের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তারপর স্কন্দের মুখ হইতে আগুন বাহির হইয়া, সেই সকল সৈন্যদের ঢাল তলোয়ার আর দাড়ি গোঁফ পোড়াইতে আরম্ভ করিলে, তাহারা আর ইন্দ্রের দিকে না চাহিয়া, দুহাতে স্কন্দকেই সেলাম করিতে লাগিল! তখন দেবতারাও বেগতিক দেখিয়া ইন্দ্রকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন!

তখন ইন্দ্র বলিলেন, "তাই ত, এই নিতান্ত অশিষ্ট খোকাটাকে ত বধ না করিলে চলিতেছে না। কোথায় রে আমার বজ্র!" বলিতে বলিতে তিনি স্কন্দকে বজ্র ছুড়িয়া মারিলেন। তিনি জানিতেন না যে, ইহাতে হিতে বিপরীত হইবে! বজ্র স্কন্দের গায়ে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ার বদলে, তাঁহার শরীর হইতে বিশাখ নামক একজন অতি ভয়ঙ্কর পুরুষ, শক্তি হাতে বাহির হইয়া, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন! কাজেই তখন ইন্দ্র যোড় হাতে বলিলেন, "আর কাজ নাই, আমার ঢের হইয়াছে! খোকা, আমাকে ক্ষমা কর!"

তাহা শুনিয়া স্কন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আর আপনাদের কোন ভয় নাই।"

স্কন্দের তখন ছয় দিন মাত্র বয়স হইয়াছে, ইহারই মধ্যে তাঁহার এত বিক্রম! তাহা দেখিয়া বড় বড় মুনিরা আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন যে, "তোমার যখন এত তেজ তখন তুমি ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ শাসন কর।"

তাহা শুনিয়া স্কন্দ বলিলেন, "আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা হইলে, আমায় কি করিতে হইবে?"

মুনিগণ বলিলেন,"ইন্দ্র হইলে, দুষ্ট লোককে সাজা দিতে হইবে, আর যাহাতে সংসার ভাল রকমে চলে, তাহা দেখিতে হইবে।"

স্কন্দ বলিলেন, "অত ঝঞ্ঝাটে আমার কাজ নাই, আমি ইন্দ্র হইতে পারিব না।"

তখন ইন্দ্র বলিলেন, "হে বীর, তোমার শক্তি অতিশয় অদ্ভুত, অতএব তুমিই এখন হইতে ইন্দ্রপদ লইয়া, দেবগণের শত্রুদিগকে বধ কর।"

তাহাতে স্কন্দ বলিলেন, "সে কি কথা! আপনিই ত্রিভুবনের রাজা, আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিব! এখন কি করিব, অনুমতি করুন।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তবে, তুমি আমাদিগের সেনাপতি হও!

এ কথায় স্কন্দ আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলে, তখনই তাঁহাকে দেবতাগণের সেনাপতি করিয়া দেওয়া হইল। সে সময়ে সকলে মিলিয়া যে খুব আনন্দ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার কথা বেশী করিয়া বলার প্রয়োজন দেখি না।

তারপর স্কন্দ কাঞ্চন-পর্ব্বতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বর্গে যত রকম আশ্চর্য্য এবং সুন্দর খেলনা পাওয়া যাইত, দেবতারা তাহার সমস্তই তাঁহাকে আনিয়া দিতেন। চুষী, ঝুমঝুমী, হাতী, ঘোড়া, ঢোল, পটকা, ভেঁপু প্রভৃতি বিশ্বকর্ম্মা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার করিয়া গড়িতে পারিতেন। তাহা ছাড়া, ঐরাবতের গলার একটা ঘণ্টাও ইন্দ্র তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে তাঁহার যে বড়ই ভাল লাগিত, একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

এইখানে আবার সেই দেবসেনা নাম্নী কন্যার কথা বলি। ব্রহ্মা যে বলিয়াছিলেন, 'উহার উপযুক্ত পাত্র একটি হইবেন', একথা তিনি স্কন্দের

কথা ভাবিয়াই বলিয়াছিলেন। সুতরাং শেষে স্কন্দের সহিতই সেই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে একদিন পর্ব্বতাকার অসংখ্য দানব আসিয়া দেবগণকে আক্রমণ করিল। সে সময়ে স্কন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং দানবেরা যে প্রথমে দেবগণকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। দানবের তাড়ায় তাঁহারা পথহারা শিশুর ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

মাঝে, ইন্দ্রের উৎসাহে, তাঁহারা একটু স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরই যখন মহিষাসুর নামক একটা অতি ভীষণ দৈত্য বিশাল পর্ব্বত হাতে তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল, তখন আর তাঁহারা পলাইবার পথ খুঁজিয়া পান না! এবারে ইন্দ্রের আর দেবতাগণকে উৎসাহ দেওয়ার কথা মনে ছিল না! সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে যুটিয়া তিনিও পলায়ন করিলেন!

সেখানে মহাদেব ছিলেন, তিনি অবশ্য পলায়ন করেন নাই, সামান্য একটা অসুর দেখিয়া ব্যস্ত হওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তিনি পলায়নও করিলেন না, যুদ্ধও করিলেন না, খালি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, অসুরেরা কি করে।

মহিষাসুর ছুটিয়া আসিয়া মহাদেবের রথের ধূর (অর্থাৎ যাহাকে গাড়োয়ানেরা 'বাম' বলে) কাড়িয়া লইল। মহাদেবের তথাপি গ্রাহ্য নাই। তিনি মনে ভাবিতেছেন যে, 'আমি আর এটাকে কিছু বলিব না, এখনই স্কন্দ আসিয়া ইহার ব্যবস্থা করিবে।'

এমন সময় লাল কাপড় এবং লাল মালা পরিয়া, সোণার বর্ম্ম গায়, সোণার রথে চড়িয়া, স্কন্দ সূর্য্যের ন্যায় তেজের সহিত রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর একটা জ্বলন্ত শক্তি হাতে লইয়া, তিনি

তাহা মহিষাসুরকে ছুড়িয়া মারিতেই, দুষ্ট দানবের মাথা কাটিয়া পড়িল। সে মাথা পড়িল গিয়া উত্তর কুরু নামক দেশে। উত্তর কুরুর সিংহ-দরজা ষোল যোজন চওড়া ছিল ; মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মাথা পড়িয়া সেই ষোল যোজন চওড়া বিশাল দরজা বন্ধ হইয়া গেল ! তাহার ভিতর দিয়া যে লোক যাওয়া আসা করিবে, তাহার উপায় রহিল না।

তারপর অবশিষ্ট দানবদিগকে বধ করিতে স্কন্দের অতি অল্প সময়ই লাগিয়াছিল।

এইরূপে সৃষ্টির প্রথম হইতেই দেবতা আর অসুরের বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। সে বিবাদ কতদিনে থামিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। দ্বাপর যুগেও যে সে বিবাদ খুব ভাল করিয়াই চলিয়াছিল, মহাভারতে একথা স্পষ্ট লেখা আছে। নিবাতকবচ নামক একদল দৈত্য, সমুদ্রের ভিতরে দুর্গ প্রস্তুত করিয়া, ইন্দ্রকে বড়ই জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করে। অর্জ্জুন যখন অস্ত্র আনিবার জন্য স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন এই সকল দৈত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে অর্জ্জুনেরই জয় হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও দৈত্যদিগকে মারিয়া শেষ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, দেখা যায় যে, ইহার অতি অল্পদিন পরেই দুর্য্যোধনের সঙ্গে দৈত্যদিগের খুব বন্ধুতা হইয়াছিল। পাণ্ডবদিগের দয়ায় চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া দুর্য্যোধন যখন প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন দৈত্যেরা তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে।

কদ্রু ও বিনতার কথা।

কদ্রু আর বিনতা দক্ষের কন্যা। মরীচির পুত্র কশ্যপের সহিত ইঁহাদিগের বিবাহ হইয়াছিল। একদিন কশ্যপ ইঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"আমি তোমাদিগকে বর দিব, তোমরা কি বর চাহ?"

এ কথায় কদ্রু বলিলেন, "আমার যেন এক হাজারটি পুত্র হয়।"

বিনতা বলিলেন, "আমি দুটির বেশী পুত্র চাহি না। কিন্তু সেই দুটি পুত্র যেন কদ্রুর এক হাজার পুত্রের চেয়ে বীর হয়।"

কদ্রু আর বিনতার কথা শুনিয়া কশ্যপ বলিলেন, "আচ্ছা! তোমরা যেমন চাহিতেছ, তেমনই হইবে।"

অনেক দিন পরে, কদ্রুর এক হাজারটি আর বিনতার দুটি ডিম হইল। তারপর আর পাঁচশত বৎসর চলিয়া গেল, কদ্রুর ডিমগুলি ফুটিয়া এক হাজারটি পুত্র বাহির হইল। কিন্তু বিনতার ডিম দুটি হইতে তখনও কিছু বাহির হইল না।

কদ্রুর ডিমগুলি সবই ফুটিল, আর, বিনতার একটি ডিমও ফুটিল না; ইহাতে বিনতার বড়ই দুঃখ আর লজ্জা হইল। তখন তিনি আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া, নিজ হাতেই তাঁহার দুটি ডিমের একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ডিমের ভিতরে তাঁহার যে পুত্রটি ছিল, তাহার শরীরের সকল স্থান তখনও ভাল করিয়া মজবুত হয় নাই। তাহার উপরকার অর্দ্ধেক বেশ মজবুত হইয়াছিল, কিন্তু নীচের অর্দ্ধেক তখনও নিতান্তই কাঁচা ছিল। ছেলেটি বাহির হইয়া যারপরনাই দুঃখ ও রাগের সহিত তাহার মাতাকে বলিল যে,

"মা, তুমি আমাকে কাঁচা থাকিতে বাহির করিয়া কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলে? যাহা হউক, তুমি যখন কদ্রুকে হিংসা করিতে গিয়া আমার এমন ক্ষতি করিয়াছ, তখন আমিও তোমাকে শাপ দিতেছি যে, তোমাকে পাঁচ শত বৎসর এই কদ্রুর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।"

তারপর সেই ছেলেটি আবার বলিল যে, "আর একটি ডিম যে আছে, তাহাকে যেন এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। উহার ভিতর তোমার যে পুত্র আছে, তাহার দ্বারাই তোমার দাসী হওয়ার দুঃখ ঘুচিবে। সুতরাং তাহাকে যদি খুব শক্ত করিতে চাহ, তবে, ডিমটি আপনা আপনি ফুটিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক। উহা ফুটিতে আরো পাঁচশত বৎসর আছে।"

এই বলিয়া সেই ছেলেটি আকাশে উড়িয়া সূর্য্যের নিকট চলিয়া গেল। ছেলেটির নাম অরুণ। সূর্য্যের নিকট গিয়া সে তাঁহার সারথি হইল। সেই কাজ সে এখনও করিতেছে। সূর্য্যদেব যেমন সমান ওজনে চলা ফেরা করেন, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে, অরুণ তাঁহার কাজ বেশ ভাল করিয়াই করিতেছে।

অরুণ যে আকাশে উড়িয়া গেল, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অরুণ মানুষ ছিল না, সে পাখী ছিল! আর কদ্রুর সেই এক হাজার ছেলেও যে মানুষ ছিল, তাহা নহে; তাহারা ছিল সাপ!

অরুণ বিনতাকে শাপ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর কি হইল শুন।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটা শাদা ঘোড়া ছিল। একদিন কথায় কথায় কদ্রু বিনতাকে বলিলেন, "বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার কিরূপ বর্ণ?"

বিনতা বলিলেন, "কেন? শাদা!"

কদ্রু বলিলেন, "হইল না! উহার শরীর শাদা, কিন্তু লেজ কালো!"

বিনতা বলিলেন, "বাজি রাখ!"

কদ্রু বলিলেন, আচ্ছা, রাখ বাজি। যাহার কথা মিথ্যা হইবে, সে পাঁচ শত বৎসর অন্য জনের দাসী হইয়া থাকিবে।"

এমনি করিয়া বাজি রাখা হইল আর স্থির হইল যে, পরদিন দুজনে মিলিয়া ঘোড়াটাকে দেখিতে যাইবেন। অবশ্য, উচ্চৈঃশ্রবাঃ যে শাদা, একথা সকলেই জানে। কদ্রুও যে একথা না জানিতেন, এমন নহে। তাঁহার মনে দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল, এজন্য তিনি জানিয়া শুনিয়াই বলিয়াছিলেন যে, "উচ্চৈঃশ্রবার লেজ কালো।"

বিনতার সঙ্গে বাজি রাখিয়া, কদ্রু চুপি চুপি তাঁহার ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "বাছা সকল, আমি ত বিনতার সঙ্গে এই রকম বাজি রাখিয়া আসিয়াছি। কাল গিয়া যদি উচ্চৈঃশ্রবার লেজ কালো দেখিতে না পাই, তবেই কিন্তু আমাকে পাঁচশত বৎসর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। তোমরা এই বেলা গিয়া কাল কাল সূতার মতন হইয়া, উহার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাক। এমনি করিয়া তাহার লেজটাকে কালো করিয়া দেওয়া চাই, নহিলে আমার বড়ই বিপদ।"

কদ্রুর কথায় দলে দলে সরু সরু কালো সাপ গিয়া উচ্চৈঃশ্রবার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাকিলে, সেই লেজের রং দূর হইতে কালোই দেখা যাইতে লাগিল। কতকগুলি সাপ কদ্রুর কথামত কাজ করিতে রাজি হয় নাই। তাহাদিগকে তিনি এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তোরা জনমেজয় রাজার যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়া মারা যাইবি।"

পরদিন প্রাতঃকালে কদ্রু আর বিনতা দুজনে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে চলিলেন। বিনতা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয় উচ্চৈঃশ্রবাকে শাদা রঙের দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ঘোড়ার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, উহার লেজটি মিস্‌মিসে কালো!

তখন কক্রু বলিলেন, "কেমন? বড় যে বলিয়াছিলে ঘোড়াটি শাদা। দেখ ত উহার লেজটি কি রঙ্গের। এখন, আইস! আমার ঘর ঝাঁট দাও আসিয়া!"

ইহাতে বিনতা নিতান্তই আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বাজি যখন হারিয়াছেন, তখন ত আর কক্রুর দাসী না হইয়া উপায় নাই! কাজেই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দাসীর কাজই করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পাঁচশত বৎসর পরে বিনতার অপর ডিমটি ফুটিলে, তাহার ভিতর হইতেও একটি পক্ষী বাহির হইল। এই পক্ষীটির নাম ছিল গরুড়।

কশ্যপ হইতেই অধিকাংশ জীবের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সন্তানেরা যে, কেহ দেবতা, কেহ অসুর, কেহ মানুষ, কেহ জানোয়ার, কেহ সাপ, আর কেহ পাখী হইবে, ইহা ত ধরা কথা! কিন্তু এই গরুড় যে পাখী হইয়াছিল, মহাভারতে তাহার একটা বিশেষ কারণের কথা আছে।

গরুড়ের কথা।

একবার মহামুনি কশ্যপ, পুত্রলাভের জন্য, খুব ঘটা করিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। দেবতা এবং মুনিগণ সকলে মিলিয়া সেই যজ্ঞে কাজ করিতে আসেন।

যজ্ঞের সকল কাজ ইহাদিগের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা কাঠ আনিবার ভার লইলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহাদের মধ্যে বালখিল্য নামক এক দল মুনিও ছিলেন।

এই বালখিল্যদিগের মতন আশ্চর্য্য মুনি আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। দেখিতে ইহারা নিতান্তই ছোট ছোট ছিলেন। কত ছোট, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেহ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা 'অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ' (অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুলের মত ছোট) ছিলেন। কিন্তু এ কথা যে একেবারে ঠিক নয়, তাহার প্রমাণ এই একটা ঘটনাতেই পাওয়া যাইতেছে,—

ইহাদের দলে কয়জন ছিলেন, জানি না। কিন্তু দেখা যায় যে কশ্যপ মুনির যজ্ঞের জন্য কাঠ কুড়াইতে গিয়া, তাঁহারা সকলে মিলিয়া অতি কষ্টে একটি পাতার বোঁটা মাত্র বহিয়া আনিতেছিলেন! তাহাও আবার, পথে এক দুর্ঘটনা হওয়াতে, তাঁহারা যজ্ঞস্থানে পৌছাইয়া দিতে পারেন নাই!

দুর্ঘটনাটা একটু ভারী রকমের! গরুর পায়ের দাগ পড়িয়া, পথে ছোট ছোট গর্ত্ত হইয়াছিল, সেই গর্ত্তগুলিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়াছিল। পাতার বোঁটা লইয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, বালখিল্য ঠাকুরেরা সেই বোঁটা শুদ্ধ সকলে, সেই গর্ত্তের একটার ভিতর গড়াইয়া পড়িয়াছেন; তারপর আর তাহার ভিতর হইতে উঠিতে পারেন না!

এই সময়ে ইন্দ্র, পর্ব্বত-প্রমাণ কাষ্ঠের বোঝা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, আর হাসি পাইল। পিপীলিকার মতন মুনিগণকে দেখিয়া তাঁহার একেবারেই গ্রাহ্য বোধ না হওয়াতে, সেই হাসি আর তিনি থামাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার উপর আবার একটু আধটু ঠাট্টাও যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে। শেষে আবার উঁহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া আসেন।

মুনির সম্মান ত আর শরীরের লম্বা চওড়া দিয়া হয় না; তাঁহাদিগের সম্মান আর ক্ষমতা, তাঁহাদের তপস্যার ভিতরে ভিতরে। বালখিল্যদিগের মতন তপস্বী খুব কমই ছিল। আর তাঁহাদের ক্ষমতা যে কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়ও তাঁহারা তখনই দিলেন।

ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তাঁহারা, উঁহার চেয়ে অনেক বড় আর এক ইন্দ্র জন্মাইবার জন্য, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এ কথা জানিবামাত্রই ইন্দ্রের ভয়ের আর সীমা নাই! তিনি তাড়াতাড়ি

কশ্যপের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এখন আপনি না বাঁচাইলে, আর উপায় দেখিতেছি না।"

ইন্দ্র কশ্যপের পুত্র (বার জন আদিত্যের মধ্যে যাঁহার নাম শক্র, তিনিই ইন্দ্র), সুতরাং পুত্রের জন্য তাঁহার দয়া না হইবে কেন? কশ্যপ ইন্দ্রের সকল কথা শুনিয়া বালখিল্যদিগের নিকট গিয়া বলিলেন,—

"মুনিগণ, আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক! আমি একটি কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার কাজটি হয়।"

সত্যবাদী বালখিল্যগণ তখনই বলিলেন, "আপনার কার্য্য সিদ্ধি হইবে!"

তাহা শুনিয়া কশ্যপ তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, "দেখুন, ব্রহ্মা আমার এই পুত্রটিকে ইন্দ্র করিয়া দিয়াছেন। এখন আপনারা যদি ইহাকে যজ্ঞ করিয়া তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হইয়া যায়! আপনাদের যজ্ঞ বৃথা হয়, ইহা কখনই আমার ইচ্ছা নহে। আপনারা যে একটি ইন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইবেই। তবে আমি এই চাহি যে, সেই ইন্দ্র আমাদিগের ইন্দ্র না হইয়া, পাখীর ইন্দ্র হউক। দেখুন, ইন্দ্র মিনতি করিতেছেন, আপনারা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হউন!"

ধার্ম্মিকের রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। সুতরাং কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ তখনই আহ্লাদের সহিত ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। তারপর তাঁহারা কশ্যপকে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, "আমরা দুইটি জিনিসের জন্য এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম; নূতন একটি ইন্দ্র, আর আপনার একটি পুত্র। এ অবস্থায় আপনার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা করুন।"

সুতরাং স্থির হইল যে, এই নূতন ইন্দ্রটি যেমন পাখীর ইন্দ্র হইবে, তেমনি কশ্যপের পুত্রও হইবে। সেইরূপ পুত্রই গরুড়, সে পক্ষিগণের ইন্দ্র।

গরুড়ের শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহা সে ইচ্ছামত ছোট বড় করিতে পারিত। আগুনের মত লাল আর উজ্জ্বল তাহার গায়ের রং ছিল। সে বিদ্যুতের মতন বেগে ছুটিতে পারিত, আর যখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত। জন্মমাত্রেই সে আকাশে উড়িয়া, আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে দেবতারা গরুড়কে দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহা বুঝি আগুন! তাই তাঁহারা ব্যস্তভাবে অগ্নির নিকটে গিয়া বলিলেন; আজ কেন তোমার এত তেজ দেখিতেছি? তুমি কি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার ইচ্ছা করিয়াছ?"

এ কথা শুনিয়া অগ্নি বলিলেন, আপনারা ব্যস্ত হইবেন না! উহা আগুন নহে, কশ্যপের পুত্র গরুড়। ইনি দেবতাদিগের উপকারী বন্ধু, সুতরাং আপনাদের কোন ভয় নাই।"

তখন তাঁহারা সকলে গরুড়ের নিকট গিয়া, তাহার নানারূপ প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন যে, "বাপু, তোমাকে দেখিয়া আমরা বড়ই ভয় পাইয়াছি, আর তোমার তেজে অস্থির হইয়াছি। সুতরাং তুমি দয়া করিয়া তোমার শরীরটাকে একটু ছোট কর, আর তেজ একটু কমাও!"

তাহাতে গরুড় বলিল, "এই যে, মহাশয়, আমি এখন ছোট হইয়া গিয়াছি! আপনাদের আর ভয় পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া সে তাহার মাতা বিনতার নিকট চলিয়া গেল।

বিনতার দিন যে তখন কি দুঃখে যাইতেছিল, তাহা না বলিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। বাসন মাজা, জল টানা প্রভৃতি দাসীর যে কাজ, তাহা ত তাঁহাকে করিতেই হইত। ইহার উপর আবার কদ্রু যখন তখন বলিয়া বসিতেন, "আমি অমুক জায়গায় যাইব, আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া চল!"

একদিন বিনতা গরুড়ের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় কদ্রু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বিনতা, সমুদ্রের মধ্যে একটা অতি সুন্দর দ্বীপ আছে, সেখানে অনেক নাগ বাস করে। আমাকে সেইখানে লইয়া যাইতে হইবে।"

তখনই কদ্রু বিনতার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, আর কতকগুলি সাপ (কদ্রুর পুত্র) গরুড়ের পিঠে গিয়া চড়িল! তাহাদিগকে লইয়া দুজনকে সেই দ্বীপে যাইতে হইল।

দ্বীপে গিয়া সাপেরা কিছুকাল আমোদ আহ্লাদ করিয়াই গরুড়কে বলিল, "তুমি আকাশে উড়িতে পার, তোমার ত না জানি ইহার চেয়ে কতই ভাল ভাল জায়গার কথা জানা আছে। সেই সকল জায়গায় আমাদিগকে লইয়া চল!"

ইহাতে গরুড় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সাপেরা কেন এমন করিয়া আমাকে আজ্ঞা দিবে, আর আমাকেই বা কেন তাহা মানিতে হইবে, তাহা বল?"

বিনতা বলিলেন, "বাছা, পণে হারিয়া আমি উহাদের দাসী হইয়াছি, তাই উহারা আমাদিগকে এমন করিয়া খাটাইয়া লয়।"

ইহাতে যে গরুড়ের মনে খুব কষ্ট হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সে তখনই সাপদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "হে সর্পগণ, কি হইলে তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পার?"

সর্পেরা বলিল, "যদি তুমি অমৃত আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব!"

এ কথায় গরুড় তাহার মাকে বলিল, "মা, আমি অমৃত আনিতে চলিলাম; পথে কি খাইব, বলিয়া দাও।"

বিনতা বলিলেন, "বাছা, সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার নিষাদ (শিকারী, ব্যাধ) বাস করে, তুমি তাহাদিগকে খাইও। কিন্তু সাবধান! কখনও যেন ব্রাহ্মণকে খাইও না।"

গরুড় বলিল, "মা, ব্রাহ্মণ কি রকম থাকে? আর সে কি করে? সে কি বড়ই ভয়ানক?"

বিনতা বলিলেন, "যাঁহাকে খাইলে তোমার পেটের ভিতরে ছুঁচের মত ফুটিবে, গলায় আগুনের মত জ্বালা হইবে, তিনিই জানিবে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বড় অদ্ভুত ক্ষমতা, নিতান্ত বিপদে পড়িলেও তাঁহাকে মুখে দিও না। যাও বাছা, তোমার মঙ্গল হউক।"

এইরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইয়া গরুড় অমৃত আনিতে যাত্রা করিল। খানিক দূর গিয়াই সে দেখিল যে, তাহার ভারি ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু আহার না করিলে আর চলে না। তখন সে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল, নিকটেই একটা নিষাদের গ্রাম দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিবামাত্র, সে, সেই গ্রামের পথে তাহার সেই বিশাল মুখখানি মেলিয়া রাখিয়া, দুই পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। কি ভীষণ বাতাসই সে করিয়াছিল! সে বাতাসে ঝড় বহিয়া, ঘূর্ণী বায়ু ছুটিয়া, ধূলা উড়িয়া গ্রামখানি শুদ্ধ একেবারে তাহার মুখের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত, এখন মুখ বন্ধ করিয়া তাহা গিলিলেই হয়!

নিষাদের গ্রাম খাইয়া গরুড়ের পেট একটুও ভরিল না, লাভের মধ্যে, গলা জ্বলিয়া বেচারার কষ্টের এক শেষ হইল! সে এমনি ভয়ানক জ্বালা যে, আর একটু হইলেই, হয় ত গলা পুড়িয়া যাইত! গরুড় ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য! এক গাল জল খাবার খাইলাম, তাহাতে কেন এত জ্বালা! তবে বা কোন্‌খান দিয়া একটা ব্রাহ্মণ আমার পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গেল! মা ত ব্রাহ্মণ খাইলেই এমনি জ্বালা হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন।"

এই ভাবিয়া সে বলিল, "ঠাকুর মহাশয়! আপনি শীঘ্র বাহিরে আসুন, আমি হাঁ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার স্ত্রীও যে আছে! আমি একেলা কেমন করিয়া বাহির হইব?"

গরুড় বলিল, "শীঘ্র আপনার স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে আসুন। বিলম্ব হইলে হজম হইয়া যাইবেন।"

ব্রাহ্মণকে তাড়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি খুবই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন! গরুড়ের গলাও তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হইল। তখন ঠিক এক সঙ্গে, ব্রাহ্মণও বলিলেন, "কি বিপদ!" গরুড়ও বলিল, "কি বিপদ!"

তারপর ব্রাহ্মণ গরুড়কে ধন্যবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, গরুড়ও আবার অমৃত আনিতে যাত্রা করিল। সে সময় তাহার পিতা কশ্যপ সেই পথে যাইতেছিলেন, সুতরাং খানিক দূর গিয়াই দুজনে দেখা হইল। কশ্যপ গরুড়কে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কেমন আছ বৎস? তোমার যথেষ্ট আহার যোটে ত?"

গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভগবন্, আমি ভালই আছি, কিন্তু আহার ত আমার ভাল করিয়া যোটে না! মাকে সাপদিগের হাত হইতে ছাড়াইবার জন্য, আমি অমৃত আনিতে চলিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন, পথে নিষাদ খাইতে। নিষাদ অনেকগুলি খাইলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই হইল না! ভগবন্, দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু খাবার জিনিসের কথা বলিয়া দি'ন্। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, পিপাসায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে।"

একথা শুনিয়া কশ্যপ বলিলেন, "বৎস, ঐ যে একটা প্রকাণ্ড সরোবর দেখা যাইতেছে, ওখানে গেলে পর্বত-প্রমাণ একটা কচ্ছপ আর তাহার

চেয়েও বড় একটা হস্তী দেখিতে পাইবে। পূর্ব্ব জন্মে ইহারা বিভাবসু আর সুপ্রতীক নামে দুই ভাই ছিল। ইহাদের পিতা কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া যান, ছোট ভাই সুপ্রতীক সেই টাকা তাহাকে ভাগ করিয়া দিবার জন্য, বড় ভাই বিভাবসুকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিত। বিভাবসু রাগী লোক ছিল, তাই সে সুপ্রতীকের পীড়াপীড়িতে অত্যন্ত চটিয়া গিয়া, তাহাকে শাপ দিল যে, 'তুই মরিয়া হাতী হইবি!' ইহাতে সুপ্রতীক বলিল যে, 'তুমি মরিয়া কচ্ছপ হইবে'।

"এখন সেই দুই ভাই বিশাল হাতী আর প্রকাণ্ড কচ্ছপ হইয়াছে। ঐ শুন, হাতীটা সরোবরের কাছে আসিয়া কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে, আর তাহা শুনিয়া কচ্ছপটা সরোবরের জল তোলপাড় করিয়া, কেমন রাগের সহিত উঠিয়া আসিতেছে, দেখ। ঐ দেখ, উহাদের কি বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল! হাতীটা ছয় যোজন উঁচু, আর বার যোজন লম্বা। কচ্ছপটা তিন যোজন উঁচু, আর তাহার বেড় দশ যোজন। এ দুটাকে খাইতে পারিলে, তোমার পেটও ভরিবে, গায়ও খুব জোর হইবে।"

এই বলিয়া, গরুড়কে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক, কশ্যপ চলিয়া গেলেন। তারপর গরুড়ও এক নখে হাতী, আর এক নখে কচ্ছপটাকে লইয়া, আবার আকাশে উড়িল। তখন তাহার চিন্তা হইল যে, 'কোথায় বসিয়া এ দুটাকে ভক্ষণ করা যায়।' গাছের নিকট গেলে, তাহা তাহার পাখার বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এমন একটা গাছ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, যাহার উপর গিয়া বসিতে ভরসা হয়। তারপর অনেক দূরে, অতিশয় প্রকাণ্ড কতকগুলি গাছ দেখা গেল। তাহাদের মধ্যে একটা বটগাছ ছিল, তাহা এতই প্রকাণ্ড যে,তাহার একটা ডাল এক শত যোজন লম্বা! গাছটি যেমন বড়, তেমনই ভদ্র। সে গরুড়কে ডাকিয়া বলিল, "গরুড়, আমার এই ডালে বসিয়া, তুমি গজ-কচ্ছপ আহার কর।"

গাছের কথায় গরুড় তাহার ডালে বসিবামাত্র, ঘোরতর মট্ মট্ শব্দে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল!

যাহা হউক, গরুড় ডালটিকে মাটিতে পড়িতে দিল না। সে দেখিল যে, পিঁপড়ের ন্যায় ছোট ছোট অনেকগুলি মুনি মাথা নীচু করিয়া, বাদুড়ের মত সেই ডালে ঝুলিতেছেন। ইহারা সেই বালখিল্য মুনি; ইহারা ঐভাবে তপস্যা করিতেন। ইহাদিগকে দেখিয়া গরুড়ের বড়ই ভয় আর চিন্তা হইল, কেন না ডাল মাটিতে পড়িলে, আর ইহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিতেন না। সুতরাং সে দু'পায় হাতী আর কচ্ছপ, আর ডালটিকে ঠোঁটে লইয়া আবার আকাশে উড়িল।

এইরূপে বিশাল তিনটি বোঝা লইয়া, বেচারা ক্রমাগত উড়িতেছে, কোথাও বসিবার জায়গা পায় না, এমন সময় সে দেখিল যে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বসিয়া কশ্যপ তপস্যা করিতেছেন। কশ্যপ তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, করিয়াছ কি? ঐ ডালে বালখিল্যগণ রহিয়াছেন, উঁহারা যে তোমাকে এখনি শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন!"

তারপর তিনি বালখিল্যদিগকে বলিলেন যে, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া গরুড়কে অনুমতি দি'ন্। সে এই হাতীটাকে আর কচ্ছপটাকে খাইলে লোকের উপকার হইবে।"

এ কথায় বালখিল্যগণ, গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ডাল ছাড়িয়া হিমালয় চলিয়া গেলেন।

তারপর গরুড় কশ্যপকে বলিল, "ভগবন্, এখন এই ডাল কোথায় ফেলি?"

ইহাতে কশ্যপ একটা পর্ব্বতের কথা বলিয়া দিলেন। সে পর্ব্বতে জীব জন্তু কিছুই নাই, উহার আগাগোড়া খালি বরফে ঢাকা। সেই পর্ব্বতে ডাল ফেলিয়া, গরুড় গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিল।

তারপর যখন গরুড় আবার নূতন বলের সহিত অমৃত আনিতে যাত্রা করিল, তখন তাহাকে দেখিয়া দেবতাগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, "ওটা কি আসিতেছে?"

বৃহস্পতি বলিলেন "কশ্যপের পুত্র গরুড় অমৃত লইতে আসিতেছে, আর তাহা লইয়াও যাইবে।"

বৃহস্পতির কথায় তখনই এই বলিয়া অমৃতের প্রহরীদিগের উপর তাড়া পড়িল যে, "ভয়ঙ্কর একটা পক্ষী অমৃত লইতে আসিতেছে! সাবধান! সে যেন তাহা চুরি করিতে না পারে!"

কেবল প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়াই দেবতাগণ সন্তুষ্ট রহিলেন না, তাঁহারা নিজেও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্র বজ্র হাতে এবং অন্যান্য দেবতারা অসি, চক্র, ত্রিশূল, শক্তি, পরিঘ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া, অমৃতের চারিদিকে দাঁড়াইলে, বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে অতি ঘোরতর দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু গরুড় যে কতখানি ভয়ানক, দূর হইতে দেবতারা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং সে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া, নিজেরাই কাটাকাটি করিতে লাগিলেন! এদিকে গরুড়, বিশ্বকর্ম্মা বেচারাকে সাম্‌নে পাইয়া, চক্ষের পলকে তাঁহার দুর্দ্দশার এক শেষ করিয়া দিল! বেচারা কারিগর লোক, যুদ্ধ করার অভ্যাস নাই, তথাপি তিনি কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

অপরদিকে গরুড়ের পাখার বাতাসে ধূলা উড়িয়া, অন্যান্য দেবতা-দিগেরও অজ্ঞান হইতে আর বেশী বাকি নাই। অমৃতের প্রহরীদিগের চক্ষুও ধূলায় অন্ধ হইয়া যাইবার গতিক হইয়াছে।

এমন সময় পবন আসিয়া ধূলা উড়াইয়া দিলে, দেবতারা সাহস পাইয়া, গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অস্ত্রের ঘায় গরুড় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া, পাখার ঝাপটে তাঁহাদিগকে উড়াইয়া ফেলিতে লাগিল! ইহাতে তাঁহাদের নানা রকম দুর্গতি হওয়ায় তাঁহারা অমৃতের মায়া ছাড়িয়া দিয়া, উৎসাহের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যগণ পলাইলেন পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, আর অশ্বিনীকুমার দু'ভাই উত্তরদিকে!

তারপর নয়জন যক্ষ আসিয়া গরুড়কে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা মারা গেলে, আর কেহ যুদ্ধ করিতে আসিল না।

তখন গরুড় অমৃতের কাছে আসিয়া দেখিল যে, উহা ভয়ঙ্কর আগুন দিয়া ঘেরা; সেই আগুনের শিখায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে।

গরুড় যেমন ইচ্ছা তেমনই চেহারা করিতে পারিত। সুতরাং সেই আগুন নিভাইবার জন্য সে, তাহার একটা মাথার জায়গায়, আটহাজার একশ'টা মাথা করিয়া ফেলিল। সেই আটহাজার একশত মুখে জল আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিলে আর তাহা নিভিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আগুন নিভিলে দেখা গেল যে, একখানি ক্ষুরের মত ধারাল লোহার চাকা, বন্ বন্ করিয়া অমৃতের উপর ঘুরিতেছে। অমৃতের নিকট চোর আসিলেই সেই চাকায় তাহার গলা কাটিয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই চাকার মাঝখানে একটা ছিদ্র ছিল। গরুড় সেই ছিদ্র দেখিবামাত্র, মৌমাছির মত ছোট হইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়া তাহার বিপদ বাড়িল কি কমিল, তাহা বলা ভারি শক্ত। সেই চাকার নীচেই এমন ভয়ঙ্কর দুইটা সাপ ছিল যে, তাহাদের মুখ দিয়া আগুন, আর চোখ দিয়া ক্রমাগত বিষ বাহির হইতেছিল! তাহারা একটিবার কাহারও পানে তাকাইলেই সে ভস্ম হইয়া যাইত!

কিন্তু গরুড় তাহাদিগকে তাকাইবার অবসর দিলে ত! সে তাহার পূর্ব্বেই ধূলা দিয়া তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ধূলার কাছে সাপেরা না কি বড়ই জব্দ থাকেন! বাছাদের চক্ষে পলক পড়ে না, কাজেই চক্ষে ধূলা ছুড়িয়া মারিলেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

গরুড় যেই দেখিল যে, সাপগুলি তাহাদের চোখ লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, অমনি সে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন আর তাহার অমৃত লইয়া যাইতে কোন বাধা রহিল না।

গরুড় অমৃত লইয়া আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় নারায়ণের সহিত তাহার দেখা হইল। নারায়ণ তাহার বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাকে বলিলেন যে, "তুমি আমার নিকট বর লও, আমি তোমাকে বর দিব।"

এ কথায় গরুড় বলিল, "আমি অমর হইতে, আর তোমার চেয়ে উঁচুতে থাকিতে চাহি ; আমাকে সেই বর দাও।"

নারায়ণ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

তারপর গরুড় নারায়ণকে বলিল, "তোমাকেও আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, তাই আমিও তোমাকে বর দিব! তুমি কি বর চাহ?"

নারায়ণ বলিলেন, "তুমি আমার বাহন (যে জন্তুর উপরে চড়িয়া চলা ফেরা করা যায়) হইলে বেশ সুবিধা হইত। কিন্তু তোমাকে যে বর দিয়াছি, তাহাতে ত আর তোমার উপরে চড়িবার উপায় থাকে নাই ; কাযেই তুমি আমার রথের চূড়ায় বসিয়া থাকিবে, আর জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, তুমি আমার বাহন।"

গরুড় বলিল, "তথাস্তু! (তাই হো'ক)"

এই বলিয়া সে সবেমাত্র অমৃত লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিন্তু তাহাতে

তাহার কিছুই হইল না! তখন সে মনে ভাবিল যে, "এত বড় একটা অস্ত্র, এত বড় মুনির হাড় দিয়া তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, আর জগতে তাহার এত বড় নাম। এমন একটা অস্ত্র বৃথা হইলে ত বড় লজ্জার কথা হয়। সুতরাং ইহার জন্য আমার কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত হইতেছে।"

এই ভাবিয়া সে তাহার শরীর হইতে একখানি পালক ফেলিয়া দিয়া, ইন্দ্রকে বলিল, "এই নি'ন্! আমি আপনার অস্ত্রের মান রাখিয়া গেলাম!"

ইন্দ্র ত তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক্! তিনি তখন গরুড়ের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া গরুড়ও তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইল।

তখন ইন্দ্র বলিলেন যে, "ভাই, অমৃত যাহারা খাইবে, তাহারাই অমর হইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তোমার যদি উহাতে প্রয়োজন না থাকে, তবে উহা আমাকে দিয়া যাও।"

গরুড় বলিল, "আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং ইহা আমি কিছুতেই দিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি যেখানে ইহা রাখিব, সেখান হইতে তখনই আপনি ইহা লইয়া আসিতে পারিবেন।"

ইহাতে ইন্দ্র যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, গরুড়কে বর দিতে চাহিলে সে বলিল, "সর্পগণ আমার মাতাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে, সুতরাং আমাকে এই বর দি'ন্ যে, সাপেরা আমার খাদ্য হইবে, তাহাদের বিষে আমার কিছুই হইবে না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে! এখন তুমি অমৃত লইয়া যাও, তুমি উহা রাখিয়া দিবামাত্র আমি তাহা লইয়া আসিব।"

এই বলিয়া ইন্দ্র গরুড়কে বিদায় দিলে, সে অমৃতসহ তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—

"এই দেখ, আমি অমৃত আনিয়াছি! এই আমি উহা কুশের (সেই যাহাতে 'কুশাসন' হয়) উপরে রাখিয়া দিলাম, তোমরা স্নান আহ্নিক সারিয়া আসিয়া উহা আহার কর।"

তারপর সে বলিল, "তোমরা যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা করিয়াছি। সুতরাং এখন হইতে আর আমার মা তোমাদের দাসী থাকিলেন না।"

নাগগণ ইহাতে সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেল, আর সেই অবসরে ইন্দ্রও আসিয়া কুশের উপর হইতে অমৃত লইয়া পলায়ন করিলেন।

সর্পগণ সে দিন খুবই আনন্দের সহিত, আর হয়ত খুব তাড়াতাড়ি স্নান আর পূজা শেষ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল, অমৃত নাই; খালি কুশ পড়িয়া রহিয়াছে! তখন তাহারা ভাবিল যে, "আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছল করিয়া আমাদের নিকট হইতে অমৃত লইয়া গিয়াছে!"

তারপর, "আহা! এই কুশের উপর অমৃত রাখিয়াছিল গো!" বলিয়া তাহারা সেই কুশ চাটিতে লাগিল। চাটিতে চাটিতে কুশের ধারে তাহাদের জিব চিরিয়া দুইভাগ হইয়া গেল! তাই আজও সাপের জিব চেরা দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে মাতাকে সর্পগণের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া, গরুড় মনের আনন্দে সাপ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আর তাহার পেট ভরিবার জন্য কোন চিন্তা রহিল না, পৃথিবীর লোকেরও বোধ হয় তাহাতে সাপের ভয় অনেকটা কমিয়া থাকিবে।

সর্পযজ্ঞের কথা।

কদ্রু সর্পগণকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, "তোরা জনমেজয় রাজার যজ্ঞে পুড়িয়া মরিবি।"

এই শাপের কথা মনে করিয়া সাপেদের বড়ই চিন্তা হইল। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল যে, কি উপায়ে এই শাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সংসারে মায়ের মতন গুরু কেহই নাই, তাঁহার শাপ বড়ই দারুণ শাপ। সুতরাং সর্পগণের মনে হইল যে, এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা না করিলে, আর তাহাদের রক্ষা নাই।

অনেকে অনেক উপায়ের কথা বলিল।

কেহ বলিল, "আমরা ব্রাহ্মণের বেশে জনমেজয়ের নিকট গিয়া বলিব যে, 'আপনি সর্পযজ্ঞ (অর্থাৎ সর্পগণকে বধ করিবার জন্য যজ্ঞ) করিবেন না।' তাহা হইলে তিনি হয় ত আমাদের কথা শুনিবেন।"

কেহ বলিল, "আমরা গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হইব। তিনি যজ্ঞের কথা পাড়িলেই, আমরা বলিব, 'মহারাজ! এমন কাজও করিবেন না। যজ্ঞেতে খালি পয়সা খরচ হয়, আর তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং ইহকাল পরকালে নানারূপ কষ্ট হইয়া থাকে। আপনি আর যাহাই করুন, যজ্ঞ কখনও করিবেন না। ইহাতে ভয় পাইয়া তিনি যজ্ঞ নাও করিতে পারেন।"

অনেকে বলিল যে "যে, সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতে যাইবে, আমরা তাহাদিগকে কামড়াইয়া মারিব। তাহা হইলেই আর যজ্ঞ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না।"

আর কয়েকজন বলিল, "আমরা মেঘ হইয়া, মুষল ধারে যজ্ঞের আগুনের উপরে বৃষ্টি করিতে থাকিব। তাহা হইলে আগুন নিভিয়া যাইবে, আর যজ্ঞ হইবে না।"

আবার কেহ কেহ কহিল, "আমরা রাত্রিতে গিয়া যজ্ঞের সকল দ্রব্য চুরি করিয়া আনিব। তখন দেখিব, কেমন করিয়া যজ্ঞ হয়!"

ইহাতে আর কয়েকজন উঠিয়া বলিল যে,এত পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? জনমেজয়কে কামড়াইয়া দিলেই ত গোলমাল চুকিয়া যাইতে পারে!"

এইরূপে সর্পগণ বুদ্ধি খাটাইয়া অনেক রকম উপায়ের কথা বলিল। কিন্তু আসল উপায়টির কথা তাহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেহই জানিত না।

সেই সাপটির নাম ছিল, এলাপত্র।

কদ্রু সর্পদিগকে শাপ দিবার সময়, এই বিষয় লইয়া ব্রহ্মার সহিত দেবতাগণের কথাবার্ত্তা হয়। তখন ব্রহ্মা বলেন যে, "যাযাবর বংশে জরৎকারু নামক এক মুনি জন্মগ্রহণ করিবেন, বাসুকী নাগেরও জরৎকারু নামে একটি ভগিনী আছে, তাহার সহিত সেই মুনির বিবাহ হইলে, ইহাদের আস্তীক নামে একটি পুত্র হইবে। সেই আস্তীকই জনমেজয়ের যজ্ঞ বারণ করিয়া ধার্ম্মিক সর্পদিগকে রক্ষা করিবেন।" এই সকল কথা এলপাত্র শুনিতে পাইয়াছিল। সুতরাং সে বলিল যে, "এই জরৎকারু মুনিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, বাসুকির ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ দাও; তাহা হইলেই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে।"

সমুদ্র মন্থনের সময় অনন্ত নাগ মন্থন দড়ি হইয়াছিলেন, তাহাতে দেবতাগণ তাঁহার উপরে অতিশয় তুষ্ট হন। এজন্য ব্রহ্মা নিজেও তাঁহাকে ধার্ম্মিক সর্পগণের রক্ষার ঐ উপায়টি বলিয়া দেন।

সুতরাং জরৎকারু মুনিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সহিত বাসুকীর ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা হইতে লাগিল।

এইরূপে জনমেজয়ের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই সাপেরা তাঁহার যজ্ঞের কথা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু জনমেজয় কে? আর তিনি কেনই বা সাপ মারিবার জন্য এমন উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিয়াছিলেন? এ সকল কথা হয় ত এখনই কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে। সুতরাং আগেভাগে তাহার উত্তর দিয়া রাখা ভাল।

জনমেজয় হস্তিনার রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। মহারাজ পরীক্ষিৎ অভিমন্যুর পুত্র, এবং অর্জ্জুনের নাতি ছিলেন। তাঁহার তুল্য গুণবান্ ধার্ম্মিক রাজা অতি অল্পই ছিল। প্রজাদিগকে তিনি নিজের পুত্রের মত পালন করিতেন।

পরীক্ষিতের কথা।

যুদ্ধ-বিদ্যায় আর মৃগয়ায় (শিকারে) তাঁহার মতন কেহই ছিল না। বিশেষতঃ মৃগয়া করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। পরীক্ষিতের বাণ খাইয়া মৃগ আবার উঠিয়া পলাইয়াছে, এমন কথা কখনও শোনা যায় নাই।

কিন্তু যাহা আর কখনও ঘটে নাই, এমন ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। এ কথার প্রমাণ এই যে, একদিন একটা হরিণ পরীক্ষিতের বাণ খাইয়া পলায়ন করিল। হরিণটা পলায়ন করাতে তিনি কিরূপ আশ্চর্য্য আর ব্যস্ত হইলেন, বুঝিতেই পার। তিনি ঐ মৃগের পিছু পিছু ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলেননা। শেষে পিপাসায় আর পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া, তিনি এক গোচারণের মাঠে (অর্থাৎ যে মাঠে গরু চরান হয়) আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, বাছুরেরা গরুর দুধ খাইবার সময়, তাহাদের মুখ দিয়া যে ফেনা বাহির হয়, একজন তপস্বী ক্রমাগত সেই ফেনা পান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন যে, হে ব্রাহ্মণ, আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ। আমার বাণ খাইয়া একটা হরিণ পলায়ন করিয়াছে; উহা কোন্ দিকে গিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন কি?"

সেই মুনি তখন মৌনব্রত (অর্থাৎ 'কোন কথা কহিব না' এইরূপ নিয়ম) লইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রাজার কথার উত্তর দিলেন না।

একে ত হরিণটা পলাইয়া যাওয়াতে রাজার মন নিতান্তই খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে ক্ষুধা, পিপাসা আর পরিশ্রমে তিনি অতিশয় অস্থির ছিলেন, তাহার উপর আবার মুনিকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। সুতরাং তখন তাঁহার রাগ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি? তাই তিনি ধনুর আগায় করিয়া একটা মরা সাপ আনিয়া মুনির গলায় জড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুনি ইহাতে কিছুমাত্র রাগ করিলেন না; আর, মৌনব্রতে থাকার দরুণ, তিনি রাজাকে কিছু বলিতেও পারিলেন না।

মুনি রাগ করিলেন না দেখিয়া, রাজারও রাগ চলিয়া গেল। তখন তিনি দুঃখের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

আসিবার সময় রাজা যদি সাপটা ফেলিয়া দিয়া, মুনির নিকট ক্ষমা চাহিতেন, কি অন্ততঃ দুটি মিষ্ট কথাও তাঁহাকে বলিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত! কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। মুনি সেই অবস্থাতেই রহিয়া গেলেন।

সেই মুনির নাম ছিল শমীক। তিনি যে অতি মহাশয় পুরুষ ছিলেন, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এমন অপমান পাইয়াও তিনি পরীক্ষিৎকে শাপ দেন নাই। পরীক্ষিৎকে তিনি খুব ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া জানিতেন, তাই তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

কিন্তু সমীকের পুত্র শৃঙ্গী এত সহজ লোক ছিলেন না। এই ঘটনার সময়ে শৃঙ্গী তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় কৃশ নামক এক ঋষিপুত্রের সহিত তাঁহার দেখা হইল। কৃশ শৃঙ্গীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শৃঙ্গী, তোমার পিতার গলায় মরা সাপ জড়ান

রহিয়াছে, আর তুমি ত দেখিতেছি তপস্বী বলিয়া বড়ই বাহাদুরী করিয়া বেড়াইতেছ!"

পিতার এইরূপ অপমানের কথা শুনিয়া শৃঙ্গীর মনে বড়ই ক্লেশ হইল। তিনি কৃশকে বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃশ, পিতার এমন অপমান কি করিয়া হইল?"

কৃশ বলিলেন, "রাজা পরীক্ষিৎ তোমার পিতার গলায় মরা সাপ দিয়া গিয়াছেন।"

এ কথায় শৃঙ্গী রাগে দুই চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "আমার পিতা সেই দুষ্ট রাজার কি করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল। আজ তোমাকে আমার তপস্যার বল দেখাইতেছি।"

কৃশ তখন সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শৃঙ্গী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষিৎকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "যে দুষ্ট আমার পিতার গলায় মরা সাপ দিয়াছে, আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে, তক্ষকের (একটা ভয়ানক সাপ) কামড়ে তাহার মৃত্যু হইবে।"

এই বলিয়া শৃঙ্গী তাঁহার পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার গলায় একটা মরা সাপ জড়ান রহিয়াছে। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনা অপরাধে আপনার এমন অপমান করিল। তাই আমি তাহাকে শাপ দিয়াছি যে, সাত দিনের ভিতরে তাহাকে তক্ষকে খাইবে।"

শৃঙ্গীর কথায় শমীক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজাকে শাপ দিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ। এমন ধার্মিক রাজা একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলেও, তাঁহার অনিষ্ট করা উচিত নহে। আর আমরা হইতেছি তপস্বী, ক্ষমা করাই আমাদের ধর্ম। ক্রোধ করিলে ধর্মের হানি হয়। আমার মৌনব্রতের কথা জানিলে, রাজা

কখনই এমন কাজ করিতেন না। আমরা তাঁহার আশ্রয়ে সুখে বাস করিয়া কত পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছি, এমন লোককে শাপ দিতে হয়?"

কিন্তু আর দুঃখ করিয়া কি ফল হইবে? শৃঙ্গী শাপ দিয়া বসিয়াছেন, এখন আর পরীক্ষিতের রক্ষা নাই। তথাপি শমীক মনে করিলেন যে, অন্ততঃ এই সংবাদ রাজাকে জানাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেও কিছু উপকার হইতে পারে।" সুতরাং তিনি, গৌরমুখ নামক একজন শিষ্যকে দিয়া এই সংবাদ পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গৌরমুখের নিকট সকল কথা শুনিয়া পরীক্ষিতের বড়ই অনুতাপ হইল। কিন্তু তিনি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়া তত দুঃখিত হইলেন না, যত সেই মুনির কথা ভাবিয়া হইলেন। তিনি কেবল ইহাই বলিতে লাগিলেন যে, "আমি তাঁহার এত অপমান করিলাম, তথাপি তিনি আমাকে ক্ষমা করিলেন! হায় হায়! এমন মহাপুরুষের অপমান করিয়া আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!"

যাহা হউক, এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি না, পরীক্ষিৎ তাহার কথা ভাবিতে ভুলিয়া গেলেন না। মন্ত্রীদিগকে লইয়া তিনি এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ করিলেন। তারপর রাজ্যের বড় বড় রাজমিস্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া আনা হইল। তাহারা খুব মজবুত একটা থাম খাড়া করিয়া, তাহার আগায়, রাজার থাকিবার জন্য, পায়রার ঘরের মত (অবশ্য, তার চেয়ে ঢের বড়) একটি ঘর প্রস্তুত করিয়া দিল। সেই ঘরে রাজা বড় বড় রোজা, আর বদ্যি, আর রাশি রাশি ঔষধ লইয়া অতি সাবধানে বাস করিতে লাগিলেন। বিনা অনুমতিতে কাহারই তাঁহার নিকট যাইবার উপায় রহিল না। থামের চারিধারে দিন রাত হাতিয়ার বাঁধা সিপাহীরা পাহারা দিতে লাগিল। পিপীলিকারও সাধ্য ছিল না যে, তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া উপরে যায়।

সে কালে কাশ্যপ নামক এক মুনি, সাপের বিষের অতি আশ্চর্য্য রকম চিকিৎসা জানিতেন। পরীক্ষিৎকে সাপে খাইবে, এই সংবাদ শুনিয়া, তিনি মনে করিলেন যে, "ইহাকে বাঁচাইতে পারিলে আমি নিশ্চয়ই অনেক টাকা পুরস্কার পাইব।" এই মনে করিয়া তিনি তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। এই ব্রাহ্মণ আর কেহ নহে, তক্ষকই ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া, রাজাকে সংহার করিতে যাইতেছে।

কাশ্যপকে দেখিয়া তক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "কি মুনিঠাকুর, এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলিয়াছেন?"

কাশ্যপ কহিলেন, "রাজা পরীক্ষিৎকে আজ তক্ষকে কামড়াইবে। আমি তাঁহাকে বাঁচাইতে যাইতেছি।"

তক্ষক বলিল, "মহাশয়, এ আমি সেই তক্ষক। আপনি মিছামিছি এত পরিশ্রম কেন করিতেছেন? ঘরে ফিরিয়া যাউন। আমি কামড়াইলে আপনার সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে রক্ষা করেন।"

কাশ্যপ কহিলেন, "আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

তক্ষক বলিল, "যদি আপনার এমন ক্ষমতাই থাকে, তবে আমি এই বটগাছটাকে কামড়াইতেছি, ইহাকে বাঁচাইয়া দি'ন্ ত দেখি!"

কাশ্যপ কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি কামড়াও ত!"

এ কথায় তক্ষক সেই বটগাছটাকে কামড়াইবামাত্র উহার শিকড় অবধি আগা পর্য্যন্ত, তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! কিন্তু কাশ্যপের মন্ত্রের কি আশ্চর্য্য গুণ, তাহাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে, সেই ছাই হইতে প্রথমে একটু অঙ্কুর, তার পর দুটি পাতা, এইরূপ করিয়া ক্রমে সেই প্রকাণ্ড বট গাছ, যেমনটি ছিল, তেমনিটি, অবিকল হইয়া দাঁড়াইল। সে সময়

একটি ব্রাহ্মণ, কাঠের জন্য, সেই গাছে উঠিয়াছিলেন, গাছের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভস্ম হইয়া যান, আবার কাশ্যপের মন্ত্রে বাঁচিয়া উঠেন!

বট গাছ বাঁচিতে দেখিয়া, তক্ষক অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া, কাশ্যপকে বলিল যে, "আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু আপনি কিসের জন্য পরীক্ষিৎকে বাঁচাইতে চাহিতেছেন?"

মুনি বলিলেন, "রাজাকে বাঁচাইলে অনেক টাকা পাইব, তাই আমি তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহিতেছি।"

এ কথায় তক্ষক বলিল, "রাজাকে বাঁচাইলে যে অনেক টাকা পাইবেন, তাহা ত বুঝিলাম; কিন্তু যদি বাঁচাইতে না পারেন, তখন কেমনটি হইবে? আপনি মুনির শাপের সঙ্গে যুঝিতে যাইতেছেন, সে জায়গায় আপনার মন্ত্র নাও খাটিতে পারে। তাহার চেয়ে এক কাজ করুন না! আপনার টাকা পাওয়া দিয়াই ত কথা,—রাজার কাছে যাহা পাইতেন, আমিই আপনাকে সেই টাকাটা দিতেছি। তাহা লইয়া আপনি ঘরে চলিয়া যাউন, আপনার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে।"

মুনির টাকারই দরকার ছিল, তাহার চেয়ে ভাল উদ্দেশ্য তাহার ছিল না। সুতরাং তিনি তক্ষকের কথায় বিশেষ সুবিধাই বোধ করিয়া, তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া আহ্লাদের সহিত ঘরে ফিরিলেন।

এদিকে তক্ষক হস্তিনায় আসিয়া যখন দেখিল যে, পরীক্ষিৎকে সোজাসুজি গিয়া কামড়াইবার কোন উপায় নাই, তখন সে ইহার এক কৌশল স্থির করিল। তক্ষকের কথায় কতকগুলি সাপ ব্রাহ্মণ সাজিয়া ফল, ফুল, কুশ আর জল হাতে হস্তিনায় আসিয়া বলিল যে, "আমরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।"

এ সময়ে রাজার যে আশীর্ব্বাদের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সকল ব্রাহ্মণের তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে

কোন কষ্ট হইল না। কপট ব্রাহ্মণেরা রাজাকে কপট আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ফল ফুল দিয়া প্রস্থান করিল।

উহারা চলিয়া গেলে, রাজা অমাত্যগণকে লইয়া সেই সকল ফল আহার করিবার আয়োজন করিলেন। রাজা একটি ফল হাতে লইয়া দেখিলেন যে, উহার ভিতর হইতে একটি অতিশয় ক্ষুদ্র কীট বাহির হইয়াছে। উহার শরীর তাম্রবর্ণ, চোখ দুটি কাল কাল।

মুনি বলিয়াছিলেন, সাত দিনের ভিতরে রাজার মৃত্যু হইবে। সেদিনকার সূর্য্য অস্ত গেলেই সেই সাত দিন পূর্ণ হয়, রাজারও বিপদ কাটিয়া যায়। সূর্য্যও তখন গাছের আড়ালে লুকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, অস্ত হইতে আর বিলম্ব নাই। ইহা দেখিয়া রাজার ভয় অনেক কমিয়া যাওয়াতে, তিনি তামাসা করিয়া বলিলেন, "এখন আর আমার বিষের ভয় নাই, এখন এই পোকাই তক্ষক হইয়া আমাকে কামড়াইতে আসুক! তাহা হইলে আমার শাপও কাটে, ব্রাহ্মণের কথাও থাকে।"

এই বলিয়া তিনি সেই পোকাটিকে নিজের গলায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সে হাসি অতি অল্পক্ষণের জন্যই দেখা দিয়াছিল। সেই পোকাই ছিল তক্ষক। রাজার হাসির সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভীষণ গর্জ্জনের সহিত তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল! তারপর কি হইল, আর বলিয়া কি হইবে?

এইরূপে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে সকলে মিলিয়া তাঁহার শিশুপুত্র জনমেজয়কে হস্তিনায় রাজা করিল।

সে সময় হয় ত জনমেজয় এ সকল ঘটনার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বড় হইয়া তিনি অনেক সময় এ বিষয়ের চিন্তা করিতেন। একদিন তিনি পাত্রমিত্র সমেত সভায় বসিয়া রাজ্যের কাজ দেখিতেছেন, এমন সময় উতঙ্ক নামক একটি মুনি আসিয়া তাঁহাকে

বলিলেন যে, "মহারাজ! আসল কাজের কথা ভুলিয়া, ছেলেমানুষের মতন কেন সামান্ত কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন?"

মুনির কথা শুনিয়া জনমেজয় বলিলেন, "কেন, আমি ত রাজ্যের কাজ আমার সাধ্য মতই করিতেছি। আপনি আর কোন্ কাজের কথা বলিতেছেন?"

মুনি বলিলেন, "আমি যে কাজের কথা বলিতেছি, আর সকল কাজের আগে, তাহাই আপনার কাজ। দুরাত্মা তক্ষক যে আপনার পিতাকে বধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ না লইয়া, আপনি আর কোন্ কাজের কথা ভাবিতেছেন? সেই দুষ্ট বিনা দোষে আপনার পিতার প্রাণনাশ করিয়াছিল। কাশ্যপ মহারাজকে বাঁচাইতে আসিতে-ছিলেন, পাপিষ্ঠ তাঁহাকে পথের মাঝখান হইতে ফিরাইয়া দিল। এই দুরাত্মাকে শাস্তি দিতে আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র সর্পযজ্ঞের আয়োজন করিয়া উহাকে তাহার আগুনে পোড়াইয়া মারুন। ইহাতে আমারও কাজ হইবে। আমি গুরুর জন্য দক্ষিণা আনিতে গিয়াছিলাম, পথে ঐ দুষ্ট আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে।

উতঙ্ককে তক্ষক কি কষ্ট দিয়াছিল, তাহা এখন বলিয়া কাজ নাই। উঁহার নিকট পরীক্ষিতের কথা শুনিয়া জনমেজয় অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পিতার মৃত্যু কিরূপে হইয়াছিল?"

এ কথায় অমাত্যগণ পরীক্ষিতের মৃত্যুর সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইলে, তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। তারপর তিনি ক্রোধভরে বলিলেন যে, "হে অমাত্যগণ, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমরা শোন। দুষ্ট তক্ষক যে আমার পিতার প্রাণ বধ করিয়াছিল, ইহার উচিত শাস্তি তাহাকে দিতেই হইবে।"

তারপর তিনি ঋত্বিক্‌গণকে (যে সকল মুনিরা যজ্ঞ করেন) ডাকাইয়া

বলিলেন যে, "দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতাকে বধ করিয়াছিল, আমি তাহার প্রতিফল দিতে চাহি। আপনারা এমন কোন যজ্ঞের কথা জানেন কি না, যাহা দ্বারা আমি সেই দুষ্টকে ভাই বন্ধু সকল শুদ্ধ আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারি ?"

ঋত্বিকগণ বলিলেন, "মহারাজ! পুরাণে লেখা আছে যে, ঠিক আপনার এই কার্য্যের জন্যই, বহুকাল পূর্ব্বে, দেবতাগণ সর্পযজ্ঞ নামক একটি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যজ্ঞ করিলে নিশ্চয়ই তক্ষকের মৃত্যু হইবে।"

একথা শুনিয়া জনমেজয় আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। তখনই যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইল; ঋত্বিকেরা যজ্ঞভূমি মাপিয়া প্রস্তুত করাইলেন; যজ্ঞের সকল সামগ্রী আনিয়া, সেই যজ্ঞভূমি পরিপূর্ণ করা হইল।

সাপেরা এতদিন কি করিতেছিল? আমরা জানি যে, উহারা জরৎকারু মুনির সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তারপর কি হইল?

তখন হইতেই তাহারা এ বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে কাজটি তাহাদের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইল।

জরৎকারুর কথা।

জগৎকারু মুনি সর্ব্বদাই কঠিন তপস্যায় ব্যস্ত থাকিতেন। বিবাহ বা সংসারের অন্য কোন কাজ করার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তপস্যা করিয়া, আর তীর্থে স্নান করিয়া, তিনি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঘর বাড়ী তাঁহার কিছুই ছিল না, যেখানে রাত্রি হইত, সেইখানে নিদ্রা যাইতেন। এমন লোককে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করাইয়া দেওয়া কি সহজ কাজ! এ কাজ হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না, যদি ইহার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য

ঘটনা না হইত। ঘটনাটি এই,—জরৎকারু নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন দেখিলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার গর্তের মুখে, কয়েকটি নিতান্ত দীনহীন, রোগা, হাড্ডিসার মানুষ একগাছি খস্‌খসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতেছে! উহাদের পা উপরদিকে মাথা নীচের দিকে। একটা ইঁদুর ক্রমাগত সেই খস্‌খসের শিকড়খানিকে কাটিয়া, উহার একটি আঁস মাত্র বাকি রাখিয়াছে, সেটুকু কাটা গেলেই বেচারারা গর্তের ভিতরে পড়িয়া যাইবে! ইহাদিগকে দেখিয়া জরৎকারুর বড়ই দয়া হওয়াতে, তিনি বলিলেন, "আহা! আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে! আপনারা কে? আর, কি করিয়াই বা আপনাদের এমন কষ্টের অবস্থা হইল? আমি কি আপনাদের কোন উপকার করিতে পারি?"

সেই লোকগুলি বলিলেন, "আমাদিগকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ দূর হওয়া বড়ই কঠিন দেখিতেছি। আমরা যাযাবর নামক ঋষি। আমরা কেহ কোন পাপ করি নাই, কেবল, আমাদের বংশ-লোপ হওয়ার গতিক হওয়াতেই আমাদের এই দুর্দ্দশা! আমাদের বংশে এখনও একটি লোক আছে, উহার নাম জরৎকারু। জরৎকারু বাঁচিয়া আছে বলিয়াই, আমরা এখনও কোন মতে এই খস্‌খসের শিকড়টুকু ধরিয়া টিকিয়া আছি, উহার মৃত্যু হইলেই শিকড়টি ছিঁড়িয়া যাইবে, আর আমরাও এই গর্তের ভিতরে পড়িয়া যাইব। সেই মূর্খ কেবল তপস্যা করিয়াই বেড়ায়; কিন্তু উহার তপস্যায় আমাদের কি ফল হইবে? তাহার চেয়ে সে যদি বিবাহ করিত, আর তাহার পুত্রপৌত্র হইত, তবে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম। বৎস, আমাদের দশা দেখিয়া তোমার দয়া হইয়াছে, তাই বলি, যদি সেই হতভাগার সহিত তোমার দেখা হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদের কথা তাহাকে বলিও।"

হায়, কি কষ্টের কথা, পূর্ব্বপুরুষেরা এমন ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন, আর সেই কষ্টের কারণ জরৎকারু নিজে! একথা ভাবিয়া তিনি যারপর নাই দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে মহর্ষিগণ, আপনারা আমারই পূর্ব্বপুরুষ। আমিই সেই দুরাত্মা হতভাগ্য জরৎকারু। আমার অপরাধের সীমা নাই। সে জন্য আমাকে উচিত শাস্তি দি'ন। আর বলুন, আমি কি করিব।"

ইহাতে পূর্ব্বপুরুষেরা কহিলেন, "তুমি বিবাহ কর।"

জরৎকারু বলিলেন, "আচ্ছা আমি বিবাহ করিব; কিন্তু ইহার মধ্যে দুটি কথা আছে। মেয়েটির আমার নামে নাম হওয়া চাহি। আর, বিবাহের পর স্ত্রীকে খাইতেও দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আমার বিবাহ যোটে, তবেই বিবাহ করিব, নচেৎ নহে।"

এই বলিয়া জরৎকারু, বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজিতে লাগিলেন। একে বুড়ো, তাতে গরিব। স্ত্রীকে খাইতে পরিতে দিতে পারিবে না, কুঁড়ে ঘরখানি পর্য্যন্ত নাই, যে তাহাতে নিয়া তাহাকে রাখিবে। এমন বরকে মেয়ে দিতে বোধ হয় বাঘ-ভালুকেও রাজি হয় না, মানুষ ত দূরের কথা। মুনি দেশ বিদেশে খুঁজিয়া হয়রান হইলেন, কোথাও মেয়ে পাইলেন না। তখন, পূর্ব্বপুরুষদের কথা মনে করিয়া, তাঁহার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতে, তিনি একবনের ভিতরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "এখানে যদি কেহ থাক, তবে শোন। আমি যাযাবর বংশের তপস্বী, নাম জরৎকারু। পূর্ব্বপুরুষদিগের আজ্ঞায় আমি বিবাহ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কন্যা জুটিতেছে না। যদি তোমাদের কাহারও নিকট কন্যা থাকে আর যদি তাহার আমার নামে নাম হয়, আর যদি আমার টাকা না দিতে হয়, আর মেয়েকেও খাইতে পরিতে দিতে না হয়,—তবে নিয়া আইস, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

এদিকে হইয়াছে কি,—বাসুকির লোকেরা সেই তখন হইতেই জরৎকারুকে খুঁজিতেছে, কিন্তু এতদিন কোথাও তাঁহার দেখা পায় নাই। জরৎকারু যখন সেই বনের ভিতরে ঢুকিয়া কাঁদিতেছিলেন, তখন বাসুকির ঐ সব লোকের কয়েকজনও সেখানে ছিল। তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াই বলিল, ঐরে, সেই মুনি! ঐ শোন্, সে বিবাহ করিতে চায়! শীঘ্র কর্ত্তাকে খবর দিই গিয়া, চল।"

এই বলিয়া তাহারা বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া বাসুকিকে এই সংবাদ দিল। বাসুকিও সে সংবাদ পাওয়ামাত্রই, তাঁহার ভগিনীকে অতিসুন্দর পোষাক এবং মহামূল্য অলঙ্কার পরাইয়া, জরৎকারুর নিকট উপস্থিত করিলেন! তাঁহাকে দেখিয়া জরৎকারু বলিলেন,—

"মহাশয় ইঁহার নামটি কি?"

বাসুকি বলিলেন, "ইঁহার নাম জরৎকারু।"

জরৎকারু বলিলেন, "বেশ! কিন্তু আমি ত টাকাকড়ি দিতে পারিব না।"

বাসুকি বলিলেন, "আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না, আমি অমনিই মেয়ে দিতেছি।"

জরৎকারু বলিলেন, "বেশ, বেশ! কিন্তু মেয়েকে খাইতে পরিতে দিবে কে? আমার ত কিছুই নাই।"

বাসুকি বলিলেন, "তাহার জন্ম আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি ইঁহাকে চিরকাল ভরণপোষণ করিব (খাওয়াইব পরাইব)।"

জরৎকারু বলিলেন, "তবে ভাল, আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব। কিন্তু যদি ইনি কখনও আমাকে অসন্তুষ্ট করেন, তবে আমি তখনই চলিয়া যাইব!"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জরৎকারুর সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ

হইল। ইহাদের পুত্রই আস্তীক, যিনি সর্পগণকে জনমেজয়ের যজ্ঞ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তীকের জন্মের কয়েকদিন আগে, জরৎকারু তাঁহার স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বেচারীর কোন দোষ ছিল না। তিনি পরম যত্নে স্বামীর সেবা করিতেন।

একদিন বিকাল বেলায় জরৎকারু মুনি নিদ্রা গেলেন। ক্রমে সূর্য্যাস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, সন্ধ্যাকালের উপাসনার (ভগবানের পূজার) সময় হইল, তথাপি মুনির ঘুম ভাঙ্গিল না। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী ভাবিলেন, "এখন কি করি? ঘুম ভাঙ্গাইলে হয়ত ইহার রাগ হইবে, আর সন্ধ্যাপূজা না করা হইলে ইহার পাপ হইবে।" অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, "যাহাতে ইহার পাপ হয়, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া উচিত নহে, সুতরাং ইহাকে জাগানই কর্ত্তব্য।" এই মনে করিয়া যেই তিনি মুনিকে আস্তে আস্তে জাগাইয়াছেন, অমনি মুনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কি? আমাকে অপমান করিলে? এই আমি চলিলাম, আর এখানে কিছুতেই থাকিব না!"

ইহাতে বাসুকির ভগিনী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, সূর্য্যাস্ত হইতেছিল, তাই সন্ধ্যাপূজার জন্য আপনাকে জাগাইয়াছিলাম। আপনাকে অপমান করিতে চাহি নাই।"

জরৎকারু বলিলেন, "আমি ঘুমাইয়া থাকিতে কি সূর্য্যাস্ত হইবার শক্তি আছে? কাজেই আমাকে জাগাইয়া আমার অপমান করিয়াছ। আমি আর এখানে থাকিব না।"

এই বলিয়া মুনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তাঁহার স্ত্রীর চোখের জলের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই আস্তীকের জন্ম হইল। ছেলেটি দেখিতে দেবতার ন্যায় সুন্দর। আর

তাহার এমন অসাধারণ বুদ্ধি যে, শিশুকালেই বেদ পুরাণ সমস্ত পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিল! তাহাকে পাইয়া নাগগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। উহারা কত যত্নের সহিত যে তাহাকে পালন করিতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সময়েই জনমেজয়ের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞের সকল আয়োজন প্রস্তুত, সকলে তাহা আরম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেখানে একটি লোক আসিল, তাহার চোখ দুইটা ভারি লাল। লোকটি স্থপতি-বিদ্যায় (অর্থাৎ ঘর বাড়ী প্রস্তুত বিষয়ে) বড়ই পণ্ডিত। সে খানিক এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া, তারপর বলিল, "যে সময়ে আর যে স্থানে তোমরা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে আমার বোধ হয়, তোমরা ইহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিবে না,—এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ইহাতে বাধা দিবে।" ইহা শুনিয়া জনমেজয় তখনই দরোয়ানদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, "আমাকে না জানাইয়া কাহাকেও ঢুকিতে দিবে না।"

তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল। পুরোহিতেরা কালো রঙের ধুতি চাদর পরিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আগুনে ঘী ঢালিতে লাগিলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখ লাল হইয়া উঠিল। সর্পগণের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি পড়িবামাত্র (ঘৃত ঢালা হইবামাত্র) তাহারা বুঝিল যে, আর প্রাণের আশা নাই। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, নানারকম সাপ আসিয়া আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারারা ভয়ে অস্থির হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বাঁচিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছে, লেজ দিয়া, আর মাথা দিয়া, একজন আর একজনকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিতেছে, আর ক্রমাগত আপনার লোকদিগের নাম লইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কত যে কাঁদিতেছে, তাহার ত কথাই নাই;—কিন্তু কিছুতেই তাহারা রক্ষা পাইতেছে না! শাদা, হল্‌দে, নীল, কালো,

ছোট, বড়, মাঝারি, সকল রকমের সাপ হাজারে হাজারে আগুনে পুড়িয়া মরিল।

সে সময়ে সাপের চীৎকারে আর কোন শব্দই শুনিবার উপায় রহিল না। পোড়া সাপের গন্ধে সেস্থানে টিকিয়া থাকা ভার হইয়া উঠিল। হায়! মায়ের শাপ কি দারুণ শাপ!

কিন্তু যাহার জন্য এত আয়োজন, সেই তক্ষক এতক্ষণ কি করিতেছিল? যজ্ঞের কথা শুনিবামাত্র, আর সকলের আগে, উহারই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে তখনই নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে যোড়হাতে বলিল, "দোহাই, দেবরাজ! আমাকে রক্ষা করুন! জনমেজয় আমাকে পোড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিতেছে!"

ইন্দ্র বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার এইখানে থাক।"

ইহাতে তক্ষক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রের পুরীতেই বাস করিতে লাগিল।

এদিকে ক্রমাগতই সাপ আসিয়া যজ্ঞের আগুনে পড়িতেছে। এইরূপে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই অধিকাংশ সাপ মরিয়া গেল, অল্পই বাকি রহিল। সাপের রাজা বাসুকি এ সকল ঘটনা দেখিয়া, বার বার অজ্ঞান হইয়া যাইতে লাগিলেন। সাপেদের মধ্যে কেহ যে রক্ষা পাইবে, এমন আশা তাঁহার রহিল না। তাঁহার কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যে, 'এইবারেই বুঝি আমার ডাক পড়ে।' এমন সময় তাঁহার আস্তীকের কথা মনে পড়িল।

বাস্তবিক, আস্তীক যদি সর্পগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জন্মিয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। এই বেলা গিয়া একটা কিছু না করিলে, আর তাঁহার সে কায করিবার অবসরই

থাকিত না। সুতরাং বাসুকি তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আর দেখিতেছ কি বোন্? শীঘ্র আস্তীককে ইহার উপায় করিতে বল!"

এ কথায় বাসুকির ভগিনী তখনই আস্তীকের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাছা, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তুমি যে কাজের জন্য জন্মিয়াছিলে, শীঘ্র তাহা না করিলে ত আর উপায় দেখিতেছি না!"

ইহাতে আস্তীক একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমি কি কাযের জন্ত জন্মিয়াছি মা? বল, এখনই তাহা করিতেছি।"

তখন আস্তীকের মাতা তাঁহাকে কদ্রুর শাপের কথা, আর জনমেজয়ের যজ্ঞের কথা, আর তাঁহাদ্বারা যে সেই যজ্ঞ বারণ হইবে সেই কথা, আগা গোড়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া আস্তীক বাসুকির নিকটে গিয়া বলিলেন, "মামা, আপনি আর দুঃখ করিবেন না। এই আমি চলিলাম;—যেমন করিয়াই হয়, সে যজ্ঞ আমি বারণ করিয়া আসিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া আস্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বড় মুনি ঋষিতে সে যজ্ঞস্থান পরিপূর্ণ ছিল, আর তাহার দরজায় যমদূতের মতন সিপাহী সকল ঢাল তলোয়ার হাতে পাহারা দিতেছিল। বালক আস্তীককে দেখিয়াই তাহারা ধমক দিয়া বলিল, "এইয়ো! কোথায় যাইতেছ?"

আস্তীক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিলেন, "তোমাদের জয় হউক, দরোয়ানজী! যজ্ঞটি যেমন জমকালো, তোমরা তাহার উপযুক্ত দরোয়ান। এমন সুন্দর যজ্ঞ কেহ দেখে নাই, এমন ভালো দরোয়ানও আর কোথাও নাই! তোমাদের দয়া হইলে, আমি একটু তামাসা দেখিয়া আসি!"

প্রশংসা শুনিয়া দরোয়ানেরা বড়ই খুসী হইল। তারপর তারা আস্তীককে ঢুকিতে দিতে আপত্তি করিল না।

ভিতরে গিয়া আস্তীক জনমেজয়কে বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি এমন সুন্দর যজ্ঞ করিতেছেন যে, কি বলিব! মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক। প্রাচীনকালের অতি প্রসিদ্ধ রাজা আর মুনিঋষিগণ যে সকল মহা মহা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও তেমনি হইয়াছে। মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক। কত বড় বড় মুনিগণ আপনার যজ্ঞে কাজ করিতেছেন। ইহারা যে কত বড় পণ্ডিত, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আর আপনি যে কিরূপ ধার্ম্মিক রাজা, তাহা মনে করিলে বড়ই সুখ হয়।"

নিজের প্রশংসা শুনিলে, দেবতার মনও খুসী হয়। আর সেই প্রশংসা যদি আস্তীকের ন্যায় অপরূপ সুন্দর একটি বালকের সুমিষ্ট কথায় হয়, তবে তাহার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং জনমেজয় বলিলেন, "হে মুনিগণ, আপনাদের কি অনুমতি হয়? আমার ত ইচ্ছা হইতেছে যে, এই সুন্দর বালকটি যাহা চায়, তাহা তাহাকে দিয়া দেই।"

মুনিরা বলিলেন, "তক্ষক বিনা ইনি আর যাহা চাহেন, তাহাই পাইতে পারেন।"

তখন রাজা আস্তীককে বর দিতে গেলে, প্রধান মুনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, তক্ষক কিন্তু এখনও আসিল না।"

তাহাতে জনমেজয় বলিলেন যে, "আপনারা তক্ষককে শীঘ্র উপস্থিত করিবার চেষ্টা করুন।"

তখন, সেই লালচোখওয়ালা লোকটি—যে বলিয়াছিল যে, 'এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে বাধা দিবে'—বলিল, "মহারাজ, তক্ষক ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাই তাহাকে সহজে আনা যাইতেছে না।"

মুনিরাও বলিলেন যে, "হাঁ এ কথা ঠিক।"

ইহাতে প্রধান মুনি ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন আর ইন্দ্র চুপ করিয়া স্বর্গে বসিয়া থাকিবেন কিরূপে? তাঁহাকে পূজার স্থানে যাত্রা করিতেই হইল। তক্ষক দেখিল, মহা বিপদ! ইন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতেও ভরসা হয় না, তাঁহার সঙ্গে যাইতেও সাহস হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ইন্দ্রের চাদরের ভিতরে লুকাইয়া রহিল।

এ দিকে রাজা জনমেজয় দেখিলেন যে, ইন্দ্রের আশ্রয় পাইয়া তক্ষক তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। সুতরাং তিনি ক্রোধভরে মুনিদিগকে বলিলেন যে, "যদি ইন্দ্র তক্ষককে লুকাইয়া রাখেন, তবে, তাঁহাকে শুদ্ধই দুষ্টকে পোড়াইয়া মারুন।"

রাজার কথায় মুনিগণ তক্ষকের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র, ইন্দ্রকে শুদ্ধই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশের ভিতর দিয়া আসিয়া দেখা দিল। তখন ইন্দ্র প্রাণের ভয়ে তক্ষককে ছাড়িয়া ব্যস্ত-ভাবে প্রস্থান করিলে, তক্ষক ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে যজ্ঞের আগুনের কাছে আসিতে লাগিল। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আর চিন্তা নাই। ঐ দেখুন, তক্ষক চ্যাচাইতে চ্যাচাইতে এ দিকে আসিতেছে! এখন বালকটিকে বর দিতে পারেন।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার, এখন তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব। বল তোমার কি বর চাই?"

আস্তীক বলিলেন, "আমি এই বর চাহি যে, আমনার যজ্ঞ থামিয়া যাউক। আর যেন ইহার আগুনে পুড়িয়া সাপেদের মৃত্যু না হয়।"

এ কথা শুনিয়াই ত রাজা চমকিয়া উঠিলেন! তাঁহাকে যদি হঠাৎ তক্ষকে কামড়াইত, তবুও বোধ হয় তিনি এত চমকিয়া উঠিতেন না।

তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেও কি হয়? ঠাকুর, আপনি আর কিছু প্রার্থনা করুন। টাকা কড়ি যত আপনার ইচ্ছা হয়, আমি আপনাকে দিতেছি, কিন্তু যজ্ঞ থামাইতে পারিব না।"

আস্তীক ববিলেন, "আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাইলাম, তবে টাকা কড়ি দিয়া কি করিব? আমি আমার মাতুলদিগকে বাঁচাইতে আসিয়াছি, টাকার জন্য আসি নাই।"

তখন মুনিগণ বলিলেন, "মহারাজ, যখন দিবেন বলিয়াছেন, তখন এই বালক যাহা চাহিতেছেন, তাহা ইঁহাকে দিতেই হইতেছে।"

এ দিকে তক্ষক আগুনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর এক মুহূর্ত্ত পরেই পুড়িয়া মারা যাইবে। ইহা দেখিয়া, আস্তীক চীৎকার পূর্ব্বক তিনবার তাহাকে বলিলেন, "তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! (থামো! থামো! থামো!)" তাহাতেই তক্ষক আর আগুনে না পড়িয়া, কিছুকাল শূন্যে থামিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে, ব্রাহ্মণদিগের কথায়, জনমেজয় আস্তীককে বর দিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে যজ্ঞ থামুক! সর্পগণের ভয় দূর হউক!"

এ কথায় তখনই যজ্ঞ থামিয়া গেল, তক্ষকেরও আর পুড়িয়া মরিতে হইল না। যাহারা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপে আস্তীক তাঁহার মাতুলদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তীকের এই কার্য্যে সাপেরা প্রাণে বাঁচিয়া গেল। সুতরাং তাহারা যে সন্তুষ্ট হইল, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা বার বার বলিতে লাগিল, "বাছা, তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছ; বল, আমরা কি করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।"

আস্তীক বলিলেন, "আপনারা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে, আমার নাম যে লইবে, আপনারা আর তাহাকে হিংসা করিবেন না।"

সাপেরা বলিল, "এখন হইতে, যে তোমার নাম লইবে, আমরা তাহার কোন অনিষ্ট করিব না। এ কথা যে অমান্য করিবে, তাহার মাথা শিমূলের কলার মত ফাটিয়া যাইবে।"

সাগরে জল আনিবার কথা।

অগস্ত্য মুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সে জল তাঁহার পেটে গিয়া হজম হইয়া গেল, সুতরাং কাজের সময় তিনি আর তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না। বহুকাল পর্য্যন্ত, মরা নদীর খাতের ন্যায়, সাগর শুক্‌নো পড়িয়াছিল। তারপর যেমন করিয়া আবার তাহাতে জল আসিল, সে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

সগর রাজার কথা।

ইক্ষাকু-বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে, তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সকল বিষয়েই তিনি সুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল; তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্রলাভের জন্য তিনি তাঁহার বৈদর্ভী এবং শৈব্যা নাম্নী দুই রাণীকে লইয়া কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি কি চাহ।"

রাজা ভক্তিভরে শিবকে প্রণাম করিয়া, যোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্, আমার পুত্র নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিবার লোক থাকিবে না; আমার বংশলোপ হইয়া যাইবে। সুতরাং, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দি'ন্।

শিব কহিলেন, "মহারাজ, তোমার এক রাণীর ষাট হাজার পুত্র হইবে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক সঙ্গে মরিয়া যাইবে। আর এক রাণীর একটি মাত্র পুত্র হইবে, সেই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।"

এই বলিয়া শিব আকাশে মিলাইয়া গেলেন, রাজাও আনন্দের সহিত রাণীদিগকে লইয়া দেশে ফিরিলেন।

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাট হাজারটি আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। ছেলেগুলি একটা লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গভীর স্বরে বলিল, "মহারাজ! ওটাকে ফেলিয়া দিও না, উহার ভিতরেই তোমার ষাট হাজার পুত্র আছে। উহার ষাট হাজারটি বীচিকে ঘৃতের কলসির ভিতরে রাখিয়া দাও, দেখিবে, তোমার ষাট হাজার পুত্র হইবে।"

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া, উহার বীচিগুলি ঘীয়ের ভিতর রাখিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকদিন পরে, সেই বীচির ভিতর হইতে ষাট হাজারটি সুন্দর খোকা বাহির হইল! সেই খোকাগুলি বড় হইয়া ষাট হাজারটা অসুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জ্বালায়, মানুষের কথা আর কি বলিব,—দেবতা গন্ধর্ব্ব পর্য্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পাইত না।

শেষে সকলে ইহাদের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল, "ভগবন্, আর ত পারি না। ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের একটা উপায় করুন!"

ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আর অতি অল্পদিনের ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোষে নষ্ট হইবে।"

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক যে যাহার ঘরে ফিরিল।

তারপর একবার সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ ষাট হাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক

তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিলে, সে শুক্‌নো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্রেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল যে, "বাবা, সর্ব্বনাশ ত হইয়াছে; ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!"

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভাল করিয়া খোঁজ।"

তখন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "বাবা, আমরা সহর, বাজার, পাহাড়, পর্ব্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!"

এ কথায় সগর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পাইবি না!"

সুতরাং আবার ষাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার এক জায়গায় একটা গভীর গর্ত্ত রহিয়াছে। তখন ষাট হাজার ভাই, ষাট হাজার কোদাল লইয়া, সেই গর্ত্তের চারিধার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহারা সেই সর্ব্বনেশে গর্ত্তের তলা পাইল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি সেই গর্ত্তের ভিতরে উঁকি মারিলে, যেমন অন্ধকার ছিল, তেমনি অন্ধকার দেখা যায়।

ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো বেশী করিয়া খুঁড়িতে লাগিল। গর্ত্ত যতই অন্ধকার দেখা যায়, তাহারা ততই খালি বলে, "খোঁড়্, খোঁড়্,

খোঁড়্‌, খোঁড়্‌ !” এমনি করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল ! পাতালে গিয়াই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে ? তখন কপিল যে সেখানে বসিয়া আছেন, তাহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চক্ষু লাল করিয়া, ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাত্র,সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল !

যখন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়, তখন নারদমুনি সেই দিক্ দিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া, সগর দুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমান্‌কে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে, “এখন তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে ত আর উপায় দেখি না।”

শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জা। অসমঞ্জা এমনই দুষ্ট ছিল, যে সে ছোট ছোট ছেলে পিলের গলায় ধরিয়া তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সকলে সগরের নিকট নালিশ করাতে, তিনি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অংশুমান্ সেই অসমঞ্জার পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান্ সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন্। কপিল তখনও সেখানে বসিয়া ছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাঁহার কাছে ছিল। অংশুমান্ মুনিকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বাঃ বেশ ভ ছেলেটি। তুমি কি চাও বৎস ?”

অংশুমান্ যোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্, আপনি দয়া করিয়া ঘোড়াটি আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।"

মুনি বলিলেন, "বটে? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া? এখনি তুমি ওটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই?"

অংশুমান্ যোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্, দয়া করিয়া যদি আমার খুড়া মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়।"

মুনি বলিলেন, "তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে, তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া, যজ্ঞ শেষ কর। তোমার মঙ্গল হউক।"

এইরূপে অংশুমান্ ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। তারপর তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

ভগীরথ।

ভগীরথ বড় হইয়া যখন সগরের পুত্রগণের ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মনে অতিশয় ক্লেশ হইল। তিনি তখনই এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "ইহাদিগের উদ্ধারের উপায় করিতে হইবে।"

এই ভাবিয়া, তিনি মন্ত্রিগণের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, গঙ্গার তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এক হাজার বৎসর তপস্যার পর

গঙ্গা তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন,"মহারাজ, তুমি কিসের জন্য এত ক্লেশ করিয়া আমার আরাধনা করিতেছ?" ভগীরথ বলিলেন, "হে দেবি, সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিলের কোপে ভস্ম হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমার পূর্ব্বপুরুষ। এইরূপে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহারা স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দেহের ছাই আপনার জলে ভিজিলে তবে তাঁহাদের উদ্ধার হয়। অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করুন, আমার এই প্রার্থনা।"

গঙ্গা বলিলেন, "তোমার জন্য আমি অবশ্যই পৃথিবীতে আসিব। কিন্তু আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িবার সময় পৃথিবী ত আমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। সে সময়ে যদি মহাদেব আসিয়া মাথা পাতিয়া আমাকে নেন, তবেই এ কাজ সম্ভব হয়, নহিলে এ জগতে এমন আর কিছুই নাই, যাহা আমার বেগ সহিতে পারে। তুমি মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া, এ কাজটি তাঁহাকে দিয়া করাইয়া লইতে পার কি না দেখ।"

গঙ্গার কথায় ভগীরথ কৈলাসপর্ব্বতে গিয়া, শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একে শিব সহজেই সন্তুষ্ট হন, তাহাতে এমন তপস্যা! কাজেই তাঁহাকে গঙ্গার প্রস্তাবে সম্মত করিতে ভগীরথের অধিক বিলম্ব হইল না।

সাধারণ পাহাড় পর্ব্বত হইতে যে নদীর জল গড়াইয়া পড়ে, তাহার তামাসা দেখিবার জন্যই লোকে কত পরিশ্রম করিয়া দেশ বিদেশে যায়। সুতরাং গঙ্গার স্বর্গ হইতে পড়িবার সময় যে দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া তামাসা দেখিতে আসিবে, তাহা বিচিত্র কি? সে সময়ের সেই ঘোরতর ঝর্ঝর গর্জ্জনে নিশ্চয়ই ত্রিভুবন কাঁপিয়া গিয়াছিল; ফেনায় মহাদেবের জটা শাদা হইয়া গিয়াছিল; জলে পৃথিবী ভাসিয়া গিয়াছিল, আর আকাশ ছাইয়া সেই জলের কণা উড়িয়াছিল। সেই

জলকণায় রোদ পড়িয়া যে কি সুন্দর রামধনুক হইয়াছিল, তাহা যে দেখে নাই সে কি করিয়া বুঝিবে?

এইরূপে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া, গঙ্গা ভগীরথকে বলিলেন, "এখন বল বাবা, কোন্ পথে যাইব?" তখন ভগীরথ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন, আর তাঁহার পিছু পিছু গঙ্গা কল কল শব্দে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া শেষে তাঁহারা সমুদ্রে উপস্থিত হইলে, গঙ্গার জলে ভিজিয়া সগরের পুত্রগণের উদ্ধার হইল, আর সাগর যে এতদিন শুক্‌নো পড়িয়াছিল, তাহাও পরিপূর্ণ হইল। সে সময়ে সাগরের জল অতিশয় মিষ্ট ছিল। তারপর একবার সমুদ্রের দুর্ব্বুদ্ধি হওয়াতে, সে বিষ্ণুকে অবহেলা করে। তখন বিষ্ণু তাঁহার শরীরের ঘাম দিয়া তাহাকে লোণা করিয়া দেন।

শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা।

বৃষপর্ব্বা দানবদিগের রাজা, শুক্রাচার্য্য তাহাদের গুরু। শুক্রাচার্য্যের কন্যার নাম দেবযানী, বৃষপর্ব্বার কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। একদিন দানবের মেয়েরা বনে বেড়াইতে গেল, দেবযানী আর শর্ম্মিষ্ঠাও তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

স্নানের পর পরিবার জন্য মেয়েরা যে কাপড় আনিয়াছিল, তাহা এক জায়গায় সাজাইয়া রাখিয়া, তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল, ইহার মধ্যে কখন বাতাস আসিয়া সেই সকল কাপড় উল্টো পাল্টা করিয়া দিয়াছে, কেহ তাহা টের পায় নাই। সুতরাং তাহারা নিজের নিজের কাপড় খুঁজিতে গিয়া ভুল করিতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা যে কাপড় খানি হাতে লইলেন, সেখানি ছিল দেবযানীর; দেবযানী তাহাতে রাগিয়া গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে বলিলেন, "হ্যাঁ লো, অসুরের মেয়ে, তুই কোন্ সাহসে আমার কাপড় নিতে গেলি?"

এ কথায় শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, "দেখ্ দেবযানি, আমি মহারাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। তোর পিতা আমার পিতার চেয়ে নীচু আসনে বসিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। তুই কি ভাবিরাছিস্ যে খালি তোর মুখের জোরে তুই আমার সমান হইয়া যাইবি?"

তখন দেবযানী আর কোন কথা না কহিয়া, কাপড় ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে, শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে একটা কুয়ার ভিতর ঠেলিয়া ফেলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, দেবযানী নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেই সময়ে নহুষের পুত্র মহারাজ যযাতি ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথে যাইতেছিলেন, আর সারাদিন হরিণ

তাড়াইয়া তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা হওয়াতে, তিনি জল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কূয়ার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কূয়ার নিকটে আসিয়া তিনি যখন তাহার ভিতরে কান্না শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি ব্যস্তভাবে কূয়ার ভিতর তাকাইয়া দেখিলেন যে, একটি পরমাসুন্দরী কন্যা তাহাতে পড়িয়া কাঁদিতেছে।

রাজা অবিলম্বে সেই কন্যাটিকে কূয়ার ভিতর হইতে উঠাইলেন, আর তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, তিনি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী।

দেবযানীকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া যযাতি সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় ঘূর্ণিকা নামে দেবযানীদের এক দাসী, তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবযানী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিলেন, "ঘূর্ণিকা, তুমি বাবাকে গিয়া বল যে, শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূয়ায় ফেলিয়া দিয়াছিল, আমি আর বৃষপর্ব্বার দেশে যাইব না।"

শুক্রাচার্য্য ঘূর্ণিকার মুখে একথা শুনিতে পাইয়াই, তাড়াতাড়ি দেবযানীর নিকট চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী বলিলেন, "বাবা, শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূয়ার ভিতরে ফেলিয়া দিয়াছিল। আর সে বলিয়াছে যে, আপনি না কি বৃষপর্ব্বার নীচে বসিয়া তাহার স্তব করেন। বাবা, একথা যদি সত্য হয়, তবে তাহার নিকট আমি ঘাট মানিব। আর যদি তাহা না হয়, তবে এমন কথা বলার সাজা তাহাকে দিতে হইবে।"

শুক্রাচার্য্য দেবযানীকে শান্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রাগ থামিল না।

তখন শুক্র বৃষপর্ব্বার নিকট গিয়া বলিলেন যে, "হে দানবরাজ, পাপ করিলে সকলকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। আমার শিষ্য কচকে

তুমি তোমার লোক দিয়া কত রকম যন্ত্রণাই দিয়াছিলে। তারপর তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার কন্যা দেবযানীকে কূয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমরা আর তোমার দেশে বাস করিব না, আজই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম।"

শুক্রের কথায় বৃষপর্ব্বার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যদি আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।"

শুক্র বলিলেন, "তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যে অপমান করিয়াছে, তাহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।"

বৃষপর্ব্বা বলিলেন, "ভগবন্, আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলই আপনার। আপনিই আমাদের সকলের প্রভু। আপনি আমাদিগকে দয়া করুন।"

একথা শুক্র দেবযানীকে বলিলে, তিনি বলিলেন যে, "বৃষপর্ব্বা যদি নিজে আমার নিকট আসিয়া একথা বলেন, তবে আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি।"

তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা বলিলেন,"তোমার কি ইচ্ছা হয়, বল, উহা যত বড় জিনিষই হউক, আমি নিশ্চয় তাহা তোমাকে দিব।"

তখন দেবযানী বলিলেন, "আমি এই চাই যে, শর্ম্মিষ্ঠা এক হাজার অসুর-কন্যা লইয়া আমার দাসী হইবে। আমার বিবাহের পর যখন আমি স্বামীর গৃহে যাইব, তখনও সে এই এক হাজার অসুর-কন্যা সমেত আমার দাসী হইয়া আমার সঙ্গে যাইবে।"

একথা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা তখনই একটি দাসীকে বলিলেন যে, "তুমি শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া আন।"

দাসী রাজার আজ্ঞায় শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গিয়া বলিল, "রাজকন্যা, মহারাজ ডাকিতেছেন, তুমি শীঘ্র চল। দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমাকে তাঁহার দাসী হইতে হইবে; নহিলে অসুরদিগের বড়ই বিপদ। দেবযানীর কথায় শুক্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছিলেন।"

এ কথায় শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন যে, "আমার জন্য শুক্র আর দেবযানী এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। তাহার চেয়ে আমার দাসী হইয়া থাকাই ভাল।"

এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা এক হাজার সখী সমেত দেবযানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গুরুকন্যা, আমি আমার এই এক হাজার সখী লইয়া তোমার দাসী হইতেছি। তুমি স্বামীর ঘরে যাইবার সময় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইও।"

শর্ম্মিষ্ঠার কথায় দেবযানী বলিলেন, "সে কি! তুমি রাজার মেয়ে হইয়া কি করিয়া দাসী হইতে যাইবে?"

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,"আমি দাসী হইলে যদি আমার আত্মীয়গণের বিপদ নিবারণ হয়, তবে আমার তাহাই করা উচিত।"

এইরূপে দানবদিগের উপকারের জন্য শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। দেবযানী কোথাও বেড়াইতে গেলে, শর্ম্মিষ্ঠা এক হাজার সখী লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। দেবযানী শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার পা টিপিয়া দিতেন।

একদিন দেবযানী সেই বনে আবার বেড়াইতে গেলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও তাঁহার সখীগণ দেবযানীর সঙ্গে গিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সেদিনও মহারাজ যযাতি সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন, আর জল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কন্যাগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমে যখন যযাতির সহিত দেবযানীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল,

তখন দেবযানীর যার পর নাই দুঃখের অবস্থা। আর এখন তিনি পরম সুখে বসিয়া, এক হাজার সখী সমেত রাজকন্যার সেবা গ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং, হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যযাতির চিনিতে না পারারই কথা।

কিন্তু যযাতিকে দেবযানীর না চিনিতে পারার কোন কারণ ছিল না। যযাতির দয়ায় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া অবধি দেবযানী তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যযাতিকে আবার দেখিয়া তাঁহার সেই ভালবাসা আরো বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে শুক্রাচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা যযাতিকে ভালবাসেন, আর যযাতিও কন্যাকে ভালবাসেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যযাতিকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আনন্দের সহিত অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর।"

এইরূপে যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হইল। যযাতি তাঁহাকে লইয়া পরম আনন্দে নিজের দেশে চলিয়া আসিলেন।

অবশ্য, শর্ম্মিষ্ঠা আর তাঁহার এক হাজার সখীও যযাতির সহিত তাঁহার রাজধানীতে আসিলেন। শুক্র যযাতিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "সাবধান! শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না।"

রাজধানীতে পৌছিয়া দেবযানী রাজার বাড়ীতে রহিলেন, কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠাকে তিনি সেখানে থাকিতে দিলেন না। তাঁহার কথায় রাজা একটা অশোক-বনের ভিতরে শর্ম্মিষ্ঠার জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এইরূপে দিন যায়। ইহার মধ্যে একদিন কি হইয়াছে, শুন। শর্ম্মিষ্ঠাকে যযাতি বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু দেবযানীকে তাহা জানি

দেন নাই। দেবযানীর দুই পুত্র, তাহাদের নাম যদু আর তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র, তাহাদের নাম দ্রুহ্য, অনু আর পুরু। দেবযানীর পুত্রেরা রাজপুত্রের মতন পরম সুখে রাজ্যের ভিতরে চলা ফেরা করে, তাহাদের সম্মান আর আদরের সীমা নাই। শর্ম্মিষ্ঠার ছেলে তিনটিকে, দেবযানীর ভয়ে, রাজা সে অশোক-বনের ভিতরেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে দেন না। ছেলে কয়টি আশ পাশের বনে খেলা করিয়া বেড়ায়। বাহিরের লোকে তাহাদিগকে দেখিতেও পায় না, কাজেই তাহাদের কথা জানেও না।

একদিন দেবযানী রাজার সঙ্গে বনের ভিতরে গিয়া সেই ছেলে তিনটিকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর ছেলে তিনটি বনের ভিতরে কোথা হইতে আসিল? দেখিতে রাজপুত্রের মতন অথচ তাহাদের সঙ্গে লোক জন নাই। এ সকল কথা ভাবিলে সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়, আর তাহাদের পরিচয় লইতে ইচ্ছা করে। দেবযানী তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমরা কে? তোমাদের পিতার নাম কি?"

এ কথায় ছেলে তিনটি আহ্লাদের সহিত যযাতিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "এই আমাদের বাবা! আমাদের মার নাম শর্ম্মিষ্ঠা।"

এই বলিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে যযাতির নিকট ছুটিয়া আসিল, কিন্তু যযাতি, দেবযানীর ভয়ে যেন তাহাদিগকে চিনিতেই পারিলেন না। ইহাতে ছেলে তিনটি অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের মায়ের নিকট চলিয়া গেল।

ইহার পর আর দেবযানীর জানিতে বাকি রহিল না যে, রাজা লুকাইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে কি যে কষ্ট হইল, তাহা কি বলিব। তাঁহার বিশাল সুন্দর চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া,

"মহারাজ, এই আমি চলিলাম" বলিয়া, তখনই তাঁহার পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত, তাঁহাকে নানারূপ মিনতি করিতে করিতে, তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন, কিন্তু দেবযানী কিছুতেই ফিরিলেন না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারপর দেবযানীর নিকট সকল কথা শুনিয়া, শুক্র যযাতিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "মহারাজ! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া অধর্ম্ম করিয়াছ। এই দোষে এখনই দারুণ জরা (ভয়ানক বুড়া মানুষের অবস্থা) আসিয়া তোমাকে ধরিবে।"

শুক্র একথা বলিবামাত্র, রাজার চুল পাকিয়া গেল, দাঁত পড়িয়া গেল, চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া গেল, চামড়া ঝুলিয়া পড়িল! তাঁহার হাত পা আর মাথা কাঁপিতে লাগিল! তাঁহার মুখের ভিতরে কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল! তিনি আর কাণে শুনিতে পান না; সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারেন না!

তখন যযাতি বিনয় করিয়া শুক্রকে বলিলেন, "ভগবন্, এই অবস্থায় আমার আর বাঁচিয়া লাভ কি? আমি যে এখনও এই পৃথিবীর সুখ ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া আমার শরীর হইতে এই জরা দূর করিয়া দি'ন্।"

শুক্র বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইবেই। তবে তুমি ইচ্ছা করিলে, আমাকে স্মরণ করিয়া, এই জরা অন্য কাহাকেও দিয়া দিতে পার! ইহাতে তোমার পাপ হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তবে আমাকে এই অনুমতি দিন যে, আমার

পাঁচ পুত্রের মধ্যে যে আমার জরা নিয়া আমাকে তাহার যৌবন দিতে সম্মত হইবে, সেই আমার রাজ্য পাইবে।"

শুক্র বলিলেন, "আচ্ছা আমি তোমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিতেছি।"

তারপর জরায় কাতর যযাতি দেশে ফিরিয়া, নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন, "বৎস, দেখ শুক্রের শাপে আমার কি দশা হইয়াছে। পৃথিবীর সুখে এখনও আমার তৃপ্তি হয় নাই। তুমি যদি এক হাজার বৎসরের জন্য, আমার এই জরা নিয়া তোমার যৌবন আমাকে দাও, তবে আমি কিছু কাজ কর্ম্ম এবং সুখভোগ করিয়া লইতে পারি। এক হাজার বৎসর পরে অবার তোমার যৌবন তোমাকে ফিরাইয়া দিব।"

যদু বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জরা লইয়া কষ্ট পাইতে ইচ্ছা করি না। আপনার আরো অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকে আপনার জরা দি'ন্।"

এ কথায় যযাতি বলিলেন যে, "তুমি যখন আমার কথা অমান্য করিলে, তখন, তুমি বা তোমার বংশের কেহ, রাজ্য পাইবে না!"

তারপর যযাতি তুর্ব্বসুকে বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর।"

তুর্ব্বসু বলিলেন, "মহারাজ, আমি তাহা করিতে পারিব না।"

এ কথায় রাজা তুর্ব্বসুকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে "তোমার ছেলে পিলে হইবে না, আর তুমি পাপীদিগের রাজা হইবে।"

তারপর দ্রুহ্য আর অনুকে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি দ্রুহ্যকে বলিলেন যে, "তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে না। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না। আর, যেখানে হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, পাল্কী

কিছুই নাই, কেবল ভেলায় চড়িয়া আর সাঁতরাইয়া চলা ফেরা করিতে হয়, সে দেশে গিয়া তোমাকে বাস করিতে হইবে।"

আর অনুকে তিনি এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তুমি যে জরা লইতে এত আপত্তি করিতেছ, সেই জরা এখনই তোমাকে ধরিবে। আর, তোমার ছেলে পিলে একটিও বাঁচিবে না!"

এইরূপে পাঁচ ছেলের মধ্যে চারিজন যযাতির জরা লইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু সকলের ছোট পুরু যযাতি বলিবামাত্রই তাঁহার কথায় রাজি হইলেন। ইহাতে যযাতি পুরুর উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "তোমার রাজ্যে প্রজারা চিরকাল পরম সুখে বাস করিবে।"

তারপর পুরুর যৌবন লইয়া যযাতি এক হাজার বৎসর নানারূপ সৎকার্য্যে সুখে সময় কাটাইলেন। এক হাজার বৎসর শেষ হইলে পুরুর যৌবন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া, এবং তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া, তিনি তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অনেক যাগ যজ্ঞ এবং বহুকালের কঠোর তপস্যার ফলে যযাতির বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় হওয়ায়, মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া কয়েক হাজার বৎসর তাঁহার বড়ই সুখে কাটিল। তারপর একদিন ইন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হওয়ায় ইন্দ্র কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,"মহারাজ বল দেখি, তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?"

যযাতি বলিল, "সে আর কি বলিব? আমার সমান তপস্যা এই ত্রিভুবনে কেহ কখনও করিতে পারে নাই!"

যযাতির এই অহঙ্কারে ইন্দ্র নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,"মহারাজ, অন্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছে, বা না করিয়াছে,তাহা না জানিয়াই তুমি সকলের অপমান করিলে? এই দোষে তুমি আজই স্বর্গ হইতে পড়িয়া যাইবে।"

তাহাতে যযাতি বলিলেন যে, "যদি পড়িতে হয়, তবে যেন ভাল লোকের নিকট পড়ি।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি ভাল লোকদের মধ্যেই পড়িবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর যযাতি স্বর্গ হইতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তিনি স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি আসিয়াছেন, এমন সময়, সেই শূন্যের উপরে, বসুমান, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবি রাজার সহিত তাঁহার দেখা হইল।

এই চারিজন রাজা পৃথিবীতে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন। ইহারা যযাতিকে আগুনের মতন তেজের সহিত পৃথিবীর দিকে পড়িতে দেখিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে যুবক, তুমি কে? আর কি জন্যই বা স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে চলিয়াছ?"

ইহার উত্তরে যযাতির নিকট সকল কথা শুনিয়া, ইহারা সকলেই বলিলেন যে, "মহারাজ, আমাদের পুণ্যের যে ফল, তাহা আপনাকে দিতেছি, আপনি আমাদের সঙ্গে স্বর্গে চলুন।"

এ কথায় যযাতি প্রথমে সম্মত হন নাই। তিনি কহিলেন, "দান ব্রাহ্মণেই লইয়া থাকে। আমি রাজা; আমি দান করিতেই পারি,—দান লইতে যাইব কেন?"

কিন্তু সেই চারিজন রাজা যযাতিকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। সুতরাং তাঁহাদের পুণ্যের জোরে, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাকে আবার স্বর্গে যাইতে হইল।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কথা।

এমন মায়ের কথা কি কেহ শুনিয়াছ যে, সে তাহার কচি খুকীটিকে নদীর ধারে ফেলিয়া, নিষ্ঠুরভাবে চলিয়া যায়? মেনকা নামে এক অপ্সরা ঠিক এমনি নিষ্ঠুর ছিল। তাহার একটি খুকী হইল, আর সে তাহাকে মালিনী নদীর ধারে ফেলিয়া, পাষাণীর মতন চলিয়া গেল!

আহা! মা হইয়া কি এমন নিষ্ঠুর কাজ করে? খুকীটির মুখখানি এতই সুন্দর ছিল যে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া, বনের পাখীরাও তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা বনের পাখী; মানুষের ছানাকে কি খাওয়াইতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা খালি খুকীটির চারি ধারে বসিয়া, তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল, আর ডানা দিয়া তাহাকে সূর্য্যের তাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিল।

এমন সময় মহামুনি কণ্ব সেই নদীতে স্নান করিতে আসিলেন। ধার্ম্মিক তপস্বীরা পশুপক্ষীকে পর্য্যন্ত কত দয়া করেন, এমন খুকীটিকে দেখিয়া যে তাঁহার প্রাণ স্নেহে গলিয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি? তিনি তাহাকে বুকে করিয়া পরম যত্নে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিলেন। নিজের সন্তান ছিল না; সেই খুকীটিকে তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত স্নেহ দিয়া, মনে ভাবিলেন, যেন সেই তাঁহার সন্তান।

পাখীরা তাহাকে পালন করিয়াছিল, এই জন্য সেই কন্যাটির নাম রাখিলেন, শকুন্তলা (শকুন্ত—পক্ষী)। শকুন্তলা যখন কথা কহিতে শিখিল, তখন কণ্বকে সে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সে জানিত যে, মুনিই তাহার পিতা।

সেই মেয়েটিকে পাইয়া, না জানি মুনির প্রাণে কতই আরাম বোধ হইয়াছিল। তাহার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাইলেই তাঁহার আনন্দ

উথলিয়া উঠিত। মেয়েটির এমন বুদ্ধি ছিল যে, তাহাকে কিছুই বলিয়া দিতে হইত না। সে তাহার ছুটি খুরখুরে পায় ছুটাছুটি করিয়া, আর তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি নাড়িয়া, মুনির ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে ফুল তুলিয়া আনা অবধি, এত কাজ করিয়া রাখিত যে, তাহা যে দেখিত, সেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইত।

বনের যত হরিণ, আর পাখী, তাহারা ছিল শকুন্তলার খেলার সঙ্গী। তাহারা তাহাকে দেখিলেই ছুটিয়া আসিত। শকুন্তলা তাহাদিগকে খাবার দিয়া তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া দিত, তাহারাও শকুন্তলার আঁচলে মাথা গুঁজিয়া খেলা করিত।

এইরূপে বনের পশুপক্ষীর সঙ্গে খেলা করিয়া, আর কথের নিকট ভগবানের কথা শুনিয়া, শকুন্তলা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। মুনি ঋষি ছাড়া বাহিরের মানুষ তপোবনে প্রায় আসিত না, কাজেই শকুন্তলা তাহাদের কথা বেশী করিয়া জানিতেও পারিল না। তাহার জন্ম এবং শিশুকালের কথা কথ অন্যান্য মুনিদিগকে অনেক সময় বলিতেন, সুতরাং সে সকল কথা সে মোটামুটি জানিয়াছিল।

ইহার মধ্যে একদিন সেই বনের ধারে হস্তিনার রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার লোকজনের অন্ত ছিল না। তাহাদের কোলাহল শুনিয়াই বনের জন্তুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। শূয়র হরিণ যত ছিল রাজা তাহার অনেকগুলিই মারিয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে যে মারেন নাই, তাহা কেবল তাঁহার ভয়ানক পিপাসা হইয়াছিল বলিয়া।

পিপাসায় অস্থির হইয়া, রাজা জল খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে কথ মুনির আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি সুন্দর আশ্রমটি। গাছের ছায়ায়, ফুলের গন্ধে আর পাখীর গানে, সেখানে গেলেই প্রাণ শীতল হইয়া যায়। মালিনী নদী তাহার নীচ দিয়াই কুল কুল শব্দে

বহিয়া যাইতেছে। এমন সুন্দর নদী, এমন নির্ম্মল জল, আর কোথাও নাই। জলের পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে নদীতে সাঁতার দিতেছে, তাহাদের কলরব যেন সেতারের বাজ, এমনি মিষ্ট।

আশ্রমের নিকট আসিয়া, আর তাহার শোভা দেখিয়া সকলের মনেই ভক্তির উদয় হইল। সৈন্তেরা তাহাদের ধূলামাখা বিকট চেহারা লইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। রাজা তাঁহার রাজবেশ ছাড়িয়া বিনয়ের সহিত, সাধারণ লোকের মত, কেবল অমাত্য আর পুরোহিত সঙ্গে লইয়া মুনির সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

আশ্রমের ভিতরে মুনিগণ কেহ বা বেদগান করিতেছেন, কেহ বা ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন, কেহ বা ভগবানের চিন্তা করিতেছেন। রাজা যত দেখেন, ততই বলেন, "আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর!"

আশ্রমের যেখানে কণ্ব থাকেন, তাহার নিকট আসিয়া, রাজা পুরোহিত আর অমাত্যকেও বলিলেন যে,"আপনারা এই খানেই থাকুন, আর ভিতরে গিয়া কাজ নাই।" তার পর রাজা একাকী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠানে দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কণ্বকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "কুটীরের ভিতরে কেহ আছ কি? যদি থাক, বাহিরে আইস!"

কুটীরের ভিতরে আর কে থাকিবে? শকুন্তলাই সেখানে ছিলেন। রাজা হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে, মুনির কোন শিশু কুটীর হইতে বাহির হইবে, কিন্তু উহার ভিতর হইতে যে, এমন সুন্দর দেবতা বাহির হইয়া আসিবেন, এ কথা তিনি মনে করিতে পারেন নাই।

শকুন্তলা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলেন, সুতরাং ইহাও তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, অতিথি সাধারণ লোক নহেন, নিশ্চয় কোন

রাজা। মুনি বাড়ীতে নাই, সুতরাং অতিথির আদর শকুন্তলাকেই করিতে হইল।

তাই তিনি রাজাকে বসিবার আসন আর পা ধুইবার জল দিয়া, অতিশয় মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মহারাজ, এখানে কিজন্য আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কাজ করিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, আমি মহর্ষি কণ্বের পায়ের ধুলা লইতে আসিয়াছি। তিনি কোথায়?"

শকুন্তলা বলিলেন, "তিনি ফল আনিতে গিয়াছেন, একটু পরে আসিবেন, আপনি বসুন।"

রাজা শকুন্তলার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া, আর বুদ্ধি ও ভদ্রতা দেখিয়া, তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। সুতরাং তিনি আর তাঁহার পরিচয় না লইয়া থাকিতে পারিলেন না।

রাজা শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এই বনের ভিতরে কি জন্য বাস করিতেছ? আর কি করিয়াই বা এমন সুন্দর হইলে?"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমি মহর্ষি কণ্বকেই আমার পিতা বলিয়া থাকি। কিন্তু শুনিয়াছি, আমার পিতার নাম বিশ্বামিত্র, আর মার নাম মেনকা। মহর্ষি কণ্ব আমাকে মালিনী নদীর ধারে কুড়াইয়া পাইয়া, কৃপাপূর্ব্বক নিজের কন্যার মতন আমাকে পালন করিয়াছেন। আমার নাম শকুন্তলা।"

শকুন্তলার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "শকুন্তলা, আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি! আমি তোমাকে সোণালী শাড়ী, গজমতির মালা, আর নানান্ দেশের মহামূল্য মণি মাণিক আনিয়া দিব; আমার রাজ্য ধন যত আছে, সকলই তোমার হইবে; তুমি আমার রাণী হও।"

শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, আমিও তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আমি তোমার রাণী হইব।"

এ কথায় রাজা পরম আনন্দের সহিত সুন্দর সুগন্ধি শাদা ফুলের মালা আনিয়া, এক গাছি নিজে পরিলেন, আর এক গাছি শকুন্তলাকে পরিতে দিলেন। তারপর রাজা নিজের গলার মালা লইয়া শকুন্তলার গলায় পরাইয়া দিলেন; শকুন্তলাও তাঁহার নিজের গলার মালাখানি লইয়া রাজার গলায় পরাইয়া দিলেন। এইরূপে গন্ধর্ব্বদিগের মতন করিয়া তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের খানিক পরে রাজা বলিলেন, "শকুন্তলা, দুদিন অপেক্ষা কর, আমি দেশে গিয়াই তোমাকে লইবার জন্য চতুরঙ্গ (অর্থাৎ রথী, পদাতী, গজারোহী, অশ্বারোহী, এই চারি রকমের) সেনা পাঠাইব।"

এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন, আর শকুন্তলা, কবে তাঁহাকে নিতে রাজার লোক আসিবে, এই ভাবিয়া পথ চাহিয়া রহিলেন।

দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কণ্ব ফল লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। মুনি ত্রিকালজ্ঞ (অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকল সময়ের কথাই জানেন), সুতরাং দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহের কথা বনে থাকিয়াই তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। দুষ্মন্তের মত ধার্ম্মিক এবং গুণবান্ রাজা এই পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। মুনির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, ঠিক এমনি একটি লোকের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হয়। সুতরাং এই বিবাহে তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, ঘরে ফিরিয়া, ফলের বোঝাটি মাথা হইতে মাটিতে নামাইবার বিলম্বটুকুও তাঁহার সহ্য হইল না। বোঝা মাথায় করিয়াই, তিনি শকুন্তলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও মা, শকুন্তলা! মা, কি আনন্দের কথাই হইয়াছে? আমি সব জানিয়াছি মা। দুষ্মন্তের মতন এমন মহাশয় লোক তোমার স্বামী হওয়াতে, আমি বড়ই সুখী হইয়াছি।

আমি আশীর্ব্বাদ করি যে, তোমার পুত্র যেন সকল বীরের প্রধান, আর এই সসাগরা (অর্থাৎ সাগরসমেত) পৃথিবীর রাজা হয়।"

মুনি যেমন বর দিলেন, শকুন্তলার তেমনি মহাবীর পুত্র হইল। ছয় বৎসর বয়সের সময় সে সিংহ, বাঘ, শূয়র, মহিষ, আর হাতীকে আশ্রমের নিকটের গাছে বাঁধিয়া চাবুক মারিত! তাহা দেখিয়া, আশ্রমের মুনিরা তাহার নাম রাখিলেন, 'সর্ব্বদমন' অর্থাৎ সকলকে যে দমন (শাসন) করিতে পারে।

কিন্তু, আশ্চর্য্যের কথা আর কি বলিব? 'দুদিন পরে তোমাকে লইয়া যাইব' বলিয়া দুষ্মন্ত গেলেন; তারপর এই ছয় বৎসর চলিয়া গেল, খোকা এত বড় হইল, ইহার মধ্যে তিনি শকুন্তলার কোন সংবাদই লইলেন না।

দুষ্মন্ত যাইবার সময়, যত দূর অবধি তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, শকুন্তলা কুটীরের কোণে দাঁড়াইয়া ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া ছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায়, আর সকল অবসর সময়ে, সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। প্রতিদিন তাঁহার মনে হয়, 'আজ আমাকে নিতে আসিবে', কিন্তু হায়, প্রতিদিনই তিনি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত, সেই পথে কাহাকেও আসিতে না দেখিয়া, ছল ছল চোখে ঘরে ফিরেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা ক্রমাগতই হয় যে, "হায়! কেন এমন হইল?" কিন্তু পাছে কেহ দুষ্মন্তের নিন্দা করে, এজন্য নিজের মনের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না।

আশ্রমের সকলেই হয় ত এ কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেন, আর হয় ত দুষ্মন্তের নিন্দাও করিতেন, কিন্তু কেন যে এমন হইয়াছিল,—দুষ্মন্তের মত ধার্ম্মিক রাজা যে তাঁহার রাণীকে এমন আশ্চর্য্য ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাহা তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই জানিতেন। দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ার পরেই একদিন দুর্ব্বাসা মুনি কণ্বের আশ্রমে

আসেন। কণ্ব তখন ঘরে ছিলেন না, শকুন্তলা একমনে দুষ্মন্তের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই তিনিও দুর্ব্বাসাকে দেখিতে পান নাই। ইহাতেই মুনি অপমান বোধ করিয়া শকুন্তলাকে শাপ দেন যে, "যাহার কথা ভাবিয়া তুই আমাকে অমান্য করিলি সেই দুষ্মন্ত তোকে ভুলিয়া যাইবে।" এই জন্যই, হস্তিনায় গিয়া দুষ্মন্তের আর শকুন্তলার কথা মনে ছিল না।

শকুন্তলার ছেলেটি ছয় বৎসরের হইয়াছে, আর ইহারই মধ্যে সে এমন অসাধারণ বীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া কণ্ব শকুন্তলাকে বলিলেন যে, "মা, সর্ব্বদমনের এখন যুবরাজ হওয়ার সময় হইয়াছে, অতএব তোমার আর এখানে থাকা উচিত নহে। তুমি শীঘ্র ইহাকে লইয়া হস্তিনায় চলিয়া যাও।"

এ কথায় শকুন্তলার মনে বড়ই আনন্দ হইল, আবার কেমন একটা ভয়ও হইল। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তপস্বীর মেয়ের জিনিস পত্র অতি সামান্যই থাকে সুতরাং তাহাদের যাত্রার আয়োজনও খুব অল্পই করিতে হয়। কেবল একটি জিনিস ছিল, যাহাকে শকুন্তলা অন্য সকল দ্রব্যের চেয়ে ভাল বাসিতেন, আর যত্নে রাখিতেন। সে জিনিসটি একটি আংটি। বিবাহের সময় এই আংটিটি দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দেন। সেই আংটিটি হাতে আছে কি না, তাহাই শকুন্তলা সকলের আগে দেখিলেন; তারপর আর অন্য কিছুর জন্য তাঁহার বেশী চিন্তা হইল না।

এইটুকু আয়োজনে আর অধিক সময় লাগিল না। তারপর কণ্বের দুইজন শিষ্যকে লইয়া আর ছেলেটিকে কোলে করিয়া শকুন্তলা হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। কণ্বের নিকট বিদায় লইবার সময় অবশ্য তাঁহার খুব কষ্ট হইল, কিন্তু দুষ্মন্তের আর ছেলেটির কথা ভাবিয়া তিনি তাহা সহিয়া রহিলেন। পথের কষ্টকে তিনি কষ্টই মনে করিলেন না। চলিতে চলিতে

তিনি এত কথা ভাবিতেছিলেন যে, পথে কি হইতেছিল, তাহার দিকে তিনি মনই দিতে পারেন নাই। কেবল, খোকা খুব উৎসাহের সহিত কোন কথা বলিলে, তাহাই তিনি একটু একটু শুনিতে পাইয়া, আন মনে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহারা দুষ্মন্তের সভায় উপস্থিত হইলে, কণ্বের শিষ্যগণ শকুন্তলাকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়, রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া আনন্দিত হওয়া বা আদর করা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না!

রাজার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন, শকুন্তলাকে তিনি নিতান্ত অপরিচিত স্ত্রীলোক মনে করিয়াছেন, আর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছেন যে, "এ কিসের জন্য এমন ভাবে আসিয়া আমার সাম্‌নে দাঁড়াইল?" হায়! কি লজ্জা, কি কষ্ট! রাজা চিনিতে না পারায়, শকুন্তলা নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা? আমার ত তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না!"

তখন শকুন্তলার মনে হইল, যেন সেই ঘরখানি ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর কোথা হইতে অন্ধকার আসিয়া সকল জিনিস ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তারপর কি হইল, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই ভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

জ্ঞান হইলে শকুন্তলার সেই আংটির কথা মনে হইল; তিনি ভাবিলেন যে, আংটি দেখিলে হয়ত সকল কথা রাজার স্মরণ হইবে। কিন্তু হায়! হাতের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা দেখিলেন, আংটি নাই! আসিবার সময় একটি নদীতে নামিয়া হাত মুখ ধুইয়াছিলেন, তখন আংটিটি জলে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন শকুন্তলা নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, "হায়! না জানি অন্য জন্মে আমি কি ভয়ানক পাপ করিয়াছিলাম। শিশুকালে মা

আমাকে ফেলিয়া দিল, আবার এখন তুমি পতি হইয়াও আমাকে চিনিতে পারিলে না! আমার জন্য আমি ভাবি না, কারণ পিতার নিকট গেলেই আমি আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমাদের পুত্রটিকে তুমি আদর না করিয়া বড়ই অন্যায় করিতেছ।"

ইহার উত্তরে দুষ্মন্ত বলিলেন যে,"স্ত্রীলোকেরা বড়ই মিথ্যাবাদী, বোধ হয় তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ। তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

একথা শুনিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি নিজেই এখান হইতে চলিয়া যাইব; আর কখনও তোমার সহিত কথা কহিব না। কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার পরে আমাদিগের এই পুত্রই এই পৃথিবীর রাজা হইবে।"

এমন সময় স্বর্গ হইতে দেবতাগণ অতি গভীর স্বরে দুষ্মন্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "দুষ্মন্ত! শকুন্তলা তোমার রাণী, এই বালক তোমার পুত্র। তুমি শকুন্তলাকে অপমান করিও না। তাঁহাকে আর তোমার পুত্রকে আদর করিয়া ঘরে লও। আমাদের কথায় এই বালকের 'ভরত' নাম রাখ। তোমার পরে ইনি অতিশয় বিখ্যাত রাজা হইবেন।"

দেবতাদের কথা শুনিবামাত্র দুষ্মন্তের সকল কথা মনে পড়িল। সভার লোক যে কি আশ্চর্য্য হইল, তাহা কি বলিব! কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তাহাদিগকে ইহার চেয়েও অধিক আশ্চর্য্য হইতে হইল।

দেবতাদের কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিতেছে, এমন সময় রাজার প্রহরিগণ এক জেলেকে বাঁধিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল। প্রহরীরা বলিল যে, "এই জেলে রাজার আংটি চুরি করিয়া বাজারে বেচিতে গিয়াছিল।"

জেলে বেচারা হাত যোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দোহাই মহারাজ! আমি আংটি চুরি করি নাই, একটা

মাছের পেটের ভিতরে পাইয়াছি। ও আংটি কাহার, আমি তাহা জানি না।"

জেলের কথা শুনিয়া সকলে বলিল, "তবে বল্ ব্যাটা, তুই সেই মাছ কোথায় পাইয়াছিলি।"

জেলে বলিল, "আমি শচী তীর্থের নিকটে জাল ফেলিয়া সেই মাছ ধরিয়াছিলাম।"

আংটি যে রাজার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা রাজার নাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে। যে উহা হাতে নেয়, সেই বলে, "তাই ত, এ যে মহারাজের আংটি, এ আংটি মাছের পেটের ভিতরে কি করিয়া গেল!"

তাহাতে রাজা আংটিটি দেখিবার জন্য হাতে লইলেন। সে আংটির দিকে তাকাইবামাত্র তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এই আংটি আমি শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়াছিলাম!"

ইহার পর কাহারও আর কোন কথাই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন যে কিরূপ সুখ আর আনন্দের ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা কাগজে লেখার চেয়ে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে অনেক মিষ্ট লাগে।

শকুন্তলা যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, দুষ্মন্তের আদরে তাহার সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। সর্ব্বদমন যুবরাজ হইলেন, আর তাঁহার 'সর্ব্বদমনের' বদলে 'ভরত' নাম হইল। ইহার পরেও তিনি সিংহ আর বাঘ লইয়া খেলা করিতেন কিনা, তাহা আমি শুনিতে পাই নাই! কিন্তু তিনি যে রাজাদিগের সকলকেই পরাজয় করিয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে। আমাদের এই দেশের নাম যে "ভারতবর্ষ", তাহা এই ভরত হইতেই হইয়াছে।

এই গল্পে যে দুর্ব্বাসার শাপ এবং আংটির ঘটনার কথা আছে, তাহা মহাভারতে নাই। কালিদাসের "শকুন্তলায়" এই সকল ঘটনা আছে।

চ্যবন ও সুকন্যার কথা।

ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চ্যবনের তপস্যার কথা অতি আশ্চর্য্য। তিনি বনের ভিতরে একটা সরোবরের ধারে এক আসনে বসিয়া কত কাল যে তপস্যা করিতেছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। তাঁহার শরীর ধূলায় ঢাকিয়া গেল। সেই ধূলার উপর গাছপালা হইল, সেই গাছে পিঁপড়ের বাসা হইল, তথাপি তাঁহার তপস্যার শেষ হইল না। শেষে এমন হইল যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত ঠিক যেন একটা উইয়ের ঢিপি। লোকে সেই উইঢিপিকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাহাদের পিতামহের পিতামহেরা উহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, সেই উইঢিপির ভিতরে মহামুনি চ্যবন তপস্যা করিতেছেন।

এইরূপে অনেক কাল গেল। তারপর একদিন মহারাজ শর্য্যাতি, অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া, সপরিবারে সেই সরোবরের ধারে বনভোজন করিতে আসিলেন। ছোট ছোট মেয়েদের অনেকেই আর কখনও বনের শোভা দেখে নাই। তাই এক জায়গায় এত গাছ আর ফুল দেখিয়া তাহাদের অতিশয় আনন্দ হইল। 'এটা কিসের গাছ?' 'ওটা কি ফুল?' 'এ ফল কি খায়?' 'ও গাছে কি হয়?' ক্রমাগত এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা সঙ্গের লোকদিগকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে ব্যস্ত যাহাকে বলে।

রাজার একটি কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম সুকন্যা। মেয়েটি বড়ই বুদ্ধিমতী, আর তাঁহার মনটি অতিশয় সরল। আর দেখিতে তিনি এমনই সুন্দর যে, তেমন আর দেখা যায় না। বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই বড় আদরের মেয়ে; আর সেইজন্যই তাঁর স্বভাবটি

একটু একগুঁয়ে,—একটু ঝোঁকের মাথায় কাজ করেন। কিন্তু তাঁহার মনটি বড় ভাল।

রাজকন্যা সখীদিগকে লইয়া বনের শোভা দেখিতে দেখিতে সেই উইয়ের ঢিপির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনির ধ্যান তখন সবে শেষ হইয়াছে, আর তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছেন। আর চাহিয়াই তিনি দেখিলেন, সম্মুখে এক রাজকন্যা। দেবতার মতন রূপ, আর দেবতারই মতন পবিত্র মনের জ্যোতি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজকন্যাকে দেখিবামাত্রই মুনির মন স্নেহে গলিয়া গেল। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল, কন্যার পরিচয় গ্রহণ করেন, আর দুটি মিষ্ট কথা তাঁহাকে বলেন। কিন্তু বহুকালের অনাহারে তাঁহার কণ্ঠ একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছিল,—তাহাতে কথা সরিল না।

উইয়ের ঢিপি দেখিয়া রাজকন্যার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। এমন অদ্ভুত পদার্থ তিনি আর কখনও দেখেন নাই, সুতরাং তাঁহার মনে হইল যে 'এ জিনিসটাকে একটু ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিতে হইবে।' এই ভাবিয়া সেই উইঢিপির খুব কাছে গিয়া, সুকন্যা দেখিলেন যে, তাহাতে দুটি ছোট ছোট কি জিনিস ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

ইহার একটু আগে, বনের ভিতরে একটা গাছে খুব লম্বা লম্বা কাঁটা দেখিতে পাইয়া, রাজকন্যা, তামাসা দেখিবার জন্য, তাহার একটা সঙ্গে লইয়াছিলেন। উইঢিপিতে দুটো চকচকে জিনিস দেখিয়া তিনি, "বাঃ! এগুলো আবার কি রে?" বলিয়া সেই কাঁটা দিয়া তাহাতে খোঁচা মারিলেন!

সেই চকচকে জিনিস দুটি আর কিছুই নয়, উহা চ্যবনের চোখ। সমস্ত শরীর মাটি চাপা পড়িয়া, কেবল উহার ঐ চোখ দুইটি জাগিয়া ছিল। দেখিতে উহা দুটি চক্‌চকে পাথরের মতনই দেখা যাইতেছিল;

সুকন্যা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, উহা আবার কোন মানুষের চোখ হইতে পারে।

যাহা হউক, মুনির বড়ই লাগিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তিনি যে লাফাইয়া উঠেন নাই, তাহা কেবল মাটির চাপনে। চ্যাঁচান নাই যে, সে কেবল গলা শুকাইয়া যাওয়াতে। আর সুকন্যাকে যে শাপ দেন নাই কেন, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না!

কিন্তু তাঁহার বড়ই রাগ হইয়াছিল। তাই তিনি রাজার সৈন্যদিগের এমনি অদ্ভুত রকমের এক অসুখ উপস্থিত করিয়া দিলেন যে, বলিতে গেলে তাহা তেমন সাংঘাতিক অসুখ কিছু নয়, অথচ তাহারা ভয়ে আর অসুবিধায় পাগলের মত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া রাজা ত নিতান্তই চিন্তিত হইলেন, কিন্তু তিনি ইহার কারণ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি সৈন্যদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ত সেই উইঢিপির ভিতরের মুনিঠাকুরকে কোন রকমে অমান্য কর নাই?"

সৈন্যগণ যোড়হাতে বলিল, "মহারাজ, আমরা তাঁহাকে অমান্য করিব দূরে থাকুক, আমরা কেহ ঐ দিক দিয়া যাই-ই নাই! আপনি না হয় তাঁহার নিকটে গিয়া বিনয়ের সহিত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন।"

রাজা আর সৈন্যদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সুকন্যা বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ ঢিপির ভিতরে একজন তপস্বী আছেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে, সেই চক্‌চকে জিনিস দুটাতে খোঁচা মারাতেই বা কোনরূপ দোষ ঘটিল। সুতরাং তিনি তখনই রাজার নিকট গিয়া একটু দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "বাবা, আজ বেড়াইবার সময় আমি ঐ ঢিপিটাতে দুটা চক্‌চকে জিনিস দেখিতে পাইয়া, তাহাতে কাঁটা দিয়া খোঁচা মারিয়াছিলাম!"

ইহার পর আর রাজার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কিসে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া—সেই উইঢিপির নিকট ছুটিয়া চলিলেন, আর যোড়হাতে চ্যবনকে বলিলেন যে, "ভগবন, আমার কন্যা না জানিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।"

চ্যবন বলিলেন, "মহারাজ, তোমার মেয়ে আমার চোখে যে খোঁচা মারিয়াছে, তাহার পর আর কিছুতেই উহাকে ক্ষমা করা যাইতেছে না। তোমার সেই সুন্দরী পাগলী মেয়েটিকে আমি বিবাহ করিব, তবে ছাড়িব।"

কি সর্ব্বনাশ! হাজার বৎসরের বুড়া মুনি, তাহাকে আবার উইয়ে খাইয়া হাড় ক'খানি মাত্র বাকি রাখিয়াছে, সে কি না বলে, 'তোমার মেয়েকে বিবাহ করিব!' রাজা ত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন,—এখন উপায় কি?

উপায় আর কি হইবে? মেয়ে বিবাহ না দিলে মুনি কিছুতেই রাজার সৈন্যদিগকে ছাড়িতেছেন না। এতক্ষণে তাহারা অসুখের জ্বালায় আধ পাগলা গোছ হইয়া উঠিয়াছে, আর খানিক বাদে কি করিবে, তাহার ঠিক নাই। কাজেই, রাজার বুক ফাটুক আর যাহাই হউক, মুনির কথায় তাঁহাকে রাজি হইতেই হইল।

হায়! এমন আদরের ধন, তাহার কপালে কি না এই ছিল! মা-বাপের দুঃখ হইবে, সে আর কতবড় কথা,—রাজ্যশুদ্ধ লোক ইহাতে কাঁদিয়া অস্থির হইল।

কিন্তু যাহার জন্য এত দুঃখ,আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাকে ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত মনে হইল না। সুকন্যার মনের ভাব ছিল অন্যরূপ। তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, "এত কষ্ট পাওয়ার পরেও যে মহাপুরুষ

আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া আমাকে এমন স্নেহ দেখাইতে পারেন, তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করাই হইতেছে আমার কাজ!" সুতরাং তিনি এই ঘটনায় দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইলেন!

এদিকে পণ্ডিতেরা পঞ্জিকা দেখিয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়াছেন; বিবাহের আয়োজনের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। তারপর শুভকার্য্য শেষ হইতেও আর অধিক বিলম্ব হইল না। বিবাহের ধূমধাম যে নিতান্ত কম হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু আনন্দ আর কোথা হইতে হইবে? বিবাহের পর সুকন্যার কথা ভাবিয়া সকলেই দুঃখ করিতে লাগিল, কিন্তু সুকন্যা আনন্দের সহিত, তপস্বিনীর বেশে, তাঁহার স্বামীর সহিত বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া স্বামীর সেবায় এবং ভগবানের চিন্তায় পরম সুখে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে একদিন সুকন্যা স্নান করিয়া তাঁহাদের কুটীরের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অশ্বিনীকুমার দুই ভাই সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। বনের ভিতরে এমন অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারদিগের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তাঁহারা সুকন্যার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কে? এই বনের ভিতর কি জন্য আসিয়াছ?" সুকন্যা মাথা হেট করিয়া লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "ভগবন্, আমি রাজা শর্য্যাতির কন্যা; মহর্ষি চ্যবনের স্ত্রী।"

এ কথায় অশ্বিনীকুমারেরা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না জানি তোমার পিতা কি রকম লোক, যে এই বুড়ার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিলেন! তোমার মতন সুন্দরী মেয়ে স্বর্গেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমাকে হীরা মুক্তায় জড়াইয়া রাখিলে তবে তোমার উপযুক্ত শোভা হয়! এই সামান্য ময়লা কাপড়খানি পরিয়া থাকা কি তোমার সাজে? আহা! তুমি এমন গরীবের হাতে পড়িয়াছ যে, তোমাকে ভাল করিয়া খাইতে

পরিতেও দিতে পারে না। এমন হতভাগ্য লোকের নিকট থাকিয়া কেন কষ্ট পাইতেছ? আমাদের একজনকে বিবাহ কর, স্বর্গে গিয়া পরম সুখে থাকিবে।"

ইহাতে সুকন্যা আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি আমার স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসি, এবং ভক্তি করি, আমার সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না!"

কিন্তু ইহাতেও অশ্বিনীকুমারদিগের ভদ্রতা শিক্ষা হইল না; তাঁহারা ফাঁকি দিয়া সুকন্যাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারেরা স্বর্গের চিকিৎসক ছিলেন, কাজেই চিকিৎসায় তাঁহাদের ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহারা খানিক চিন্তা করিয়া সুকন্যাকে বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা যদি তোমার স্বামীকে যুবা এবং সুশ্রী করিয়া দেই, তবে কেমন হয়? একবার তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ ত, তিনি ক বলেন।"

একথা সুকন্যা চ্যবনের নিকট বলিলে, তিনি বলিলেন, "বেশ কথা! আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। জিজ্ঞাসা কর, আমাকে কি করিতে হইবে।"

অশ্বিনীকুমারেরা বলিলেন, "আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল একটিবার এই পুকুরের জলে ডুব দিতে হইবে।"

অশ্বিনীকুমারদের কথায় চ্যবন পুকুরের জলে ডুব দিবামাত্র, সেই দুই দুষ্ট দেবতাও ঝুপ করিয়া সেই জলের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। তারপর যখন তাঁহারা মুনির সঙ্গে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে, তিন জনেরই অবিকল এক রকম চেহারা!

দুষ্ট দেবতাগণ ভাবিয়াছিলেন যে, চ্যবনের চেহারা ঠিক তাঁহাদের নিজের মত করিয়া দিলে, আর সুকন্যা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। কিন্তু যথার্থ বুদ্ধিমতী ধার্ম্মিক স্ত্রীলোককে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নহে। সুকন্যা দেখিলেন যে, চেহারা এক রকম হইলেও চোখের ভাবের অনেক

প্রভেদ আছে। চ্যবন তাঁহার দিকে যেমন স্নেহের সহিত তাকাইতেন, সেই স্নেহের দৃষ্টি চিনিয়া লইতে কি সুকন্যার মতন মেয়ের ভুল হইতে পারে? তিনি একবার চ্যবনের চোখের দিকে তাকাইয়া অপার আনন্দের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন!

কি দুঃখের বিষয়, চ্যবন দুর্ব্বাসা ছিলেন না! তাহা হইলে দেবতা মহাশয়েরা তাঁহাদের উচিত পূজা তখনই হাতে হাতে পাইতেন। চ্যবন অতিশয় ভাল মানুষ ছিলেন, তাই তিনি ইহার কিছুই না করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ভগবন্, আমি বুড়া ছিলাম, আপনারা আমাকে যুবা আর সুশ্রী করিলেন! সুতরাং আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে যে, আপনাদের কিঞ্চিৎ উপকার করি। দেবতাগণ সোমরস * পান করেন, আপনাদিগকে তাহার ভাগ দেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনাদিগের জন্য সোমরসের ভাগ লইয়া দিব।"

ইহাতে অশ্বিনীকুমারেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে 'চ্যবন আবার যুবা এবং দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছেন', এই আশ্চর্য্য সংবাদ, দেখিতে দেখিতে মহারাজ শর্যাতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে সংবাদে তিনি এতই আনন্দিত হইলেন যে, সকলকে লইয়া চ্যবনের আশ্রমে আসিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তখন সকলের মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা লিখিয়া আর কত জানাইব?

সেখানে কিছু কাল নানারূপ কথাবার্ত্তায় অতিশয় সুখে কাটিলে, চ্যবন শর্যাতিকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জন্য একটা যজ্ঞ করিব, আপনি তাহার আয়োজন করুন।"

রাজা আনন্দের সহিত অতি অল্পদিনের ভিতরেই যজ্ঞের আয়োজন

* সোমলতা নামক এক প্রকার লতার রস খাইতে দেবতারা বড়ই ভালবাসিতেন।

শেষ করিয়া দিলে চ্যবন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সে যজ্ঞ বড়ই চমৎকার হইয়াছিল, আর তাহাতে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই অদ্ভুত।

যজ্ঞে দেবতারা সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য অনেক কলসী সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে। চ্যবন তাঁহাদের সম্মান বুঝিয়া সকলকেই সোমরস বাটিয়া দিতেছেন; তাঁহারাও আনন্দের সহিত তাহা পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইটি বাটিতে সোমরস ঢালিতে আরম্ভ করিয়া, চ্যবন বলিলেন, "ইহা অশ্বিনীকুমারদিগকে দিতে হইবে।"

এ কথায় ইন্দ্র হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না! অশ্বিনীকুমারেরা নিতান্তই সামান্য দেবতা, চিকিৎসা করিয়া খায়। উহাদিগকে কখনই সোমরস দেওয়া যাইতে পারে না!"

চ্যবন বলিলেন, "অশ্বিনীকুমারেরা আমাকে দেবতার ন্যায় সুখী এবং সুস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবেন না, আর কেবল আপনারাই যত সোমরস খাইবেন, ইহা ত ভাল কথা নহে। আপনি যেমন দেবতা, তাঁহাদিগকেও তেমনি দেবতা বলিয়া জানিবেন।"

তথাপি ইন্দ্র ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন যে, "সে কি কথা! উহারা চিকিৎসক, হীনজাতি,* উহারা কি করিয়া সোমরস খাইবে?"

ইন্দ্রের কথায় কাণ না দিয়া, চ্যবন নিজ হাতে অশ্বিনীকুমারদিগের জন্য সোমরস ঢালিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র বিষম রাগের সহিত বলিলেন, "যদি তুমি উহাদিগকে সোমরস ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে এখনই এই বজ্র দিয়া তোমাকে বধ করিব!"

এ কথায় চ্যবন একটু হাসিলেন, কিন্তু তিনি সোমরস ঢালিতে ছাড়িলেন না।

---

* দেবতাদিগের ভিতরেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি আছে। অশ্বিনীকুমারেরা শূদ্র জাতীয় দেবতা।

ইহাতে ইন্দ্র রাগে অস্থির হইয়া, চ্যবনকে মারিবার জন্য বজ্র উঠাইলে, সকলের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু চ্যবন ভয়ও পাইলেন না, পলায়নও করিলেন না। তিনি কেবল একটা কি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, যজ্ঞের আগুনে খানিকটা ঘী ফেলিয়া দিলেন, আর অমনি, সংসারে যত ভয়ঙ্কর জিনিস আছে, তাহাদের সকলের চেয়ে ভয়ানক, মদ নামক অতি বিকটাকার একটা অসুর সেই আগুন হইতে উঠিয়া আসিল! সে হাঁ করিবামাত্র তাহার এক ঠোঁট মাটিতে আর এক ঠোঁট স্বর্গে গিয়া ঠেকিল! তখন দেখা গেল যে, তাহার ছোট ছোট দাঁতগুলিরই এক একটি দশ যোজন লম্বা; আর বড় দাঁত চারিটির ত কোনটিই একশত যোজনের কম হইবে না! উহার চোখ দুটা সূর্য্যের মত জ্বলিতেছে, আর হাত পা যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার ঠিকানাই নাই। সে অসুর যখন তাহার হাজার যোজন লম্বা লকলকে জিবখানি বাহির করিল, তখন সকলের মনে হইল, বুঝি সে সৃষ্টি শুদ্ধ চাটিয়া খায়। তারপর যখন সে ইন্দ্রের দিকে আড় চোখে চাহিয়া, ঠোঁট চাটিতে চাটিতে ঘোরতর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে তাঁহাকে খাইতে আসিল, তখন তিনি প্রাণপণে চ্যাচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ও ঠাকুর মহাশয়, রক্ষা করুন! আরে, হাঁ হাঁ! অশ্বিনীকুমারেরা সোমরস খাইবে, খাইবে! রক্ষা করুন!"

সুতরাং তখন চ্যবন দয়া করিয়া দেবরাজকে অসুরের হাত হইতে রক্ষা করিলেন, আর অশ্বিনীকুমারেরাও, সেই অবধি, সকল যজ্ঞেই সোমরসের ভাগ পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে চ্যবন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রাখিয়া, সুকন্যার সহিত নিজের আশ্রমে চলিয়া আসিলে, তাঁহাদের সময় অতি সুখেই কাটিতে লাগিল।

রুরু ও প্রমদ্বরার কথা।

পূর্ব্বকালে স্থূলকেশ নামে একজন পরম ধার্ম্মিক তপস্বী ছিলেন। একদিন তিনি ফল আনিতে বনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, একটি নিতান্ত ছোট খুকীকে কে তাঁহার আশ্রমে ফেলিয়া গিয়াছে। এমন নিষ্ঠুর নীচ কাজ যাহারা করিতে পারে, সে সকল হতভাগ্য লোকের সংবাদ লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। এমন সুন্দর শিশুর প্রতিও যাহার দয়া হয় নাই, না জানি তাহার প্রাণ কতই কঠিন!

মুনি সেই কন্যাটিকে কোলে করিয়া ঘরে আনিলেন, এবং মায়ের মতন যত্নের সহিত তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। খুকীটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, আর দেখিতে দেখিতে তাহার আধ আধ মিষ্ট কথায় আর কোমল ব্যবহারে সকলের মন কাড়িয়া লইল। তাহার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিলে, কেহই তাহার সহিত দুটি কথা না কহিয়া থাকিতে পারিত না, আর একটিবার তাহার সেই সুন্দর মুখের মধুমাখা কথা শুনিলে, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না।

বাস্তবিক এমন সুন্দর মেয়ে কেহ কখনও দেখে নাই; এমন মিষ্ট কথাও শুনে নাই; এমন সুন্দর ব্যবহারও কেহ আর কোন বালক বা বালিকার নিকট কখনও পায় নাই; তাই মহর্ষি স্থূলকেশ মেয়েটির নাম রাখিলেন প্রমদ্বরা, অর্থাৎ সকল মেয়ের সেরা।

মেয়েটি যখন বড় হইল, তখন একদিন মহর্ষি চ্যবনের নাতি, মহাত্মা প্রমতির পুত্র রুরু, সেই আশ্রমে বেড়াইতে আসিলেন। সেখানে প্রমদ্বরাকে দেখিয়াই তাঁহার মন কেমন হইয়া গেল, সেই অবধি আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি কেবলই প্রমদ্বরার কথা ভাবেন, আর যে কাজ করিতে হইবে তাহারই কথা ভুলিয়া যান।

রুরুর বন্ধুরা প্রমতির নিকট গিয়া বিনয় করিয়া কহিল, "ভগবন্, আপনার পুত্র, স্থূলকেশের আশ্রমে প্রমদ্বরা নাম্নী একটি কন্যাকে দেখিয়া, তাহাকে বড়ই ভাল বাসিয়াছে। এখন সে খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া সকল সময়ই সেই কন্যার কথা ভাবে। অতএব আপনি যাহা ভাল মনে করেন, করুন।"

একথা শুনিবামাত্রই প্রমতি স্থূলকেশের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে মহর্ষি, আমি আমার পুত্র রুরুর জন্য, আপনার প্রমদ্বরাকে চাহিতে আসিয়াছি। আপনার মত হইলে, এই দুই জনের বিবাহ হইতে পারে।"

ইহার উত্তরে স্থূলকেশ অতিশয় আনন্দের সহিত বলিলেন যে, "আহা! মহর্ষি, আপনি কি সুন্দর প্রস্তাবই করিয়াছেন! আপনার পুত্রটি দেখিতে যেমন সুশ্রী, তেমনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিনয়ে, তপস্যায় সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছে। আমিও মনে করিতেছিলাম যে, ইহার সহিত আমার প্রমদ্বরার বিবাহ হইলে, যৎপরোনাস্তি (যার পর নাই) সুখের বিষয় হয়।"

তারপর দুই মুনিতে মিলিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, আর কয়েক সপ্তাহ পরেই, ফাল্গুনী নক্ষত্রে, বিবাহের অতি উত্তম দিন রহিয়াছে। সুতরাং সেই দিনেই বিবাহ স্থির করিয়া, সকলে তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! মানুষেরা কত সময় কত আশা করিয়া আনন্দের আয়োজন করে, আর কোথা হইতে বিপদ আসিয়া তাহাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দেয়। একদিন প্রমদ্বরা তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত মিলিয়া আশ্রমের নিকটে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন; তিনি জানিতেন না যে, সেইখানে ঘাসের ভিতরে, দারুণ কেউটে সাপ ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

খেলিতে খেলিতে, সেই কেউটে সাপের উপর প্রমদ্বরার পা পড়িল, আর অমনি দুষ্ট সাপ রাগে অস্থির হইয়া তাঁহাকে কামড়াইয়া দিল !

এমন দুঃখের কথা আমাদের বলিতে এবং শুনিতেই কত কষ্ট হইতেছে, যাহারা সে ঘটনায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের হয়ত কষ্টের আর সীমাই ছিল না। এইমাত্র প্রমদ্বরা কত হাসিতেছিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে হাসির আলো নিভিয়া গেল ! সোণার শরীর ছাইয়ের মত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সঙ্গিনীরা তখন ভয়ে অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারে আশ্রমের সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে !

এত আনন্দের ভিতরে হঠাৎ এমন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে, ক্ষণকালের জন্য মুনিরাও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে প্রমদ্বরার মৃত দেহের চারিধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কাহারও মুখে কথা সরিল না। তখনও দেখিলে মনে হইতেছিল, যেন প্রমদ্বরার মৃত্যু হয় নাই, তিনি ঘুমাইতেছেন। মুখখানি কালো হইয়াও যেন পূর্ব্বের চেয়ে মিষ্ট দেখা যাইতেছিল।

রুরু সেখানে ছিলেন, আর মেয়েদের চীৎকার শুনিয়া সকলের সঙ্গে ছুটিয়াও আসিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া সকলে কাঁদিতে বসিল, আর তিনি পাগলের মত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে ছুটিয়া পলাইলেন। তাঁহার মোটামুটি মনে হইল যে, প্রমদ্বরা মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আর ফিরিয়া পাইবেন না, একথা কিছুতেই তাঁহার মন মানিতে চাহিল না।

রুরু ক্রমে গভীর বনের ভিতরে ঢুকিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তাঁহার প্রাণ যেন তেজে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"আমি যদি দান করিয়া থাকি, যদি তপস্যা করিয়া থাকি, যদি ভক্তিপূর্ব্বক গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি, তবে, আমার প্রমদ্বরা বাঁচিয়া উঠুক। আমি জন্মাবধি যত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার বলে আমার প্রমদ্বরা উঠিয়া দাঁড়াক্!"

রুরুর এই কথা স্বর্গে গিয়া পৌঁছিল। তাহার পরেই তিনি দেখিলেন যে, সেই অন্ধকার বন আলো করিয়া দেবদূত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন।

দেবদূত বলিলেন, "রুরু, মানুষ একবার মরিলে ত আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না; সুতরাং তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা কি করিয়া হইবে? প্রমদ্বরার আয়ু শেষ হইয়াছিল, তাই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং তুমি আর দুঃখ করিও না।"

দেবদূতের কথা শুনিয়া রুরু বলিলেন, "তবে কি আমার প্রমদ্বরাকে পাইবার কোন উপায়ই নাই?"

দেবদূত বলিলেন, "আছে। তুমি যদি একটি কাজ করিতে পার, তবে প্রমদ্বরাকে আবার বাঁচান সম্ভব হয়।"

রুরু বলিলেন, "বল, সে কি কাজ! আমি এখনই তাহা করিতেছি।"

দেবদূত বলিলেন, "দেবতাগণ বলিয়াছেন যে, তুমি যদি অর্দ্ধেক আয়ু প্রমদ্বরাকে দিতে পার, তবে সে সেই পরিমাণ সময়ের জন্য আবার তোমার নিকট আসিতে পারে।"

রুরু বলিলেন, "আমি আমার অর্দ্ধেক আয়ু প্রমদ্বরাকে দিলাম। সুতরাং সে আবার বাঁচিয়া উঠুক।"

এ কথায় দেবদূত যমের নিকট গিয়া বলিলেন যে, "হে যম, রুরু প্রমদ্বরাকে তাঁহার অর্দ্ধেক আয়ু দান করিয়াছেন। অতএব, আপনি অনুমতি করুন, প্রমদ্বরা আবার জীবন লাভ করুন।"

যম বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তাহাই হউক।"

যমের মুখ দিয়া একথা বাহির হইবামাত্র, প্রমদ্বরা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিলেন। তখনও সকলে তাঁহার চারিধারে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাহারা তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য্য এবং আনন্দিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আনন্দ সামলাইয়া উঠিতে তাহাদের অনেক সময় লাগিয়াছিল; কেন না বিবাহের দিনও ইহার পরে দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজ রাজড়ার বিবাহে অবশ্য খুব জমকালো রকমের ধূমধাম হয়। মুনি-ঋষিদের বিবাহে অত ঘটা না হইবার কথা। কিন্তু রুরু আর প্রমদ্বরার বিবাহে সকলের মনে যেমন আনন্দ হইয়াছিল, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কোন কালে আর কোন বিবাহে তাহার চেয়ে বেশী হয় নাই।

এইরূপ আনন্দের ভিতরে এই ব্যাপারের শেষ হইল। রুরুর মনে ইহাতে খুবই সুখ হইয়াছিল, একথা আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি; কিন্তু দুষ্ট সাপ তাঁহার প্রমদ্বরাকে কামড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে যে কষ্ট দিয়াছিল, তাহার কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। এই ঘটনাতে সর্পজাতির উপর তাঁহার এমনই বিষম রাগ হইয়া গেল যে, তিনি আর ঘরে থাকিতে না পারিয়া, বিশাল ডাণ্ডা হাতে সাপের বংশ ধ্বংস করিতে বাহির হইলেন। সে সময়ে কোন হতভাগ্য সাপ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে, আর কি তাহার রক্ষা ছিল? সে ফোঁস্ করিবার আগেই, সেই ভীষণ ডাণ্ডা ধাঁই শব্দে তাহার মাথায় পড়িয়া, তাহার সর্পলীলা সাঙ্গ করিয়া দিত!

এইরূপে রুরু বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত খুঁজিয়া কত সাপ যে সংহার করিলেন, তাহার লেখা জোখা নাই। একদিন তিনি সাপ খুঁজিতে খুঁজিতে গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ডুণ্ডুভ নামক একটা সাপ

দেখিতে পাইলেন। সাপটা নিতান্তই বুড়া এবং অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে, ভাল করিয়া নড়িতে চড়িতে পারে না। সেই বুড়া ডুণ্ডুভ সাপকে দেখিবামাত্র, রুরু ক্রোধভরে তাঁহার সেই বিশাল ডাণ্ডা উঠাইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন।

তাহা দেখিয়া সেই সাপ কহিল, "মুনি ঠাকুর, আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন বিনা অপরাধে আমার প্রাণ বধ করিতে আসিতেছ ?"

রুরু বলিলেন, "তাহা বলিলে কি হইবে ? আমার প্রমদ্বরাকে সাপে কামড়াইয়াছিল। সুতরাং,—দেখিতেছ, ডাণ্ডা !—আজ আর আমার হাতে তোমার রক্ষা নাই !"

সাপ বলিল, "ঠাকুর, আমরা ডুণ্ডুভ সাপ ; কোন দিন কাহারও হিংসা করি না। যাহারা কামড়ায়, তাহারা অন্য সাপ। আমরা তাহাদের মত নহি, অথচ তাহাদের দোষের জন্য অকারণ সাজা পাই ! তুমি ধার্ম্মিক লোক ; আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় না ?"

বাস্তবিকই সেই সাপটার কথা শুনিয়া রুরুর দয়া হইল। সুতরাং তিনি আর তাহাকে বধ না করিয়া, মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ? কি করিয়া তোমার এমন দুর্দ্দশা হইল ?"

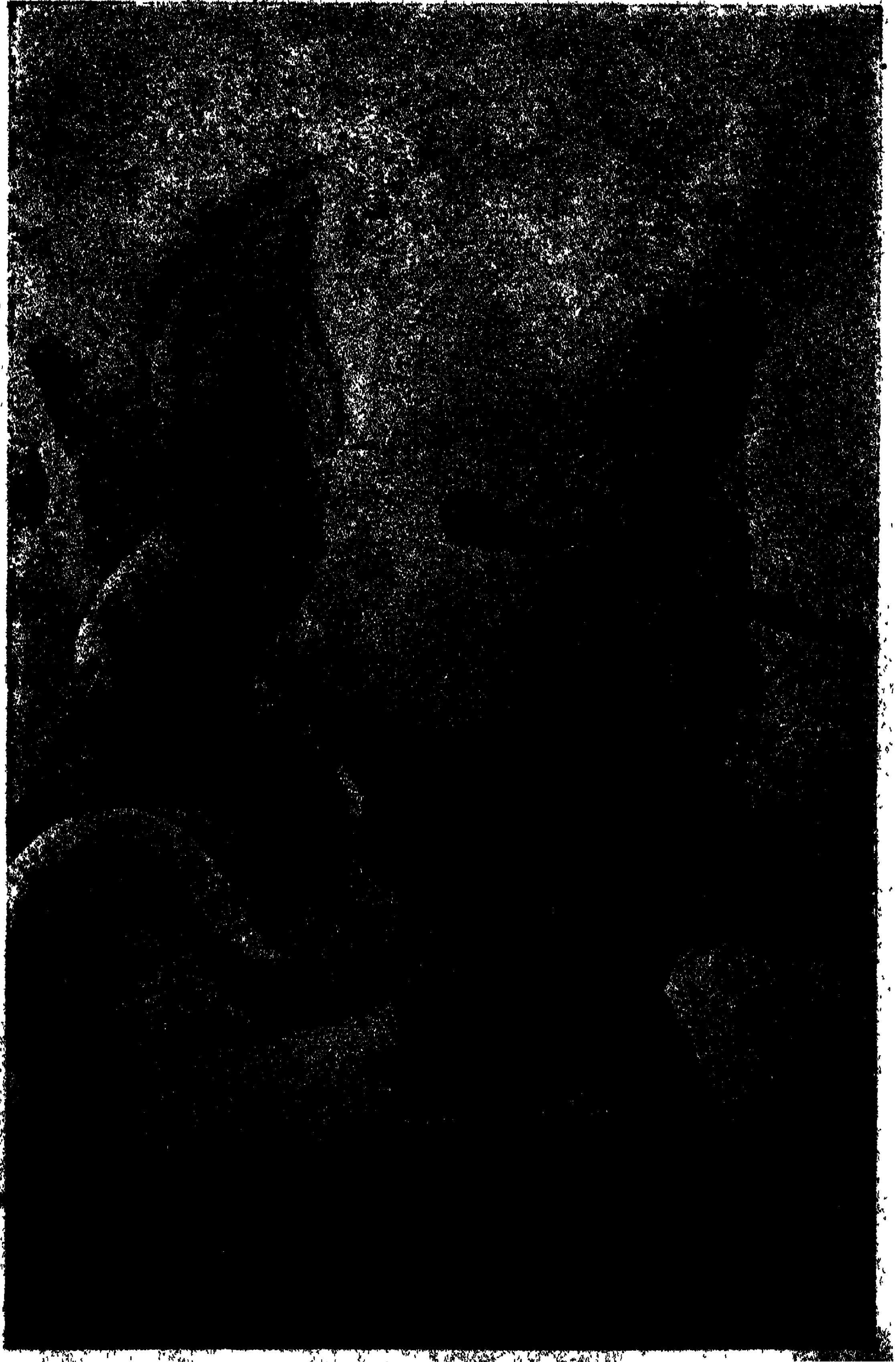
সাপ কহিল, "পূর্ব্বজন্মে আমি সহস্রপাদ নামে মুনি ছিলাম, ব্রাহ্মণের শাপে সর্প হইয়াছি।"

রুরু বলিলেন, "তোমার কথা আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মণ কেন তোমাকে শাপ দিলেন, আর সে শাপ দূর হইবার কোন উপায় আছে কি না—এ সকল কথা শুনিতে পাইলে আমি অতিশয় সুখী হইব।"

সর্প কহিল, "ছেলে, বেলায় খগম নামে আমার একটি বন্ধু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তপস্যা করিতেন, আর কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না। এক দিন আমি, তামাসা দেখিবার জন্য, একটা খড়ের সাপ লইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে গেলাম; আমি জানিতাম না যে, সেই খড়ের সাপের ভয়ে তিনি অজ্ঞান হইয়া যাইবেন। জ্ঞান হইলে পর তিনি রাগে অস্থির হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন যে, "তুমি যে খড়ের সাপ দিয়া আমাকে ভয় দেখাইলে, সেই খড়ের সাপের মত অকর্ম্মণ্য সাপ তুমি হইবে।" খগমের তপস্যার তেজ আমি জানিতাম, তাই তাঁহার কথা শুনিয়া আমি যোড় হাতে বলিলাম "ভাই, আমি তামাসা করিতে গিয়া একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি; আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আর কঠিন শাপ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া দাও।"

ইহাতে খগমের চোখে জল আসিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই, নিষ্ঠুর কথা মুখে আনিয়া ফেলিয়াছি, এখন ত আর উপায় দেখি না। এখন আমি যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শুন, আর কখনও ভুলিও না। প্রমতির পুত্র রুরুর সহিত দেখা হইলে তোমার শাপ দূর হইবে।"

কি আশ্চর্য্য! সাপ তাহার কথা ভাল করিয়া শেষ করিতে না করিতেই, তাহার চেহারা একটু একটু করিয়া মানুষের মত হইতে লাগিল। তখন সে বলিল, "বুঝিয়াছি, আপনি সেই প্রমতির পুত্র রুরু। তাই আপনার দর্শন পাইয়া আজ আমার শাপ দূর হইল।" বলিতে বলিতে সহস্রপাদ তাঁহার নিজের সুন্দর মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর তিনি স্নেহের সহিত রুরুকে অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।



ভুণ্ডভ সাপ মানুষ হইতেছে

নল ও দময়ন্তীর কথা।

বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক রাজা ছিলেন। দেশ বিদেশের লোকে তাঁহার গুণের কথা বলিত। ধনে, জনে, যশে, মানে, তাঁহার সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু এক দুঃখে তাঁহার সকল সুখ মাটি হইয়া গিয়াছিল। সোণার সংসার দিয়া কি হইবে, যদি তাহা খালি পড়িয়া থাকিল? রাজা নিশ্বাস ফেলিতেন, আর বলিতেন, "হায়, আমার এ ধন কে খাইবে? আমার যে সন্তান নাই!"

একদিন মহামুনি দমন রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাজা রাণী তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বসিতে সোণার আসন দিলেন। সুবাসিত জল দিয়া নিজ হাতে তাঁহার পা ধুইয়া দিলেন। তারপর মুক্তার ঝালর দেওয়া চন্দনের পাখা লইয়া দুজনে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মুনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, তোমরা আমাকে যেমন খুসী করিলে, আমিও তোমাদিগকে তেমনি সুখী করিব। আমার বরে তোমাদিগের একটি লক্ষ্মীর মতন কন্যা ও তিনটি পুত্র হইবে।"

বর দিয়া মুনি চলিয়া গেলেন, রাজাও মনে করিলেন যে, 'এত দিনে যদি আমাদের দুঃখের শেষ হয়'।

তারপর ক্রমে রাজার তিনটি ছেলে, আর একটি মেয়ে হইল। মুনির নাম ছিল দমন, সেই কথা মনে করিয়া রাজা ছেলে তিনটির নাম দম, দান্ত আর দমন, আর মেয়েটির নাম দময়ন্তী রাখিলেন।

এতদিনে রাজার আঁধার ঘরে আলো জ্বলিল। ছেলে তিনটির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আর দময়ন্তীর কথা কি বলিব? দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ, সেই রাজপুরীর মধ্যে তেমনি হইলেন দময়ন্তী।

আকাশ হইতে দেবতারা তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেন, 'আহা, কি সুন্দর!' রাজ্যের লোক তাঁহাকে দেখিলে মনে করিত, বুঝি নিজে লক্ষ্মী রাজার ঘরে জন্ম লইয়াছেন।

দময়ন্তী যখন বড় হইলেন, তখন শত শত সখী আর দাসী তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রাজবাড়ীর ভিতরে মেয়েদের বেড়াইবার বাগান ছিল। সেই বাগানে দময়ন্তী তাঁহার সখীদিগকে লইয়া রোজ বেড়াইতে যাইতেন। একদিন সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, এক ঝাঁক সোণার হাঁস সেখানে খেলা করিতেছে!

হাঁস দেখিয়া দময়ন্তী বলিলেন, "কি সুন্দর, কি সুন্দর! ওলো তোরা দেখিস্ যেন পলায় না।"

সখীরা সকলে হাঁস ধরিতে গেল, হাঁসগুলি তাহাদিগকে লইয়া বাগানের আর এক পানে ছুটিয়া পলাইল। একটি হাঁস পিছনে পড়িয়াছিল; দময়ন্তী নিজেই তাহাকে ধরিতে গেলেন।

তখন হাঁস বলিল, "তুমি যাঁহার যোগ্য রাণী, আমি তাঁহার খবর জানি। রাজকন্যা! নলের কথা শুনিয়াছ?"

দময়ন্তী বলিলেন, "তুই পাখী হইয়া কথা কহিতেছিস্, না জানি, তোর খবর কেমন আশ্চর্য্য। তুই যাঁহার নাম করিলি, সেই নল কে? তিনি কোথায় থাকেন?"

পাখী বলিল, "একটা দেশ আছে, তাহার নাম নিষধ। বীরসেনের পুত্র নল সেই দেশের রাজা। রাজকন্যা! এমন রাজার কথা আর কখনও শোন নাই! এমন সুন্দর মানুষ আর কখনও দেখ নাই। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, যক্ষ সকলকেই দেখিয়াছি;—রূপে গুণে নলের সমান কেহই নহে। যেমন তুমি, তেমনি নল। তুমি যদি তাঁহার রাণী হও, তবেই যথার্থ সুখের কথা হয়।"

দময়ন্তী বলিলেন, "হাঁস, তোর কথা বড়ই মিষ্ট। এ কথা তুই নলকে বলিতে পারিস্?"

হাঁস বলিল, "অবশ্য পারি। এই আমি চলিলাম।" এই বলিয়া হাঁসের ঝাঁক হাসিতে হাসিতে নল রাজার দেশে উড়িয়া গেল। নল তখন রাজবাড়ীর এক কোণে বাগানের ভিতরে নিরিবিলি বসিয়া দময়ন্তীর কথাই ভাবিতেছিলেন, এ কথা হাঁসেরা জানিত। ইহার কারণ এই যে,—নলের সঙ্গেই তাহাদের আগে দেখা হইয়াছিল।

নলের বাগানে তাহারা বেড়াইতে যায়, আর, নল তাহাদের একটাকে ধরিয়া ফেলেন। হাঁসটি ধরা পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমাকে মারিবেন না; আমি আপনাকে দময়ন্তীর খবর আনিয়া দিব।"

নল ইহার আগেই দময়ন্তীর কথা শুনিয়াছিলেন, আর বাগানে বসিয়া তাঁহারই কথা ভাবিতেছিলেন। হাঁসের কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর তাহারা দময়ন্তীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া নলের কথা শুনাইয়া গেল।

সে কথা শুনিয়া অবধি দময়ন্তীর চোখে ঘুম নাই, মুখে হাসি নাই। অন্ন ব্যঞ্জন থালা শুদ্ধ তাঁহার সাম্‌নে অমনি পড়িয়া থাকে। দিন রাত তিনি কেবলই নলের কথা ভাবেন, আর কাঁদেন।

রাণী রাজার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, "মায়ের আমার হইল কি?" রাজা অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "চল, স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়া উহার বিবাহ দিয়া দেই!"

তারপর দেশ বিদেশে রাজাদের নিকট সংবাদ গেল, 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে, সকলে আসুন।' সে সংবাদ শুনিয়া আর কেহই ঘরে বসিয়া থাকিলেন না। দেখিতে দেখিতে রাজা রাজড়ায় বিদর্ভ নগর

ছাইয়া গেল। সৈন্যের কলরবে, হাতী-ঘোড়ার ডাক, আর রথের শব্দে লোকের কথাবার্ত্তা কহা ভার হইয়া উঠিল।

রাজারা সকলে স্বয়ম্বরে আসিয়াছেন; তাই কয়েকদিনের জন্য তাঁহাদের ঝগড়া বিবাদ থামিয়া গিয়াছে,—আর যুদ্ধও হয় না, তেমন ভাবে লোকও মরিয়া স্বর্গে যায় না। ইন্দ্র ভাবিলেন, "সে কি! যুদ্ধে মরিয়া মাসে মাসে এতগুলি লোক স্বর্গে আসে, এ মাসে ত সে রকম আসিল না! ইহার কারণ কি?" সেখানে নারদ মুনি ছিলেন; তিনি বলিলেন, "দেবরাজ, রাজারা সকলে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে গিয়াছেন, তাই এখন আর যুদ্ধ হয় না, লোকও অধিক মরে না।"

নারদের কথা শুনিয়া স্বর্গের সকলে বলিল, "আমরাও দময়ন্তীর স্বয়ম্বর দেখিতে যাইব।" তখনই দেবতারা সকলে, নিজ নিজ বাহনে চড়িয়া পরম আনন্দে বিদর্ভ দেশে যাত্রা করিলেন। বিদর্ভ দেশের কাছে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নিষধের রাজা নলও সেই পথে স্বয়ম্বরে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতাদিগের বড়ই ভয় হইল। তাঁহাদের মনে হইল যে, এই রাজার মত সুন্দর লোক তাঁহাদের মধ্যে কেহই নাই। তখন কেহ বলিলেন, "তাই ত, কি করি?" কেহ বলিলেন, "চল, ফিরিয়া যাই!" আবার কেহ কেহ মনে করিলেন, "উহাকে ফাঁকি দিয়া আমাদের কাজ করাইয়া লই।" এই ভাবিয়া তাঁহাদের চারি জন নলের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি অতিশয় ধার্ম্মিক লোক, তোমাকে আমাদের একটি কাজ করিয়া দিতে হইবে।"

দেবতাদিগকে দেখিয়া, নল 'যে আজ্ঞা' বলিয়া যোড় হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে? আমাকে আপনাদের কি কাজ করিতে হইবে?"

দেবতাদের একজন বলিলেন, "আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, ইনি যম, আর ইনি বরুণ। আমরা দময়ন্তীকে পাইবার জন্য স্বয়ম্বরে চলিয়াছি। তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গিয়া বলিবে, যেন তিনি আমাদের কোন একজনকে বিবাহ করেন।"

নল বলিলেন, "ইহা কি সুবিচার হইল? আপনারাও দময়ন্তীর জন্য যাইতেছেন, আমিও দময়ন্তীর জন্য যাইতেছি। আপনাদের কি উচিত, আমাকে দূত করিয়া পাঠান?"

দেবতারা বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি ত বলিয়াছ, "যে আজ্ঞা', এখন আবার কি করিয়া, 'না' বলিবে? শীঘ্র যাও।"

নল বলিলেন, "আচ্ছা, আমি না হয় আপনাদের দূত হইলাম। কিন্তু আমি দময়ন্তীর কাছে কি করিয়া যাইব? তাহার আগেই ত প্রহরীরা আমাকে কাটিয়া ফেলিবে!"

ইন্দ্র বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই! প্রহরীরা তোমাকে দেখিতেই পাইবে না। তুমি অতি সহজেই দময়ন্তীর নিকট যাইতে পারিবে।"

এ কথায় নল দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া দময়ন্তীর নিকট যাত্রা করিলেন। তাঁহার দরজায় ঢাল তলোয়ার হাতে সিপাহীরা দাঁড়াইয়াছিল; তিনি তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। চাকর চাকরাণীরা তাঁহার চারিদিকে দিয়া যাওয়া আসা করিতে লাগিল, কেহই বুঝিতে পারিল না যে একজন লোক আসিয়াছে। শেষে যখন তিনি একেবারে দময়ন্তীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দময়ন্তী আর তাঁহার সখীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বুঝি কোন্ দেবতা আসিয়াছেন। তাই তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, হেঁটমুখে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

তখন দময়ন্তীর মন বলিল, 'ইনিই মহারাজা নল।' একথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, কি করিয়া এখানে আসিলে? দরজায় যে পাহারা!"

নল বলিলেন, দেবতাদের বরে তোমার লোকেরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। ইন্দ্র, যম, অগ্নি আর বরুণ আমাকে তাঁহাদের দূত করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন; তুমি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বরণ কর।"

দময়ন্তী বলিলেন, "মহারাজ, হাঁসের মুখে তোমার কথা শুনিয়াছিলাম; সেই হইতে তোমাকে ভালবাসিয়াছি। তোমা ছাড়া আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

নল বলিলেন, "রাজকুমারি, দেবতাদিগের পায়ের ধূলার সমানও আমি নহি। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে কেন বিবাহ করিতে চাহিতেছ? মনে করিয়া দেখ, ইঁহারা অসন্তুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন।"

দময়ন্তী বলিলেন, "দেবতাদিগের মহিমার অন্ত নাই; তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। কিন্তু মহারাজ, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না!"

নল বলিলেন, "দময়ন্তি, আমিও তোমাকে বড়ই ভালবাসি। কিন্তু যাঁহাদের দূত হইয়া আসিয়াছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া নিজের কথা বলিলে, আমার মহাপাপ হইবে।"

দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মহারাজ, তোমার কাজ ত তুমি ভালমতেই করিয়াছ, ইহার পরেও যদি আমি ত্রিভুবনের সম্মুখে তোমার গলায় মালা দিই, তাহাতে তোমার কেন পাপ হইবে? মহারাজ, তুমি সভায় আসিবে; আমি তোমাকেই বরণ করিব।"

রাজা দেবতাদের নিকট চলিয়া আসিলেন। দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, দময়ন্তী কি বলিল ?"

নল বলিলেন, "আমি আপনাদের কথা আমার সাধ্যমত বলিয়াছি। তথাপি দময়ন্তী বলিলেন, আমার গলাতেই মালা দিবেন। এখন আপনাদের যাহা ভাল মনে হয়, করুন।"

স্বয়ম্বরের শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দর সভাঘর আলো করিয়া দেবতা আর রাজাগণ, মাণিকের কাজ করা সোণার সিংহাসনে বসিলে, সে স্থানের শোভার সীমা রহিল না। তারপর, সন্ধ্যার আকাশে যেমন চন্দ্র দেখা দেয়, দময়ন্তী স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মনোহর বেশে সেইরূপ আসিয়া সভায় দাঁড়াইলেন। তখন ঘটকেরা মালা চন্দন পরিয়া, মধুর স্বরে অতি চমৎকার ভঙ্গীতে রাজাগণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। দময়ন্তী সকলের কথাই শুনিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না, তিনি কেবল চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিলেন, নল কোথায়!

নলকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিলেন যে, পাঁচটি লোক সভায় বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে ঠিক নলেরই মত। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহাদের মধ্যে একজন নল, আর চারিজন দেবতা। কিন্তু ইহার বেশী তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি দুখানি হাতযোড় করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "আমি নলকে ভালবাসি, আর মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছি। হে দেবতাগণ, আপনারা দয়া করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দি'ন্।"

দময়ন্তীর কথায় দেবতাগণের মন গলিল। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেই পাঁচ জনের মধ্যে চারিজন শূন্যে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের চোখে পলক নাই; শরীরে ঘাম নাই, ছায়া নাই। তিনি বুঝিলেন, এই চারিজন দেবতা, আর অপরটি নল। তখন তিনি লজ্জায়

মাথা হেঁট করিয়া, অপার আনন্দের সহিত বরমাল্যখানি নলের গলায় পরাইয়া দিলেন। নল বলিলেন, "দময়ন্তি, যতদিন এই প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি তোমাকে ভালবাসিব।" দময়ন্তী বলিলেন, "আমার এই প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করিব।"

এদিকে দেবতারা আনন্দের সহিত বলিতেছেন, "বড়ই সুখের বিষয় হইল; যেমন কন্যা তেমনি বর মিলিল।" রাজা মহাশয়েরা বলিতেছেন, "হায়! এত ক্লেশ করিয়া আসিলাম, আর অন্যে কন্যা লইয়া গেল!"

যাহা হউক, কন্যা যখন মোটেই একটি, তখন রাজা মহাশয়দিগের প্রত্যেকেরই কন্যা পাওয়ার ত আর কোন কথা ছিল না; দুঃখ করিলে আর কি হইবে? দেবতারা কেহই দুঃখ করেন নাই; এমন কি, যাহারা ফাঁকি দিয়া দময়ন্তীকে পাইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে সন্তুষ্ট হইয়া নলকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি স্বর্গে গিয়া পরম সুখে থাকিবে।"

অগ্নি কহিলেন, "তুমি যখন আমাকে ডাকিবে, আমি তখনই তোমার নিকট উপস্থিত হইব।"

যম কহিলেন, "তুমি যাহাই রাঁধিবে, তাহাই খাইতে অমৃতের মত হইবে।"

বরুণ কহিলেন, "তুমি ডাকিলেই আমি আসিব। আর এই মালা লও; ইহার ফুল কখনও বাসি হইবে না।"

তারপর মহা সমারোহে নল-দময়ন্তীর বিবাহ হইল। বিবাহের পরে সকলে নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেলেন। নলও কিছুদিন বিদর্ভ দেশে থাকিয়া, দময়ন্তীকে লইয়া মনের আনন্দে ঘরে ফিরিলেন।

দেশে ফিরিয়া তাঁহাদের সময় কিছুদিন বড়ই সুখে কাটিল। প্রজারা দু'হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "না জানি

কতই পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই এমন রাজা রাণী পাইলাম!" শত্রুরা অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল, "মারিলেও নল, রাখিলেও নল,—এমন কাজ আর করিব না!"

ইহার উপরে যখন তাঁহাদের ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনা নামে একটি পুত্র আর একটি কন্যা হইল, তখন তাঁহাদের চাঁদমুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ পাইলেন।

কিন্তু সংসারের সুখকে বিশ্বাস করিতে নাই। সুখ যখন আসে, তখন সে দুঃখকে আড়ালে করিয়া আনিতে প্রায়ই ভোলে না। নলের সুখের সুরু হইতেই কলি নামে কুটিল দেবতা তাঁহার সর্ব্বনাশের সুযোগ খুঁজিতেছিল।

সেই স্বয়ম্বরের দিন ইন্দ্র, যম, অগ্নি আর বরুণ স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার সময়, পথে কলি আর দ্বাপরের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হয়। কলিকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "কি হে কলি, কোথায় চলিয়াছ?"

কলি বলিল, "দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে!"

ইন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ, হাঃ, হা-া-া! স্বয়ম্বর যে শেষ হইয়া গিয়াছে। দময়ন্তী নলকে মালা দিয়াছেন।"

একথা শুনিবামাত্র কলি ভ্রূকুটি করিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "বটে! আপনারা থাকিতে একটা মানুষকে মালা দিল! ইহার উচিত সাজা দিতে হইবে।"

দেবতারা বলিলেন, "দময়ন্তীর দোষ নাই, আমরা তাহাকে অনুমতি দিয়াছি। নলের মতন বরকে মালা দিবে না ত কাহাকে দিবে? এমন লোককে শাপ দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ।"

এই বলিয়া দেবতারা চলিয়া গেলে, কলি দ্বাপরকে বলিল, "দ্বাপর, তুমি কি বল? আমার ত রাগে গা জ্বলিয়া যাইতেছে! যেমন করিয়াই

হউক এই নলের ভিতরে ঢুকিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। সে সময়ে তুমি আমার সাহায্য করিবে কি না, বল।"

দ্বাপর বলিল, "তাহা আর বলিতে! অবশ্য সাহায্য করিব!"

এমনি যুক্তি হইল, এখন একটা ছিদ্র পাইলেই হয়। এ সকল দুষ্ট দেবতা; পুণ্যবান্ লোকের শরীরে চট্ করিয়া প্রবেশ করিবার শক্তি ইহাদের নাই। কাজেই কলি নলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, তিনি কখনও কোন দোষ করেন কি না। এগার বৎসর ধরিয়া দুষ্ট কলি, নলের পিছু পিছু ফিরিল। এগার বৎসরের ভিতরে সে না পাইল তাঁহার একটি কাজের খুঁত বা একটি কথার ভুল। এগার বৎসর পরে একদিন তিনি সন্ধ্যা উপাসনার আগে পা ধুইতে ভুলিয়া যান, তাই তাঁহার শরীর অশুচি ছিল। এইটুকু ছিদ্র পাইবামাত্র, বেয়ারামের বীজের মত, দুষ্ট কলি তাঁহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

এমনিভাবে নলকে কাবু করিয়া, কলি নলের ভাই পুষ্করকে গিয়া বলিল, "চল, তোমাকে রাজা করিয়া দিই গে!"

পুষ্কর ভারি দুষ্ট আর নিতান্ত বোকা ছিল, তাই রাজা হওয়ার কথায় তাহার জিবে জল আসিল। সে তখনই লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "চল! কিন্তু কেমন করিয়া রাজা করিবে?"

কলি বলিল, "কেন? তুমি পাশা খেলিয়া নলকে হারাইয়া দিবে!"

একথা শুনিয়াই পুষ্কর আবার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল;—সে পাশার 'প'ও জানিত না। কিন্তু কলি বলিল, "ভয় কি? তোমার কিছুই করিতে হইবে না। আমি তোমাকে জিতাইয়া দিব!"

তখন পুষ্করের আনন্দ আর সাহস দেখে কে? সে অমনি নলের নিকট গিয়া উপস্থিত। তারপর যতক্ষণ না নল পাশা খেলিতে রাজি হইলেন, ততক্ষণ সে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিল না। খালি বলিল,—

ফিরেন, আবার কলি তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়। শেষে কলিরই জয় হইল; নল চোখের জলে ভাসিয়া বার বার দময়ন্তীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে, পাগলের মত ছুটিয়া পলাইলেন।

আহা, দময়ন্তীকে যে কি দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গেলেন, তাহা নলের তখন ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। যখন দময়ন্তী জাগিয়া দেখিলেন, নল নাই, তখন যে তাঁহার কি কষ্ট হইল, আমার কি সাধ্য, তাহা বলিয়া বুঝাই। সে সময়ে তাঁহার দুঃখে বুঝি পাষাণও গলিয়াছিল। তিনি পাগলিনীর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিলেন; নলকে খুঁজিয়া বনের ভিতরে ছুটিতে ছুটিতে কাঁদিলেন; বার বার অজ্ঞান হইয়া, আবার জ্ঞান হইলে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাঁদিলেন; সন্ধ্যাকালে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নল যে তাঁহাকে খুঁজিবেন, সেকথা ভাবিয়া আকুল হইয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে নলের শত্রুদিগের উপর তাঁহার রাগ হইল। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "যে আমার পতিকে এমন কষ্টে ফেলিয়াছে, ইহার চেয়েও অধিক কষ্ট তাহার হইবে।"

বিপদ প্রায়ই একেলা আসে না। দময়ন্তী ব্যাকুল হইয়া বনের ভিতরে নলকে খুঁজিতেছেন, এমন সময় এক ভীষণ অজগর তাহার লক্‌লকে জিব বাহির করিতে করিতে, তাঁহাকে খাইতে আসিল। এমন দুঃখের সময় মৃত্যু হইলেই ত আরামের কথাই হয়। দময়ন্তী অজগর দেখিয়া ভয় পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, "হায়! এ ঘোর অরণ্যের ভিতরে আমাকে সাপে খাইয়াছে, একথা শুনিলে না জানি, নলের মনে কতই কষ্ট হইবে!

যখন আর কেহই থাকে না, তখনও ভগবান থাকেন। তিনি কৃপা করিলে নিতান্ত ঘোরতর বিপদ হইতেও মানুষকে রক্ষা করিতে পারেন।

দময়ন্তী অজগর দেখিয়া জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন সময় এক ব্যাধ আসিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিল।

তারপর বনের ভিতরে চলিতে চলিতে দময়ন্তী দেখিলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর সিংহ তাঁহার দিকে আসিতেছে। সিংহকে দেখিবামাত্র তিনি তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "হে পশুরাজ! আমি মহারাজ ভীমের কন্যা, নলের পত্নী। আমার নাম দময়ন্তী। যদি তুমি নলকে দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার সংবাদ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর; নচেৎ আমাকে ভক্ষণ করিয়া আমার দুঃখ দূর কর।"

সিংহ তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেল। তখন দময়ন্তী পর্ব্বতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গিরিরাজ! তুমি কি আমার নলকে দেখিয়াছ?" হায় হায়! পর্ব্বতও তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

এইরূপে দময়ন্তী পাগলিনীর বেশে মুনিদিগের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিরা তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কি এই বনের দেবতা? কেন মা তুমি এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছ?"

দময়ন্তী বলিলেন, "ওগো, আমি দেবতা নই। আমি মানুষ, অতি দীন-দুঃখিনী; আপনাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। মুনিঠাকুর, আমি মহারাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী। আমার স্বামীর কথা কি আপনারা শোনেন নাই? তিনি নিষধের রাজা। তাঁহার নাম নল। তাঁহার রূপ দেবতার মতন; তেজ সূর্য্যের মতন। ধর্ম্ম আর সত্যের তিনি আশ্রয়। মুনিঠাকুর, আমি সেই নলের স্ত্রী; তাঁহাকে খুঁজিতে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তিনি কি আপনাদের তপোবনে আসিয়াছেন?"

মুনিগণ বলিলেন, "মা, তুমি স্থির হও! চক্ষের জল মুছ। আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, শীঘ্রই তোমার আর নলের দুঃখ দূর হইবে।"

বলিতে বলিতে, আর সেখানে মুনিও নাই, আশ্রমও নাই। সকলই ভেল্কীর মত আকাশে মিলাইয়া গেল। দময়ন্তী ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি স্বপ্ন দেখিলাম? চিন্তা করিতে করিতে তিনি এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অনেকগুলি বণিক্ হাতী, ঘোড়া, উট, আর গাড়ীতে করিয়া বিস্তর জিনিসপত্র লইয়া সেই নদী পার হইতেছে। দময়ন্তী সেই সওদাগরদিগের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। তাহাদের কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল, কেহ ছুটিয়া পলাইল। কেহ তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে বনের দেবতা মনে করিয়া, তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ চাহিতে আসিল; আবার কেহ কেহ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, দয়া করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

দময়ন্তী তাহাদিগকে বলিলেন, "বাছা সকল, আমি মানুষ; রাজার মেয়ে, রাজার রাণী। নিষধের রাজা নল আমার স্বামী, আমি বনের ভিতরে তাঁহাকে হারাইয়া পাগলিনীর মত তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

সেই বণিক্দিগের দলপতির নাম ছিল শুচি। সে দময়ন্তীর কথায় বিনয় করিয়া বলিল, "মা, আমরা ত নল নামে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। এই বনের ভিতরে বাঘ ভালুক অনেক আছে, কিন্তু মানুষ ত খালি তোমাকেই দেখিলাম।"

এই বলিয়া বণিকের দল যাইতে প্রস্তুত হইলে, দময়ন্তী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা কোন্ দেশে যাইবে?"

বণিকেরা বলিল, "আমরা চেদীর রাজা সুবাহুর নিকট যাইব।"

একথা শুনিয়া দময়ন্তীও সেই সওদাগরদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, হয় ত বা পথে নলের সঙ্গের দেখা হইতে পারে।

সওদাগরের দল সমস্ত দিন পথ চলিয়া একটা সুন্দর সরোবরের ধারে উপস্থিত হইল। সরোবর দেখিয়া বণিকেরা বলিল, "কি সুন্দর স্থানটি! চল ভাই, ইহার ধারে বিশ্রাম করি।" এই বলিয়া তাহারা সরোবরের পশ্চিম ধারে একটি জায়গা দেখিয়া, সেই খানে রাত কাটাইবার আয়োজন করিল। হাতী-ঘোড়াগুলিকে গাছে বাঁধিয়া রাখিল। বহুদিন পথ চলিয়া সকলেরই অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, কাজেই তাহারা সকলে ঘুমাইয়া পড়িতে বেশী বিলম্ব হইল না।

রাত দুপুর হইয়াছে, সকলে অচেতন হইয়া ঘুমাইতেছে, এমন সময় একদল বুনো হাতী সেই সরোবরে জল খাইতে আসিল। তাহারা যখন সওদাগরদিগের পোষা হাতীগুলিকে দেখিতে পাইল, তখন আর তাহাদের রাগের সীমা রহিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ গভীর গর্জ্জনে সেই পোষা হাতীগুলিকে তাড়া করিলে, সেগুলি ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে, হতভাগ্য সওদাগরদের উপর দিয়াই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। বেচারারা ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিল না, কি হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বেই তাহাদের অধিকাংশ লোক হাতীর পায়ের তলায় পড়িয়া পিষিয়া গেল।

একদিকে এমন ভয়ানক বিপদ, অন্যদিকে বনে আগুন লাগিয়া, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত। ধনরত্ন, জিনিসপত্র যাহা কিছু ছিল, সে সর্ব্বনেশে আগুন হইতে কিছুই রক্ষা পাইল না। হাতীর পায়ে যাহা চূর্ণ হয় নাই, তাহা আগুনে পুড়িয়া শেষ হইল।

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের ভিতরে দময়ন্তী হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, সওদাগরের মধ্যে অতি অল্প কয়েক জনই বাঁচিয়া আছে; আর তাহাদের কেহ কেহ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, তাঁহাকেই এই বিপদের কারণ মনে করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, "এই পাগলিনীকে জায়গা

দিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। এ নিশ্চয় কোন রাক্ষসী বা পিশাচী হইবে; চল উহাকে বধ করি।"

সেখানে আর দু'চারজন ভাল বুদ্ধিমান লোক না থাকিলে, হয়ত সেদিন দময়ন্তীর প্রাণই যাইত। ভগবানের কৃপায় সেই সকল লোক তাঁহার পক্ষ হওয়াতে তিনি বাঁচিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, সেই কয়জন সওদাগর, যাহা কিছু জিনিস অবশিষ্ট ছিল, তাহাই লইয়া, অতি কষ্টে, কাঁদিতে কাঁদিতে সুবাহুর দেশে যাত্রা করিল। দময়ন্তীও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাহারা যখন সুবাহুর নগরে পৌছিল, তখন সন্ধ্যাকাল। সহরের ছেলেরা তখন পথে বেড়াইতে আর খেলা করিতে বাহির হইয়াছে। দুঃখিনী দময়ন্তীর মলিন ছেঁড়া কাপড়, ধূলায় ধূসর শরীর আর এলো চুল দেখিয়া তাহারা মনে করিল, বুঝি পাগল। তাই তাহারা হাসিতে হাসিতে আসিয়া, তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দময়ন্তী যেদিকে যান, তাহারাও সেইদিকে যায়। এমনি করিয়া তিনি রাজবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে রাজার মা বায়ু সেবন করিবার জন্য ছাতে উঠিয়াছিলেন। সেইখান হইতে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইয়াই, দয়ায় তাঁহার মন গলিয়া গেল। তিনি দাইকে বলিলেন; "আহা! না জানি কাহার বাছা গো! দুঃখিনীর মুখখানি দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ও দাই, শীঘ্র উহাকে আমার নিকট লইয়া আয়। ছেলেগুলি উহাকে বিরক্ত করিতেছে!"

দাই, তখনই ছেলের দলকে তাড়াইয়া দিয়া, দময়ন্তীকে রাজমাতার নিকট লইয়া আসিল। রাজমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি কে? তোমার স্বামীর নাম কি? আহা! গায় একখানিও গহনা নাই, তবু

দেখিতে কি সুন্দর! দুষ্ট ছেলের দল এত বিরক্ত করিতেছিল, তবু একটু রাগও কর নাই।

দময়ন্তী বলিলেন, "আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, দুঃখে পড়াতে সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার স্বামী পরম গুণবান্, আর আমাকে বড়ই ভালবাসেন। বিবাহের পর কয়েক বৎসর আমরা বড়ই সুখে ছিলাম, তারপর আমাদের কপাল ভাঙ্গিল। পাশায় রাজ্যধন সব হারাইয়া, আমাকে লইয়া পতি বনবাসী হইলেন। এ হতভাগীর দুঃখের শেষ তাহাতেও হইল না; একদিন তিনি ঘুমের ভিতরে আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই অবধি পাগলিনীর মত তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

এই বলিয়া দময়ন্তী কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, রাজমাতার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি আমার নিকট থাক; আমি তোমার স্বামীর খোঁজ করাইয়া দিব। হয়ত বা ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি নিজেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন।"

তারপর তিনি নিজের কন্যা সুনন্দাকে ডাকিয়া বলিলেন "এই দেখ মা, তোমার জন্য কেমন সুন্দর একটি সখী পাইয়াছি। তোমরা দুজনেই এক বয়সী। এক সঙ্গে থাকিয়া তোমাদের সময় বেশ সুখে কাটিবে।"

সুনন্দা একটিবার দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইয়াই, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর হইতে আর সকল সময়েই দেখা যাইত যে, সুনন্দার একখানি হাত দময়ন্তীকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

এতদিন নল কি ভাবে ছিলেন?

দময়ন্তীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তিনি একটা অতি গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, বনে

ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে, আর সেই আগুনের ভিতর হইতে কে যেন অতি কাতরস্বরে ডাকিয়া বলিতেছে যে, "হে মহারাজ নল! দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর।"

তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভয় নাই!' বলিয়া ছুটিয়া দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলী করিয়া সেখানে পড়িয়া আছে। সাপটা তাঁহাকে দেখিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "মহারাজ, আমি কর্কোটক নামক নাগ; নারদের শাপে আমার চলিবার শক্তি গিয়াছে। আমি বহুকাল যাবৎ এইভাবে এইখানে পড়িয়া আছি; তুমি আসিয়া আমাকে এখান হইতে সরাইলে তবে আমার শাপ দূর হইবার কথা। দোহাই মহারাজ! আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার উপকার করিব।" এই বলিয়া সাপটা আঙ্গুলটির মতন ছোট হইয়া গেল, আর নল অতি সহজেই তাহাকে আগুনের ভিতর হইতে লইয়া আসিলেন। সেই স্বয়ম্বরের সময় হইতেই অগ্নি নলের উপরে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আগুনের শিখা তাঁহাকে দেখিয়াই দূরে চলিয়া গেল।

তখন কর্কোটক নলকে বলিল, "মহারাজ, এখন গণিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে খানিক দূর চলিয়া যাও; তাহা হইলে আমি তোমার বিশেষ উপকার করিবে।"

সাপের কথায় নল গণিতে গণিতে দশ পা যাইবামাত্র, সে কুট্‌ করিয়া তাঁহাকে কামড়াইয়া দিল। আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই দেবতার মতন সুন্দর চেহারা এমনি কালো আর কদাকার হইয়া গেল যে, কি বলিব!

ইহাতে নল যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,"এই বুঝি তোমার উপকার? তা সাপের উপকার এমনি হইবে না ত কেমন হইবে?"

কর্কোটক বলিল, "মহারাজ, বিচার করিয়া তবে আমাকে তিরস্কার কর। ভাবিয়া দেখ, আমার কামড়ে তোমার দুটি মহৎ উপকার

হইয়াছে। এক উপকার এই যে, পুকরের লোক এখন আর তোমাকে চিনিতে পারিবে না। আর এক উপকার এই যে, যে দুষ্ট তোমার শরীরে ঢুকিয়া তোমাকে এমন কষ্ট দিতেছে, এখন হইতে সেই দুষ্ট আমার বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া নাকালের এক শেষ হইবে। তাহার প্রমাণ দেখ, আমার বিষে তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে, বিষের মজাটা সেই দুষ্টই ষোল আনা পাইতেছে। আমার এই কামড়ের পর আর অন্য কোন জন্তু তোমাকে কামড়াইতে পারিবে না, আর তোমার শক্ররাও ক্রমে জব্দ হইয়া যাইবে।"

তখন নল বলিলেন,"কর্কোটক, বাস্তবিকই তুমি আমাকে কামড়াইয়া যথার্থ বন্ধুর কাজ করিয়াছ।"

কর্কোটক বলিল, "মহারাজ, তুমি এখন অযোধ্যা নগরে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট চলিয়া যাও। সেখানে 'বাহুক' নামে পরিচয় দিয়া, ঋতুপর্ণের সারথি হইবে। ঘোড়া চালাইবার কার্য্যে এই পৃথিবীতে তোমার সমান কেহ নাই; তেমনি, পাশা খেলায় ঋতুপর্ণের মত এই পৃথিবীতে আর কেহই নাই। তুমি যদি ঘোড়া চালাইবার বিদ্যা তাঁহাকে শিখাইয়া দেও, তবে, তিনি নিশ্চয় তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সহিত বন্ধুতা করিবেন, আর খুব ভাল করিয়াই তোমাকে পাশা খেলা শিখাইবেন। সেই পাশার দ্বারা আবার তোমার রাজ্য ধন সকলই তুমি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার মঙ্গল হউক! তুমি আর দুঃখ করিও না। যখন তোমার নিজের সেই সুন্দর রূপ আবার ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হইবে, তখন এই কাপড় দুখানি পরিয়া আমাকে স্মরণ করিও।"

এই বলিয়া কর্কোটক নলকে দুইখান কাপড় দিয়া, তাঁহার সম্মুখেই আকাশে মিলাইয়া গেল, আর, নল তাহাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ

দিয়া ঋতুপর্ণের দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছাইতে তাঁহার দশ দিন লাগিল।

মহারাজ ঋতুপর্ণ পাত্রমিত্র-সমেত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় নল তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"মহারাজ, আমার নাম বাহুক। অশ্বচালনায় আমার সমান লোক এই পৃথিবীতে কেহ কখনও দেখে নাই। ইহা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। আপনার টাকার কষ্ট হইলে তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি; রন্ধনের কাজ অতি আশ্চর্য্য রকম করিতে পারি; ইহা ছাড়া বিশেষ কঠিন কোন কাজ উপস্থিত হইলে, অনেক সময় তাহাও করিতে পারি। আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

ঋতুপর্ণ কহিলেন, "তোমাকে অসাধারণ গুণী লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, বিশেষতঃ তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালাইবার আমার বড়ই সখ। তুমি মাসে দশ হাজার মোহর বেতন পাইবে; আমার নিকট থাক। এই বার্ষ্ণেয় আর জীবল তোমার কাজ কর্ম্ম করিবে।"

ইহার পর হইতে ঋতুপর্ণের রাজ্যে নল বিশেষ সম্মানের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। দিনের বেলায় কাজ করিতে করিতে দময়ন্তীর সেই মুখখানি তাঁহার ক্রমাগতই মনে পড়িত। সন্ধ্যাকালে অবসর হইবামাত্র তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "হায়! নাজানি সে এখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া, এই হতভাগার কথা ভাবিতে ভাবিতে কোথায় পড়িয়া আছে! না জানি কত কষ্টে তাহার অন্ন জুটিতেছে!"

নল প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই কথা বলেন, জীবল প্রত্যহ আশ্চর্য্য হইয়া তাহা শোনে। একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাহুক, তুমি রোজ সন্ধ্যাকালে কাহার জন্ত এমন করিয়া দুঃখ কর?"

নল বলিলেন, "ভাই, এক মূর্খের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতন স্ত্রী ছিল। বুদ্ধির দোষে সেই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া আসিয়া, এখন দারুণ দুঃখে হতভাগ্যের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সেই মূর্খই প্রত্যহ সেই লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়া এই কথা বলে।"

এইরূপে ঋতুপর্ণের দেশে নলের দিন যাইতে লাগিল।

নলের সারথি যখন তাঁহাদের ছেলেটি আর মেয়েটিকে লইয়া বিদর্ভদেশে উপস্থিত হয়, তাহার কিছুদিন পরেই মহারাজ ভীম শুনিতে পান যে, নল-দময়ন্তী [illegible] ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছেন। তখন হইতেই তিনি বিশ্বাসী বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক টাকা কড়ি দিয়া দেশ বিদেশে পাঠাইয়া, তাঁহাদিগকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন যে, "উহাদিগকে এখানে আনিতে পারিলে ত বিশেষ পুরস্কার দিবই, উহাদের সংবাদ আনিতে পারিলেও এক হাজার গরু আর খুব বড় একখানি গ্রাম দিব।" সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের যতদূর সাধ্য ছিল, তাঁহারা খুঁজিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু একে একে তাঁহাদের প্রায় সকলেই নল-দময়ন্তীর কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, দুঃখের সহিত ফিরিয়া আসিলেন।

ইহাদের মধ্যে সুদেব নামক একজন অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি নানা স্থলে ঘুরিতে ঘুরিতে, চেদী নগরে আসিয়া, রাজবাড়ীতে সুনন্দার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলেন। মেয়েটির বেশ অতি দীন হীন, মুখখানি মলিন, আর শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। তথাপি তাঁহার মনে হইল, যেন সেই মুখখানি তিনি ইহার পূর্ব্বে আরো কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে মেয়েটিকে দেখিতে লাগিলেন। যত দেখিলেন, ততই তাঁহার নিশ্চয় মনে হইল যে, এই মেয়েটিই দময়ন্তী। শেষে তিনি আর থাকিতে না পারিয়া,

দময়ন্তীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বৈদর্ভি, (অর্থাৎ বিদর্ভদেশের রাজার মেয়ে) আমি আপনার ভ্রাতার প্রিয় বন্ধু ; আমার নাম সুদেব। মহারাজ ভীমের আজ্ঞায় আপনাকে খুঁজিতে আসিয়াছি। আপনার পিতা, মাতা, ভাই, সন্তান, সকলেই ভাল আছেন। কিন্তু আপনার জন্য দিন রাত কেবলই তাঁহাদের চক্ষের জল পড়ে।"

সুদেবকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দময়ন্তী কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, এক এক করিয়া পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু সকলের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

এ দিকে সুনন্দা যখন দেখিলেন যে, দময়ন্তী কাঁদিতেছেন, তখন তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মার নিকট গিয়া বলিলেন, "মা, এক ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিয়া দময়ন্তীকে কি সংবাদ দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া দময়ন্তী কাঁদিতেছে।"

এ কথায় রাজার মা তখনই সুদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি এই মেয়েটির পরিচয় জানেন বলিয়া বোধ হয়। ইনি কে ? কাহার কন্যা ?"

সুদেব কহিলেন, "মা, ইনি বিদর্ভরাজ মহাত্মা ভীমের কন্যা, ইহার নাম দময়ন্তী। বীরসেনের পুত্র মহারাজ নলের সহিত ইহার বিবাহ হয়। তার পর নল পাশায় রাজ্য ধন হারিয়া ইহাকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন। সেই অবধি আমরা ইহাদিগকে খুঁজিয়া অস্থির হইয়াছি, কিন্তু এত দিন কোথাও ইহাদের সন্ধান পাই নাই। সমুদায় পৃথিবী ঘুরিবার পর, আজ আপনার বাড়ীতে এই মেয়েটিকে দেখিয়াই মনে হইল যে, ইনি দময়ন্তী ; নহিলে এমন সুন্দর আর কে হইবে। ইহার দুটি ভ্রূর মাঝখানে একটি পদ্মের মতন জরুল আছে। মুখখানি মলিন হইয়া যাওয়াতে বোধ হয়, তাহা আপনাদের চক্ষে পড়ে নাই ; কিন্তু আমি তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি।"

সুনন্দা অমনি ভিজা গামছা আনিয়া, পরম যত্নে দময়ন্তীর কপাল খানি ঘষিয়া পরিষ্কার করিলেন। তখন দেখা গেল যে, সত্য সত্যই তাঁহার দুটি ভ্রূর মাঝখানে ঠিক পদ্মের আকৃতি একটি অতি সুন্দর জরুল রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাজমাতা আর সুনন্দা দুজনেই দময়ন্তীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রাজমাতা বলিলেন, "মাগো, তুই এতদিন আমার বুকের এত কাছে ছিলি, তবু আমি তোকে চিনিতে পারি নাই। আমি যে মা তোর আপনার মাসী, আমার পিতার ঘরে তোকে হইতে দেখিয়াছি। তোর মা আর আমি দশার্ণ দেশের রাজা সুদামের মেয়ে। তোর মার বিবাহ হইল ভীমের সঙ্গে, আর আমাকে বাবা দিলেন এই অযোধ্যার রাজা বীরবাহুর হাতে। মা, তুই তোর আপনার ঘরে আসিয়াছিস্; এখানকার সকলই তোর।"

তখন দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে রাজমাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, "মা, আমিও আপনাকে চিনিতে পারি নাই, আপনিও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তবুও ত মা আপনার নিজের মেয়ের মতনই যত্নে এতদিন আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়াছি। সুনন্দা আমাকে যে স্নেহ দিয়াছে, কোন্ ভাই বোন্ তাহার চেয়ে বেশী দিতে পারে? মাগো, এর পর এখানে থাকিলে আমার প্রাণে নিশ্চয় আরো সুখ হইত। কিন্তু এখন একটিবার বাবাকে আর খোকা খুকীকে দেখিবার জন্য, আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। দয়া করিয়া আমাকে শীঘ্র বিদর্ভ নগরে পাঠাইয়া দি'ন্।"

রাজমাতা বলিলেন, "মা, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। আমার প্রাণ যদি তোমাকে দেখিয়া এমন করে, তবে না জানি তোমার বাপমায়ের প্রাণ তোমার জন্য কি করিতেছে। মা, তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমাকে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছি।"

রাজমাতার কথায় তখনই জরির সাজ দেওয়া হাতীর দাঁতের পাল্কী প্রস্তুত হইয়া আসিল। পাগড়ী আঁটিয়া কোমর বাঁধিয়া, দশ হাজার সিপাহী তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ঢাল তলোয়ার বল্লম হাতে হাজির হইল।

এদিকে সুনন্দা নিজ হাতে দময়ন্তীকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। পাল্কী আর লোকজন পথ খরচের সকল আয়োজন লইয়া উপস্থিত হইলে, তিন জনে মিলিয়া কিছু কাল কাঁদিলেন। তারপর দময়ন্তী তাঁহার মাসীমার পায়ের ধূলা লইলে, আর সুনন্দা গলা জড়াইয়া তাঁহাকে চুমো খাইলে, রাজমাতা ভক্তিভরে দেবতার নাম করিতে করিতে তাঁহাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন।

দময়ন্তী বিদর্ভ দেশে পৌঁছিলে তাঁহার পিতামাতা আর আত্মীয়েরা কিরূপ আনন্দিত হইলেন, আর রাজা সুদেবকে তাঁহার আশার অধিক কত ধনরত্ন দিলেন, এসকল আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। দময়ন্তীও অবশ্য পিতামাতা আর সন্তান দুটিকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তাহার পরেই আবার নলের চিন্তা আসিয়া, তাঁহার মুখের হাসি নিভাইয়া দিল! রাজা আর রাণী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, নলের সন্ধান করিতে না পারিলে দময়ন্তীকে বাঁচান কঠিন হইবে।

সুতরাং আবার ব্রাহ্মণগণ দেশ বিদেশে নলের সন্ধানে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা দময়ন্তীর নিকট বিদায় হইতে আসিলে, দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে "আপনারা সকল দেশের পথে, ঘাটে, বাজারে আর রাজসভায় এই কথা বার বার বলিবেন যে, 'হে শঠ! বনের ভিতর ঘুমের মধ্যে দুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? দুঃখিনী সেই আধখানি কাপড় পরিয়া, কেবল তোমার জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছে!' এ কথায় যদি কেহ কোন উত্তর দেন, তবে তিনি কে,

কোথায় থাকেন, কি করেন, এ সকল সংবাদ বিশেষ করিয়া জানিয়া আসিবেন।”

ব্রাহ্মণেরা কত দেশে কত বাজারে, কত সভায়, কত বনে, এই কথা চীৎকার করিয়া বলিলেন। লোকে তাহা শুনিয়া কত আশ্চর্য্য হইল, কত বিদ্রূপ করিল, কিন্তু কথার উত্তর কেহই দিতে আসিল না। ক্রমে এক জন ছাড়া ব্রাহ্মণদিগের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন।

যে ব্রাহ্মণ তখনও ফিরেন নাই, তাঁহার নাম ছিল পর্ণাদ। অন্যেরা ফিরিবার পরেও তিনি অনেক দিন ধরিয়া দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিলেন। শেষে একদিন অযোধ্যায় ঋতুপর্ণের সভায় গিয়া, দময়ন্তীর ঐ কথাগুলি বলিলেন। সভায় কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না, কিন্তু তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, রাজার বাহুক নামক সারথি চুপি চুপি তাঁহাকে ডাকিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেল। লোকটি দেখিতে অতিশয় কুৎসিত, আর বেঁটে। তাহার হাত দুখানি সেই বেঁটে মানুষের পক্ষেও নিতান্ত ছোট।

বাহুক সেই ব্রাহ্মণকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিল, “নল নিতান্ত কষ্টের দশায় পাগলের মত হইয়া দময়ন্তীকে ছাড়িয়া যান। তখন হইতেই তিনি দারুণ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছেন। এমত অবস্থায় দময়ন্তী যেন তাঁহার উপর রাগ না করেন।”

বাহুকের মুখে এ কথা শুনিয়া পর্ণাদ এক মুহূর্ত্তও সেখানে বিলম্ব করিলেন না! তিনি দিন রাত পথ চলিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হইয়াই, দময়ন্তীকে সকল কথা অবিকল বলিলেন। তাহা শুনিয়া দময়ন্তী পর্ণাদকে তাঁহার আশার অধিক ধন রত্ন দানে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তাহার পুরস্কার আপনাকে আমি কি দিব? নল আসিলে, আপনি আরো অনেক ধন পাইবেন।”

ব্রাহ্মণ যাহা পাইয়াছিলেন তাহাতেই যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া, দময়ন্তীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর দময়ন্তী তাঁহার মার নিকট গিয়া বলিলেন যে, "মা, সুদেবকে দিয়া আমি একটা কাজ করাইব; তুমি কিন্তু তাহা বাবাকে জানাইতে পারিবে না।"

রাণী এ কথায় সম্মত হইলে, তিনি তাঁহার সম্মুখে সুদেবকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "ভাই সুদেব, তুমি ভিন্ন আর কেহ এ কাজ করিতে পারিবে না। তোমাকে ঋতুপর্ণ রাজার সভায় যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া তুমি বলিবে যে, মহারাজ, কাল সকালে দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হইবে। আপনাদের যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আজ রাত্রির মধ্যেই যাহাতে বিদর্ভ দেশে গিয়া পৌঁছাইতে পারেন, তাহার উপায় করুন। কাল সূর্য্য উঠিলেই স্বয়ম্বরের কাজ শেষ হইয়া যাইবে।"

এক রাত্রির মধ্যে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ দেশে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র নলেরই ছিল, পৃথিবীতে আর একটি লোকেরও এ কাজ করিবার সাধ্য ছিল না। ঋতুপর্ণের ঐ বাহুক নামক সারথি যদি বাস্তবিকই নল হন, তবে তিনি একরাত্রির ভিতরেই ঋতুপর্ণকে বিদর্ভ নগরে আনিতে পারিবেন। ঋতুপর্ণ একরাত্রির ভিতরে বিদর্ভ দেশে পৌঁছাইতে পারিলে নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সারথির চেহারা যেমনই হউক, সে নল ভিন্ন আর কেহ নহে।

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া রাণী আর সুদেব দুজনেই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুদেবের তখন এতই আনন্দ আর উৎসাহ হইল যে, তিনি সেই দণ্ডেই বায়ুবেগে অযোধ্যার পানে ছুটিয়া চলিলেন।

সুদেবের নিকট দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের সংবাদ শুনিয়া, ঋতুপর্ণ তখনই বাহুককে ডাকিয়া বলিলেন, "বাহুক, শুনিলাম, আবার না কি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে! আজ রাত্রির মধ্যে বিদর্ভ দেশে পৌঁছাইতে পারিলে আমি

সেই স্বয়ম্বরে উপস্থিত থাকিতে পারিব। এ কথায় তুমি কি বল? এক রাত্রির মধ্যে সেখানে পৌছাইতে পারিবে কি?"

হায়, বেচারা বাহুক! রাজার কথায় সে উত্তর দিবে কি, তাঁহার সামনে স্থির হইয়া দাঁড়ানই তাহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার বুকের ভিতর দশ জন লোকে হাম্বর (কামারদের প্রকাণ্ড হাতুড়ি) পিটিতে আরম্ভ করিয়াছে! মাথাটা যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে! নিতান্ত রাজার সাম্‌নে বলিয়া, সে অনেক কষ্টে চোখের জল আর কান্না থামাইয়া রাখিল।

যাহা হউক, এ ভাবে অতি অল্প সময়ই গিয়াছিল। তাহার পরেই সে বুঝিতে পারিল যে, "দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। আমার সন্ধান করিবার জন্যই সে এই কৌশল করিয়াছে!" তখন সে রাজাকে বলিল, "হাঁ মহারাজ! আপনার অনুমতি হইলে, আমি এক রাত্রির ভিতরেই মহারাজকে বিদর্ভ দেশে পৌছাইয়া দিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "তবে শীঘ্র অশ্বশালায় গিয়া আটটি খুব ভাল ঘোড়া বাছিয়া আন। যে সে ঘোড়া এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই যাইতে পারিবে না।"

বাহুক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল, আর খানিক বাদে আটটি রোগা রোগা ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, "ও কি ও! এ বেচারারা যে দেখিতেছি নিজের শরীর লইয়াই ভাল করিয়া চলিতে পারে না। এই ঘোড়া লইয়া তুমি এক দিনে বিদর্ভ দেশে যাইবে, মনে করিয়াছ?"

বাহুক বলিল, "মহারাজ, যদি কোন ঘোড়া পারে, তবে এই সকল ঘোড়াই আপনাকে বিদর্ভ দেশে লইয়া যাইতে পারিবে। আপনার কোন চিন্তা নাই; ইহারা পক্ষিরাজ ঘোড়া।"

রাজা বলিলেন, "এ বিষয়ে তুমি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী জান; তোমার যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই কর।"

রাজার কথায় নল ঘোড়াগুলিকে রথে জুতিলেন। তার পর রাজা বার বার তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে, নিতান্ত সন্দেহের সহিত রথে গিয়া চড়িলেন। অমনি ঘোড়াগুলি তাঁহার ভার সহিতে না পারিয়া, মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া গেল! কিন্তু বাহুক তথাপি অন্য ঘোড়া লইল না। সেই ঘোড়াগুলিকেই সে চাপ্‌ড়াইয়া আর হাত বুলাইয়া শান্ত করিল; তার পর বার্ষ্ণেয়কে রথের পিছনে তুলিয়া, সে রথ ছাড়িয়া দিল।

যে ঘোড়া এই মাত্র লোকের ভর সহিতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, বাহুকের হাতে পড়িয়া সেই ঘোড়া এমনি তেজের সহিত রথ লইয়া ছুট্ দিল যে, রাজা ত দেখিয়া একেবারে অবাক্! ক্রমে দেখা গেল যে, ঘোড়ার পা আর মাটি ছোঁয় না। দেখিতে দেখিতে তাহারা রথখানিকে শুদ্ধ শূন্যে উঠাইয়া লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া বার্ষ্ণেয় ভাবিল, 'সামান্য একজন সারথির এমন অসাধারণ ক্ষমতা, একথা ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এ ব্যক্তি যদি এমন কদাকার আর বেঁটে না হইত, তবে নিশ্চয় মনে করিতাম, এ আমার প্রভু নল। তিনি ভিন্ন এই পৃথিবীতে আর কাহারও এমন ক্ষমতা নাই। অথচ এই ব্যক্তি যে নল নহে, এ কথা ত তাহার চেহারাতেই প্রমাণ হইতেছে। তবে কি ইনি কোন দেবতা?'

রাজা বাহুকের ক্ষমতা দেখিয়া এতই আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছে না। কত নগর, কত বন, কত নদী, কত পর্ব্বত যে তাঁহারা ইহারই মধ্যে পার হইয়াছেন, তাহার লেখাজোখা নাই। হাওয়ার জোর এত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার চাদরখানিকে দুহাতে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়াও গায়ে রাখিতে

পারিতেছেন না। শেষে সে চাদর মহারাজের হাত হইতে একেবারেই ছুটিয়া চলিয়া গেল!

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে, আরে! গেল, গেল! বাহুক! বার্ষ্ণেয়, থামো, থামো! আমার চাদর উড়িয়া গিয়াছে, শীঘ্র রথ থামাইয়া তাহা লইয়া আইস!"

বাহুক বলিল, "মহারাজ, চাদর ত আর এখন আনা সম্ভব হইবে না; এতক্ষণে তাহা চারিক্রোশ পিছনে পড়িয়া গিয়াছে।"

ইহাতে রাজা বাহুকের ক্ষমতার কথা ভাবিয়া যেমন আশ্চর্য্য হইলেন, তেমনি তাঁহারও নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে, নিজের ক্ষমতার কিছু পরিচয় দিয়া বাহুককে আশ্চর্য্য করেন। তাই তিনি পথের ধারে একটা বহেড়া গাছ দেখিতে পাইয়া বাহুককে বলিলেন, "বাহুক, দেখ ত আমি কেমন গণিতে পারি; এই বহেড়া গাছে পাঁচ কোটি পাতা আর দুই হাজার পঁচানব্বুইটি ফল আছে। আর উহার তলায় একশত একটি ফল পড়িয়া আছে।"

বাহুক তখনই রথ থামাইয়া বলিল, "মহারাজের কথা যদি সত্য হয়, তবে মহারাজের এই ক্ষমতা নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিতে হইবে! সুতরাং এ কথার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। আমি এখনই এই গাছটাকে কাটিয়া দেখিব।"

ইহাতে রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বাহুক, এখন নহে। তাহা হইলে বড় বিলম্ব হইবে।"

বাহুক বলিল, "মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন; না হয় বার্ষ্ণেয় মহারাজকে লইয়া বিদর্ভ দেশে যাউক।"

রাজা আরো ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে না, না! তাহা কেমন করিয়া হইবে? তুমি ছাড়া আর কেহই এ কাজ করিতে পারিবে

না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমাকে বিদর্ভ দেশে পৌছাইয়া দাও, তোমাকে খুসী করিব।"

বাহুক বলিল, "মহারাজের কোন চিন্তা নাই! আমি গাছের পাতা আর ফল গণিয়া, মহারাজকে ঠিক পৌছাইয়া দিব।"

রাজা আর কি করেন? বাহুকের আব্দার না রাখিলে তাঁহার কাজ হয় না। কাজেই তিনি তখন রাজি হইলেন। তখন বাহুক তাড়াতাড়ি রথ হইতে নামিয়া, গাছটি কাটিয়া, গণিয়া দেখিল, রাজার কথাই ঠিক। তাহাতে সে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে অশ্ববিদ্যা (ঘোড়া চালাইবার বিদ্যা) শিখাইব; তাহার বদলে এই আশ্চর্য্য বিদ্যা আমাকে শিখাইতে হইবে।"

অশ্ববিদ্যার কথা শুনিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখনই বাহুককে দুই বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন, একটি এই গণনা বিদ্যা, আর একটি অক্ষবিদ্যা, অর্থাৎ পাশা বশ করিবার বিদ্যা।

ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নল অক্ষবিদ্যা শিখিবামাত্র একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। কলি এতদিন পর্য্যন্ত কর্কোটকের বিষে আর দময়ন্তীর শাপে জ্বালাতন হইয়া, অতি কষ্টে নলের শরীরে বাস করিতেছিল। এখন এই পবিত্র বিদ্যা তাঁহার দেহে প্রবেশ করাতে, দুষ্ট আর কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। সুতরাং সে তখনই কর্কোটকের বিষ বমি করিতে করিতে নলের শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নল তাহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "তবে রে দুষ্ট, তুমি এতদিন আমাকে এই কষ্ট দিয়াছ, তাহার প্রতিফল এই লও।" এই বলিয়া তিনি কলিকে শাপ দিতে প্রস্তুত হইলে, সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত যোড় করিয়া কহিল, "মহারাজ, দময়ন্তীর শাপে, আর কর্কোটকের বিষে ইহার পূর্ব্বেই আমার যথেষ্ট সাজা হইয়াছে। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া আমাকে

ক্ষমা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আপনার নাম লইবে, কখনও তাহার নিকট যাইব না।"

এ কথায় নল দয়া করিয়া কলিকে ছাড়িয়া দিলে, দুষ্ট তাড়াতাড়ি, সেই বহেড়া গাছের ভিতরে গিয়া লুকাইল। এ সকল কথাবার্ত্তা নলেতে আর কলিতে এমন ভাবে হইতেছিল যে, বার্ষ্ণেয় আর ঋতুপর্ণ ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কলিকেও তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা খালি বহেড়া গাছটাকে হঠাৎ শুকাইয়া যাইতে দেখিলেন, কিন্তু এ কথা বুঝিতে পারিলেন না যে, কলি তাহার ভিতরে প্রবেশ করাতেই এরূপ হইয়াছে।

নলকে কলি ছাড়িয়া গেলেও তাঁহার চেহারা অবশ্য বাহুকের মতই ছিল। আর ঠিক বাহুকের মত করিয়াই তিনি আবার ঘোড়ার রাস ধরিয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। পথে এত বিলম্ব হওয়ার পরেও তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রথ লইয়া বিদর্ভ দেশে পৌছিলেন।

দূতগণ কুণ্ডিনপুরে (বিদর্ভদিগের রাজধানী) আসিয়া সংবাদ দিল যে, "রাজা ঋতুপর্ণ আসিয়াছেন।" তাহাতে ভীম একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র তাঁহাকে আদরের সহিত এখানে লইয়া আইস।"

ঋতুপর্ণও যে আশ্চর্য্য না হইলেন, এমন নহে। তিনি স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, খুবই একটা ধূমধামের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুণ্ডিনপুরে পৌছিয়া তিনি একটা নিশানও দেখিতে বা একটা ঢোলের শব্দও শুনিতে পাইলেন না। তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, "তাই ত, বিষয়টা কি? স্বয়ম্বরের ত কোন আয়োজনই দেখিতে পাইতেছি না।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি রাজা ভীমের নিকট আসিয়া

উপস্থিত হইলে, ভীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কি নিমিত্ত আপনার শুভাগমন হইয়াছে ?"

এ কথায় তিনি ত বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন নাই, একজন রাজাও আসেন নাই, একটি ব্রাহ্মণকেও দেখা যাইতেছে না ; এমত অবস্থায় স্বয়ম্বরের কথা আর কি করিয়া বলেন ? তাই তিনি থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি !"

নিকটের এত রাজাকে ফেলিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া, শতাধিক যোজন পার হইয়া ঋতুপর্ণ আসিয়াছেন কি না,—ভীমের সহিত দেখা করিতে ! ভীমের মতন বুদ্ধিমান্ বুড়া রাজার এ কথা বিশ্বাস হইবে কেন ? তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, ইহার অন্য কোন একটা বিশেষ মতলব আছে। কিন্তু এ কথা তিনি তাঁহাকে জানিতে দিলেন না। তিনি অল্প কাল তাঁহার সহিত মিষ্ট আলাপে কাটাইয়াই, যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আহার এবং বিশ্রামের আয়োজন করাইয়া দিলেন ! ঋতুপর্ণও ভাবিলেন যে, "বাঁচিলাম।"

বাহুক ততক্ষণে রথখানিকে রথশালায় রাখিয়া, ঘোড়াগুলিকে দলিয়া মলিয়া সুস্থ করিয়া, রথের ভিতরেই বিশ্রামের যোগাড় করিল।

এতক্ষণ দময়ন্তী কি করিতেছিলেন ? ঋতুপর্ণ আসিতেছেন কি না, তাহার সংবাদ যে তিনি বারবার বিশেষ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট কোনরূপ সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই, রথের শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছিল যে, "নল যখন রথ চালাইতেন, তখন ঠিক এমনি শব্দ হইত।" তখন হইতেই তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, ঋতুপর্ণের সারথিকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন ; কিন্তু হায় ! বাহুককে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের সকল আশা চলিয়া গেল। এই কদাকার পুরুষ নল, এ কথা কি বিশ্বাস হয় ? দময়ন্তী

একবার ভাবিলেন, হয় ত এ ব্যক্তি অথবা ঋতুপর্ণ কাহারও নিকট হইতে ঠিক নলের মত অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তাহার পরেই তাঁহার মন যেন বলিল যে, এই বাহুকই নল, ইহার চাল চলন ঠিক নলের মত।'

ভাবিয়া চিন্তিয়া দময়ন্তী স্থির করিলেন যে, 'এই বাহুকের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সংবাদ লইতে হইবে।' তারপর তিনি "কেশিনী নাম্নী একটি বুদ্ধিমতী দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেশিনি, ঐ যে কালো বেঁটে লোকটি রথের ভিতরে বসিয়া আছেন, আমার মন বলিতেছে, উনিই নল। তুমি উঁহার নিকট গিয়া উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। নলকে খুঁজিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইবার সময় আমি তাঁহাকে যে কথাগুলি পথে ঘাটে বলিতে বলিয়াছিলাম,—কথায় কথায় সেই কথাগুলি উঁহাকে শুনাইবে, আর তাহাতে উনি কি বলেন, বেশ করিয়া মনে রাখিবে।"

এ কথায় কে'শিনী তখনই বাহুকের নিকট চলিয়া গেল, আর দময়ন্তী ছাতে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বাহুকের নিকট গিয়া কেশিনী বলিল, "মহাশয়, আপনারা কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, আর কখন অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন? আমাদের দময়ন্তী এ সকল কথা জানিতে চাহেন।"

বাহুক বলিল, "আমাদের রাজা আজ সকালে এক ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, কাল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে। তিনি তখনই রথে পক্ষিরাজ ঘোড়া জুতিয়া এখানে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সারথি।"

কেশিনী বলিল, "আপনার সঙ্গের এই লোকটি কে?"

বাহুক বলিল, "ইহার নাম বার্ষ্ণেয়। ইনি আগে মহারাজ নলের সারথি ছিলেন, এখন ঋতুপর্ণের সারথির কাজ করেন।"

কেশিনী বলিল, "এমন লোক থাকিতে রাজা আপনাকে কি জন্য সারথি করিয়াছেন ?"

বাহুক বলিল, "আমি অশ্ববিদ্যা খুব ভাল রকম শিখিয়াছি, আর রাঁধিতেও বেশ পারি। তাই রাজা আমাকেও রাখিয়াছেন !"

কেশিনী বলিল, "মহাশয়, আপনাদের এই বার্ষ্ণেয় কি নলের কোন সংবাদ জানেন ?"

বাহুক বলিল, "নলের সংবাদ কেবল নলই জানেন, আর কেহ জানে না। বার্ষ্ণেয় তাঁহার সন্তান দুটিকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিল, সে কেবল এই মাত্র বলিতে পারে।"

কেশিনী বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, আমাদের দেশের একটি ব্রাহ্মণ আপনাদের রাজার সভায় গিয়া নাকি একবার বলিয়াছিলেন, যে, 'হে শঠ! বনের ভিতরে দুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় গেলে! দুঃখিনী তোমার জন্য কাঁদিতেছে।' অন্য কেহ নাকি এ কথায় কিছু বলে নাই, কিন্তু আপনি এ কথার উত্তর দিয়াছিলেন। আপনি সে ব্রাহ্মণকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে দময়ন্তীর বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

এ কথায় বেচারা বাহুকের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে মনের দুঃখ গোপন করিয়া কেশিনীকে বলিল, "আমি বলিয়াছিলাম যে, নল নিতান্ত কষ্টের দশায় পাগলের মত হইয়া দময়ন্তীকে ছাড়িয়া যান। তখন হইতেই তিনি দারুণ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছেন। এমন অবস্থায় দময়ন্তী যেন তাঁহার উপর রাগ না করেন।"

বলিতে বলিতে বেচারার মুখে আর কথা সরিল না, সে দুহাতে মুখ ঢাকিয়া একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল।

এ সকল কথা কেশিনীর মুখে শুনিয়া, দময়ন্তীরও বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে স্থির রাখিয়া বলিলেন, "কেশিনী, তুমি

আবার যাও। তিনি কখন কি করেন, বেশ ভাল করিয়া দেখিবে। তিনি আগুন চাহিলে আগুন আনিতে দিবে না। জল চাহিলে, যাহাতে তিনি জল না পান, তাহা করিবে।”

কেশিনী চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পরে সে নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “এমন আশ্চর্য্য মানুষ ত আমি আর কখনও দেখি নাই! এতটুকু ছোট দরজা দিয়া ঢুকিবার সময়ও, তিনি মাথা হেঁট করেন না। তিনি কাছে গেলেই, দরজা আপনি বড় হইয়া যায়! খালি কলসীর দিকে তিনি একটিবার শুধু তাকাইলেই, তাহা জলে ভরিয়া যায়! খড়ের গোছা হাতে করিয়া কি একটা কথা ভাবেন, আর অমনি তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে! আগুনের ভিতর তিনি হাত ঢুকাইয়া দিলেও তাহা পুড়ে না! জল অমনি তাঁহার ঘটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, গড়াইতে হয় না! ফুল হাতে লইয়া চট্‌কাইতে লাগিলেন, সে ফুল নষ্ট না হইয়া আরো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিল, আর তাহার ভিতর হইতে আরো চমৎকার গন্ধ বাহির হইতে লাগিল!”

তখন দময়ন্তীর মন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তির আকৃতি যেমনই হউক, ইনি নল ভিন্ন আর কেহ নহেন। তথাপি তাঁহার মনে হইল যে, সকল সন্দেহ ভালমতে দূর করা উচিত। তাই তিনি কেশিনীকে বলিলেন, “কেশিনি, ইঁহার রাঁধা ব্যঞ্জন একটু খাইয়া দেখিতে পারিলে আমার মনের সকল সন্দেহ দূর হয়। তুমি আবার গিয়া উঁহার রাঁধা একটু ব্যঞ্জন চাহিয়া আন।”

কেশিনী বাহুকের নিকট হইতে তাঁহার প্রস্তুত ব্যঞ্জন চাহিয়া আনিল। সে ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই দময়ন্তী গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নল ভিন্ন সে ব্যঞ্জন রাঁধিবার শক্তি আর কাহারই ছিল না।

অনেক কষ্টে দময়ন্তী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া মুখ ধুইলেন। তারপর ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনাকে কেশিনীর হাতে দিয়া বলিলেন, "একটি বার তুমি ইহাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও দেখি, তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া কি করেন।"

কেশিনী শিশু দুটিকে বাহুকের নিকট লইয়া যাইবামাত্র, সে তাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, নিতান্ত আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু, পাছে তাহার কান্না দেখিয়া লোকে তাহাকে চিনিয়া ফেলে, তাই সে তাড়াতাড়ি সামলাইয়া গিয়া, কেশিনীকে বলিল, "আমার ঠিক এমনি দুটি খোকা খুকি ছিল, তাই ইহাদিগকে দেখিয়া আমার কান্না পাইতেছে। তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। এখন তবে তুমি ইহাদিগকে লইয়া ঘরে যাও; আমার একটু কাজ কর্ম্ম আছে।"

বাহুকই যে নল, এতক্ষণে আর দময়ন্তীর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রহিল না। তবে, চেহারার এতটা তফাৎ কি করিয়া হইল, একথার মীমাংসা অবশ্য একবার দুজনের দেখা না হইলে কি করিয়া হইবে? রাজা রাণী এ সকল কথা শুনিবামাত্র বাহুককে দময়ন্তীর নিকট ডাকাইয়া আনিলেন। বেচারা আসিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা কহিতে পারিল না!

দময়ন্তীও প্রথমে অনেক কাঁদিলেন; তারপর তিনি একটু শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক, তুমি কি এমন কোন ধার্ম্মিক পুরুষের কথা জান, যিনি নিজের স্ত্রীকে ঘুমের মধ্যে বনের ভিতরে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? দেবতাগণকে ফেলিয়া আমি তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম; আমার কোন্ অপরাধে তিনি আমাকে ফেলিয়া গেলেন?" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া গেল; তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

তখন নল বলিলেন, "দময়ন্তি, আমি কলির ছলনায় পাগলের মত হইয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্ম আমার উপর রাগ করিও না। এখন সেই দুষ্ট আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ; কাজেই, এর পর আর বোধ হয় আমাদিগের দুঃখ দূর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। আমি কেবল তোমাকে পাইবার জন্মই এখানে আসিয়াছি।"

তারপর দুজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখন, নলের সন্ধান করিবার জন্ম দময়ন্তী যত চেষ্টা করিয়াছেন,তাহার কিছুই নলের জানিতে বাকি রহিল না। দময়ন্তী দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়া নলকে খুঁজিয়াছেন ; শেষে পর্ণাদের মুখে বাহুকের কথা শুনিয়া, তিনি তাহার পরিচয় জানিবার জন্ম ব্যস্ত হইলেন। বাহুক ঋতুপর্ণের সারথি ; সে যদি নল হয়, তবে সে ঋতুপর্ণকে এক দিনের ভিতরেই বিদর্ভ নগরে পৌছাইতে পারিবে। এই ভাবিয়া, দময়ন্তী সুদেবকে দিয়া ঋতুপর্ণের নিকট এমন সংবাদ পাঠাইলেন, যাহাতে একদিনের ভিতরেই তাঁহার বিদর্ভ নগরে পৌছাইবার দরকার হয়। ইহাতেই বাহুকের বিদর্ভ নগরে আসা হইল ; নতুবা নল-দময়ন্তীর আবার দেখা হইবার কোন উপায়ই ছিল না। এ সকল কথার সমস্তই নল জানিতে পারিলেন ; আর তাহাতে তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

এইরূপে তাঁহাদের দুঃখের দিন শেষ হইয়া গেল। তারপর নল সেই দুখানি কাপড় পরিয়া কর্কোটককে স্মরণ করিবামাত্র, তিনি তাঁহার নিজের সেই অপরূপ সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি ফিরিয়া পাইলেন। তারপর সকলের মনে এমন সুখ হইল যে, তাহারা আর হাসিতে কুলাইতে না পারিয়া, ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে রাণী রাজার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিতেছেন, "ও গো,

শীঘ্র একটিবার এস। দেখ আসিয়া, নল ফিরিয়া আসিয়াছেন; আমাদের ঘরে আনন্দ ধরে না!"

রাজা যোড় হাত মাথায় তুলিয়া স্বর্গের দিকে তাকাইলেন, তারপর বলিলেন, "আহা! বাঁচিয়া থাকুক, বাঁচিয়া থাকুক! আমি বুড়া মানুষ, এ সময়ে গিয়া তাহাদের সুখে বাধা দিব না। আজ তাহারা আনন্দ করুক, আর বিশ্রাম করুক। কাল গিয়া আমি তাহাদিগকে দেখিব।"

পরদিন নল দময়ন্তী যখন ভীমকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর রাজ্যের সকলে এই সুখের সংবাদ জানিতে পারিল, তখন খুবই একটা আনন্দের ব্যাপার হইল,—সে আর আমি কত বর্ণনা করিব! সারা দেশটার মধ্যে সকলেই হাসিমুখে ছুটাছুটি আর কোলাহল করিতেছিল; কেবল একটি লোক হাসিতে হাসিতে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতেছিলেন।

এই ব্যক্তি আর কেহ নহে,—মহারাজ ঋতুপর্ণ। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার বাহুক নামক সারথিটিই মহারাজ নল, তিনি আবার তাঁহার নিজ বেশ ধারণ করিয়া, দময়ন্তীকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। একথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল, "কি সর্ব্বনাশ! এত বড়লোক আমার সারথি হইয়াছিলেন, আর আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই! এমন মহাপুরুষকে দিন রাত কত আজ্ঞা করিয়াছি, আর হয়ত কতবার তাঁহার নিকট অপরাধীও হইয়াছি!"

এ সকল কথা ভাবিয়া ঋতুপর্ণের বড়ই লজ্জা হইল; আর নল দময়ন্তীকে ফিরিয়া পাওয়াতে, তাঁহার খুব আনন্দও হইল। শেষে তিনি নলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার সুখের সংবাদ শুনিয়া কত যে আনন্দিত হইলাম, তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারি না।

আপনার নিকট না জানিয়া, হয়ত কত অপরাধ করিয়াছি। সে দোষ আমার ক্ষমা করিতে হইবে।"

নল বলিলেন, "সে কি মহারাজ! বিপদের সময় আমি আপনার আশ্রয়ে সুখে বাস করিতেছিলাম। আপনার আমার নিকট অপরাধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমিই আপনার দয়ার ঋণ শোধ করিতে পারিব না। আপনার নিকট আমি আর এক বিষয়েও ঋণী আছি। আমি আপনাকে অশ্ববিদ্যা শিখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা এপর্য্যন্ত শিখান হয় নাই।"

এই বলিয়া নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা শিখাইয়া দিলে, ঋতুপর্ণ যারপর নাই আনন্দিত হইয়া অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন। তারপর একটি মাস দেখিতে দেখিতে পরম সুখে কাটিয়া গেল। এক মাস পরে নল তাঁহার শ্বশুরকে বলিলেন যে, "আপনার অনুমতি হইলে, এখন আমি দেশে গিয়া নিজের রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে চাহি।" এ কথায় ভীম অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া নলকে বিদায় দিলেন।

এত দিন নিষধে রাজত্ব করিয়া পুষ্করের মনে হইয়াছিল যে, সে চিরকালাই এইরূপ রাজত্ব করিবে। সুতরাং নল যখন তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "পুষ্কর, আইস, আর একবার পাশা খেলি, না হয় দুজনে যুদ্ধ করি", তখন সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাহা হউক, প্রথম বারে নলকে অতি সহজেই সে হারাইয়াছিল বলিয়া, সে মনে করিল যে, এবারেও তেমনি সহজে তাঁহাকে হারাইয়া দিবে। কাজেই সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বটে! তুমি বুঝি বিদেশ হইতে অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছ! আচ্ছা, তবে আর দেরী কেন, আন পাশা! এ টাকাও শীঘ্র আমারই হউক!"

পাশাখেলা আরম্ভ হইল। এবারে আর কলি পুষ্করের সাহায্য করিতে আসিল না, কাজেই খেলার ফল কি হইল, সহজেই বুঝা যায়।

নল তাঁহার সমস্ত রাজ্য ধন ত ফিরাইয়া পাইলেনই ; শেষে পুষ্কর নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়াছিল, তাহাও তিনি জিতিয়া লইলেন। তখন পুষ্কর জীবনের আশা ছাড়িয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, একবার নলের দিকে, একবার দরজার দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিলে, নল বলিলেন, "ভয় নাই, পুষ্কর ! হাজার হউক, তুমি আমার ভাই। আর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাও নিজের বুদ্ধিতে কর নাই ;—কলিই তোমাকে দিয়া সে কাজ করাইয়াছে। সুতরাং আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে যাও, আর তোমার নিজের যে ধন আমি জিতিয়াছি, তাহাও সঙ্গে লইয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন কর।"

এ কথায় পুষ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে নলের পা জড়াইয়া ধরিল। ইহার পর আর সে কখনও নলের সহিত শক্রতা করে নাই।

তার পর বিদর্ভ দেশে লোক গিয়া দময়ন্তী, ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনাকে লইয়া আসিল।

তারপর কি হইল ?—

তারপর বড়ই আনন্দ হইল !

সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কথা।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। ধার্ম্মিক, দাতা, সত্যবাদী—মহারাজ অশ্বপতি সকল গুণে পৃথিবীর সকল রাজার বড়। ইহার উপরে যদি তাঁহার একটি সন্তান থাকিত, তবে বড় সুখের কথাই হইত।

ভাল একটি সন্তান পাওয়া দেবতার বিশেষ কৃপার কথা। মহারাজ একটি সন্তানের জন্য আঠার বৎসর ধরিয়া সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিলেন। আঠার বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন অগ্নিতে এক লক্ষ আহুতি দিলেন। আঠার বৎসর দিনের শেষে সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া কাটাইলেন।

শেষে দেবীর কৃপা হইল। তিনি যজ্ঞের অগ্নি হইতে অতি মনোহর বেশে উঠিয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি তুষ্ট হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর।"

অশ্বপতি ভূমিতে লুটাইয়া দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে কহিলেন "দেবি! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া এই বর দিন্ যে, আমার যেন অনেকগুলি সন্তান হয়।"

দেবী কহিলেন, "মহারাজ, তোমার জন্য আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, তোমার একটি পরমাসুন্দরী আর অতি গুণবতী কন্যা হইবে।"

দেবী চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে রাজার ঘর আলো করিয়া, রাণীর কোলে চাঁদের মত সুন্দর একটি কন্যা আসিল। সাবিত্রী দেবীর দয়ায় কন্যাটিকে পাইয়াছেন, তাই রাজা তাঁহার নাম রাখিলেন, সাবিত্রী।

যেমন দেবতার নাম, তেমনি মেয়েটি দেখিতে দেবতার মত সুন্দর। বিধাতা যেন সোণার সহিত সকাল বেলার সূর্য্যের আলোক মিশাইয়া তাঁহার শরীরখানি গড়িয়াছিলেন। লোকে মোহিত হইয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে চাহিয়া দেখিত, আর ভাবিত, "না জানি কোন্ দেবতার মেয়ে আমাদের রাজার ঘর আলো করিতে আসিয়াছেন।"

সাবিত্রী ক্রমে বড় হইয়া উঠিলেন, আর ক্রমেই তাঁহার মনে ভগবানের প্রতি ভক্তি জাগিয়া উঠিল। ভগবানের কৃপায়, সকল সময়েই তাঁহার মুখে এমন আশ্চর্য্য একটি তেজ দেখা যাইত যে, রাজপুত্রেরা তাঁহাকে দেখিলেই নিজেদের চঞ্চলতার কথা ভাবিয়া লজ্জিত হইতেন। সেই লজ্জায় তাঁহাদের কেহই সাবিত্রীকে বিবাহ করিতে আসিতে সাহস পাইলেন না।

একদিন সাবিত্রী স্নানের পর দেবতার পূজা করিয়া, রাজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহার সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "হায়! মায়ের এমন সুন্দর মূর্ত্তি, এমন সকল গুণ;—আমার মাকে কেহই বিবাহ করিতে আসিল না!"

তারপর তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা লক্ষ্মি, ধনরত্ন লোকজন সঙ্গে দিব, সোণার রথ সাজাইয়া দিব; একবার দেশভ্রমণ করিয়া আইস। যদি কোন রাজপুত্রকে দেখিয়া ভাল লাগে সেই রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিব।"

তাহা শুনিয়া সাবিত্রী লজ্জায় মাটির দিকে তাকাইলেন।

বুড়া মন্ত্রী বিশ্বাসী লোকজন ঠিক করিলেন। পথে খরচের জন্য মণিমুক্তার পুঁটুলী কোমরে বাঁধিয়া লইলেন। তারপর সোণার রথ সাজাইয়া সাবিত্রীর ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তারপর সাবিত্রী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাদের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন।

তখন বুড়া মন্ত্রী স্নেহের সহিত তাঁহাকে রথে তুলিয়া দিলে, সারথি রথ চালাইয়া দিল। তারপর রাজকুমারী কত তীর্থ, কত তপোবন, দেখিয়া বেড়াইলেন, কত দান করিলেন, কত আনন্দ পাইলেন, তাহা বলিতে গেলে আমি শেষ করিয়া উঠিতে পারিব না।

অনেকদিন পরে যখন সাবিত্রী দেশে ফিরিলেন, তখন অশ্বপতি আর নারদমুনি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সাবিত্রী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলে, নারদ বলিলেন, "মহারাজ, তোমার এই কন্যাটি কোথায় গিয়াছিল? মেয়েটি বড় হইয়াছে, তবুও কেন উহার বিবাহ দিতেছ না?"

রাজা বলিলেন, "আমি ইহাকে দেশভ্রমণে পাঠাইয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, কোন রাজপুত্রকে ইহার ভাল লাগিলে, তাহারই সহিত ইহার বিবাহ দিব।"

এই বলিয়া রাজা সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এমন কোন রাজপুত্রকে দেখিয়াছ কি?"

পিতার কথার উত্তর না দিলেই নয়, অথচ মুনিঠাকুর সাম্‌নে বসিয়া আছেন! তাই সাবিত্রী নিতান্ত জড়সড় হইয়া বলিলেন,—

"আমি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে মনে মনে বরণ করিয়াছি।"

দ্যুমৎসেন শাবদেশের রাজা ছিলেন। তিনি অন্ধ হইয়া যাওয়াতে, শত্রুরা সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। তখন রাজা আর রাণী তাঁহাদের সত্যবান্ নামক শিশু পুত্রটিকে লইয়া বনবাসী হইলেন। সেই অবধি বনের ভিতরে থাকিয়া সত্যবান্ এখন বড় হইয়াছেন।

সত্যবানের কথা শুনিয়া নারদ চমকিয়া উঠিলেন। তারপর তিনি মুখ ভার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই ত! কাজটি ভাল হয় নাই! মহারাজ, সত্যবান্‌কে বরণ করিয়া তোমার কন্তা বড়ই ভুল করিয়াছে।"

ইহাতে রাজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মুনিঠাকুর? ছেলেটি কি ভাল নয়?"

নারদ বলিলেন, "অতি চমৎকার ছেলে। দেখিতে অশ্বিনীকুমারের ন্যায়; তেজে সূর্য্যের ন্যায়; বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়। এমন শান্ত, সরল, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক যুবক পৃথিবীতে আর নাই।"

রাজা বলিলেন, "সত্যবানের দোষ কি?"

নারদ বলিলেন, "সত্যবানের দোষ এই যে, আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। এই এক দোষে তাহার সকল গুণ বৃথা হইয়াছে।"

তখন রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা, মুনি বলিতেছেন, আর এক বৎসর পরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে। তুমি ইহাকে বিবাহ করিও না।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমি যখন তাঁহাকে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি। তাঁহার আয়ু অল্প হয়, হউক; আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও বরণ করিব না।"

তাহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, "মহারাজ, তোমার কন্যার বুদ্ধি বড়ই স্থির; ধর্ম্মে ইহার মতি নিতান্তই অটল। আমি বলি, সত্যবানের সহিতই উহার বিবাহ দাও। সত্যবানের ন্যায় গুণবান্ লোক আর নাই।"

রাজা বলিলেন, "আপনি আমার গুরু; আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক।"

নারদ বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি। তোমাদের মঙ্গল হউক।"

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর অশ্বপতি সাবিত্রীর বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তারপর শুভ দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকল সমেত রাজা সাবিত্রীকে লইয়া সেই বনের ভিতরে দ্যুমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন এক শাল গাছের তলায় কুশাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়, অশ্বপতি সেখানে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি; আপনি ভাল আছেন ত? আমি মদ্রদেশ হইতে আসিয়াছি, আমার নাম অশ্বপতি।"

দ্যুমৎসেন পরম সমাদরে তাঁহাকে অর্ঘ্য আর আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কি জন্য আসিয়াছেন?"

অশ্বপতি বলিলেন, "মহারাজ, আমার সাবিত্রী নাম্নী কন্যাটি পরম সুন্দরী ও গুণবতী। আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিয়াছি; স্নেহপূর্ব্বক ইহাকে আপনার পুত্রবধূ করুন।"

দ্যুমৎসেন যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা বনবাসী দরিদ্র লোক। আপনার কন্যা কি করিয়া বনবাসের দুঃখ সহ্য করিবেন?"

অশ্বপতি বলিলেন, "আমার কন্যা তাহা পারিবে; আর তাহার ভিতরেই সুখে থাকিবে। ইহার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

দ্যুমৎসেন বলিলেন, "আমার রাজ্য নাই, তাই আমি ওরূপ কহিতেছিলাম। নহিলে, আপনার কন্যা আমার বধূ হইবেন, ইহার চেয়ে সুখের কথা আর কি হইতে পারে?"

বনের ভিতরে যত তপস্বী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাবিত্রী আর সত্যবান্‌কে জানিতেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহারা আনন্দের সহিত আসিয়া দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের

আশীর্ব্বাদে এই সুখের ব্যাপার অতি সুন্দর রূপেই শেষ হইল। সাবিত্রীকে যথার্থ সুপাত্রে দান করিয়া, অশ্বপতির মনেও আনন্দের সীমা রহিল না।

তারপর রাজা রাণী, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলে বিদায় হইয়া গেলে, সাবিত্রী মনের সুখে স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ী সেবা করিতে লাগিলেন। রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্বিনীর কাষায় বসন (গেরুয়া কাপড়) পরিয়া যেন তাঁহার কতই আরাম বোধ হইতে লাগিল।

সাবিত্রী সত্যবান্ দুজনে মিলিয়া তপস্যা করিতেন; দুজনে মিলিয়া গুরুজনের সেবা করিতেন। এমনি সরল আর সুন্দর ভাবে তাঁহাদের দিন স্বপ্নের মত কাটিতে লাগিল; ক্রমে একবৎসর শেষ হইয়া আসিল।

সাবিত্রী নারদের সেই নিদারুণ কথা এক মুহূর্ত্তের তরেও ভুলেন নাই। বৎসরের শেষ যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই সেই ভীষণ বিপদের চিন্তা অন্য সকল চিন্তাকে ডুবাইয়া দিয়া, তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রতিদিন দিন গণিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, আর চারটি দিন মাত্র বাকি আছে, তখন তিনি আহার নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া, একমনে কেবল ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন চলিয়া গেল, তারপর সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, যেদিন সত্যবান্ তাঁহাকে চিরকালের মত ছাড়িয়া যাইবেন।

সেদিন সকালে উঠিয়া সাবিত্রী সকলের আগে ভক্তিভরে দেবতার পূজা করিলেন। তারপর তিনি গুরুজনদিগের চরণে প্রণাম করিয়া যোড়হাতে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে, তাঁহারা বহুকষ্টে চোখের জল থামাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার পতি বাঁচিয়া থাকুন।"

চিন্তায় এবং অনাহারে সাবিত্রীর দেহ ক্ষীণ হইয়া যেন তাহার ছায়াখানি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে বড়ই কষ্ট হইল।

তাঁহারা বলিলেন, "মা তিন দিন জলটুকুও মুখে দাও নাই ; এখন কিছু আহার কর।"

সাবিত্রী তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আজিকার দিনটি আমাকে ক্ষমা করুন, সূর্য্য অস্ত গেলে আমি আহার করিব।"

কথায় বার্ত্তায় বেলা হইল। সত্যবান্ কুড়াল কাঁধে লইয়া, কাঠ আনিবার জন্য বনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "আজ আমি কিছুতেই তোমার কাছ ছাড়া হইব না ; আমাকে সঙ্গে লও।"

সত্যবান্ বলিলেন, "সাবিত্রি, তুমি ত কখনও বনে যাও নাই, তাহাতে তোমার শরীর এত দুর্ব্বল। তুমি কি করিয়া পথ চলিবে? কি করিয়া বনের কষ্ট সহ্য করিবে?"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার কোনও কষ্ট হইবে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে বারণ করিও না।"

সত্যবান্ বলিলেন, "তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মা বাবা কি তোমাকে যাইতে দিবেন?"

সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, মা, আজিকার দিনে দয়া করিয়া আমাকে ইহার সঙ্গে বনে যাইতে অনুমতি দি'ন্।"

দ্যুমৎসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এক বৎসর সত্যবানের বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে মা আমার কোন দিন কিছু প্রার্থনা করেন নাই। আজ তাঁহার এই প্রথম আব্দার আমি কোন্ প্রাণে অগ্রাহ্য করিব? যাও মা, আজ তুমি সত্যবানের সঙ্গে সঙ্গেই থাক।"

দুজনে মিলিয়া বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চারদিকে শোভার অন্ত নাই ; ফলে ফুলে বন পরিপূর্ণ হইয়া আছে। নদীতে হাঁস খেলিতেছে, গাছে বসিয়া পাখী গান গাহিতেছে। সত্যবানের আজ আনন্দ ধরে না।

তিনি ক্রমাগত বলিতেছেন, "সাবিত্রি! দেখ, দেখ!" হায়! সাবিত্রী কি দেখিবেন? বাহিরের ঘটনা স্বপ্নের মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাঁহার মন তাহার কোন সংবাদ লইতেছে না। সেই নিদারুণ মুহূর্ত্ত কখন্ আসিয়া উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় অন্য সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, তিনি বার বার কেবল সত্যবান্‌কেই চাহিয়া দেখিতেছেন।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, সাজি ফলে ভরিয়া গেল। তারপর সত্যবান্ কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। কাটিতে কাটিতে তিনি বলিলেন, "সাবিত্রি, আমার বড় মাথা ধরিয়াছে; শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না; একটু নিদ্রা যাইব।"

অমনি নারদ মুনির সেই কথা সাবিত্রীর মনে হইল। কিন্তু তাহার জন্য আর ব্যস্ত না হইয়া, তিনি সত্যবানের মাথাটি নিজের কোলে লইয়া, স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি দেখিলেন যে, এক ভয়ঙ্কর পুরুষ হঠাৎ কোথা হইতে সত্যবানের নিকট আসিয়া, এক দৃষ্টে তাঁহাকে চাহিয়া দেখিতেছেন। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দেখিতে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত লাল, শরীর ঘোর কালো, পরিধানে লাল কাপড় এবং হাতে পাশ (ফাঁদ)।

সেই ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিবামাত্র সাবিত্রীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তখন তিনি স্নেহভরে সত্যবানের মাথাটি নামাইয়া, বিনীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং যোড় হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?"

ভয়ঙ্কর পুরুষ বলিলেন, "আমি যম। আজ তোমার পতি সত্যবানের আয়ু শেষ হইয়াছে, তাই তাহাকে বাঁধিয়া লইতে আসিয়াছি।"

সাবিত্রী বলিলেন, "মানুষকে ত আপনার দূতেরাই লইয়া যায়, শুনিয়াছি। আজ আপনি নিজে কি জন্য আসিয়াছেন?"

যম বলিলেন, "এই সত্যবান অসাধারণ পুণ্যবান্ পুরুষ, তাই আমি নিজে ইহাকে লইতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ (বুড়ো আঙ্গুলের মতন বড়) একটি পুরুষকে পাশে বাঁধিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। উহাই ছিল সত্যবানের আত্মা। উহা বাহির হইবামাত্র তাঁহার শরীর অসাড় হইয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

যম সেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষকে বাঁধিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন; সাবিত্রীও শোকে কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন।

যম বলিলেন, "সাবিত্রি, তুমি কি জন্য আসিতেছ? তুমি ফিরিয়া যাও। সত্যবানের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে।

সাবিত্রী বলিলেন, "স্বামী যেখানে যান, স্ত্রীরও সেই খানেই যাওয়া উচিত। আমাদের দু'জনে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; সুতরাং আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি কোথায় থাকিব? আমি তপস্যা করিয়া, এবং আপনার কৃপায় যেখানে ইচ্ছা যাইবার ক্ষমতা পাইয়াছি; আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাইব।

যম বলিলেন, "সাবিত্রি, ফিরিয়া যাও। আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। সত্যবানের জীবন ছাড়া, তোমার যাহা ইচ্ছা বর লও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার শ্বশুর অন্ধ হইয়াছেন, এবং রাজ্য হারাইয়া বনে বাস করিতেছেন। আপনার কৃপায় তাঁহার চক্ষু ভাল হউক, আর তিনি অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় বল লাভ করুন।"

যম কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ দেখিতেছি, আর কষ্ট পাইও না, এখন ঘরে যাও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমি আমার স্বামীর সঙ্গে রহিয়াছি, আমার কিসের কষ্ট? আর, আপনার নিকটে থাকিলে আমার পুণ্যলাভ হইবে। আমার ঘরে ফিরিবার প্রয়োজন নাই।"

যম কহিলেন, "সাবিত্রী, তোমার কথা বড়ই মিষ্ট। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "তবে আমার শ্বশুর আবার তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পাউন!"

যম কহিলেন, "তোমার শ্বশুর শীঘ্রই তাঁহার রাজ্য পাইবেন। এখন, ফিরিয়া যাও।"

সাবিত্রী বলিলেন,"আপনি ধর্ম্মরাজ; পাপের শাস্তি আপনিই বিধান করেন, পুণ্যবানের মনোবাঞ্ছা আপনিই পূর্ণ করেন। আপনার ন্যায় মহতেরা শত্রুকেও দয়া করিয়া থাকেন।"

যম কহিলেন, "পিপাসার সময়ে জলে যেমন তৃপ্তি হয়, তোমার এই কথাগুলি শুনিয়া আমার তেমনি তৃপ্তি বোধ হইতেছে। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার পিতার পুত্রসন্তান নাই; তাঁহার এক শতটি পুত্র হউক।"

যম কহিলেন,"তাহাই হউক! তোমার এক শতটি অতি সুন্দর ভাই হইবে। এখন ত সকলই পাইলে; এখন ফিরিয়া যাও। দেখ, তুমি কত দূরে চলিয়া আসিয়াছ!"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমি ত আমার স্বামীর কাছে রহিয়াছি; তবে আর দূরে কি করিয়া হইল? আমার ইহার চেয়ে আরো দূরে যাইতে

ইচ্ছা হইতেছে, আপনি চলিতে চলিতেই আমার কথা শুনুন। ন্যায় এবং সাধুতাকে আপনি রক্ষা করেন, এই জন্য আপনার নাম 'ধর্ম্মরাজ'। আপনার প্রতি আমার যেমন বিশ্বাস হয়, আমার নিজের প্রতিও তেমন হয় না। তাই আমি আপনার সঙ্গে চলিয়াছি।"

যম কহিলেন, "সাবিত্রি, এমন সুন্দর কথা ত আমি আর কাহারও নিকট শুনি নাই। আমি বড়ই সুখী হইলাম। সত্যবানের জীবন বিনা, তুমি আরো একটি বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "তবে, সত্যবানের এক শতটি পুত্র হউক।"

যম কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন ঘরে যাও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "সাধু লোকের নিকট সাধু লোক আসিলে, সর্ব্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে। সাধুদিগের অনুগ্রহ কখনও বিফল হয় না। সাধুরাই সকলকে রক্ষা করেন।"

যম কহিলেন,"সাবিত্রি, তোমার কথা যত শুনিতেছি, ততই তোমার উপরে আমার ভক্তি হইতেছে। তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন,"আপনি সত্যবানের শত পুত্র হইবার বর দিলেন, তথাপি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। তাহা হইলে আপনার কথা কেমন করিয়া সত্য হইবে? সুতরাং সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া দি'ন্!"

তখন যম আহ্লাদের সহিত সত্যবানের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাও, তোমার স্বামীকে ছাড়িয়া দিলাম। ইহার পর চারি শত বৎসর তোমরা সুখে বাঁচিয়া থাকিয়া এক শতটি পুত্র লাভ কর।"

এই বলিয়া যম সেখান হইতে প্রস্থান করিলে, সাবিত্রী বনের ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যবানের দেহ সেই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি পরম আদরে তাঁহার মাথাখানি কোলে লইবামাত্র, সত্যবান্ চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—

"কি আশ্চর্য্য! রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তবুও আমি ঘুমাইতেছিলাম! সাবিত্রি, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? আর, আমাকে যে ধরিয়া টানিতেছিল, সেই কালো লোকটি কোথায় গেল?"

সাবিত্রী বলিলেন, "সেই লোকটি চলিয়া গিয়াছেন। এখন বোধ হয়, তোমার শরীর একটু সুস্থ হইয়াছে; এখন উঠ; দেখ, রাত্রি হইয়াছে।"

তখন সত্যবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে যে, আমি শুধু ফল খাইয়া তোমাকে লইয়া বনে আসিয়াছিলাম। তারপর কাঠ চিরিতে চিরিতে আমার ভয়ানক মাথা ধরিল, আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। তারপর যেন একটা ভয়ঙ্কর কালো লোককে দেখিলাম; সে সত্য কি স্বপ্ন, তাহা বলিতে পারি না। তুমি কিছু দেখিয়াছ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "কাল সব বলিব। এখন রাত্রি হইয়াছে, চল, শীঘ্র বাড়ী যাই; নহিলে, বাবা আর মা ব্যস্ত হইবেন। অন্ধকার হইয়াছে, জানোয়ারেরা ডাকিতেছে; আমার বড়ই ভয় হইতেছে।"

সত্যবান্ বলিলেন, "এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে তুমি পথ দেখিতে পাইবে না।"

সাবিত্রী বলিলেন, "তোমাকে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। তোমার যদি চলিতে কষ্ট হয়, তবে না হয় চল এই খানেই আজ রাত্রে থাকি। ঐ দেখ, একটা গাছ জ্বলিতেছে; ঐখান হইতে আগুন আনিয়া এই কাঠগুলো জ্বালাইয়া দিই, তাহা হইলে তোমার একটু আরাম বোধ হইতে পারে।"

সত্যবান্ বলিলেন, "আমার এখন বেশ ভাল বোধ হইতেছে; চল ঘরেই যাই। আর কখনও আমার ঘরে ফিরিতে এত দেরী হয় নাই। সন্ধ্যা হইলেই মা আমাকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করিতেন। দিনের বেলায়

আমি বাহিরে গেলেও মা বাবা ব্যস্ত হইতেন। তখন বাবা আমাকে কত খুঁজিতেন। একদিন আমার বিলম্ব হওয়াতে বাবা বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, আর আমাকে অনেক বকিয়াছিলেন। আজ না জানি আমার জন্য তাঁহারা কতই ব্যাকুল হইয়াছেন! আহা! আমি ভিন্ন যে আর তাঁহাদের কেহই নাই! হায় হায়! কেন ঘুমাইয়া পড়িলাম?”

এই বলিয়া সত্যবান্ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাবিত্রী স্নেহের সহিত তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, তাঁহাকে শান্ত করিলে, তিনি বলিলেন, “সাবিত্রি, আর বিলম্ব করা হইবে না, চল শীঘ্র ঘরে যাই। বাবা মা'র যদি কিছু হয়, তবে আর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি?”

তখন সাবিত্রী সত্যবানের কুড়াল আর ফলের ঝুড়ি হাতে করিয়া লইলে, সত্যবান্ এক হাতে তাঁহার বাম কাঁধের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। বনের সকল পথই সত্যবানের বেশ ভালরূপে জানা ছিল, কাজেই অন্ধকারের ভিতরেও তাঁহাদের চলিতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

এদিকে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে। অন্ধ দ্যুমৎসেন আশ্রমে বসিয়া সত্যবানের কথা ভাবিতেছিলেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহার চক্ষু ভাল হইয়া গেল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিক্ চাহিয়া বলিলেন, “সত্যবান্ কোথায়?” যখন শুনিলেন, তিনি তখনও ফিরেন নাই, তখন আর তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তখন সেই অন্ধকারের ভিতরেই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তিনি বনে বনে সত্যবান্‌কে খুঁজিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। কাঁটার ঘায় তাঁহাদের পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, শরীর বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সে কষ্ট তাঁহাদের কষ্ট বলিয়াই মনে হইল না। কোন শব্দ হইলেই দ্যুমৎসেনের মনে হইতে লাগিল যে,

"ঐ বুঝি উহারা আসিতেছে!" এই মনে করিয়া তিনি কতবার যে, 'সত্যবান্! সত্যবান্!' 'সাবিত্রী! সাবিত্রী! বলিয়া ডাকিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ভাগ্যিস্ আশ্রমের লোকেরা এই শব্দ শুনিয়া অনেক কষ্টে তাঁহা-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন; নচেৎ না জানি কি হইত! মুনিরা সকলে তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়া, অতি মিষ্ট ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন।

সুবচা বলিলেন, "আপনারা স্থির হউন! সাবিত্রীর পুণ্যের বলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

গৌতম বলিলেন, "আমি অনেক তপস্যা করিয়াছি; লোকের মনের কথাও বলিয়া দিতে পারি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবানের মৃত্যু হয় নাই।"

এ কথায় গৌতমের একজন শিষ্য বলিলেন, "আমার গুরুদেবের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। সত্যবান্ অবশ্যই বাঁচিয়া আছেন।"

দাল্‌ভ্য কহিলেন, "তোমার চক্ষু যখন ভাল হইয়াছে, তখন সত্যবান্‌ও ভাল আছেন।"

মুনিদিগের কথায় দ্যুমৎসেন অনেক সুস্থির হইয়াছেন, এমন সময় সাবিত্রী আর সত্যবান্ হাসিতে হাসিতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তাহাতে মুনিগণ আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে দ্যুমৎসেনকে কত যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার সীমা নাই। তারপর সকলে সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যবান্, আজ তোমার ঘরে ফিরিতে এত বিলম্ব কেন হইল? তোমাদের জন্য তোমার পিতামাতা কত যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

ইহাতে সত্যবান্ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমার কখনও ত

এমন হয় না, কিন্তু আজ বড় মাথা ধরায়, বনের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম।”

তখন গৌতম কহিলেন, “সত্যবান্, তোমার পিতার চক্ষু কি করিয়া ভাল হইল, তুমি তাহার কিছুই জান না; কিন্তু সাবিত্রী তাহার সমস্তই জানেন। তিনি যদি তাহা আমাদিগকে বলেন, তবে বড় সুখী হইব।”

গৌতমের কথায় সাবিত্রী সে রাত্রির আশ্চর্য্য ঘটনা সকলের কথা বলিলে, মুনিরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে দ্যুমৎসেন মুনিদিগের সহিত বসিয়া রাত্রির ঘটনার বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে, শাল্বদেশ হইতে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহারাজ! মন্ত্রী আপনার শত্রুকে বধ করিয়াছেন; তাহার সৈন্যেরা পলাইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া স্থির করিয়াছি যে, আপনার চক্ষু থাকুক বা না থাকুক, আপনিই আমাদের রাজা হইবেন। তাই আমরা রথ লইয়া আপনাকে লইতে আসিয়াছি; আপনি আপনার রাজ্যে চলুন।”

বলিতে বলিতেই তাহারা দেখিল যে, রাজা আর অন্ধ নহেন, তাঁহার দুই চক্ষু ভাল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহারা নিতান্ত আশ্চর্য্য এবং আনন্দিত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে আরম্ভ করিল।

তারপর [illegible]শে গিয়া দ্যুমৎসেন রাজা আর সত্যবান্ যুবরাজ হইলেন [illegible]ত্যবান্ ও সাবিত্রীর একশতটি পুত্র আর রাজা অশ্বপতিরও [illegible]ত্র হইল।

এমনি করি[illegible] পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীর দুঃখ দূর করিয়াছিলে[illegible] সেই জন্য এখনও আমাদের দেশের লোকে সাবিত্রীকে ভক্তি [illegible]

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনার কথা ।

অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে বাহির হইলেন। শিকার করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, একটা আশ্চর্য্য রকমের হরিণ বনের ভিতরে চরিয়া বেড়াইতেছে। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল, মহারাজও তাহার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। সে পাগলা হরিণ বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, খানা খন্দ পার করাইয়া, তাঁহাকে কত দেশ যে ঘুরাইল, আর কি নাকাল যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়! শেষকালে হতভাগা মহারাজকে একটা ঘোর অন্ধকার অরণ্যের ভিতরে আনিয়া গা ঢাকা দিল। তখন তিনি আর কি করেন? তিনি ভাবিলেন, "আর আমার হরিণ তাড়াইয়া কাজ নাই, এখন একটু জল খাইতে পাইলে বাঁচি!

ভাবিতে ভাবিতে খানিক দূর গিয়াই তিনি দেখিলেন যে, একটি অতি সুন্দর সরোবর সেখানে রহিয়াছে। মহারাজ সেই সরোবরে স্নান আর তাহার জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন, ঘোড়াটাকে পদ্মের মৃণাল খাইতে দিলেন। তারপর সেই পুকুরের ধারে কোমল সবুজ ঘাসের উপর শুইয়া তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে অতি মধুর গানের শব্দ তাঁহার কাণে আসিয়া পৌছিল। এই ঘোর অরণ্য, ইহাতে মানুষের গতিবিধি নাই, এমন স্থানে কে এমন করিয়া গান গাহিতেছে? মহারাজ যত ভাবেন, ততই তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার অধিক ভাবিতে হইল না। খানিক পরেই তিনি দেখিলেন যে, একটি অতি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ফুল তুলিতে তুলিতে, আর গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার দিকেই আসিতেছে।

রাজা তখন শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কে? কাহার স্ত্রী?"

কন্যা বলিল, "আমি কাহারও স্ত্রী নহি; আমার এখনও বিবাহ হয় নাই।"

রাজা বলিলেন, "তবে তুমি আমাকে বিবাহ কর।"

কন্যা বলিল, "আপনি যদি একটি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "কি প্রতিজ্ঞা।"

কন্যা বলিল, "প্রতিজ্ঞাটি এই যে, আপনি কখনও আমাকে জল দেখিতে দিবেন না।"

রাজা বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে কখনও জল দেখিতে দিব না।"

তারপর সেই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ হইয়া গেলে, রাজা যারপর-নাই আনন্দের সহিত তাহাকে পাল্কীতে করিয়া অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া তাঁহার এই এক বিষম চিন্তা হইল যে, "না জানি রাণী জল দেখিয়া বসেন, আর তাহাতে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়!"

আশপাশের সকল পুকুর মাটি দিয়া বুজাইয়া ফেলা হইল; সরযু নদীর দিকের সকল জানালা বন্ধ হইয়া গেল; ছাতের উপর প্রকাণ্ড দেওয়াল উঠিল। রাজা দাসদাসীদিগকে বলিলেন, "খবরদার, তোরা জল খাইতে পারিবি না!"

তথাপি রাজার চিন্তা দূর হইল না! চাকর চাকরাণীরা যদি কথা না শোনে? আর যদি বৃষ্টি হয়? এই ভাবিয়া রাজা নিতান্ত ব্যস্তভাবে রাণীর নিকট বসিয়া ক্রমাগত চাকরাণীদিগের উপর পাহারা দিতে লাগিলেন। আর, মেঘ আসিলেই জানালা বন্ধ করিতে হইবে, তাই তিনি প্রত্যেক মিনিটে দুবার করিয়া ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিতে লাগিলেন!

কাজেই রাজার আর রাজ্যের কাজ দেখিবার অবসর রহিল না। মন্ত্রীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, প্রজারা চটিয়া গেল। রাজাকে খবর দিতে গেলেই তিনি বলেন, "আমার অবসর কোথায়?"

মাসের পর মাস এই ভাবে গেল। ইহার মধ্যে কেহই রাজার দর্শন পাইল না। বুড়া মন্ত্রী দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তাই ত! ইহার একটা উপায় না করিলে নয়।"

অন্দর মহলের চাকরাণীদিগকে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি কি কাজ করিতে হয়?"

চাকরাণীরা বলিল, "যাতে বাড়ীর ভিতরে জল না আসে, সকল কাজের আগে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হয়।"

রাণী যে জল দেখিতে নারাজ, মন্ত্রী মহাশয় তাহার কথা একটু একটু শুনিয়াছিলেন। তিনি চাকরাণীদিগের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "হুঁ—উঁ, তবে দেখিতেছি, রাণীকে জল দেখাইবার ফন্দি করিতে হইল।"

এই ভাবিয়া মন্ত্রী মহাশয় একটি বাগান প্রস্তুত করাইলেন। বাগানের ভিতরে এমন একটি বাড়ী হইল যে, বাহিরে বৃষ্টি হইলেও সে বাড়ীর ভিতর হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বাগানে অতি সুন্দর ছোট পুকুরও ছিল; কিন্তু তাহা দেওয়াল এবং গাছপালার ঘোরফেরের মধ্যে এমনি কৌশলপূর্ব্বক লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল যে, দিনকতক বাগানের ভিতরে না ঘুরিলে আর তাহার সন্ধান পাইবার যো ছিল না।

ক্রমে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, মন্ত্রী একটি আশ্চর্য্য বাগান করিয়াছেন, তাহার ভিতরে জল নাই; আর তাহার মধ্যে একটি সুন্দর বাড়ী আছে, সে বাড়ীর ভিতরে থাকিলে বাহিরে বৃষ্টি হইলেও তাহা দেখা যায় না। ক্রমাগত ছাতে উঠিয়া উঠিয়া রাজা মহাশয়ের বড়ই পা

ধরিয়া গিয়াছিল। মন্ত্রীর বাগানবাড়ীর কথা শুনিয়া তিনি লম্বা নিশ্বাস ফেলিলেন, আর বলিলেন, "আমি উহা দেখিতে যাইব!"

বাগানবাড়ী দেখিয়া রাজার এতই ভাল লাগিল যে, তিনি রাণীকে সেখানে লইয়া আসিতে আর একদিনও বিলম্ব করিলেন না। বুড়া মন্ত্রীর মনের ভিতরে আর হাসি ধরে না। তিনি পরম আদরে রাজা ও রাণীকে বাগানে পৌছাইয়া দিয়া, বাহির হইতে তালা লাগাইয়া দিলেন।

এতদিন ঘরের ভিতরে বন্ধ থাকার পর, বাগানের খোলা হাওয়ায় রাজা রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তাঁহারা দুজনে ভোরে উঠিয়া বাগান দেখিতে আরম্ভ করিলেন, দুপুর বেলাও ঘরে ফিরিলেন না। রাজা মহাশয় একেত সেই রাণীকে আনিয়া অবধি জল খান নাই, ইহার উপর আবার দুপুর বেলার প্রখর রোদ লাগিয়া, তাঁহার এমনি ভয়ানক পিপাসা আর জ্বালা হইল যে কি বলিব! পিপাসার তাড়নায় তিনি রোদ ছাড়িয়া ক্রমাগত ঘন ছায়ার দিকে যাইতে লাগিলেন। সেই ঘন ছায়ার ভিতরে, ঘন গাছের আড়ালে, রাজা মহাশয় আসিয়া দেখিলেন,—একটি পুকুর!

তখন রাজা মহাশয় কেবল পিপাসার আর জ্বালার কথাই ভাবিতে-ছিলেন, জলের ভয়ের কথা তাঁহার মনেই ছিল না। তাই পুকুর দেখিবামাত্র তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া রাণীকে ডাকিলেন; তারপর দুজনে জলে নামিয়া স্নান করিতে গেলেন।

স্নানের পর শীতল হইয়া রাজা তীরে আসিলেন; কিন্তু হায় রে হায়! রাণী সেই জলে ডুবিলেন, আর ভাসিলেন না! রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, রাজ্যময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জেলেরা আসিয়া জাল দিয়া পুকুর ছাকিল, কিন্তু কিছুই পাইল না। পুকুরের জল সেঁচিয়া

ফেলা হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছুই ফল হইল না; খালি দেখা গেল, এক গর্ত্তের মুখে একটি ব্যাঙ্ বসিয়া আছে।

ব্যাঙ্ দেখিয়া রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, "এই দুষ্টই আমার রাণীকে খাইয়াছে! সুতরাং তোমরা সকলে মিলিয়া ব্যাঙ্ বধ কর। যে যত ব্যাঙ্ মারিবে, আমি তাহার উপর তত খুসী হইব, এবং তাহাকে তত বেশী পুরস্কার দিব!"

এ কথায় ছেলে বুড়ো সকলে তখনই লাঠি আর ঝুড়ি হাতে ব্যাঙ্ মারিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইল। জলের ধারে, বনের ভিতরে, ঘরের কোণে, সারাদিন খালি ধুপ্ ধাপ্ ভিন্ন আর কোন শব্দ শুনিবার যো রহিল না। রাজবাড়ীর দিকে অবিরাম লাঠি বগলে, ঝুড়ি মাথায় লোকের স্রোত বহিতে লাগিল। রাজা মহাশয় সভায় আসিয়া আর অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইতেন না; খালি, "জয় হোক মহারাজ! একঝুড়ি ব্যাঙ্ আনিয়াছি!" দিন রাত্রি এই এক কথাই তাঁহাকে শুনিতে হইত।

আর বেচারা ব্যাঙদিগের কথা কি বলিব? খোলা জায়গা পাইলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া মারে, জলে ঝাঁপ দিলে ছাঁকিয়া আনে, বনে লুকাইলে খুঁজিয়া বাহির করে, গর্ত্তে ঢুকিলে খুঁড়িয়া তোলে! তাহারা প্রাণের ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদের রাজার নিকট গিয়া বলিল, "দোহাই মহারাজ! আমাদিগকে রক্ষা করুন; রাজার লোক আমাদিগকে মারিয়া শেষ করিল।"

তখন ব্যাঙের রাজা তপস্বীর বেশে পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, ভেকদিগের কোন অপরাধ নাই; তুমি তাহাদের উপর ক্রোধ করিও না।"

রাজা বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না! ঐ দুরাত্মারা আমার রাণীকে খাইয়াছে; উহাদিকে অবশ্য বধ করিব।"

ব্যাঙের রাজা বলিলেন, তোমার রাণী আমারই কন্যা! উহার নাম সুশোভনা। আমার নাম আয়ু; আমি ব্যাঙ্‌দিগের রাজা। আমি বেশ জানি, তোমার রাণীকে কেহই খায় নাই।"

এ কথায় রাজা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তবে আপনার কন্যাকে আনিয়া দি'ন্।"

ইহাতে আয়ু সুশোভনাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, "সুশোভনা! তুমি মহারাজকে এমন করিয়া কষ্ট দিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এই অপরাধে তোমার সন্তানেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে পারিবে না।"

রাণীকে পাইয়া রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ভক্তিভরে শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া, নানারূপ মিষ্ট কথায় তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। তারপর আয়ু, রাজা ও রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, দেশে চলিয়া গেলেন।

তখন হইতে পরীক্ষিতের সময় খুব সুখেই কাটিতে লাগিল। ইহার পর আর সুশোভনা জল দেখিতে আপত্তি করেন নাই।

বামদেব ও বামীর কথা

পরীক্ষিতের তিন পুত্র ; শল, দল আর বল।

শল বড় হইলে তাঁহার হাতে রাজ্য দিয়া পরীক্ষিত তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

একদিন শল মৃগয়া করিতে গিয়া একটা হরিণকে তাড়া করিলেন। কিন্তু তাঁহার সারথি অনেক চেষ্টা করিয়াও তেমন বেগে রথ চালাইতে পারিল না। রাজা 'জোরে চালাও!' 'জোরে চালাও!' বলিয়া বেচারাকে কতই ধম্‌কাইলেন ; কিন্তু ধমকের জোরে যদি ঘোড়ার পায় জোর হইত, তবে আর কথা কি ছিল। শেষে সারথি ভয়ে ভয়ে হাত যোড় করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমার উপরে ক্রোধ করিবেন না ; এ সকল ঘোড়া দিয়া ও হরিণকে ধরা একেবারে অসম্ভব। মহারাজের রথে যদি বামী জোতা থাকিত, তবে না হয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।"

বামীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সে আবার কি রকম ঘোড়া? শীঘ্র বল, আমি তাহাই না হয় আনিয়া লইব।"

এ কথায় সারথি বড়ই সঙ্কটে পড়িল। মহর্ষি বামদেবের দুটি আশ্চর্য্য ঘোড়া ছিল, তাহাদেরই নাম বামী। রাজার কথার উত্তর দিলে হয়ত তিনি ঐ দুই ঘোড়া লইয়া আসিবেন। আর যদি তিনি তাহা ফিরাইয়া না দেন, তবে মুনিঠাকুর হয়ত সাথির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকেই শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। কাজেই সে কোন কথা বলিতে সাহস না পাইয়া, চুপ করিয়া রহিল। ইহাতে রাজা বিষম ভ্রূকুটি পূর্ব্বক ক্রোধভরে তলোয়ার উঠাইয়া বলিলেন, "বটেরে দুষ্ট, তুই আমার কথায় উত্তর দিবি না? এখনি তোর মাথা কাটিব!"

তখন আর সারথি কি করে? সে প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "বামদেবের খুব ভাল দুটি ঘোড়া আছে; তাহাদেরই নাম বাম্নী।"

রাজা বলিলেন, "তবে এখনই বামদেবের আশ্রমে লইয়া চল্।"

দেখিতে দেখিতে রথ বামদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইল। মুনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার ঘোড়া দুটি রথে জুতিয়া হরিণ ধরিবার জন্য রাজা বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন আর তিনি ঘোড়া দিতে আপত্তি করিলেন না; কিন্তু রাজাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "আপনার কাজ হইয়া গেলেই ঘোড়া দুটি ফিরাইয়া দিবেন।"

রাজা বলিলেন, "তাহা আর বলিতে? আমি অবশ্যই ঘোড়া ফিরাইয়া দিব!"

এই বলিয়া ত রথে মুনির ঘোড়া জুতিয়া রথ হাঁকান আরম্ভ হইল। আশ্রমের বাহিরে গিয়াই রাজা সারথিকে বলিলেন, "কি বল হে সারথি! এত ভাল ঘোড়া দিয়া মুনির কি কাজ? এ ঘোড়া আমার ঘোড়াশালে থাকিলেই মানাইবে ভাল; মুনিকে আর উহা ফিরাইয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই!"

সারথি আর কি বলিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

একমাস চলিয়া গেল, তথাপি রাজা ঘোড়া ফিরাইয়া দিলেন না দেখিয়া, বামদেব তখন আত্রেয় নামক শিষ্যকে দিয়া ঘোড়া দুটি চাহিয়া পাঠাইলেন। কিছুকাল পরে আত্রেয় শুধু হাতে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, আমি রাজার নিকট ঘোড়া চাহিলে, তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, 'এমন ঘোড়া রাজারই উপযুক্ত। ব্রাহ্মণের আবার ঘোড়ার প্রয়োজন কি? আপনি আশ্রমে চলিয়া যান!"

ইহাতে বামদেব নিজে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার ঘোড়া ফিরাইয়া দাও!"

রাজা বলিলেন, "আপনি ঘোড়া ফিরাইয়া লইয়া কি করিবেন! উহা আমারই কাছে থাকুক।"

মুনি বলিলেন, "আমি তোমার ভালর জন্য বলিতেছি, ঘোড়া দুটি ফিরাইয়া দাও। নচেৎ তোমার বড়ই দুর্গতি হইবে!"

রাজা বলিলেন, "শাস্ত্রে বলে, ব্রাহ্মণের বাহন ষাঁড়। আপনার মত লোকেরা কি শাস্ত্র অমান্য করিতে পারেন? দুটি ষাঁড় কিনিয়া লউন!"

বামদেব কহিলেন, "ব্রাহ্মণের ষাঁড় বাহন ত স্বর্গে; পৃথিবীতে তোমারও ঘোড়া বাহন, আমারও ঘোড়া বাহন। সুতরাং আমার ঘোড়া দুটি ফিরাইয়া দাও।"

রাজা কহিলেন, "ষাঁড় যদি পছন্দ না হয়, তবে বরং গাধা বা খচ্চর, বা আর চারিটি ঘোড়া চড়িয়া চলা ফিরা করুন; আর মনে করুন যে, বামী ঘোড়া আপনার নহে, আমারই।"

মুনি বলিলেন, "যদি তোমার বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র আমার বামী ঘোড়া ফিরাইয়া দাও।"

রাজা বলিলেন, "মুনিঠাকুর, ঐ একটি কথা বাদে আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি; কিন্তু ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে পারিব না। আপনি ত শিকার করেন না, আপনার এত ভাল ঘোড়ার প্রয়োজন কি?"

একথা বলিতে বলিতেই বিষম বিকটাকার চারিটা রাক্ষস, চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে আর দাঁত খিঁচাইতে খিঁচাইতে, ভয়ঙ্কর শূল উঠাইয়া, রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার লোকজন আমার পক্ষে থাকিলে, কখনই আমি ঘোড়া ছাড়িয়া দিব না। এই মুনি দেখিতেছি নিতান্ত পাপিষ্ঠ!" কিন্তু তাঁহার কান্না শেষ হইতে না হইতেই, রাক্ষসেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল।

শলের মৃত্যুর পর রাজা হইলেন দল। বামদেব তাঁহারও নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার বামী ঘোড়া ফিরাইয়া দাও।"

ইহার উত্তরে দল বলিলেন, "সারথি, তীর ধনুক আন ত! আমি এই মুনিকে মারিয়া কুকুরকে খাইতে দিব!"

তখনই ধনুর্ব্বাণ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ভয়ঙ্কর এক বাণ হাতে লইয়া মুনিকে মারিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া মুনি বলিলেন, "এ বাণে আমি মরিব না ; মরিবে তোমার খোকা!"

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই দল মুনিকে বাণ মারিলেন, কিন্তু সে বাণ মুনির দিকে না গিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজার দশ বৎসরের পুত্র শ্যেনজিৎকে বধ করিল!

এই ঘটনার সংবাদ পাইবামাত্র, দল আর একটি বাণ হাতে লইয়া বলিলেন, "এই বাণে দুষ্ট ব্রাহ্মণকে সংহার করিব!"

এ কথায় বামদেব হাসিয়া বলিলেন, "বাণ ছুড়িতে পারিলে তবে ত আমাকে মারিবে!"

বাস্তবিকই, রাজা বাণ ছুড়িতে গিয়া দেখেন, তাঁহার হাত অসাড় হইয়া গিয়াছে, তিনি আর তাহা নাড়িতে পারেন না! তখন তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আমি যে অবশ হইয়া গিয়াছি! মুনিঠাকুরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আমার কাজ নাই!"

এমনি করিয়া রাজার ভাল বুদ্ধি আসিল। তারপর রাণী বামদেবকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলে, তিনি দলের অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহাকে বর দিয়া, ঘোড়া দুটি লইয়া আহ্লাদের সহিত আশ্রমে ফিরিলেন।

মুনির বরে রাজার পাপ দূর হইল। ইহার পর তিনি আর কোন অন্যায় কাজ করেন নাই।

আয়োদধৌম্য ও তাঁহার শিষ্যগণের কথা।

মহর্ষি আয়োদধৌম্যের আরুণি নামে একটি শিষ্য ছিলেন। একদিন আয়োদধৌম্য আরুণিকে বলিলেন, "বৎস আরুণি, ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইতেছে; তুমি শীঘ্র গিয়া আলি বাঁধিয়া তাহা বন্ধ কর।"

আরুণি

গুরুর কথায় আরুণি তখনই ছুটিয়া গিয়া আ'ল্ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একে ভরা বরষার জল, তাহাতে বেলে মাটি; সে বালির বাঁধ বাঁধিতে বাঁধিতেই জলে ধুইয়া নিতে লাগিল, আরুণি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও তাহা রাখিতে পারিলেন না।

কিন্তু আরুণি একটা কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। জল যতই বাঁধ ভাসাইয়া নিতে লাগিল, তিনিও ততই তাহাতে মাটি চাপাইতে লাগিলেন। যখন তাহাতেও কোন ফল হইল না, তখন তিনি নিজেই সেখানে শুইয়া পড়িলেন। ইহাতে জলও থামিল, আরুণির মনও খুসী হইল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে, তথাপি আরুণি ঘরে ফিরিতেছেন না দেখিয়া, মহর্ষি তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরুণি কোথায় গেল?"

শিষ্যেরা বলিলেন, "ভগবন্, আজ সকালে আপনি তাহাকে ক্ষেতের আ'ল্ বাঁধিতে পাঠাইয়াছিলেন; তাহার পর আর সে ঘরে ফিরে নাই।"

এ কথায় মহর্ষি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বল কি? এখনও সে ফিরে নাই? তবে হয়ত তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। শীঘ্র চল; তাহার খোঁজ লইতে হইবে।"

এই বলিয়া আয়োদধৌম্য ক্ষেতের ধারে গিয়া আরুণিকে ডাকিতে লাগিলেন,—"বৎস আরুণি! কোথায় তুমি? শীঘ্র আইস!"

গুরুর ডাক শুনিয়া আরুণি আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

আরুণি কহিলেন, "ভগবন্, আমি আর কিছুতেই জল আট্‌কাইতে না পারিয়া সেখানে এতক্ষণ শুইয়াছিলাম। এখন কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

আরুণির কথা শুনিয়া মহর্ষির বড়ই দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক, বৎস! আমার বরে তুমি সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে। আর তুমি আল ফুঁড়িয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিয়াছ, এজন্য আজ হইতে তোমার নাম উদ্দালক হইবে।"

এইরূপে আরুণি সকল বিদ্যা লাভ করিয়া গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক আহ্লাদের সহিত দেশে চলিয়া গেলেন।

উপমন্যু।

আয়োদধৌম্যের আর একটি শিষ্যের নাম ছিল উপমন্যু। একদিন মহর্ষি উপমন্যুকে বলিলেন, "বৎস, তোমার উপর আমার গরু চরাইবার ভার রহিল। যত্নের সহিত আমার গরুগুলিকে রাখিবে।"

উপমন্যু পরম যত্নে মহর্ষির গরু চরাইতে আরম্ভ করিলেন। সারা দিন গরু চরাইয়া সন্ধ্যাকালে আশ্রমে ফিরিয়া, তিনি গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক যোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেন। মহর্ষি দেখিলেন, উপমন্যু দিন দিন মোটা হইতেছেন। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমাকে ত ক্রমেই বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি; তুমি কি আহার কর?"

উপমন্যু বলিলেন, "ভগবন্, আমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তাহাই আহার করি।"

মুনি বলিলেন, "সে কি? ভিক্ষা করিয়া তুমি যাহা পাও, আমাকে না জানাইয়া তুমি তাহা আহার কর? ইহা ত ঠিক হইতেছে না!"

তখন হইতে উপমন্যু ভিক্ষার জিনিস আনিয়া গুরুর হাতে দেন। গুরু তাহার সমস্তই নিজে রাখেন, উপমন্যুকে কিছুই দেন না।

উপমন্যু তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সারাদিন গরু চরান, আর সন্ধ্যাকালে আসিয়া গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক ঘোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান। মুনি দেখিলেন, তথাপি উপমন্যু দিন দিন মোটাই হইতে চলিয়াছেন; তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস উপমন্যু, তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা আন, তাহার সমস্তই ত আমি রাখিয়া দিই; তথাপি তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি। এখন তুমি কি আহার কর?"

উপমন্যু বলিলেন, "ভগবন্, আমি একবারের ভিক্ষার জিনিস আপনাকে দিয়া, তার পর আবার নিজের জন্য ভিক্ষা করি।"

মহর্ষি বলিলেন, "ইহা ত অন্যায়! ইহাতে অন্যের ভিক্ষার ক্ষতি হইতেছে, আর তোমারও লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। ভদ্রলোকের এমন কাজ করিতে নাই।"

উপমন্যু তাহাতেই রাজি হইয়া সারাদিন গরু চরান, আর সন্ধ্যা হইলে, গুরুর নিকট আসিয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। মুনি দেখিলেন, তথাপি উপমন্যু মোটা হইতেছেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি একবার ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সমস্তই আমাকে দাও, তারপর আর নিজের জন্য ভিক্ষা কর না; তবে তুমি কি করিয়া মোটা হইতেছ? এখন কি খাও?"

উপমন্যু বলিলেন, "ভগবন্, এখন আমি গরুর দুধ খাই।"

মহর্ষি বলিলেন, "আমি ত তোমাকে গরুর দুধ খাইতে অনুমতি দিই নাই, তবে তুমি তাহা কি করিয়া খাও? ইহা অত্যন্ত অন্যায়!"

উপমন্যু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা!"

তারপর তিনি সারাদিন গরু চরান, সন্ধ্যাকালে মুনির নিকট আসিয়া দাঁড়ান। তাঁহার শরীর তখনও মোটাই হইতেছে! তাহা দেখিয়া মুনি বলিলেন, "বৎস, তুমি নিজের জন্য আর ভিক্ষা কর না, গরুর দুধ খাওয়াও ছাড়িয়া দিয়াছ। তথাপি তোমাকে হৃষ্ট-পুষ্টই দেখিতেছি। এখন তুমি কি খাও?"

উপমন্যু বলিলেন, "বাছুরেরা গরুর দুধ খাইবার সময় তাহাদের মুখ দিয়া যে ফেণা বাহির হয়, আমি এখন তাহাই খাই।"

মহর্ষি বলিলেন, "আহা! ওরূপ করিতে নাই। বাছুরদের যে দয়া, তুমি ফেণা খাইতে গেলে, উহারা তোমার জন্য বেশী করিয়া ফেণা বাহির করিবে, কাজেই তাহাদের নিজের পেট ভরিবে না!"

উপমন্যু মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা!"

এখন বেচারার আহারের পথ একেবারেই বন্ধ হইল। নিজের জন্য ভিক্ষা করিবার যো নাই। দুধ খাইবার অনুমতি নাই। তথাপি তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভুগিয়া যথাশক্তি যত্নের সহিত মহর্ষির গরু চরাইতে লাগিলেন। ক্ষুধা যখন অসহ্য হইল, তখন সামনে একটা আকন্দ গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহারই কতকগুলি পাতা চিবাইয়া খাইলেন। সে সর্ব্বনেশে গাছের যে কি সর্ব্বনেশে পাতা, উহা খাইবামাত্র উপমন্যুর চোখ ভয়ঙ্কর টাটাইয়া, ক্রমে তাহা একেবারে অন্ধ হইয়া গেল। তথাপি তিনি যথাশক্তি মহর্ষির গরু চরাইতে ত্রুটী করিলেন না। এইরূপে গরু লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিন তিনি এক কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গেলেন।

এদিকে আয়োদধৌম্য সন্ধ্যাকালে উপমন্যুকে ফিরিতে না দেখিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, উপমন্যু আজ এখনও ঘরে ফিরিল না; বোধ হয় আমি তাহার আহার বন্ধ করিয়া দেওয়াতে সে রাগ করিয়াছে। চল ত দেখি, সে কোথায় গেল।"

বনের ভিতরে আসিয়া মহর্ষি ব্যস্তভাবে উপমন্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। গুরুর ডাক শুনিয়া উপমন্যু কূয়ার ভিতর হইতে চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবন্, আমি কূয়ার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছি।"

ইহাতে মহর্ষি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া কূয়ায় পড়িলে?"

উমপন্যু বলিলেন, "আকন্দের পাতা খাইয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতেই কূয়ায় পড়িয়াছি।"

মহর্ষি বলিলেন, "অশ্বিনীকুমারদিগের স্তব কর, তোমার চক্ষু ভাল হইবে।"

একথায় উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদিগের অনেক স্তব স্তুতি করিলে, তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার স্তবে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তাই তোমার জন্য একটি পিঠা আনিয়াছি, তুমি ইহা আহার কর।

উপমন্যু দেবতাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আপনাদের কথা ত অবহেলার যোগ্য নয়, কিন্তু আগে গুরুকে না দিয়া আমি কেমন করিয়া ইহা খাইব?"

অশ্বিনীকুমারেরা বলিলেন, "তোমার গুরুকেও একবার আমরা একটি পিষ্টক দিয়াছিলাম, আর তাহা তিনি তাঁহার গুরুকে না বলিয়াই খাইয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তোমার করিতে বাধা কি?"

উপমন্যু যোড় হাতে বলিলেন, "আপনাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমি গুরুকে না দিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।"

ইহাতে অশ্বিনীকুমারেরা আহ্লাদের সহিত বলিলেন যে, "আমরা তোমার গুরুভক্তি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার গুরুর দাঁত লোহার; তোমার দাঁত সোনার হইবে। আর, তোমার চক্ষু ত ভাল হইবেই, তাহা ছাড়াও তোমার অনেক মঙ্গললাভ হইবে।"

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই উপমন্যু সেই অন্ধকার কুয়ার ভিতরে সকল জিনিস অতি পরিষ্কার দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে কিরূপ আনন্দ হইল, আর তিনি দেবতাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক কত ধন্যবাদ দিলেন, তাহা বুঝিতেই পার। ইহার পর আর সেই কুয়ার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিতে তাঁহার কোন কষ্ট হইল না। তারপর উপমন্যু গুরুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক সকল কথা বলিলে, মহর্ষির আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তিনি উপমন্যুকে অনেক আদর দেখাইয়া, এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "অশ্বিনী-কুমারেরা যেরূপ বলিয়াছেন, তোমার সেরূপ মঙ্গললাভ হইবে। আর, এখন হইতে বেদ আর ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কথাই তোমার জানিতে বাকী থাকিবে না।"

এমনি করিয়া আয়োদধৌম্য তাঁহার শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিতেন। সেকালের মুনিরা যাহাকে তাহাকে বিদ্যা দান করিতে চাহিতেন না। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, যথার্থ ধার্ম্মিক লোক হইলে, সে বিদ্যা আর ধর্ম্মের জন্য অনেক ক্লেশ সহিতে পারে। তাই তাঁহারা অনেক সময় শিষ্যদিগকে কষ্টে ফেলিয়া দেখিতেন, সে কেমন লোক, আর তাহার বাস্তবিকই শিখিবার খুব ইচ্ছা আছে কি না। তাঁহারা যদি এত অধিক কষ্ট না দিয়া, শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিবার কোন উপায় বাহির করিতে

পারিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত। এত কষ্ট সহিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করা সাধারণ ভাল লোকের কর্ম্ম নহে। এ কষ্ট যাঁহারা একবার পাইতেন, তাহারা জীবনে আর তাহা ভুলিতে পারিতেন না।

আয়োদধৌম্যের আর একটি শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বেদ। তাঁহাকেও মহর্ষি বিধিমতে ক্লেশ দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শীতে, গ্রীষ্মে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, যত রকম কষ্ট হইতে পারে, বেদের ভাগ্যে তাহার কোনটারই ত্রুটি হয় নাই। তিনি হাসিমুখে সে সকল কষ্ট সহিয়া গুরুর সেবা করিতেন, আর মনে মনে বলিতেন, "হে ভগবন্, তোমার দয়ায় যদি আমি বিদ্যালাভ করিতে পারি, আর আমার শিষ্য যোটে, তবে আমি কখনও তাহাদিগকে এমন করিয়া কষ্ট দিব না।"

বেদ।

বাস্তবিকই, বেদের যাহারা শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদের মত সুখে খুব কম লোকেই গুরুর ঘরে বাস করিয়াছে। তিনি কখনও তাঁহার শিষ্যদিগকে নিজের সেবা বা অন্য কোন কাজ করিতে বলিতেন না। জনমেজয় ও পৌষ্যের মতন বড় বড় রাজারা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

বেদের আর একটি শিষ্য ছিলেন, তাঁর নাম উতঙ্ক। একবার বেদ উতঙ্কের উপর সংসার দেখিবার ভার দিয়া বিদেশে গেলেন। উতঙ্ক অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। গুরু বিদেশে থাকার সময়ে তিনি এমন সুন্দর করিয়া তাঁহার সংসারের কাজ চালাইলেন যে, অল্প লোকেই তেমন করিতে পারে। বেদ বিদেশ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, উতঙ্ক কোন বিষয়েই কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই, বরং কোন কোন কঠিন বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ বিবেচনার সহিত কাজ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "বৎস উতঙ্ক, তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই

উতঙ্ক।

সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক; তুমি সকল বিদ্যা লাভ করিয়া সুখে গৃহে গমন কর।"

গুরুর কথা শুনিয়া উতঙ্ক বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে প্রর্থনা করি। আমি শুনিয়াছি যে, বিদ্যালাভ করিয়া দক্ষিণা না দিলে গুরুরও অনিষ্ট হয়, শিষ্যেরও অনিষ্ট হয়। অতএব, কিরূপ দক্ষিণা আনিব, অনুমতি করুন।"

বেদ বলিলেন, "আচ্ছা, আর এক সময় বলিব।"

তারপর বেদ দক্ষিণার কথা ভুলিয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া উতঙ্ক আর একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "গুরুদেব, কিরূপ দক্ষিণা আনিব, অনুমতি করুন।"

বেদ সাদা সিধা মানুষ। তিনি হয়ত উতঙ্কের ব্যবহারেই যথেষ্ট দক্ষিণা পাইয়াছেন মনে করিয়াছিলেন, তাই তাহার কথা তিনি ভাবেন নাই। উতঙ্ক দক্ষিণা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লওয়া তাঁহার উচিত মনে হইল, কিন্তু কি চাহিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, "তোমার উপধ্যায়ানীকে (গুরুপত্নীকে) বল। তিনি যাহা চাহেন, সেই দক্ষিণা আনিয়া দাও।"

তখন উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট গিয়া বলিলেন, "মা, গুরুদেব আমাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি কিছু দক্ষিণা দিয়া যাইতে চাহি; অনুমতি করুন, কি আনিব।"

উপাধ্যায়িনী বলিলেন, "বাছা, মহারাজ পৌষ্যের রাণী যে দু'টি আশ্চর্য্য কুণ্ডল পরেন, সেই কুণ্ডল দুটি আমাকে আনিয়া দাও। আর তিন দিন পরে একটা ব্রত হওয়ার কথা আছে, সে দিন খুব ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে; সেই দিন ঐ কুণ্ডল পরিয়া আমি পরিবেষণ

করিতে চাহি। তাহার পূর্ব্বে কুণ্ডল আনিয়া দিতে পারিলেই তোমার মঙ্গল, নচেৎ কষ্ট পাইবে।

উতঙ্ক তখনই কুণ্ডল আনিতে যাত্রা করিলেন। খানিক দূর গিয়া তিনি দেখিলেন যে, একজন অতি প্রকাণ্ড পুরুষ এক বিশাল ষাঁড়ের উপর চড়িয়া পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রকাণ্ড পুরুষ উতঙ্ককে সেই ষাঁড়ের গোবর দেখাইয়া বলিলেন, "উতঙ্ক তুমি উহা আহার কর!"

এ কথায় উতঙ্ক নাক মুখ সিটকাইয়া বলিলেন, "ওয়াক্! থু! আমি তাহা পারিব না!"

তাহাতে প্রকাণ্ড পুরুষ বলিলেন, "ভয় পাইও না! তুমি নিশ্চিন্তে আহার কর। তোমার গুরুও একবার উহা খাইয়াছিলেন।"

গুরু যখন পূর্ব্বে একাজ করিয়াছেন, তখন ত আর উতঙ্কের তাহাতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না! আর সেই লোকটির বিশাল দেহ দেখিয়া তাঁহার একটু ভ্যাবাচেকাও লাগিয়া থাকিবে: কাজেই তিনি আর বিলম্ব না করিয়া জলযোগে বসিয়া গেলেন; সে কাজ শেষ হইলে, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

পৌষ্যের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া উতঙ্ক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কুণ্ডল চাহিলে, পৌষ্য বলিলেন, "আপনি রাণীর নিকটে গিয়া উহা চাহিয়া লউন।"

এ কথায় উতঙ্ক বাড়ীর ভিতরে গেলেন, কিন্তু সেখানে রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন? আমি ত সেখানে রাণীকে দেখিতে পাইলাম না!"

রাজা বলিলেন, "আমি আপনাকে ফাঁকি দিই নাই। আমার রাণী এমন ধার্ম্মিক, আর তাঁহার মন এতই পবিত্র যে, অশুচি লোকে তাঁহাকে

দেখিতে পায় না। আমার বোধ হয়, কোন কারণে আপনি অশুচি হইয়াছেন।"

তখন উতঙ্কের মনে হইল যে, তাড়াতাড়ির ভিতরে পথে জলযোগের পর আঁচানটা তেমন ভাল করিয়া হয় নাই। এই ভাবিয়া তিনি খুব ভালমতে আচমন করিয়া অন্তঃপুরে যাওয়ামাত্র রাণীর দেখা পাইলেন।

রাণী জানিতেন, উতঙ্ক খুব সাধু লোক আর দানের উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং উতঙ্ক চাহিবামাত্র তিনি আহ্লাদের সহিত কুণ্ডল দু'টি খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন, আর বলিয়া দিলেন যে, "খুব সাবধান হইয়া কুণ্ডল লইয়া যাইবেন। তক্ষক নাগ এ কুণ্ডল পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। যাইবার সময় সে আপনার অনিষ্ট করিতে পারে।"

উতঙ্ক বলিলেন, "কোন ভয় নাই! তক্ষক আমার কি করিবে?"

এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। অনেক দূর পথ চলার পর তিনি একটি সরোবরের ধারে উপস্থিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "এখন বেলাও হইয়াছে, আর সরোবরের জলও অতি পরিষ্কার; সুতরাং এইখানে স্নান আহ্নিক করিয়া লই।" তারপর তিনি কুণ্ডল দু'টি সরোবরের ধারে রাখিয়া সবে জলে নামিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে এক ক্ষপণক (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) আসিয়া সেই কুণ্ডল লইয়া ছুট দিল!

উতঙ্কও স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া প্রাণপণে চোরের পিছু পিছু ছুটিলেন। তিনি ছুটিতেও পারিতেন যেমন তেমন নয়। সোজা পথে হইলে চোরকে ধরিয়া কুণ্ডল কাড়িয়া লইতে তাঁহার কোন কষ্টই হইত না। কিন্তু সে দুষ্ট চোর যখন দেখিল যে, আর ছুটিয়া কুলাইতে পারিতেছে না, তখন সে হঠাৎ একটা সাপ হইয়া গেল। তাহার সঙ্গে যখন সেখানে একটা গর্ত্ত দেখা দিল, আর সাপটা তাহার ভিতরে

ঢুকিয়া গেল, তখন আর উতঙ্কের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ঐ সাপই তক্ষক।

এখন উপায় কি হইবে? তক্ষক পাতালে থাকে; সে সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়া সেখানে চলিয়া গিয়াছে। গর্ত্ত যদি বড় হইত, তবে উতঙ্ক নিজেও তাহার ভিতর দিয়া পাতালে যাইতে পারিতেন। কিন্তু উহা এতই সরু যে, তাঁহার লাঠিটাও ভাল করিয়া তাহার ভিতরে ঢোকে না। যাহা হউক, উতঙ্কের চেষ্টার ক্রটি ছিল না। গর্ত্তটাকে বড় করিবার জন্য তিনি তাঁহার লাঠিগাছ দিয়াই প্রাণপণে খোঁচাইতে লাগিলেন।

উতঙ্কের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্রের বড়ই দয়া হইল। তিনি তাঁহার বজ্রকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি ঐ ব্রাহ্মণের লাঠির ভিতরে ঢুকিয়া তাহার সাহায্য কর।"

বজ্র যে কখন গিয়া লাঠির ভিতরে ঢুকিয়াছে, উতঙ্ক তাহার কিছুই জানেন না। তিনি হঠাৎ একবার দেখিলেন যে, তাঁহার লাঠির এক খোঁচাতেই প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত হইয়া গেল! সেই গর্ত্তের ভিতরে ঢুকিয়া আর এক খোঁচা মারিতেই আরো অনেকখানি গর্ত্ত হইয়া গেল। তারপর কি আর তিনি ছুটিয়া কুলাইতে পারেন? লাঠি সাম্‌নে ধরিয়া তিনি যতই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটেন, গর্ত্ত ততই যেন আপনা আপনিই বাড়িয়া যায়। এমনি করিয়া উতঙ্ক দেখিতে দেখিতে একেবারেই পাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভার কথা কি বলিব! এমন সুন্দর বাড়ী ঘর, মঠ মন্দির, আর ঘাট আমরা কেহ কখনও দেখি নাই।

উতঙ্কের তখন শোভা দেখিবার অবসর ছিল না। তিনি কুণ্ডলের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সেই কুণ্ডলটি ফিরাইয়া দিবার জন্য চীৎকার পূর্ব্বক সর্পগণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাপেরা কেহ তাঁহার কথায় কানই দিল না।

ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক চারিদিকে তাকাইতেছেন,এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দুটি স্ত্রীলোক একটা তাঁতে কাপড় বুনিতেছে ; সেই কাপড়ে শাদা সূতার টানা আর কালো সূতার প'ড়েন। একটি চাকায় বারটি খুঁটি, ছয়টি শিশু সেই চাকা ঘুরাইতেছে। তাহাদের নিকট সুন্দর একটি ঘোড়ার উপরে, একজন উজ্জ্বল পুরুষ বসিয়া আছেন।

ইহাদিগকে দেখিয়া উতঙ্কের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে, তিনি ইহাদের সকলেরই স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব শুনিয়া সেই উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন,"তোমার স্তবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি : তুমি কি চাহ?"

উতঙ্ক অমনি হাত যোড়া করিয়া বলিলেন, "মহাশয় যদি দয়া করিয়া সাপগুলিকে আমার বশ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমার বড় উপকার হয়।"

উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন, "আচ্ছা তুমি এই ঘোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত ইহার গায়ে ফুঁ দিতে থাকে।"

এ কথায় উতঙ্ক সেই ঘোড়ার পিছন হইতে প্রাণপণে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলে, তাহার শরীর হইতে রাশি রাশি ধোঁয়া আর নাক, কান, চোক মুখ, দিয়া হুস্ হুস্ শব্দে ভয়ঙ্কর আগুন বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই ঝাঁঝাল ধোঁয়া সাপদের নাক চোখ মুখের ভিতর ঢুকিয়া, তাহাদিগকে হাঁচাইয়া, কাঁদাইয়া, আর কাশাইয়া, তাহাদের দুর্দ্দশার এক শেষ করিল। তখন আর তাহারা ঘরের ভিতরে টিকিতে না পারিয়া, যাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে আসিয়াছে, অমনি সেই ভয়ঙ্কর আগুন তাহাদিগকে পোড়াইতে লাগিল!

তখন তক্ষক প্রাণের ভয়ে জড়সড় হইয়া, তাড়াতাড়ি কুণ্ডল হাতে উতঙ্কের নিকট আসিয়া কাশিতে কাশিতে বলিল, "ঠাকুর, এই নিন্ আপনার কুণ্ডল!"

উতঙ্ক কুণ্ডল পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না ; কারণ, তিনি তখনই হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, সেই দিনই তাঁহার উপাধ্যায়ানীর ব্রত আরম্ভ হইবে, সুতরাং সময় থাকিতে সেখানে পৌছান একেবারেই অসম্ভব।

উতঙ্কের ভাবনার কথা জানিতে পারিয়া সেই উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন, "উতঙ্ক. তোমার কোন চিন্তা নাই ; আমার এই ঘোড়ায় চড়িয়া তুমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার গুরুর বাড়িতে উপস্থিত হইতে পারিবে।"

এই কথা বলিয়া সেই দয়াবান্ উজ্জ্বল পুরুষ উতঙ্ককে তাঁহার ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলে, তিনি চক্ষুর নিমিষে গুরুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপাধ্যায়ানী ততক্ষণে স্নান আহ্নিক সারিয়া চুল বাঁধিতে বসিয়াছিলেন, আর উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া মনে করিতেছিলেন যে, 'উহাকে শাপ দিই' ; এমন সময়ে উতঙ্ক আসিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কুণ্ডল দিবামাত্র, তাঁহার রাগের বদলে মুখ দিয়া হাসি বাহির হইয়া গেল। তিনি অতিশয় আনন্দের সহিত উতঙ্কের হাত হইতে কুণ্ডল লইয়া বলিলেন, "ভাল আছ ত বাপ ? বড় সময়ে আসিয়া দেখা দিয়াছ. আমি এখনই তোমাকে শাপ দিতেছিলাম,—ভাগ্যিস্ দিই নাই ! এখন আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে থাক।"

এইরূপে উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ ত বৎস ? এত বিলম্ব করিলে কেন ?"

এ কথার উত্তরে উতঙ্ক তক্ষকের হাতে নিজের লাঞ্ছনার কথা সমস্তই গুরুকে জানাইয়া বলিলেন, "গুরুদেব পাতালে গিয়া আমি দেখিলাম, দুটি স্ত্রীলোক শাদা সূতায় আর কাল সূতায় কাপড় বুনিতেছে ; আর ছয়টি ছেলে বারোটি খুঁটি দেওয়া একখানি চাকা ঘুরাইতেছে ; আর একজন

অতি উজ্জ্বল পুরুষ ঘোড়ায় চড়িয়া আছেন। যাইবার সময় পথে এক ষাঁড়ের উপরে একজন পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই নোংরা জিনিস খাওয়াইলেন, আর বলিলেন, আপনাকেও নাকি তাহা খাওয়াইয়াছেন। আমি ত ইহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিলাম না; ইহারা কে?"

বেদ বলিলেন, "বৎস, ঐ স্ত্রীলোক দুটি জীবাত্মা আর পরমাত্মা। চাকাখানি বৎসর; বারটি খুঁটি বার মাস; ছেলে ছয়টি ছয় ঋতু। উজ্জ্বল পুরুষ পর্জ্জন্য; ঘোড়াটি অগ্নি। পথে যে ষাঁড় দেখিয়াছ, তাহা ঐরাবত; তাহার উপরে যিনি ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর তুমি যাহা খাইয়াছিলে, তাহা অমৃত। ইন্দ্র আমার বন্ধু, তাই তিনি দয়া করিয়া তোমাকে অমৃত খাওয়াইয়াছিলেন; নহিলে সাপের দেশ হইতে তোমার বাঁচিয়া আসা ভার হইত। এখন আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক তুমি মনের সুখে ঘরে চলিয়া যাও।"

গুরুকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া উতঙ্ক তাঁহার নিকট বিদায় হইলেন। কিন্তু তিনি দেশে না গিয়া, গেলেন সটান হস্তিনায়, জনমেজয়ের কাছে। তক্ষকের উপরে তাঁহার যে খুবই রাগ হইয়াছিল, এ কথা কেহ না বলিয়া দিলেও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারিতাম। সেই দুষ্ট তক্ষককে সাজা দিবার জন্যই তাঁহার জনমেজয়ের নিকট যাওয়া। তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা জানি।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা।

মহামুনি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র। ধর্ম্ম আর ক্ষমাগুণে তাঁহার সমান কেহই ছিল না। তাঁহার ক্ষমার কথা শুনিলে পুণ্যলাভ হয়।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিক নামে এক রাজা ছিলেন। কুশিকের পুত্র গাধি; গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র।

একদিন বিশ্বামিত্র পাত্র মিত্র সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিবার নিমিত্ত এক গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অনেক শূকর আর হরিণ বধ হইল, তাহাতে রাজারও নিতান্ত পরিশ্রম আর পিপাসা হইল। নিকটে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল; জল খাইবার জন্য রাজা সেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজাকে পরম সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন দিয়া, মহামুনি মিষ্ট বাক্যে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন, "মহারাজ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমাকে তুষ্ট করুন।"

জলযোগের আয়োজন ভাল করিয়াই হইল। বশিষ্ঠের ধন জন ছিল না; তাঁহার ছিল কেবল নন্দিনী নামে একটি আশ্চর্য্য গরু। গাইটি অতি সুন্দরী। পাঁচ হাত চওড়া; ছয় হাত উঁচু; চক্ষু দুটি ব্যাঙের ন্যায়; শরীরটি নধর; পা চারিখানি অতি নিটোল; লেজটি আর শিং দুটি বড়ই চমৎকার; আর বাঁটগুলি যেন অমৃতের ভাণ্ড। মুনি যাহা চাহিতেন, নন্দিনীর নিকট তাহাই পাইতেন।

রাজার জলযোগের কথা শুনিয়া নন্দিনী, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, মিঠাই, মণ্ডায় হাজার হাজার হাঁড়ি পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন; মহামূল্য বস্ত্র আর অলঙ্কার সিন্ধুকে সিন্ধুকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা পাত্র মিত্র সহিত পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া, মনে ভাবিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

গরুটিকে বার বার দেখিয়াও রাজার সাধ মিটিল না; তিনি মুনিকে বলিলেন, "ঠাকুর, আমি দশকোটি গরু আর আমার সমুদয় রাজ্য দিতেছি; আপনার গাইটি আমাকে দি'ন্।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, নন্দিনী আমার সকল ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র উপায়; আমি নন্দিনীকে দিতে পারিব না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনি সহজে না দিলে, আমি জোর করিয়া গাই লইয়া যাইব।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আপনার বল বিক্রম অনেক আছে; আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন।"

রাজার লোকজন অনেক ছিল; তাহারা আজ্ঞামাত্র নন্দিনীকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। নন্দিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বাঁধন ছিঁড়িয়া, তাঁহাদের শত প্রহার সত্ত্বেও হাম্বা হাম্বা শব্দে বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার লোকের তাড়া খাইয়াও তিনি আশ্রম ছাড়িলেন না। তাহা দেখিয়া বশিষ্ঠ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "মা, তোমার কাতর হাম্বারব শুনিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। কিন্তু বিশ্বামিত্র তোমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন; আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করিব?"

নন্দিনী বলিলেন, "ভগবন্, রাজার লোকদের নিষ্ঠুর প্রহারে আমি অনাথার ন্যায় কাতর ভাবে কাঁদিতেছি, এমন সময়ে কেন আপনি আমার দিকে চাহিতেছেন না?"

বশিষ্ঠ অনেক কষ্টে স্থির থাকিয়া বলিলেন, "মা, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, আর ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। সুতরাং আমি কি করিতে পারি? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি যাও।"

নন্দিনী বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ না করেন, তবে কেহই জোর করিয়া আমাকে নিতে পারিবে না।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মা আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আমার কাছেই থাক। ঐ দেখ, তোমার বাছুরটিকে বাঁধিয়া নিতেছে!"

তখন রাগে নন্দিনীর দুই চোখ লাল হইয়া উঠিল; আর তিনি অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ঘাড় উঁচু করিয়া শিং নাড়িতে নাড়িতে, ঘোরতর হম্বা হম্বা শব্দে রাজার সৈন্যদিগকে তাড়া করিলেন। তাহারা তাঁহাকে আট্‌কাইবার জন্য কত চেষ্টা করিল, লাঠি দিয়া তাঁহাকে কতই মারিল; কিন্তু তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহার রাগ শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার শরীর সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছিল, আর তাহার ভিতর হইতে পহ্লব, দ্রাবিড়, শক, যবন, কিরাত, কাঞ্চী, শরভ, পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর, বশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, কেরল প্রভৃতি অসংখ্য-জাতীয় বিকটাকার সৈন্য কত যে বাহির হইতেছিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। তাহাদের কাহারও ঝাঁটার মতন গোঁফ দাড়ী; কাহারও নেড়া মাথায় লম্বা টিকী; কাহারও গায়ে মুখে বিচিত্র উল্কী; কাহারও ঝাঁকড়া চুলে পালক গোঁজা; কেহ ঝোল্লা পরা পাগড়ী আঁটা।

এই সকল সৈন্য বিশ্বামিত্রের লোকদের কোন অনিষ্ট করিল না। কিন্তু ইহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র, ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, বিষম দাঁতখিঁচুনী, আর উৎকট গর্জ্জনের ভয়েই সে বেচারারা প্রাণপণে পিতামাতার নাম লইয়া পলায়ন করিল! নন্দিনীর সৈন্যেরা তাহাদিগকে অনেক দূর অবধি তাড়া করিয়াছিল, কিন্তু দয়া করিয়া তাহাদের একটিরও প্রাণবধ করে নাই।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বামিত্রের বড়ই মন খারাপ হইয়া গেল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষত্রিয়ের বল কিছুই নহে, ব্রাহ্মণের বলই যথার্থ বল; তপস্বীরা তপস্যা দ্বারা যাহা করিতে পারেন, রাজা তাঁহার রাজ্য, সম্মান, ধন জন লইয়া তাহার কিছুই করিতে পারেন না।

এইরূপ চিন্তায় রাজ্য আর ধনের উপরে বিশ্বামিত্রের এতই ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, তিনি চিরদিনের মত তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে যে কি কঠোর তপস্যা, তাহা আমি কি বলিব! তেমন তপস্যা আর কেহ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। এই তপস্যার জোরে শেষে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে বিশ্বামিত্র খুব বড় একজন মুনি হইলেন, আর তখন হইতেই নানা উপায়ে বশিষ্ঠকে ক্লেশ দিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যার বল অসাধারণ ছিল, আর বশিষ্ঠকে তিনি যে দুঃখ দিয়াছিলেন, তাহাও অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সরস্বতী নদীর তীরে স্থাণু নামক তীর্থ। সেই তীর্থের নিকটে সরস্বতীর পূর্ব্বধারে বশিষ্ঠের ও পশ্চিম কূলে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বশিষ্ঠ সরস্বতীর তীরে বসিয়া তপস্যা করেন, সেই আশ্চর্য্য তপস্যা দেখিয়া বিশ্বামিত্রের বড়ই হিংসা হয়। একদিন বিশ্বামিত্র মনে ভাবিলেন যে, "বশিষ্ঠ যখন নদীর ধারে বসিয়া জপ করে, তখন নদীকে দিয়া উহাকে আমার নিকট আনাইয়া, উহার প্রাণ বধ করিব।"

এই মনে করিয়া তিনি অতিশয় ক্রোধভরে নদীকে স্মরণ করিবামাত্র, নদী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, করযোড়ে বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

বিশ্বামিত্র ভ্রূকুটি করিয়া রাগের সহিত বলিলেন, "শীঘ্র বশিষ্ঠকে এই খানে লইয়া আইস; আমি তাহাকে বধ করিব।"

এ কথা শুনিয়া সরস্বতী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই; শীঘ্র বশিষ্ঠকে এখানে লইয়া আইস।"

সরস্বতী তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বশিষ্ঠের নিকট গিয়া, নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রোধভরে আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে হইবে। এখন উপায় কি হয়?"

সরস্বতীর মুখ মলিন দেখিয়া বশিষ্ঠের বড়ই দয়া হইল; তিনি বলিলেন, "মা, তুমি কোন চিন্তা করিও না; এখনই আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট লইয়া যাও। নহিলে তিনি তোমাকে শাপ দিবেন।"

সরস্বতী ভাবিলেন, "এমন লোকের অনিষ্ট আমি করিতে পারিব না। আমি বিশ্বামিত্রের কথাও রাখিব, বশিষ্ঠকেও বাঁচাইব।"

তারপর বশিষ্ঠ নদীর কূলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী মনে করিলেন, "এই আমার সুযোগ; এই বেলা কূল ভাঙ্গিয়া দেই।"

নদীর বেগে বশিষ্ঠকে শুদ্ধ কূল ভাঙ্গিয়া পড়িল; নদীর খরতর স্রোত তাঁহাকে বহিয়া দেখিতে দেখিতে বিশ্বামিত্রের ঘাটে উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, 'এখন ইহাকে বধ করি।'

এই মনে করিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে মারিবার জন্য অস্ত্র খুঁজিতে গেলেন। এদিকে সরস্বতী দেখিলেন যে বিশ্বামিত্রের কথা রাখা হইয়াছে, এখন বশিষ্ঠকে রক্ষা করার সময় উপস্থিত। সুতরাং তিনি, বিশ্বামিত্র ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, তাড়াতাড়ি বশিষ্ঠকে অপর পারে দিয়া আসিলেন।

বিশ্বামিত্র অস্ত্র হাতে আসিয়া যখন দেখিলেন, বশিষ্ঠ নাই, তখন তিনি রাগে চোখ লাল করিয়া সরস্বতীকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তোর জল রক্ত হইয়া যাউক!"

অমনি সরস্বতীর জল রক্ত হইয়া গেল, আর রাক্ষসেরা আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহা পান করিতে লাগিল।

এইরূপে দিন যায়। এক বৎসর পরে কয়েক জন তপস্বী সেই তীর্থে স্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, নদীতে রক্তধারা বহিতেছে। ইহাতে তাঁহারা নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সরস্বতি! তোমার এমন দশা কি করিয়া হইল?"

সরস্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিশ্বামিত্রের শাপে আমার এই দশা হইয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি তপস্বীদিগকে সকল কথা জানাইলে, তাঁহারা বলিলেন, "এমন কথা? আচ্ছা মা, আমরা তোমার দুঃখ দূর করিয়া দিব।"

তারপর সেই দয়ালু তপস্বিগণ সকলে মিলিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, এবং মহাদেব তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বলিলেন, "ভগবন্, দয়া করিয়া এই নদীর দুঃখ দূর করুন।"

এ কথায় মহাদেব 'তথাস্তু' বলিবামাত্র, সরস্বতীর আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুমিষ্ট নির্ম্মল জল হইল।

বশিষ্ঠের একশত পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের সকলের বড়টির নাম ছিল শক্তি।

একবার কল্মাষপাদ নামক অযোধ্যার এক রাজার সহিত শক্তির বিবাদ হইল। রাজা রথে চড়িয়া যাইতেছিলেন, শক্তি পথের মাঝখানে ছিলেন। রাজা শক্তিকে বলিলেন, "এইয়ো! পথ ছাড়িয়া দাও!"

শক্তি মিষ্টভাবে বলিলেন, "মহারাজ! এ তো আমারই পথ; কেন না, শাস্ত্রে আছে, রাজা সকলের আগে ব্রাহ্মণদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবেন।"

এইরূপে দু'জনে পথ লইয়া এমনি তর্ক আরম্ভ হইল যে, শেষে রাজা রাগে অস্থির হইয়া শক্তিকে চাবুক মারিতে লাগিলেন। ইহাতে শক্তিও ক্রোধভরে রাজাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তুমি যেমন রাক্ষসের মত ব্যবহার করিতেছ, তেমনি তুমি রাক্ষসই হও!"

সেইখান দিয়া তখন বিশ্বামিত্রও যাইতেছিলেন, এবং আড়ালে থাকিয়া শক্তি আর কল্মাষপাদের কলহ দেখিতেছিলেন। শক্তি কল্মাষপাদকে 'রাক্ষস হও' বলিয়া শাপ দিবামাত্র, বিশ্বামিত্র কিঙ্কর নামক একটা রাক্ষসকে সেখানে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে কল্মাষপাদের শরীরে ঢুকাইয়া দিলেন।

কল্মাষপাদ শক্তির শাপে ভয় পাইয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় রাক্ষস তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করাতে, হঠাৎ তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল তখন তিনি আর ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট মাংস খাইতে চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "একটু বসুন, মাংস আনিতেছি।"

বাড়ী আসিয়া রাজার সমস্ত দিনের ভিতরে এ কথা মনেই হইল না। দুই প্রহর রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি তাড়াতাড়ি পাচককে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের নিকট মাংস ভাত পাঠাইতে বলিলেন। কিন্তু চাকর অনেক খুঁজিয়াও মাংস পাইল না। রাজার ভিতরে রাক্ষস; তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধিও এতক্ষণে রাক্ষসের মতই হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি পাচককে ধমক দিয়া বলিলেন,"কেন? মশানে কত মানুষ পড়িয়া আছে, তাহার মাংস আনিয়া রাঁধ না!" পাচক রাজার আজ্ঞায় তাহাই করিল; আর সেই মানুষের মাংসের ব্যঞ্জন আর ভাত ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ অতিশয় তেজীয়ান তপস্বী ছিলেন, তিনি সেই মাংস দেখিবামাত্র সকল কথা জানিতে পারিয়া 'রাক্ষস হও' বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন।

শক্তির শাপেই রাজার স্বভাব ক্রমে রাক্ষসের মত হইয়া আসিতেছিল। তাহার উপর ব্রাহ্মণের এইরূপ শাপ দেওয়াতে রাজা একেবারেই ক্ষেপিয়া

গিয়া দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। খানিক দূর গিয়াই তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে শক্তি! অমনি আর কথাবার্ত্তা নাই। "তবে রে বামুন, তুই-ই না আমাকে রাক্ষস হইতে বলিয়াছিলি? আয় তোকেই আগে খাই!" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে শক্তির ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে খাইয়া ফেলিলেন!

বিশ্বামিত্র যে রাজার দেহে রাক্ষস প্রবেশ করাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, এমন নহে। তিনি ক্রমাগতই সংবাদ লইতেছিলেন, ইহার পর কি হয়। যেই তিনি দেখিলেন, রাজা শক্তিকে খাইয়াছেন, অমনি তিনি বশিষ্ঠের আর নিরনব্বইটি পুত্রকেও খাইবার জন্য সেই রাক্ষসকে লেলাইয়া দিলেন। সিংহ যেমন শিকার ধরিয়া খায়, মুনির ইঙ্গিত পাইবামাত্র রাক্ষস সেইরূপ করিয়া, শক্তির নিরপরাধ ভাইগুলিকেও একে একে চিবাইয়া খাইল।

এই দারুণ সংবাদ যখন বশিষ্ঠদেব শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি সামান্য মানুষের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন না। শোক ত তাঁহার হইয়াছিলই, সে শোকের আমরা কি বুঝিব? কিন্তু এমন শোক পাইয়াও তিনি এমন কথা বলিলেন না যে, "আমার শত্রুর কোনরূপ অনিষ্ট হউক।" অথচ তিনি ইচ্ছা করিলেই বিশ্বামিত্রকে সবংশে সংহার করিতে পারিতেন, এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

সেই ভীষণ শোকের আগুনে পুড়িয়া, বশিষ্ঠদেবের হৃদয় যেন একেবারে ছাই হইয়া গেল। ইহার পর আর এই অন্ধকার, শূন্য সংসারে একদিনও বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। দেহত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি মেরু পর্ব্বতের চূড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু এমন মহাপুরুষের এ ভাবে মৃত্যু হয়, ইহা ভগবানের ইচ্ছা ছিল না। তিনি বশিষ্ঠের দেহ তুলার মত হাল্‌কা করিয়া দিলেন,

আর বশিষ্ঠ তুলার মত হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে, অতিশয় আরামের সহিত আস্তে আস্তে নামিয়া আসিলেন।

দেহে একটি আঘাত বা আঁচড় পর্য্যন্ত লাগিল না; মৃত্যু কেমন করিয়া হইবে? তখন বশিষ্ঠদেব ভাবিলেন, "ঐ বনের ভিতরে প্রচণ্ড দাবানল জ্বলিতেছে, উহাতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করি!"

বশিষ্ঠদেব ছুটিয়া আগুনের ভিতরে গেলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাহার পূর্ব্বেই আগুন হিমের ন্যায় শীতল হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে বশিষ্ঠের দেহ পুড়িল না। এইরূপে বশিষ্ঠদেব কোন মতেই মরিতে না পারিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই শ্মশানের মত শূন্য আশ্রম দেখিবামাত্র তাঁহার প্রাণত্যাগের ইচ্ছা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল; তিনি আবার সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন।

বর্ষাকাল; নদীতে বান ডাকিয়াছে; জলের স্রোত গাছ পাথর সকল ভাঙ্গিয়া কল্ কল্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। বশিষ্ঠ ভাবিলেন,"এই নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরিব।" এই মনে করিয়া তিনি নিজের হাত পা বাঁধিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু নদী তাঁহাকে তল না করিয়া, পরম যত্নে তীরের দিকে লইয়া চলিল; খরতর স্রোত তাঁহার পাশ (অর্থাৎ বাঁধন) কাটিয়া দিল। তাই মহর্ষি তীরে উঠিয়া নদীর নাম রাখিলেন 'বিপাশা'।

তারপর 'হায়! আমার কি কিছুতেই মৃত্যু হইবে না?' বলিয়া বশিষ্ঠদেব সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে তিনি অতি ভয়ঙ্কর কুম্ভীরে পরিপূর্ণ হৈমবতী নদীর তীরে আসিয়া মনে করিলেন, "ইহার জলে নামিলে নিশ্চয়ই কুম্ভীরেরা আমাকে সংহার করিবে!"

কিন্তু সেই মহাপুরুষ নিকটে আসিবামাত্রই নদী শতভাগ হইয়া পলায়ন করিল; তাঁহার প্রাণত্যাগ করা হইল না। এই জন্য এখনও লোকে সেই নদীকে 'শতদ্রু' বলিয়া থাকে।

তখন বশিষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হওয়া ভগবানের ইচ্ছা নহে। সুতরাং তিনি আশ্রমের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এমন সময় তাঁহার পুত্রবধূ (শক্তির স্ত্রী) অদৃশ্যন্তী দেবীও তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া, পিছন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব সে কথা জানিতে পারেন নাই; তাঁহার মনে হইল যেন, কেহ তাঁহার পিছনে হইতে অতি চমৎকার ভাবে বেদ পাঠ করিতেছে; ইহাতে মহর্ষি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, আমার পশ্চাতে আসিতেছে?"

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, "ভগবন্, আমি তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী; আপনার পুত্রবধূ।"

মহর্ষি বলিলেন, "মা, এমন সুন্দর করিয়া কে বেদ পাঠ করিতেছে? আহা! আমার শক্তির মুখে যেমন শুনিতাম, মনে হইতেছে যেন ঠিক সেইরূপ।"

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, "বাবা, এটি আপনার নাতি, জন্মিবার পূর্ব্বেই সে বেদ পড়িতে শিখিয়াছে।"

এমন নাতির কথা শুনিয়া স্নেহে এবং আনন্দে বশিষ্ঠের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারে এখনও তাঁহার অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তিনি পরম স্নেহে অদৃশ্যন্তীকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে চলিলেন।

পথে একটা গভীর বন। সেই বনের ভিতরে রাক্ষস রাজা কল্মাষপাদ শুইয়া ছিলেন। বশিষ্ঠ আর অদৃশ্যন্তীকে দেখিয়াই রাক্ষস তাঁহাদিগকে খাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে অদৃশ্যন্তী বড়ই ভয় পাইতেছেন দেখিয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, "মা, কোন ভয় নাই।"

এই বলিয়া তিনি রাক্ষসকে এক ধমক দিবামাত্র সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহার গায় খানিকটা জল ছড়াইয়া দিতেই, তাহার শাপ দূর হইয়া গেল।

এইরূপে শাপ হইতে রাক্ষা পাইয়া, কল্মাষপাদ যার পর নাই ভক্তি এবং বিনয়ের সহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, এখন রাজধানীতে গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করিও না।"

রাজা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না।"

তারপর কল্মাষপাদ অনেক মিনতি করিয়া বশিষ্ঠকে অযোধ্যায় লইয়া গেলেন। সেখানকার লোকেরা মহর্ষির যে কত সম্মান, কত স্তব স্তুতি করিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পরাশর।

বশিষ্ঠদেব তাঁহার পৌত্রটির নাম পরাশর রাখিলেন। পরাশর পিতাকে চক্ষে দেখেন নাই; তিনি মনে করিতেন, বুঝি বশিষ্ঠই তাঁহার পিতা। জন্মাবধি তিনি বশিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন, আর তাঁহাকেই পিতা বলিয়া ডাকিতেন।

পরাশর যখনই বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, তখনই শক্তির কথা মনে হইয়া অদৃশ্যন্তীর চক্ষে জল পড়িত। একদিন তিনি পরাশরকে কোলে লইয়া, তাঁহার মুখে চুমো খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাছা, আমার শ্বশুর ত তোমার পিতা নহেন, তিনি তোমার পিতামহ।"

পরাশর তাঁহার উজ্জ্বল চোখ দুটি বড় করিয়া মার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তবে আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন?"

অদৃশ্যন্তী অনেক কষ্টে স্থির থাকিয়া বলিলেন, "তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।" এ কথায় পরাশর বলিলেন, "মানুষ ত মরিয়া গেলেই স্বর্গে যায়; আমার পিতা কি করিয়া মরিয়া গেলেন?"

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, "এক রাক্ষস তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।"

পিতার এমন ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল, একথা শুনিয়া পরাশর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমি সৃষ্টি নষ্ট করিব!"

পরাশর বালক হইলেও, তিনি সাধারণ বালক ছিলেন না। জন্মিবার পূর্ব্বেই তিনি সকল শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া ফেলেন, আর জন্মিবামাত্রই অদ্বিতীয় তপস্বী হইয়া উঠেন। সুতরাং তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া বশিষ্ঠদেবের বড়ই চিন্তা হইল। তাই তিনি পরাশরকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি এমন কাজ করিও না।"

পরাশরের রাক্ষস যজ্ঞ।

বশিষ্ঠদেবের কথায় পরাশর সৃষ্টিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু রাক্ষসদিগের উপর তাঁহার বড়ই রাগ রহিয়া গেল। সেই রাগে তিনি রাক্ষস মারিবার জন্য এমন ভয়ঙ্কর এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন যে, তেমন যজ্ঞ আর কেহ কখনও দেখে নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ দেব দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বার বার পরাশরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

এদিকে যজ্ঞ ভূমিতে প্রকাণ্ড তিন কুণ্ডে ঘোর শব্দে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার আলোকে স্বর্গ মর্ত্ত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাক্ষসেরা যে যেখানে আছে, সেই আগুনে আহুতি পড়িবামাত্র আর কোথাও তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছে না। পাহাড় পর্ব্বত আঁকড়াইয়াও তাহাদের রক্ষা নাই; সে ভীষণ আগুন তাহা শুদ্ধই তাহাদিগকে টানিয়া আনিতেছে!

বনের ভিতর হইতে পর্ব্বতের গুহা হইতে, এমন কি, পাতাল হইতেও দলে দলে বিকটাকার রাক্ষস, ঘন ঘন চীৎকার পূর্ব্বক প্রাণপণে মাটি আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে, পিছন বাগে আসিয়া আগুনে পড়িতে লাগিল। এরূপভাবে অধিকক্ষণ চলিলে আর পৃথিবীতে একটি রাক্ষসও থাকিবে না, ইহা দেখিয়া রাক্ষসদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষি পুলস্ত্যের মনে বড়ই কষ্ট হইল। এজন্য তিনি পুলহ, ক্রতু আর মহাক্রতু, এই তিনজন মুনিকে সঙ্গে করিয়া পরাশরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎস, এ সকল রাক্ষসের ত কোন দোষ নাই, ইহাদিগকে বধ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তোমার পিতা তাঁহার ভাইদিগের সহিত স্বর্গে গিয়া পরম সুখে আছেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর জন্য তোমার ক্রোধ করারও কোন কারণ নাই। তাই বলিতেছি, বৎস, আর যজ্ঞ করিয়া কাজ কি? উহা শেষ করিয়া দাও।"

তখন বশিষ্ঠদেবও পুলস্ত্যের পক্ষ হইলা পরাশরকে যজ্ঞ শেষ করিতে বলায়, পরাশর আর তাহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না। এইরূপে রাক্ষসদিগের বিপদ কাটিয়া গেল।

পরাশর তাঁহার যজ্ঞ শেষ করিয়া, তাহার আগুন হিমালয় পর্ব্বতে নিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজও সে আগুনকে মাঝে মাঝে পর্ব্বতের গায় জ্বলিতে দেখা যায়।

ঔর্ব

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কৃতবীর্য্য; আর এক মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম ভৃগু। ভৃগুর বংশের লোকেরা কৃতবীর্য্যের বংশের রাজাদিগের পুরোহিতের কার্য্য করিতেন।

সে কালের রাজারা তাঁহাদের পুরোহিতদিগকে অনেক ধন দান করিতেন। ভৃগুবংশের লোকেরা পুরোহিতের কাজ করিয়া এমনই ধনী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে যে কত কোটি টাকা ছিল, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না।

একবার রাজাদিগের একটা কাজের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হইল। এত টাকা তাঁহাদের ঘরে না থাকায়, তাঁহারা ভার্গব (ভৃগুবংশের লোক)-দিগের নিকট টাকা চাহিতে গেলেন। রাজাদিগকে টাকা দিতে ভার্গবদের ইচ্ছা ছিল না। নিতান্ত রাজাদের খাতিরে কেহ কেহ টাকা দিলেন বটে কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের টাকা পুঁতিয়া ফেলিলেন।

ইহার মধ্যে একজন ক্ষত্রিয় গিয়া কেমন করিয়া সেই টাকা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। সে টাকা তুলিতে তুলিতে প্রকাণ্ড পাহাড় হইয়া গেল; আর আর ক্ষত্রিয়েরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহা দেখিতে আসিল।

এ সকল ঘটনায় ভার্গবেরা যে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে বিস্তর কটু কথা কহিলেন; আর তাহাদের অনেককে বিধিমতে অপমান করিতেও ছাড়িলেন না।

ইহাতে ক্ষত্রিয়েরা সকলে রাগে অস্থির হইয়া, ধনুর্ব্বাণ হাতে ভার্গব-দিগকে আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের হাতে ভার্গবদিগের

সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন ; মার কোলের শিশুরা পর্য্যন্ত রক্ষা পাইল না। ইহাতেও কি নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়গণের রাগ থামিল ? ইহার পর তাহারা দেশ বিদেশে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, ভার্গবদিগের কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে।

ভার্গবদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদের স্ত্রী সকল ক্ষত্রিয়ের ভয়ে হিমালয়ে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইহাদের একজন নিজের নিতান্ত শিশু পুত্রটিকে অতি আশ্চর্য্য উপায়ে গোপন করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তাহা জানিতে পারিয়া,সেই শিশুর প্রাণবধ করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশুটি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসিবা-মাত্র, দুরাচারগণ অন্ধ হইয়া গেল ! তখন আর তাহাদের দুর্গতির অবধি রহিল না। বিশাল পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর খানা-খন্দের ভিতরে তাহারা না পাইল পথ, না করিতে পারিল আহারের আয়োজন। এইরূপে তাহারা নাকালের একশেষ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে যোড়হাতে সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "মা ! আমরা যেমন দুরাচার, তেমনি আমাদের উচিত সাজা হইয়াছে। আর কখনও আমরা এমন কর্ম্ম করিব না। এখন দয়া করিয়া আমাদের চক্ষু দিয়া দি'ন্, আমরা দেশে ফিরিয়া যাই।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "বাছা সকল, আমিত জানিয়া শুনিয়া তোমাদের কিছু করি নাই। বোধ হয় আমার এই ছেলেটির ক্রোধেই তোমাদের ওরূপ দশা হইয়া থাকিবে। এই শিশু অতি মহাপুরুষ ; জন্মিবার পূর্ব্বেই সকল বেদ শিক্ষা করিয়াছে। তোমরা ইহাকে তুষ্ট কর, তোমাদের চক্ষু ভাল হইবে।"

এ কথায় তাহারা সে ছেলেটির নিকট হাত যোড় করিয়া বলিল, "ভগবন্, আমাদিগকে দয়া করুন, আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

তখন সেই শিশু ক্ষত্রিয়গণের চক্ষু ভাল করিয়া দিলে, তাহারা লজ্জিত ভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সেই ছেলেটির নাম ছিল ঔর্ব্ব। সে যাত্রা ক্ষত্রিয়দিগকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু উহারা যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহার আত্মীয়-দিগকে বধ করিয়াছিল, সে কষ্ট তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। মনের দুঃখ কোনরূপে দূর করিতে না পারিয়া, তিনি সৃষ্টি বিনাশ করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই আশ্চর্য্য তপস্যার তেজ দেবতাদিগেরও সহ্য করা কঠিন হইল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ঔর্ব্বের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎস, আমরা তোমার তপস্যার বল দেখিয়া আশ্চর্য্য এবং আনন্দিত হইয়াছি। এখন তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমরা ক্রোধের বশ নহি; সুতরাং তুমি যাহা করিতে যাইতেছ, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। ইহাতে তোমার তপস্যার হানি হইবে; তুমি শীঘ্র এ কাজ ছাড়িয়া দাও।"

ঔর্ব্ব কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আপনাদের আজ্ঞা পাইয়াও ত আমি রাগ দূর করিতে পারিতেছি না। ক্ষত্রিয়েরা যখন আপনাদিগকে বধ করে, তখন আমি মাতৃগণের ক্রন্দন শুনিয়াছিলাম। সে সময়ে আপনারা প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া, এই পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় পান নাই। এখন সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া রাগে আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, আমার সে রাগ এখন যথার্থই আগুন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ আগুন আমি কোথায় ফেলি, আপনারা তাহা বলিয়া দিন্।"

পিতৃগণ বলিলেন, "বৎস, তোমার এই ভীষণ রাগের আগুন তুমি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও।"

এ কথায় ঔর্ব্ব সেই অদ্ভুত আগুন সমুদ্রের জলে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। জলে পড়িয়া তাহা অতি বিশাল এবং ভীষণ ঘোড়ার মুখের আকার ধারণ করিল। সেই ঘোড়ার মুখ দিয়া না কি এখনও আগুন বাহির হয়। যাহাকে বাড়বানল বলে, তাহা ঔর্ব্বের সেই রাগের আগুন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অষ্টাবক্র।

মহর্ষি উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে একটি পুত্র, সুজাতা নামে একটি কন্যা, আর কহোড় নামে একটি শিষ্য ছিলেন। গুরুর প্রতি কহোড়ের বড়ই ভক্তি, এবং তাঁহার সেবায় যার পর নাই যত্ন ছিল। তাহাতে উদ্দালক অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সকল বিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

কহোড়ের যে পুত্র হইল, সে বড়ই আশ্চর্য্য লোক। জন্মিবার পূর্ব্বেই সে তাহার পিতার ভুল ধরিয়াছিল। একদিন সে কহোড়কে বলিল, "বাবা, তুমি সকল রাত জাগিয়া পড়, কিন্তু তোমার পড়া ঠিক হয় না।" সে সময়ে কহোড়ের শিষ্যগণ সেইখানে উপস্থিত থাকায়, সেই শিশুর কথায় তাঁহার নিতান্তই লজ্জা বোধ হইল। সুতরাং তিনি শিশুটিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "যেহেতু তুমি আমার এইরূপ অপমান করিলে, অতএব তোমার শরীরের আটটি স্থান বাঁকা হইবে।"

পিতার শাপে ছেলেটি এইরূপ বাঁকা হইয়া জন্মগ্রহণ করাতে, তাঁহার 'অষ্টাবক্র' নাম রাখা হয়। জন্মের পর অষ্টাবক্র তাঁহার পিতাকে দেখিতে পান নাই, কারণ তাহার পূর্ব্বেই কহোড়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

কহোড় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া, সুজাতার নানারূপ ক্লেশ হইত। ইহাতে কহোড় দুঃখিত হইয়া মিথিলার রাজা জনকের নিকট কিছু টাকা ভিক্ষা করিতে গেলেন। জনকের সভায় বন্দী নামক বড়ই ভয়ানক রকমের একজন পণ্ডিত ছিলেন। জনকের নিকট কেহ কিছু চাহিতে গেলে, আগে এই বন্দীর সহিত তর্ক না করিয়া, সে রাজার সহিত দেখা করিতে পাইত না। তর্কের নিয়ম এই ছিল যে, 'যে হারিবে তাহাকেই জলে ডুবাইয়া

দেওয়া হইবে।' লোকটি এমনি অসম্ভব রকমের ঠ্যাটা যে কি বলিব! কাহারও সাধ্য ছিল না যে, তাঁহাকে তর্কে হারায়। কাজেই এ পর্য্যন্ত যত লোক আসিয়াছে, তাঁহার হাতে পড়িয়া সকলেই মারা গিয়াছে। বেচারা কহোড়েরও টাকা ভিক্ষা করিতে আসিয়া সেই দশাই হইল।

এ ঘটনার কথা অষ্টাবক্রকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি মনে করিতেন, উদ্দালক তাঁহার পিতা আর শ্বেতকেতু তাঁহার ভাই। শ্বেতকেতু আর অষ্টাবক্র প্রায় এক বয়সী ছিলেন। তাই তাঁহাদের খেলান বেড়ান সকলই এক সঙ্গে হইত। মাঝে মাঝে ঝগড়াও যে না হইত, এমন নহে।

এমনি করিয়া বার বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে এক দিন অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসিয়াছিলেন, তাহাতে শ্বেতকেতুর হিংসা হওয়াতে, তিনি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। ইহাতে অষ্টাবক্র কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, শ্বেতকেতু বলিলেন, "উহা ত তোমার পিতার কোল নহে, তুমি কেন ওখানে বসিবে?"

এ কথায় অষ্টাবক্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিজের মাতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমার বাবা কোথায়?"

তখন সুজাতা আর কি করেন? কাঁদিতে কাঁদিতে অষ্টাবক্রকে তাঁহার পিতার মৃত্যুর কথা শুনাইলেন। সে সংবাদ শুনিয়া অষ্টাবক্র তখন কিছু বলিলেন না, কিন্তু রাত্রিতে শ্বেতকেতুর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার অনেক পরামর্শ হইল।

অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "চল, আমরা কাল মিথিলায় যাই।"

শ্বেতকেতু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিথিলায় যাইব কেন? সেখানে কি আছে?"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "সেখানে জনক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, তাহাতে পৃথিবীর যত মুনি ঋষি আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই আসিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে, দেখিতে বড়ই চমৎকার হইবে। সেখানে গেলে আমরা সেই তর্কের তামাসাও দেখিতে পাইব, বেদগানও শুনিতে পাইব, আর তাহার উপরে বিস্তর টাকা কড়ি লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিবে।"

তখন শ্বেতকেতু উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তবে চল যাই!"

পরদিন ভোরে উঠিয়া দু'জনে মিথিলায় যাত্রা করিলেন। পথের শোভা দেখিয়া, আর যজ্ঞের কথা কহিয়া মনের আনন্দে তাঁহাদের সময় কাটিয়া গেল; সুতরাং মিথিলায় উপস্থিত হইতে তাঁহাদের কোন কষ্টই হইল না। সে সময়ে স্বয়ং মহারাজা জনক রাজপথ দিয়া যজ্ঞস্থানে যাইতেছিলেন; রাজার সিপাহীরা দূর হইতে চীৎকারপূর্ব্বক লোক সরাইয়া পথ পরিষ্কার রাখিতেছিল। অষ্টাবক্র আর শ্বেতকেতুকেও তাহারা সরিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু অষ্টাবক্র তাহাদের কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! পথের মধ্যে যতক্ষণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত না হন, ততক্ষণ সকলের আগে অন্ধ, তারপর বধির, তারপর স্ত্রীলোক, তারপর মোট মাথায় মুটে, তারপর রাজা পথ পাইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ আসিলে সকলের আগে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনার যাওয়া কেমন হয়?"

ইহাতে জনক আশ্চর্য্য এবং সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ইনি যথার্থই কহিয়াছেন; ব্রাহ্মণ শিশু হইলেও সম্মানের পাত্র। শীঘ্র ইঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দাও!"

অষ্টাবক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, আমরা বড় সাধ করিয়া আপনার যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি, আর আপনার ঐ দারোয়ান বেটা আমাদিগকে ঢুকিতে দিতেছে না; ইহাতে আমাদের অত্যন্ত রাগ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া উহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে বলুন।"

তখন দারোয়ান বলিল, "ঠাকুর আমাদের দোষ নাই, আমরা বন্দীর হুকুমে কাজ করি। তিনি বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকেই ঢুকিতে দিতে বলিয়াছেন ; ছেলেপিলেকে ঢুকিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "পণ্ডিতকে যে ঢুকিতে দাও, সেত খুব ভাল কথা। কিন্তু খালি কি বুড়া হইলেই পণ্ডিত হয়, আর চুল দাড়ি শাদা না হইলে আর দাঁত সবগুলি পড়িয়া না গেলে, পণ্ডিত হয় না ? আমরা যে পণ্ডিত নহি, তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিলে ?"

দারোয়ান বলিল, "ঠাকুর তোমার যতখানি বয়স হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিতে তাহার চেয়ে ঢের বেশী সময় লাগে। ছেলেমানুষ আসিয়া বুড়ার মত কথা কহিলেই কি সে পণ্ডিত হইয়া যায় ?"

অষ্টাবক্র বলিলেন, আচ্ছা বাপু, তুমি না হয় মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না। আজ আমরা সভায় গিয়া যখন তর্কের চোটে তোমাদের বন্দী মহাশয়ের ধন্ধ লাগাইয়া দিব, তখন বুঝিবে কে বেশী পণ্ডিত।"

দারোয়ান বলিল, "তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদিগকে অমনি কি করিয়া ঢুকিতে দিই ? একটু অপেক্ষা কর, দেখি, কৌশলে ঢুকাইতে পারি কি না। না হয় তোমরাও একটু চেষ্টা কর।"

তখন অষ্টাবক্র আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ ! শুনিয়াছি আপনার বন্দী না কি বড়ই পণ্ডিত, সে সকলকে তর্কে হারাইয়া জলে ডুবাইয়া মারে। আপনার এই লোকটি কোথায় ? আমি তাহাকে একটিবার দেখিতে চাহি। আপনারা দেখুন, আজ আমি তাহাকে জলে ডুবাইতে পারি কি না।"

রাজা বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি বন্দীর কথা ভাল করিয়া জান না, তাই ওরূপ কহিতেছ। বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট হারিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই হারাইতে পারেন নাই।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "মহারাজের কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বন্দী আমার মত লোকের হাতে পড়ে নাই; তাই তাহার অত বড়াই। আমার সঙ্গে একটিবার তর্ক করিলে, উহার ঠিক পথের মাঝখানে ভাঙ্গা গাড়ীর মত দুর্দ্দশা হইবে।"

ইহাতে রাজা খুব শক্ত শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র সে সকল কথার যে উত্তর দিলেন, তাহা শুনিয়া রাজাকে বলিতে হইল যে, "ব্রাহ্মণ-কুমার, তোমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম; ঐ দেখ বন্দী বসিয়া আছেন।"

তখন অষ্টাবক্র বন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে বন্দী, আইস, আমরা তর্ক করি! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর দিবে; আর তুমি যে কথা কহিবে আমি তাহার উত্তর দিব। যে ঠকিয়া যাইবে, তাহাকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে।"

এ কথায় বন্দী সম্মত হইলে, অমনি অষ্টাবক্রের সহিত তাঁহার কথার লড়াই আরম্ভ হইল।

বন্দী বলিলেন, "সকল আগুন একই জিনিস; সূর্য্য একটি মাত্র; ইন্দ্র একজন; যম একজন।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "ইন্দ্র আর অগ্নি দুই বন্ধু; নারদ আর পর্ব্বত দুই দেবর্ষি; অশ্বিনীকুমারেরা দু'জন; রথের চাকা দু'খানি; স্বামী আর স্ত্রী দু'জন।"

এমনি করিয়া দু'জনে বিষম বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বন্দী যাহাই বলেন, অষ্টাবক্র তাহার চেয়ে বেশী করিয়া বলেন; আবার বন্দী তাহার চেয়েও বেশী করিয়া বলিলে, অষ্টাবক্র আরও বেশী করিয়া বলেন।

যে সকল জিনিস এক একটা করিয়া হয়, বন্দী তাহাদের নাম করিলে, অষ্টাবক্র যে সকল জিনিস যোড়া যোড়া হয়, তাহাদের নাম করিলেন। ইহাতে বন্দী আর কতগুলি জিনিসের নাম করিয়া বলিলেন যে, "এই সকল জিনিস তিন তিনটা করিয়া হয়।" অষ্টাবক্র তাহার উত্তরে এমন কতকগুলি জিনিসের কথা বলিলেন, সেগুলি চারি চারিটা করিয়া হয়।

এইরূপে চারির উত্তরে পাচ, পাচের উত্তরে ছয়, ছয়ের উত্তরে সাত এমনি করিয়া ক্রমে এগারটায় উঠিল। তারপর অষ্টাবক্র বলিলেন, "বৎসরে বারটি মাস; জগতী ছন্দের এক এক চরণে বারটি অক্ষর; প্রাকৃত যজ্ঞ বার দিনে শেষ হয়; আদিত্যেরা বার জন।"

এ কথার উত্তরে বন্দী, তেরটা করিয়া যাহা হয়, এমন দুটা জিনিসের নাম করিয়াই, "য়্যা—য়্যা—!—" করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন, আর অমনি অষ্টাবক্র ঐরূপ আরো অনেকগুলি জিনিসের নাম করিয়া তাঁহাকে বেকুব বানাইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সেই সভাশুদ্ধ লোক হো হো শব্দের সঙ্গে হাততালি দিয়া কি আনন্দ যে করিল, তাহা কি বলিব! বন্দীকে সকলেই অত্যন্ত ভয় করিত, ঘৃণাও করিত। বার বছরের ছেলে অষ্টাবক্র, এমন ভয়ঙ্কর লোককে মুহূর্ত্তের মধ্যে হারাইয়া দেওয়াতে তাহারা যেমন আশ্চর্য্য হইল, তেমনি অষ্টাবক্রের উপরে সন্তুষ্টও হইল।

তখন অষ্টাবক্র বলিলেন, "এই ব্যক্তি অনেক ব্রাহ্মণকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। সুতরাং ইহাকে কিছুতেই ছাড়া হইবে না; এখনই হাত পা বাঁধিয়া ইহাকে জলে নিয়া ফেল!"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্দী অষ্টাবক্রের এই কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না, বরং তাঁহার যেন ইহাতে খুব আনন্দই হইল। তিনি বলিলেন, "জলে ডুবিতে আমি কিছুমাত্র ভয় পাই না! আমি

বরুণের পুত্র। এই জনক রাজার ন্যায় আমার পিতাও আজ বার বৎসর ধরিয়া এক যজ্ঞ করিতেছেন; সেই যজ্ঞের জন্য ভাল ভাল ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়াতে, আমি ঐরূপ কৌশল করিয়া তাঁহাদিগকে আমার পিতার নিকট পাঠাইয়াছি। ইহাদের এক জনেরও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা আমার পিতার নিকট পরম সুখেই আছেন এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। অষ্টাবক্র আমার বড়ই উপকার করিলেন; তাঁহার কৃপায় আমি পিতার নিকট চলিয়া যাইব।"

এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কিন্তু সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এখন বন্দীকে কি করা হইবে?"

জনক বলিলেন, "উনি যখন হারিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "বরুণ ত জলের রাজা। এই ব্যক্তি যদি যথার্থ ই তাঁহার পুত্র হয়, তবে জলে ডুবিতে ইহার কোন ভয়ের কারণ দেখি না।"

বন্দী বলিলেন, "ঠিক কথা! ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। আর আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অষ্টাবক্র এখনই তাঁহার পিতা কহোড়ের দেখা পাইবেন!"

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই, বন্দী যে সকল ব্রাহ্মণকে জলে ডুবাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আবার জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন কহোড় জনককে বলিলেন, "মহারাজ! লোকে এই জন্যই পুত্র লাভ করিতে চাহে। আমি যাহা করিতে পারি নাই, আমার পুত্র অনায়াসে তাহা করিল। মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক!"

কহোড়ের কথা শেষ হইলে বন্দী জনককে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার আশ্রয়ে কয়েক বৎসর পরম সুখে বাস করিয়াছিলাম; এখন আপনার অনুমতি হইলে, আমি আমার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহি।"

এই বলিয়া বার বার জনককে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক, বন্দী হাসিতে হাসিতে সমুদ্রের জলে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অষ্টাবক্র নিজের পিতাকে সম্মুখে পাইয়া, মনের আনন্দে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন; তার পর উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের নিকট অনেক আশীর্ব্বাদ এবং জনকের নিকট রাশি রাশি ধন পাইয়া, কহোড় এবং শ্বেতকেতুর সহিত গৃহে ফিরিলেন। সেখানে আসিয়া অষ্টাবক্র জননীকে প্রণামপূর্ব্বক, তাঁহার সহিত কিছুকাল কথাবার্ত্তা কহিবার পর, কহোড় তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি শীঘ্র আশ্রমের নিকটের ঐ নদীটিতে স্নান করিয়া আইস।"

কি আশ্চর্য্য! অষ্টাবক্র নদীতে স্নান করিবামাত্র তাঁহার খোঁড়া পা, মুলো হাত, কুঁজো পিঠ, বাঁকা মুখ, একপেশে নাক আর কোঁকড়ান কাণ দূর হইয়া দেবকুমারের মত পরম সুন্দর চেহারা হইল। নদীতে স্নান করিয়া অষ্টাবক্রের অঙ্গ সমান হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি সেই নদীর নাম 'সমঙ্গা' হইয়াছে। অষ্টাবক্রের দেবতার সমান রূপ সত্ত্বেও, এখনও আমরা তাঁহাকে অষ্টাবক্রই বলিয়া থাকি। শিশুকালে বাঁকা শরীর লইয়া তিনি যে মহৎ কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই নামটি যেন তাহার কথা মনে করিয়া দিবার জন্যই রহিয়া গিয়াছে। তোমরা কিন্তু নাম শুনিয়া তাঁহার বাঁকা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইও না। তিনি অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

পরশুরাম।

কান্যকুব্জের রাজা গাধির সত্যবতী নামে একটি রূপবতী কন্যা ছিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র মহর্ষি ঋচীক সেই কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করেন।

ঋচীক রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে পরম সুপাত্র বটেন, কিন্তু তিনি নিতান্ত দরিদ্র; নিজে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারেন এমত সঙ্গতি তাঁহার নাই। এমন দরিদ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। সুতরাং ঋচীক দুঃখের সহিত গৃহে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন রাজা ভাবিলেন, "তাই ত, এমন মহাপুরুষকে অমনি ফিরাইয়া দেওয়াটা দেখিতে কেমন হয়? ইহাতে লোকে নিন্দা করিতে পারে, আর ইনিও বিরক্ত হইতে পারেন। সুতরাং ইহাকে সোজাসুজি 'না' 'না' বলিয়া, কৌশলপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিই।"

এই মনে করিয়া তিনি ঋচীককে বলিলেন, "আমাদের কুলের একটি নিয়ম আছে যে, আমরা কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে বরের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিয়া থাকি। সত্যবতীকে বিবাহ করিতে হইলে, আপনাকে পণ দিতে হইবে; আপনি কি তাহা আনিতে পারিবেন?"

ঋচীক বলিলেন, "কিরূপ পণ, তাহা জানিতে পারিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "সমস্ত শরীর ধপ্‌ধপে শাদা, কেবল একটি কাণের ভিতর লাল বাহির কালো, এইরূপ এক হাজারটি অতিশয় তেজস্বী ঘোড়া সত্যবতীর বিবাহের পণ। ইহা আনিয়া দিতে পারিলেই, আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পাইবেন।"

এইরূপ এক হাজারটি ঘোড়া বাজারে খুঁজিয়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না; আর থাকিলেও ঋচীক তাহার দাম দিতেন কোথা হইতে? কাজেই রাজা পণের কথা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, খুবই কৌশল করা হইয়াছে। কিন্তু ঋচীক অতি সহজ উপায়ে পণের যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার টাকার চিন্তাও করিতে হইল না, বাজারে বাজারে ঘুরিতেও হইল না। তিনি বরুণের নিকট গিয়া ঐরূপ এক হাজারটি ঘোড়া চাহিবামাত্র, বরুণ শুধু যে তাঁহাকে ঘোড়া দিলেন, তাহা নহে, সেই ঘোড়ার পাল তাড়াইয়া দেশে আনার পরিশ্রম হইতেও তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিলেন।

বরুণ বলিলেন, "মুনিঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্তে দেশে চলিয়া যাউন। সেখানে গিয়া আপনি ঘোড়ার কথা মনে করিবামাত্র, তাহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইবে।"

এ কথায় ঋচীকের ত আর আনন্দের সীমাই রহিল না। তিনি দিব্য আরামে ভজন গাহিতে গাহিতে কান্যকুব্জের নিকট গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া যেই তিনি ভাবিয়াছেন যে 'এখন ঘোড়াগুলি আসিলে হয়,' অমনি দেখিলেন, তাহারা চীঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে নাচিতে নাচিতে গঙ্গার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিতেছে! গঙ্গার সেই স্থানটির নাম তদবধি অশ্বতীর্থ হইয়া গেল।

সেই এক হাজার আশ্চর্য্য ঘোড়া লইয়া ঋচীক যখন হাসিতে হাসিতে গাধির নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা ত তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক্! যাহা হউক, এখন আর তাঁহার ঋচীককে ফিরাইয়া দিবার উপায় রহিল না। সুতরাং তিনি অবিলম্বে শুভদিন দেখিয়া তাঁহার সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিলেন।

ঋচীক সত্যবতীকে যেমন ভাল বাসিতেন, সত্যবতীও তাঁহাকে

তেমনি ভক্তি করিতেন। সুতরাং বিবাহের পর তাঁহাদের দিন অতিশয় সুখেই যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কি হইল, শোন।

সত্যবতীর পুত্র হয় নাই, তাঁহার মাতারও পুত্র হয় নাই। সকলেরই ইচ্ছা যে, তাঁহাদের দুজনের দুটি পুত্র হয়। এজন্য ঋচীক নিজ হাতে দুই বাটি চরু, অর্থাৎ পায়স, প্রস্তুত করিয়া; এক বাটি সত্যবতীকে এবং এক বাটি তাঁহার মাতাকে খাইতে দিলেন।

সত্যবতী সেই চরু হাতে মাতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, রাণী বলিলেন, "মা, আমি তোমার স্বামীর চেয়েও তোমার মান্য লোক, কাজেই আমি যাহা বলি, তোমার তাহাই করা উচিত।"

সত্যবতী বলিলেন, "কি করিব, মা?"

রাণী বলিলেন, "আমার মনে হয়, তোমার স্বামী তোমাকে যে চরু খাইতে দিয়াছেন, তাহা আমার চরুর চেয়ে অনেক ভাল;—তুমি সেই চরু আমাকে খাইতে দাও, আর আমার চরুটা তুমি খাও।"

মা যখন বলিতেছেন, তখন সত্যবতী আর কি করেন? কাজেই তিনি তাঁহার নিজের চরু রাণীকে খাইতে দিয়া, রাণীর চরু নিজে খাইলেন।

ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি ঋচীকের এ সকল কথা জানিতে বাকি রহিল না। তিনি ইহাতে দুঃখিত হইয়া সত্যবতীকে বলিলেন, "সত্যবতি, কাজটা ভাল কর নাই। তোমার মাতা রাজরাণী, আর তুমি তপস্বিনী। আমি চাহিয়াছিলাম যে, তোমার পুত্রটি ধার্ম্মিক তপস্বী, আর মহারাণীর পুত্রটি তেজস্বী বীর হয়; সেইরূপ চরুই আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এখন তোমরা চরু বদল করিয়া খাওয়াতে, তোমার ভাই হইবে নিরীহ ব্রাহ্মণ, আর তোমার পুত্র হইবে ঘোরতর ক্ষত্রিয়।"

এ কথায় সত্যবতী নিতান্ত আশ্চর্য্য এবং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হায় হায়, কি করিয়াছি! এমন পুত্র লইয়া আমি কি করিব?"

ঋচীক বলিলেন, "আমি কি করিব? ঐ চরুর ঐ গুণ। তুমি তাহা খাইয়া বসিয়াছ, এখন আর উপায় কি আছে?"

সত্যবতী বলিলেন, "তোমার পায় পড়ি, ইহার একটা উপায় হয় কি না দেখ। না হয় আমার নাতি ক্ষত্রিয় হউক; কিন্তু আমার পুত্রটি যেন তপস্বী ব্রাহ্মণ হয়।"

ঋচীক বলিলেন, "আচ্ছা, তাহা বোধ হয় হইতে পারে। তোমার পুত্র ব্রাহ্মণই হইবে, কিন্তু তোমার নাতিটি বড়ই উৎকট যোদ্ধা হইবে।"

ইহার কিছুদিন পরে সত্যবতীর একটি পুত্র হইলে, তাঁহার নাম জমদগ্নি রাখা হইল। ইনি বড় হইয়া একজন বিখ্যাত মুনি হইয়াছিলেন। সত্যবতীর ভাই হইলেন বিশ্বামিত্র। তিনি যে রাজা হইয়াও কি করিয়া শেষে মুনি হইয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলেই জানি।

জমদগ্নি বড় হইয়া রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ইহার পাঁচটি পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম রুমণ্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু এবং রাম। ইহাদের মধ্যে রাম যদিও সকলের ছোট, তথাপি গুণে তিনি সকলের বড় হইয়াছিলেন। ঋচীক সত্যবতীকে যে উৎকট যোদ্ধা নাতির কথা বলিয়াছিলেন, রাম সেই নাতি। ইহার কিঞ্চিৎ বয়স হইলেই, ইনি মহাদেবকে তুষ্ট করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং শেষে তাঁহার নিকট হইতে নানারূপ আশ্চর্য্য অস্ত্র পাইয়া ত্রিভুবনজয়ী অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠেন। মহাদেব তাঁহাকে এমনই অদ্ভুত একখানি পরশু, অর্থাৎ কুঠার দিয়াছিলেন যে, তাহার ধার কিছুতেই কমিত না, আর তাহার ঘায় পর্ব্বতও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত। এই পরশুখানি সর্ব্বদাই রামের হাতে থাকিত; এ জন্য সেই অবধি তাঁহার নাম 'পরশুরাম' হইল।

পরশুরাম ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন ছিল ক্ষত্রিয়ের মত কঠিন। সে যে কিরূপ কঠিন, তাহার পরিচয় একটা ঘটনাতেই পাওয়া গিয়াছিল। কোন কারণে একদিন রেণুকার উপর জমদগ্নি মুনির বড়ই ভয়ানক রাগ হয়। রাগে তিনি একেবারে পাগলের মত হইয়া, পুত্রগণকে বলিলেন যে, "তোমরা এখনই রেণুকাকে বধ কর।"

রুমণ্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ইহাদের কেহই এমন অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর কাজ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু পরশুরাম পিতার আজ্ঞামাত্র কুড়াল দিয়া তাঁহার মায়ের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন! জমদগ্নি তখন ক্রোধভরে শাপ দিয়া রুমণ্বান, সুসেন, বসু এবং বিশ্বাবসুকে পশু করিয়া দিলেন। পরশুরামকে তিনি বলিলেন যে, "বৎস, আমার কথায় তুমি বড়ই কঠিন কাজ করিয়াছ, এখন তোমার যেমন ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।"

এ কথায় পরশুরাম বলিলেন, "বাবা, যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে মাকে বাঁচাইয়া দি'ন্। আর দাদাদিগকে আবার ভাল করিয়া দি'ন্।"

জমদগ্নি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক, তুমি আর কি চাহ?"

পরশুরাম বলিলেন, "আমি যে মাকে বধ করিয়াছিলাম, এ কথা যেন তাঁহার মনে না থাকে, আর ইহার জন্য যেন আমার পাপ না হয়।"

জমদগ্নি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ?"

পরশুরাম বলিলেন, "আমি যেন অমর হই, আর পৃথিবীতে যত বীর আছে, সকলের চেয়ে বড় হই।"

জমদগ্নি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

ইহার পর একদিন জমদগ্নির পুত্রগণ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, এমন সময় হৈহয়ের রাজা কার্ত্তবীর্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কার্ত্তবীর্য্য বড়ই ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন। ইহার আসল নাম অর্জুন, পিতার নাম কৃতবীর্য্য। এই জন্যই লোকে ইহাকে

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অথবা শুধু কার্ত্তবীর্য্য বলিয়া ডাকিত। সাধারণ মানুষের দুটি বই হাত থাকে না, কিন্তু ইহার ছিল এক হাজারটি। এই এক হাজার হাতে একহাজার অস্ত্র লইয়া ইনি যখন যুদ্ধ করিতেন, তখন ইহার সামনে টিকিয়া থাকা কিরূপ কঠিন হইত, বুঝিতেই পার। তাহাতে আবার দত্তাত্রেয়ের বরে তিনি এমন একখানি রথ পাইয়াছিলেন যে, তাহাকে জল, স্থল, আকাশ, পাতাল, যেখান দিয়া বলা যাইত, সেখান দিয়াই সে গড়গড় করিয়া চলিত! এমন লোক যদি দুষ্ট হয়, তবে তাহাকে সকলেই ভয় করে। তাই দেবতারা অবধি কার্ত্তবীর্য্যকে দেখিলে দূর হইতে পলায়ন করিতেন।

এ হেন অদ্ভুত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ কেবল জমদগ্নি আর রেণুকা ভিন্ন তাঁহার সমাদর করিবার কেহই নাই। রেণুকা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার যথাশক্তি রাজাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা প্রভৃতি করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে আদর রাজা গ্রাহ্যই করিলেন না। তাহার বদলে তিনি আশ্রমের গাছপালা ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্বক মহর্ষির হোমধেনুর (হোমের গরুর) বাছুরটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া মহর্ষির মুখে এ সকল কথা শুনিবামাত্র, রাগে তাঁহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল! তিনি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, ধনুর্ব্বাণ এবং তাঁহার সেই সাংঘাতিক কুঠার হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিলেন। দু'জনে দেখা হইলে তাঁহাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার এক হাজার হাত এবং এক হাজার অস্ত্র লইয়াও পরশুরামকে কিছুতেই আঁটিতে পারিলেন না। পরশুরামের পরশু, দেখিতে দেখিতে, তাঁহার সেই এক হাজার হাত শুদ্ধ তাঁহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল!

কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, তাঁহার পুত্রগণের যে ভয়ানক রাগ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং, তাহারা তখন হইতেই ইহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। শেষে একদিন, পরশুরাম আর তাঁহার চারি ভাই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গেলে, দুষ্টেরা খালি আশ্রম পাইয়া, বাঘের মত আসিয়া জমদগ্নিকে আক্রমণ করিল। জমদগ্নি প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাতর ভাবে 'হা রাম!' 'হা রাম!' বলিয়া কতই চীৎকার করিলেন, দুরাত্মাগণের তথাপি দয়া হইল না।

এইরূপে সেই দুষ্টেরা জমদগ্নিকে হত্যাপূর্ব্বক সেখান হইতে প্রস্থান করিবার কিঞ্চিৎ পরেই পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমের আঙ্গিনায় প্রবেশমাত্রই তিনি দেখিলেন, সেখানে রক্তের স্রোত বহিতেছে, আর তাহার মধ্যে তাঁহার পিতার দেহ শত অস্ত্রের ঘায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন যে তাঁহার প্রাণে কি দারুণ কষ্ট হইল, আর কিরূপ কাতর ভাবে তাঁহার পিতার গুণের কথা বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিলেন, তাহার বর্ণনা আমি কি করিব? কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে তিনি রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। এমন রাগ বুঝি বা এ পৃথিবীতে আর কাহারও হয় নাই।

জমদগ্নির দেহ পোড়ানই অবশ্য এ সময়ে পরশুরামের প্রথম কর্ত্তব্য হইল। সে কাজ শেষ হইলে, তিনি ধনুর্ব্বাণ এবং ভীষণ কুঠার হস্তে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণের প্রাণ বধ করিতে বাহির হইলেন। অল্পকালের ভিতরেই ঘোরতর যুদ্ধে তাহাদের সকলে পরশুরামের কুঠারের ঘায় খণ্ড খণ্ড হইল, কিন্তু তথাপি পরশুরামের রাগ থামিল না। ইহার পর তিনি কার্ত্তবীর্য্যের বংশের সকল লোক এবং তাহাদের আশ্রিত সকলকে বধ করিলেন, তথাপি তাঁহার রাগ থামিল না। শেষে ক্ষত্রিয়মাত্রেই তাঁহার রাগের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

যতদিন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, ততদিন আর পরশুরাম বিশ্রাম করেন নাই। ক্রমে ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবীময় কাদা হইয়া গেল, ক্ষত্রিয়দের শিশুরা পর্য্যন্ত পরশুরামের হাতে প্রাণত্যাগ করিল; তাহর পর আর ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন পরশুরামের মনে দয়া হওয়াতে, তিনি দুঃখের সহিত বনে চলিয়া গেলেন।

বনে গিয়াও পরশুরাম অনেক সময় সেখানকার মুনিদিগের নিকট অহঙ্কার করিয়া বলিতেন, "আমি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়শূন্য) করিয়াছি।" কিন্তু মুনিরা কেহই তাঁহার এ নিষ্ঠুর কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এই ভাবে এক হাজার বৎসর চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয়দের যে দু'একটি শিশু ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের ছেলে পিলে হইয়া আবার এ পৃথিবী ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একদিন বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু, পরশুরামকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, "তুমি যে ক্ষত্রিয় শেষ করিয়াছ বলিয়া এত বড়াই করিয়া থাক,— কৈ! আবার ত দেখিতেছি, পৃথিবী ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে!"

এ কথায় পরশুরামের সেই নিভান রাগের আগুন আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! সুতরাং আর তিনি বনের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন আবার ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল। আবার ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী ভাসিয়া গেল। যতক্ষণ একটি মাত্র ক্ষত্রিয়ও খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, ততক্ষণ আর পরশুরাম বিশ্রাম করেন নাই। যখন আর ক্ষত্রিয় পওয়া গেল না, তখন আর কি করেন? তখন কাজেই তাঁহাকে থামিতে হইল। কিন্তু তাহা আর কত দিনের জন্য? যখন আবার ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, তখন পরশুরামের রাগও হঠাৎ আবার বাড়িয়া গেল। এমনি করিয়া ক্রমাগত একুশ বার তিনি

পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। শেষে ক্ষত্রিয়ের রক্তে সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে পাঁচটি হ্রদ হইয়া গেলে, সেই রক্তে পূর্ব্বপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন এতক্ষণে রাগটা একটু কমিয়াছে।

ক্ষত্রিয়েরাই ছিলেন পৃথিবীর রাজা, সেই ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করাতে সমস্ত পৃথিবী এখন পরশুরামেরই হইল। কিন্তু তিনি ত আর রাজ্যের লোভে ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করেন নাই, রাজ্যের প্রয়োজন তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। সুতরাং ইহার পর তিনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, সেই যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী মহর্ষি কশ্যপকে দান করিয়া ফেলিলেন।

পরশুরামের নিষ্ঠুর কার্য্যে অন্যান্য মুনিগণের ন্যায় কশ্যপও নিতান্ত দুঃখিত ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা পাইয়া তাঁহার মনে হইল যে, ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করিবার এই উত্তম সুযোগ। এই ভাবিয়া তিনি পরশুরামকে আঙ্গুল দিয়া দক্ষিণে যাইবার পথ দেখাইয়া বলিলেন, "হে মহাপুরুষ! তুমি তবে এখন এই পথে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চলিয়া যাও! এ সকল দেশ ত এখন আমার হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে আব তোমার বাস করা উচিত নহে!"

এ কথায় পরশুরাম আর কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া, তখনই দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চলিয়া গেলেন। সমুদ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র খানিক দূর সরিয়া গিয়া, তাঁহার বাসের জন্য 'শূর্পাকার' নামক একটি নূতন দেশ প্রস্তুত করিয়া দিল।

এদিকে পৃথিবীর নানারূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয়েরা মরিয়া যাওয়াতে কোথাও আর রাজা রহিল না। কশ্যপ মুনি পৃথিবীকে পাইয়া যদি তাহাতে রাজ্য করিতেন, তাহা হইলেও কতক কাজ হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তপস্বী মানুষ, রাজ্য লইয়া তিনি কি করিবেন? যে মুহূর্ত্তে তিনি পৃথিবী দক্ষিণা পাইলেন, তাহার পর মুহূর্ত্তেই তিনি তাহা ব্রাহ্মণ

দিগের হাতে দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীতে বাস করিয়া মনের সুখে তাঁহাদের জপ তপ করিতে লাগিলেন; উহা যে আবার শাসন করিতে হইবে, এ কথা তাঁহাদের মাথায়ই আসিল না। এভাবে কিছুদিন চলিলেই দেখা গেল যে, যত চোর ডাকাত, তাহারাই রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চোরেরা নিশ্চিন্তে চুরি করিয়া বেড়ায়, কেহ তাহাদিগকে সাজা দিবার কথা বলে না। ভাল লোকেরা দুষ্ট লোকদিগের ভয়ে সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকে, ধন পাইয়া লোকে এতটুকুও আশা করিতে পারে না যে, আর দু দণ্ড সে ধন তাহার হাতে থাকিবে। শেষে পৃথিবী আর পাপীদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া রসাতলে (পাতালে) যাইতে আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যিস্ ভগবান্ কশ্যপ সেই সময়েতাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের উরুদিয়া পৃথিবীকে আটকাইয়া ছিলেন; নহিলে এখন আমরা কোথায় বাস করিতাম?

কশ্যপ উরু দিয়া আটকাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর এক নাম হইয়াছে উর্ব্বী। সে যাত্রা পৃথিবী কোনমতে বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন না। তাই তিনি অতিশয় বিনয়ের সহিত কশ্যপকে বলিলেন, "ভগবন্, আমি কিসের ভরসায় সুস্থির থাকিব? আমাকে কে দেখিবে? রাজারা সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদের জায়গায় কেহ না আসিলে ত আমি আর উপায় দেখি না। ইঁহাদের কয়েকজনের সন্তানকে আমি অনেক কষ্টে নানাস্থানে লুকাইয়া রক্ষা করিয়াছি; কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে আনিয়া রাজা করিলে আমিও রক্ষা পাইতে পারি।"

তখন ভগবান্ কশ্যপ আর বিলম্ব না করিয়া এই সকল রাজপুত্রকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকেরা অতিশয় স্নেহের সহিত বিদূরথের পুত্রকে পালন করিতেছিল। মহর্ষি

পরাশর সৌদাসের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মাকে মাতার ন্যায় স্নেহে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎসকে বাছুরেরা তাহাদের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শিবির পুত্র গোপতিকেও গরুরা পালন করিয়াছিল; দিবিরথের পুত্রকে মহর্ষি গৌতম রক্ষা করিয়াছিলেন। বৃহদ্রথ নামক একটি রাজপুত্রকে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গোলাঙ্গুলগণ (এক প্রকার বানর) পালন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সমুদ্র মরুত্ত রাজার বংশের কয়েকটি বালককে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহর্ষি কশ্যপ এই সকল বালককে আনাইয়া পৃথিবীতে রাজা করিলে, তাঁহারা বিধিমতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন পূর্ব্বক ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

শুকদেব।

পূর্ব্বকালে মহাদেব এবং পার্ব্বতী কর্ণিকার ফুলের অপরূপ শোভা এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, সে সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মুনি, ঋষি সকলে মিলিয়া তাঁহাদের স্তব করিতেছিলেন।

সেই সময় ভগবান্ ব্যাস, সকল গুণে গুণবান্ দেবতুল্য পুত্র লাভের জন্য, মহাদেবের নিকট গিয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক অতি আশ্চর্য্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর কঠোর তপস্যায় কাটিয়া গেল, তথাপি ব্যাসদেব কিছুমাত্র কাতর বা চঞ্চল হইলেন না। সেই তপস্যার তেজে তাঁহার জটা আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং তদবধি চিরকালই তাহা ঐরূপ উজ্জ্বল দেখা যাইত। ত্রিভুবনের লোক সে তপস্যা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

সে তপস্যায় মহাদেব নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্নেহের সহিত ব্যাসকে বলিলেন, "দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেবের অন্য নাম), তুমি শীঘ্রই অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পরম গুণবান্ পুত্র লাভ করিবে। সেই পুত্র তাহার সমুদয় মন প্রাণ ভগবানের চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক ত্রিভুবনে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে।"

ইহাতে ব্যাসদেব যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক হোমের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হোমের প্রথম প্রয়োজন অগ্নি। তাহার জন্য ব্যাসদেব অরণী কাষ্ঠ দু'খানি (সেকালে দিয়াশলাইএর বদলে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন বাহির করিতে হইত; ঐ কাঠের নাম অরণী) লইয়া ঘর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় সেই কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পরম সুন্দর এক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই কুমারই ব্যাসদেবের পুত্র; তাঁহার নাম শুক।

শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, স্বয়ং গঙ্গাদেবী সেখানে আসিয়া তাঁহার পবিত্র জলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তাহার সঙ্গে স্বর্গ হইতে তাঁহার জন্য দণ্ড এবং কৃষ্ণাজিন (পরিবার জন্য কৃষ্ণসার নামক হরিণের ছাল) নামিয়া আসিল। দেবতারা দুন্দুভি বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত আসিয়া মহানন্দে শুকদেবের উপনয়ন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার জন্য অপূর্ব্ব কমণ্ডলু আর দিব্য বস্ত্র আনিয়া দিলেন। হংস, সারস, শুক প্রভৃতি পক্ষিগণ আনন্দে কোলাহলপূর্ব্বক তাঁহার চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

শুকদেব পরম ভক্ত সন্ন্যাসী হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাই কেহই তাঁহাকে পৃথিবীর ধনরত্ন কিছু উপহার দেয় নাই। ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভগবানের চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাঁহার মনে আসিত না, সুতরাং সাংসারিক সুখের আয়োজনে তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল?

দেবগণের গুরু বৃহস্পতির নিকট শুকদেব বিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলেন; কিন্তু বৃহস্পতির তাঁহার জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না। বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্র যেন আপনা হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তাঁহার আর কিছুই শিখিতে বাকি নাই।

তারপর শুকদেব তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দেবতারা এবং ঋষিগণ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "অহো! কি আশ্চর্য্য তপস্যা!" শুকদেব তখনও বালক ছিলেন; কিন্তু সেই বালককে দেখিলে দেবতারাও নমস্কার করিতেন।

কিন্তু বিদ্যা, সম্মান, তপস্যা, এ সকলের কিছুতেই শুকদেবের মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, "এ সকল পাইয়া আমার কি হইবে? আমি ভগবানকে চাই;—আমি মুক্তি চাই।"

তাই শুকদেব পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি মুক্তি লাভ করিতে চাই; দয়া করিয়া আমাকে তাহার পথ বলিয়া দি'ন্।"

এ কথা শুনিয়া আনন্দে ব্যাসদেবের চক্ষে জল আসিল। তিনি তখন হইতেই মুক্তিলাভের উপায় সকল শুকদেবকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, "বৎস, এখন তুমি মিথিলার রাজা জনকের নিকট যাও, তিনি তোমাকে মুক্তির কথা বলিবেন। বিনয়ের সহিত সেই মহাপুরুষের নিকট গমন করিবে; মনের ভিতরে কোনরূপ অহঙ্কার লইয়া যাইও না। তিনি আমাদিগের যজমান, তথাপি তুমি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিবে।"

শুকদেব তখনই মিথিলায় যাত্রা করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই চক্ষের পলকে শূন্যপথে তথায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু পাছে তাহাতে কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ হয়, তাই তিনি সেরূপ না করিয়া, অতিশয় শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত পথের কষ্ট সহ্য করিয়া তথায় হাঁটিয়া চলিলেন।

সুমেরু হইতে মিথিলা অনেক দূরের পথ। কত নদী, কত পর্ব্বত, কত তীর্থ, কত সরোবর, কত বন, কত প্রান্তর পার হইয়া, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক তবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই ভারতবর্ষে আর্য্যাবর্ত্ত, তাহার ভিতরে বিদেহ রাজ্য, সেইখানে মিথিলা নগর। মুক্তি ও ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে, শুকদেব অনেক কষ্টে দুই প্রহর বেলায় প্রখর রৌদ্রের সময় সেই মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।

শুকদেব রাজপুরীর প্রথম মহলে প্রবেশ করিবামাত্র, অশিষ্ট দারোয়ান সকল আসিয়া, ভ্রূকুটী পূর্ব্বক অতি কর্কশ ভাবে তাঁহার পথ আটকাইল।

কিন্তু তিনি ক্ষুধা, পিপাসা এবং পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াও, তাহাদের কথায় কিছুমাত্র ক্রোধ না করিয়া, শান্তভাবে সেই প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সেই দারোয়ানদিগের একজন, 'না জানি, ইনি কোন্ মহাপুরুষ হইবেন', এই ভাবিয়া যোড়হাতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক, তাঁহাকে দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিতে দিল। সেখানে রাজমন্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই, পরম সম্মান ও আদরের সহিত তাঁহাকে তৃতীয় মহলে লইয়া গেলেন।

রাজর্ষি জনক যখন জানিলেন যে, শুকদেব পথশ্রমে কাতর হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন, "আজ ইহাকে যত্নপূর্ব্বক বিশ্রাম করাও, কাল আমি ইঁহার সহিত দেখা করিব।"

এ কথায় জনকের লোকেরা শুকদেবের বিশ্রামের জন্ম নানারূপ আয়োজন করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য আয়োজনই তাহারা করিয়াছিল! সুশীতল সরবৎ, মনোহর মিষ্টান্ন, সুকোমল শয্যা, সুমধুর গীতবাদ্য, সুন্দর ফুলের সৌরভ ও বিচিত্র পাখার বাতাস, কোন বিষয়েই তাহারা ত্রুটী করে নাই। এমন সেবা দেবতারাও কমই পাইয়া থাকেন। কিন্তু শুকদেব এমন সেবা পাইয়াও কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না; তিনি সমস্ত রাত্রি ভাগবানের চিন্তাতেই কাটাইলেন।

পরদিন রাজা জনক পাত্রমিত্র সমেত তাঁহার নিকট আসিয়া, অশেষ-রূপ সমাদর পূর্ব্বক, ভক্তিভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, আপনি এত কষ্ট করিয়া কি জন্ম আমার নিকট আসিয়াছেন?"

শুকদেব কহিলেন, "মহারাজ, পিতৃদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনার নিকট আসিলে আমি মুক্তির কথা শুনিতে পাইব। আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেই বিষয়ের উপদেশ দি'ন্!"

ঐ কথায় জনক শুকদেবকে যে আশ্চর্য্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমন উপদেশ আর কেহই দিতে পারে না। সেই অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া শুকদেব অপার আনন্দের সহিত হিমালয় পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। ভগবান্ ব্যাস সে সময়ে সেই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে একটি অতি নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল নামক চারিটি শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিতেছিলেন। শুকদেব তথায় উপস্থিত হইয়া জনক রাজার উপদেশের কথা বলিলে, ব্যাসের মনে অতিশয় আহ্লাদ হইল।

ক্রমে ব্যাসদেবের শিষ্যেরা বেদ শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। তারপর ভগবান্ ব্যাস এবং নারদের নিকট নানারূপ উপদেশ পাইয়া, মুক্তির পথ শুকদেবের নিকট অতি পরিষ্কার এবং সহজ হইয়া গেল। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, "সংসারে থাকিলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়; আমি যোগবলে এই দেহ ত্যাগ করিয়া ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়া যাইব।"

এই ভাবিয়া শুকদেব তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, "পিতঃ! আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। অনুমতি করুন, আমি যোগবলে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়া যাই।"

ব্যাস বলিলেন, "বৎস, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া লই।"

কিন্তু পিতার এইরূপ স্নেহের কথায়ও কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, শুকদেব সেখান হইতে কৈলাস পর্ব্বতে চলিয়া আসিলেন। সেই পর্ব্বতের চূড়ায় বসিয়া যোগ সাধন করিতে করিতে, ক্রমে ভগবানের দেখা পাইয়া, তাঁহার আত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তিনি বায়ুর ন্যায় আকাশে উড়িয়া প্রবল বেগে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তখন তাঁহাকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছিল, আর তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন যে, সমুদয় সৃষ্টি ভগবানের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে সময়ে দেবতাগণ তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন, আর মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছিলেন যে, "এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইনি কে?"

শুকদেব সূর্য্যের দিকে চাহিয়া গভীর শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ করতঃ ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে যাইতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কোন্ দেবতা?" কেহ বলিল, "আহা, ইহার পিতা ইহাকে কতই স্নেহ করেন, তিনি কিরূপে এমন পুত্রকে বিদায় দিলেন?"

এ কথায় তখনই শুকদেবের পিতার কথা মনে পড়াতে, তিনি বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে বন্ধুগণ! যদি আমার পিতা আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকেন, তবে দয়া করিয়া তোমরা তাহার উত্তর দিও।"

তাহা শুনিয়া বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত সকলে বলিল, "হাঁ, শুকদেব, আপনার পিতা আপনাকে ডাকিলেই আমরা উত্তর দিব।"

ক্রমে শুকদেব মেরু ও হিমালয় পর্ব্বতের শত যোজন প্রশস্ত সোণা আর রূপার শৃঙ্গ দু'টির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বতের চূড়া শুকদেবকে দেখিবামাত্র দুই ভাগ হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অমনি চারিদিক্ হইতে শব্দ উঠিল, "কি আশ্চর্য্য!" "কি আশ্চর্য্য!"

এইরূপে শুকদেব ত্রিভুবনের লোককে আশ্চর্য্য করিয়া শেষে ভগবানের সহিত মিলিত হইলেন।

শুকদেব চলিয়া আসিলে ব্যাসের প্রাণ তাঁহার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, শুকদেবকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই পর্ব্বতের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহারা

চুঁভাগ হইয়া গিয়াছে। ব্যাসদেবকে দেখিয়া মহর্ষিগণ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক আহ্লাদ এবং বিস্ময়ের সহিত শুকদেবের আশ্চর্য্য কার্য্য সকলের কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাসদেব "হা বৎস!" "হা বৎস!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত সকলে শুকদেবের সেই কথা স্মরণ করিয়া 'ভো!' শব্দে ব্যাসদেবের কথার উত্তর দিল। সেই অবধি এখনও পর্ব্বত বা বনের নিকট কথা কহিলে, তাহারা তাহার উত্তর দিয়া পরম ভক্ত শুকদেবের পবিত্র নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

নচিকেতা।

অতি প্রাচীন কালে উদ্দানকি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম নচিকেতা।

একদিন মহর্ষি উদ্দানকি নদীতে স্নান ও তাহার তীরে সাধন ভজন শেষ করিয়া, আনমনে কুটীরে চলিয়া আসিলেন; সঙ্গে কাঠ, কলসী, ফুল আর ফল ছিল, তাহা লইয়া আসিবার কথা তাঁহার মনে হইল না।

বাড়ী আসিয়া সেই সকল দ্রব্যের কথা মনে পড়াতে, মহর্ষি নচিকেতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি বেদপাঠ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পূজা আর রন্ধনের আয়োজন নদীর তীরে ফেলিয়া আসিয়াছি; তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা লইয়া আইস।"

নচিকেতা তখনই ছুটিয়া নদীর ধারে গেলেন, কিন্তু সেখানে কাঠ বা কলসী, ফুল বা ফল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই নদীর স্রোতে তাহা ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি দুঃখিত মনে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা, নদীর ধারে গিয়া ত আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বোধ করি, তাহা স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।"

তখন বেলা অনেক হইয়াছিল, আর কাঠ আর ফল ফুল কুড়াইয়া মহর্ষি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় মানুষের সহজেই রাগ হয়। নচিকেতার কথা শুনিবামাত্র মহর্ষি ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিলেন, "তোমার এখনই যমের সহিত দেখা হউক।"

রাগের মাথায় কি বলিয়াছেন, মহর্ষির তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। কিন্তু এই দারুণ কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির

হইবামাত্র, নচিকেতা সকাল বেলার শেফালিকা ফুলটির ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। পিতার রাগ দেখিয়া সবে তিনি দুটি হাতজোড় করিয়া "বাবা, আমাকে দয়া করুন!" এই মাত্র বলিয়াছিলেন; ইহার অধিক আর তিনি বলিতে পাইলেন না।

নচিকেতার সেই অবস্থা দেখিয়া মহর্ষির চৈতন্য হইল। কিন্তু হায়! এখন চৈতন্য হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি? যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন আর ক্রন্দন ভিন্ন উপায় নাই। 'হায়! আমি কি করিলাম!' বলিয়া মহর্ষি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, 'হা পুত্র! হা বাপ নচিকেতা!' বলিয়া ব্যাকুল ভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণের বেদনা তাহাতে বাড়িল বই কমিল না।

এদিকে নচিকেতা যম রাজার পুরীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, ধর্ম্মরাজ যম সহস্র যোজন বিস্তৃত উজ্জ্বল সোণার সভায় বসিয়া ন্যায়ের দণ্ড হাতে পাপ পুণ্যের বিচার করিতেছেন।

নচিকেতাকে দেখিবামাত্র যম বলিলেন, "শীঘ্র ইহার বসিবার জন্য আসন লইয়া আইস। ইনি অতিশয় পিতৃভক্ত এবং পুণ্যবান্, ইহাকে মহামূল্য মণিমুক্তার থালা আনিয়া উপহার দাও!"

নচিকেতা যমের সৌজন্যে অতিশয় তুষ্ট হইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এখন, আমি যে স্থানে থাকিবার উপযুক্ত, সেইখানে আমাকে পাঠাইয়া দি'ন্!"

এ কথায় যম একটু হাসিয়া যারপর নাই স্নেহের সহিত বলিলেন, "বৎস, তোমার ত মৃত্যু হয় নাই। তোমার পিতা অতিশয় তেজস্বী, তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি না। তিনি তোমাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন, তাই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। এখন দেখা হইয়া গেল; তুমি মনের সুখে গৃহে চলিয়া যাও। আর,

তোমাকে আমি অতিশয় স্নেহ করি, তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা বলিলেন, "পুণ্যবানেরা আপনার অধিকারে আসিয়া কিরূপ স্থানে বাস করেন, তাহা জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। আপনি যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে কৃপা করিয়া আমাকে সেই সকল দেখিতে দি'ন্।

এ কথায় যম নচিকেতাকে উজ্জ্বল রথে চড়াইয়া, পুণ্যবান্‌দিগের বাসস্থান সকলে লইয়া গেলেন। সেখানে যে যেমন পুণ্যবান্, তাঁহার সেইরূপ সুখে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। সে সকল স্থান যে কি সুন্দর, আর তাহাতে বাস করিতে যে কি আরাম, তাহা যাহারা সেখানে গিয়াছে, আর তথায় বাস করিয়া দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতে পারে। নচিকেতা দেখিলেন, সেখানে মিষ্টান্নের পর্ব্বত, দুগ্ধের নদী ও ঘৃতের হ্রদ আছে। সেখানকার যে গাছ, তাহাদের নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। সেখানকার যে বাড়ী ঘর, সে সকল চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, আর তাহাতে ঘরের কাজও চলে, গাড়ীর কাজও চলে, বেলুনের কাজও চলে, জাহাজের কাজও চলে।

নচিকেতা এই সকল আশ্চর্য্য স্থান দেখিয়া যেমন আনন্দলাভ করিলেন, যমের সুন্দর উপদেশ শুনিয়া তেমনি উপকারও পাইলেন। তারপর বিনীতভাবে যমকে নমস্কারপূর্ব্বক তিনি তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, যমের লোকেরা তাঁহাকে আদরের সহিত মহর্ষি উদ্দালকির আশ্রমে রাখিয়া গেল।

এদিকে মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া, সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। তাঁহার চক্ষের জলে নচিকেতার দেহ ভিজিয়া গেল, তথাপি তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না। রাত্রি

প্রভাত হইয়া আসিল ; তখনও নচিকেতার দেহ তাঁহার কোলে, তাঁহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছে। এমন সময় কি এক অপরূপ সৌরভে কুটীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আর, মহর্ষির মনে হইল, যেন নচিকেতার হাত পা অল্প অল্প নড়িতেছে। তাহার পর মুহূর্ত্তেই নচিকেতা উঠিয়া বসিলেন। তখন মহর্ষির মনে এত আনন্দ হইল যে, তিনি আর আশ্চর্য্য হইবার অবসর পাইলেন না।

ইহার পর বোধ হয় আর তিনি নচিকেতাকে সহজে কটুকথা কহিতেন না। আর এই ঘটনার দরুণ যে নচিকেতার মনে তাঁহার পিতার প্রতি কিছুমাত্র রাগ হয় নাই, তাহাও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। তিনি বলিতেন যে, "বাবা আমাকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এমন সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি।"

শঙ্খ ও লিখিত।

বহুকাল পূর্ব্বে শঙ্খ এবং লিখিত নামে দুটি ভাই বাহুদা নদীর তীরে নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেন।

একদিন শঙ্খ কোন কারণে আশ্রমের বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময়ে লিখিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্খকে আশ্রমে না পাইয়া, লিখিত এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, আশ্রমের একটি গাছে অতি চমৎকার ফল পাকিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় তখন লিখিতের খুব ক্ষুধা হইয়াছিল; তাই ফল দেখিবামাত্রই তিনি ভাবিলেন, "ইহার কয়েকটি পাড়িয়া খাই।" এই মনে করিয়া তিনি কয়েকটি ফল পাড়িয়া আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে শঙ্খও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

লিখিতকে ফল খাইতে দেখিয়া শঙ্খ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি এ সকল ফল কোথায় পাইলে?"

এ কথায় লিখিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদা, এ সকল ফল আপনারই আশ্রমের গাছ হইতে পাড়িয়া লইয়াছি।"

তখন শঙ্খ অতিশয় দুঃখের সহিত বলিলেন, "তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ! আমাকে না বলিয়া ফল খাওয়াতে চুরি করা হইয়াছে। এখন শীঘ্র রাজার নিকট গিয়া এই পাপের উচিত শাস্তি চাহিয়া লও।"

শঙ্খের কথায় লিখিত তখনই রাজা সুদ্যুম্নের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে অতিশয় সমাদরপূর্ব্বক বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, কি জন্য আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?"

লিখিত বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার কথা রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার পর কিন্তু আর 'না' বলিতে পারিবেন না। আমি দাদার অনুমতি বিনা তাঁহার আশ্রমের ফল খাইয়া চোরের কাজ করিয়াছি। আপনি শীঘ্র আমাকে ইহার উচিত শাস্তি দি'ন্।"

ইহাতে দ্যুম্ন যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, রাজা যেমন অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন, তেমনি তাহাকে ক্ষমাও করিতে পারেন। আপনি ধার্ম্মিক লোক, আমি আপনার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। ইহা ছাড়া আপনার কি চাই বলুন?"

লিখিত বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহি না, আপনি আমার অপরাধের উচিত শাস্তি দিন্।"

লিখিতের সরল সাধুতা দেখিয়া রাজার মনে তাঁহার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা হইল। কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না। লিখিত বলিলেন, "পাপের উচিত শাস্তি না পাইলে আমার শরীর হইতে সে পাপ দূর হইবে না; সুতরাং আমাকে শাস্তি দিতেই হইতেছে।"

তখন রাজা আর কি করেন? চোরের সাজা হাত কাটিয়া দেওয়া; সুতরাং তিনি লিখিতের হাত দু'খানি কাটিয়া দিয়া তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিলেন।

সেই কাটা হাত লইয়া লিখিত শঙ্খের নিকট আসিয়া বলিলেন, "দাদা, এই দেখুন রাজা আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। এখন আপনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।"

লিখিতের হাত দু'খানির দিকে চাহিবামাত্র শঙ্খের চোখে জল আসিল; তিনি নিতান্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, "ভাই, আমি ত তোমার উপর কিছুমাত্র রাগ করি নাই। তোমার পাপ হইয়াছিল, তাই

আমি তাহা দূর করাইয়া দিলাম। এখন তুমি বাহুদা নদীতে গিয়া বিধিমতে দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ কর।"

শঙ্খের কথায় লিখিত নদীতে স্নান করিয়া যেই তর্পণের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি তাঁহার হাত দু'খানি পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ হইয়া গেল। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া অবিলম্বে শঙ্খকে সেই হাত দেখাইলে, শঙ্খ বলিলেন, "লিখিত, তুমি আশ্চর্য্য হইও না; আমার তপস্যার বলেই এরূপ হইয়াছে।"

তখন লিখিত বলিলেন, "দাদা, আপনার এমন ক্ষমতা থাকিতে আপনি আমাকে রাজার নিকট পাঠাইলেন কেন? আপনি নিজেই ত আমাকে পবিত্র করিয়া দিতে পারিতেন।"

শঙ্খ বলিলেন, "ভাই, পাপের শাস্তিই হইতেছে তাহা দূর করিবার উপায়। রাজা ভিন্ন আর কাহারও সেই শাস্তি দিবার অধিকার নাই। এইজন্যই আমি তোমাকে রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। রাজা তোমাকে শাস্তি দেওয়াতে, তোমারও পাপ দূর হইল, তাঁহারও কর্ত্তব্য পালন হইল। সুতরাং ইহাতে দু'জনেরই মঙ্গল হইয়াছে।"

মুদ্গল ও দুর্ব্বাসা।

মহর্ষি মুদ্গলের বৃত্তান্ত অতি চমৎকার।

মহর্ষি মুদ্গল কুরুক্ষেত্রে বাস করিতেন। তাঁহার মত দরিদ্র এবং ধার্ম্মিক লোক সংসারে অতি অল্পই ছিল। চাষীরা ক্ষেতের ধান কাটিয়া নিলে যে দু একটি ধান ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিত, মহর্ষি মুদ্গল পোনের দিন ধরিয়া তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া কুড়াইতেন। এমনি করিয়া পোনের দিনে তাঁহার এক দ্রোণ (প্রায় বত্রিশ সের) ধান হইত। পোনের দিন পরে সেই ধানে দেবতা আর অতিথিগণের পূজা হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, মুদ্গল এবং তাঁহার পরিবার তাহাই আহার করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেন। পোনের দিন অন্তর এইরূপে মুদ্গলের আশ্রমে পূজা হইত! আর সেই পূজা তিনি এমন ভক্তিভরে এবং পবিত্রভাবে করিতেন যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাহাতে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদের কৃপায় মহর্ষির এক দ্রোণ ধানেই সমুদয় দেবতাগণ এবং শত শত ব্রাহ্মণের পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন হইত।

মুদ্গলের আশ্চর্য্য পূজার কথা শুনিতে পাইয়া, একদিন দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসার স্বভাব যেমন কর্কশ, চেহারা তেমনি কদাকার। তাহার উপর আবার মাথায় চুল নাই ; পরনে কাপড় নাই ; মুখে গালি ভিন্ন আর কোন কথা নাই। চাহনি আর চাল চলন দেখিলে, সাধ্য কি কেহ বলে যে 'এ ব্যক্তি পাগল নহে, ভালমানুষ।' দুর্ব্বাসা আসিয়াই বলিলেন, "বড় ক্ষুধা হইয়াছে, শীঘ্র খাবার আন!"

মুদ্গল মধুর বাক্যে সেই পাগলের কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ; এবং সন্তোষের সহিত তাঁহার সকল গালি আর অত্যাচার সহ্য করিয়া, পরম যত্নে তাঁহাকে আহার করাইলেন।

না জানি সর্ব্বনেশে মুনির কেমন সর্ব্বনেশে ক্ষুধা হইয়াছিল! মুদ্গলের অতি কষ্টে কুড়ান সেই আধ মণ ধানের ভাত দেখিতে দেখিতে তিনি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিলেন। তারপর সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা গায়ে মাখিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে পাগলের মত চলিয়া গেলেন; মুদ্গল এবং তাঁহার পরিবারের খাইবার জন্য কিছুই রহিল না।

সেই পরম ধার্ম্মিক তপস্বী ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত বা দুঃখিত না হইয়া, অনাহারে থাকিয়াই পুনরায় ধান কুড়াইতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসাও পোনের দিন পরে আবার আসিয়া, তাহার সমস্ত খাইয়া আর গায় মাখিয়া শেষ করিতে ভুলিলেন না।

এইরূপ ঘটনা ক্রমাগত ছয় বার হইল। পোনের দিনের কঠিন পরিশ্রমে যাহা কিছু সঞ্চয় হয়, দুর্ব্বাসা আসিয়া তাহা খাইয়া যান; যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা গায় মাখেন। সুতরাং এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুদ্গল আর তাঁহার পরিবার এক গ্রাস অন্নও মুখে দিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাতেও এমন বোধ হইল না যে, তাঁহার মনে কিছুমাত্র ক্লেশ বা অসন্তোষ হইয়াছে। প্রথম দিনে তিনি যেমন হাসিমুখে এবং মিষ্টভাবে দুর্ব্বাসার সেবা করিয়াছিলেন, শেষ দিনেও ঠিক সেইরূপই দেখা গেল। তখন দুর্ব্বাসা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, মুদ্গলকে বলিলেন; "মুদ্গল! তোমার মত মহাশয় লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই। তোমার এমন ক্ষুধার সময়ও আমি বার বার আসিয়া তোমার অতি কষ্টে সঞ্চিত অন্ন খাইয়া যাইতেছি, তথাপি তোমার কিছুমাত্র রাগ হইতেছে না; কি আশ্চর্য্য! আমার পরম ভাগ্য যে, এমন মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় হইল। দেবতারাও তোমার সাধুতায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন; তুমি শীঘ্রই সশরীরে স্বর্গে যাইবে!"

দুর্ব্বাসার কথা শেষ হইতে না হইতেই, দেবদূত হংস-সারসে টানা বিচিত্র রথ সমেত মুদ্‌গলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,"মহর্ষি, আপনার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ; এখন এই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলুন।"

দেবদূতের কথা শুনিয়া মুদ্‌গল বলিলেন, "দেবদূত, স্বর্গবাসের কিরূপ গুণ, এবং তাহার দোষই বা কিরূপ, তুমি তাহার বর্ণনা কর! তোমার কথা শুনিয়া আমি যাহা করিতে হয় করিব!"

দেবদূত বলিল, "স্বর্গ এখান হইতে অনেক উচ্চে। দেবতাগণ নানারূপ রথে চড়িয়া সেখানে বিচরণ করেন। যাহারা তপস্যা করে না, যাহারা ধর্ম্মকে অবহেলা করে, যাহারা মিথ্যা কথা কহে আর যাহারা নাস্তিক, সে সকল লোক কখনও স্বর্গে যাইতে পারে না। কেবল ধার্ম্মিকেরাই স্বর্গে গিয়া থাকেন। মেরু নামক তেত্রিশ যোজন বিস্তৃত সোণার পর্ব্বতের উপরে দেবতাদিগের অতি আশ্চর্য্য এবং সুন্দর উদ্যান সকল আছে ; পুণ্যবান্ লোকেরা স্বর্গে গিয়া সেই সকল উদ্যানে বিহার করেন। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লেশ, ভয়, শোক তাপ, ক্লান্তি প্রভৃতি কোন অসুখই নাই। পরম পবিত্র নির্ম্মল সুশীতল বায়ু সর্ব্বদাই সেখানে ধীরে ধীরে প্রবাহিত থাকে, আর নানারূপ সুমধুর শব্দে প্রাণ-মন মোহিত হয়। সেই ধূলা ও দুর্গন্ধ শূন্য পরম সুন্দর পবিত্র স্থানে পুণ্যবানেরা, উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রথে চড়িয়া বিচরণ করেন। তাঁহাদের মনে কদাচ হিংসা, মোহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাব আসে না। তাঁহাদের সুগন্ধি পুষ্পমাল্য সকল কখনও মলিন হয় না।"

"স্বর্গবাসের এইরূপ গুণ। উহার দোষ এই যে, সেখানে গিয়া কেবল সুখই ভোগ করিতে হয়, ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করিবার অবসর থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বের পুণ্য শেষ হইলে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়।"

মুদ্‌গল বলিলেন, "আমি কেবল ভগবান্‌কেই চাহি; স্বর্গে বা সুখে আমার প্রয়োজন নাই। তোমার রথ লইয়া তুমি ফিরিয়া যাও।" এই বলিয়া দেবদূতকে বিদায়পূর্ব্বক মহর্ষি মুদ্‌গল ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন, এবং শেষে তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ইন্দ্র ও নহুষ

পূর্ব্বকালে ত্বষ্টা নামক প্রজাপতির সহিত ইন্দ্রের শত্রুতা হইয়াছিল। সে সময়ে ত্বষ্টা তাঁহার ত্রিশিরা নামক পুত্রকে ইন্দ্রের অনিষ্ট করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ত্বষ্টার পুত্রটি নিতান্তই অদ্ভুত রকমের ছিলেন। ত্রিশিরা কি না যাহার তিনটা মাথা। তিন মুখের এক মুখ দিয়া তিনি বেদ পাঠ করিতেন, আর এক মুখে মদ্য পান করিতেন। আর একখানি মুখ তাঁহার এমনি ভয়ানক ছিল যে, তাহা দেখিলেই মনে হইত, যেন তিনি ঐ মুখখানি দিয়া ত্রিভুবন গিলিয়া খাইবেন।

পিতার কথায় এই ত্রিশিরা, ইন্দ্রকে তাড়াইয়া নিজে ইন্দ্র হইবার জন্য, ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যাহার চেহারা দেখিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে যদি আবার এমন বিষম তপস্যা করিতে থাকে, তবে তাহাতে ইন্দ্রেরও ভয় সহজেই হইতে পারে। সুতরাং ইন্দ্র ত্রিশিরার তপস্যা ভাঙ্গিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই উৎকট তপস্যার কোনরূপ হানি করিতে পারিলেন না।

তখন ইন্দ্রের মনে হইল যে, ইহাকে বধ করা ভিন্ন আর ইহার তপস্যা নিবারণের অন্য উপায় নাই। এই মনে করিয়া তিনি ত্রিশিরার উপরে অতি ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। অস্ত্রের ঘায় ত্রিশিরা পড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র নিতান্ত ভয় পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এখন কি করি?"

এমন সময় একজন ছুতর, কুড়াল কাঁধে সেইখান দিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, তুই এক কাজ করিতে পারিস্?

"তোর ঐ কুড়ালখানি দিয়া এই লোকটার মাথা তিনটা কাটিয়া ফেল্ ত, দেখি।"

ছুতার বলিল, "আমি তাহা পারিব না, কর্ত্তা! কাজটা আমার বড়ই অন্যায় মনে হইতেছে; আর তাহা না হইলেও ইহার ঘাড় যে মোটা, আমার কুড়ালে ধরিবে না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তোর কোন ভয় নাই! আমি তোর কুড়ালকে বজ্রের মত কঠিন করিয়া দিব।"

ছুতার বলিল, "আপনি কে মহাশয়? আর এমন অন্যায় কাজ করিয়া আপনার কি লাভ হইবে?"

ইন্দ্র বলিলেন, "আমি ইন্দ্র। তুই কোন চিন্তা করিস্ না, আমার কাজটা করিয়া দে।"

ছুতার বলিল, "এমন নিষ্ঠুর কাজ করিতে কি আপনার লজ্জা হইতেছে না? ব্রহ্মহত্যার পাপের কথাও ত একবার ভাবিতে হয়!"

ইন্দ্র বলিলেন, "তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই; আমি অনেক ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মহত্যার দোষ সারাইয়া লইব।"

তখন ছুতার যেই তাহার কুড়াল দিয়া ত্রিশিরার মাথাগুলি কাটিল, অমনি তাঁহার তিনটি মুখ হইতে তিত্তির, চড়ুই প্রভৃতি পক্ষী উড়িয়া বাহির হইতে লাগিল!

এইরূপে ত্রিশিরাকে বধ করিয়া ইন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ঘরে চলিয়া আসিলেন।

ত্রিশিরার মৃত্যুর কথা শুনিয়া ত্বষ্টার যে খুব রাগ হইয়াছিল, এ কথা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তিনি রাগে অস্থির হইয়া আচমন-পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র, অতি ভীষণ এক দৈত্য উৎপন্ন হইল। দৈত্যকে দেখিয়া ত্বষ্টা বলিলেন, "বড় হও!" অমনি সে দেখিতে দেখিতে

আকাশের মত উঁচু হইয়া গেল। তার পর সে আকাশকেও ছাড়াইয়া উঠিল; তার পর আর কত বড় হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

সেই দৈত্যের নাম বৃত্র। বৃত্র হাত যোড় করিয়া ত্বষ্টাকে বলিল, "মহাশয়! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?"

ত্বষ্টা বলিলেন, "তুমি স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রকে সংহার কর।"

এ কথায় বৃত্র তখনই স্বর্গে গিয়া কি কাণ্ড যে উপস্থিত করিল, তাহা কি বলিব! দেবতারা কিছুকাল তাহার সহিত খুবই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যুদ্ধে তাহার কি হইবে? সে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রকে মশার কামড়ের মত অগ্রাহ্য করিয়া খালি দেখিতে লাগিল, কোন্‌টা ইন্দ্র। তার পর তাঁহাকে চিনিবামাত্র, সে তাঁহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া, মুখের ভিতরে পুরিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে যুদ্ধের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া দিল।

ভাগ্যিস্ দেবতাদিগের নিকট 'জৃম্ভিকা' অর্থাৎ 'হাইতোলানি' নামক অতি আশ্চর্য্য অস্ত্র ছিল, নহিলে সর্ব্বনাশই হইয়াছিল আর কি! দেবতাগণ তাড়াতাড়ি সেই অদ্ভুত অস্ত্র আনিয়া প্রাণপণে তাহা ছুঁড়িয়া মারিবামাত্র, দুষ্ট দৈত্য বিশাল এক হাই তুলিল; আর সেই অবসরে ইন্দ্র যে কিরূপ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার মুখের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাহা বুঝিতেই পার।

তার পর আবার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই দুষ্ট দৈত্যের মুখের ভিতর হইতে বাহির হইয়া অবধি, ইন্দ্রের কেমন যেন মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহার পর আর একবার বৃত্র পুর্ব্ব করিয়া উঠিবামাত্র, তিনি নিতান্ত ব্যস্তভাবে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া, মন্দর পর্ব্বতের চূড়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন!

সেইখানে গিয়া দেবতারা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, কিন্তু সে যাত্রা আর তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিতে পারিলেন না। এই যুদ্ধের



বৃত্র হাই তুলিতেছে।

শেষ কি করিয়া হইয়াছিল,—কি করিয়া দধীচ মুনির হাড় দিয়া বজ্র প্রস্তুত হয়, আর সেই বজ্র দিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন, এ সকল কথা আমরা কিছু কিছু জানি। তবে, ইন্দ্র যে বজ্র হাতে পাইয়াই অমনি তাহা লইয়া বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, এ কথা বোধ হয় ঠিক নহে। বাস্তবিক ইন্দ্র সরলভাবে যুদ্ধ করিয়া বৃত্রকে বধ করেন নাই।

সম্মুখ যুদ্ধে বৃত্রকে আঁটিতে না পারিয়া, দেবতারা স্থির করিলেন যে, উহাকে কৌশলপূর্ব্বক.বধ করিতে হইবে। এই মনে করিয়া তাঁহারা মুনিদিগকে সঙ্গে করিয়া বৃত্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া মুনিরা তাহাকে বলিলেন যে,"হে বৃত্র! তোমার তেজে জীবগণের বড়ই ক্লেশ হইতেছে, সুতরাং তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতা কর।"

বৃত্র প্রথমে এ কথায় সম্মত হয় নাই। কিন্তু চতুর তপস্বিগণ সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিলে বড়ই চমৎকার ব্যাপার হইবে। তখন বৃত্র তাঁহাদিগকে বলিল যে, "ঠাকুর মহাশয়েরা, আপনারা আমার মান্য লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। আমি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার আগে দেবতাগণকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। উঁহারা শুক্‌নো জিনিস দিয়া বা ভিজা জিনিস দিয়া, পাথর দিয়া বা কাঠ দিয়া, অস্ত্র দিয়া বা শস্ত্র দিয়া, দিনের বেলায় বা রাত্রিতে, আমাকে বধ করিতে পারিবেন না। এ কথায় যদি দেবতারা রাজি হন, তবে আমি তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মুনিরা বলিলেন, "তথাস্তু!" সুতরাং তখন বৃত্র ভারি খুসী হইয়া ইন্দ্রের সহিত-বন্ধুতা করিল। তাহাতে ইন্দ্র মনে মনে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে; এখন ইহাকে একবার বাগে পাইলেই বধ করিব।"

ইহার পর একদিন সন্ধ্যাকালে ইন্দ্র সমুদ্রের ফেণা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, "এই সন্ধ্যাকাল দিবাও নহে রাত্রিও নহে; আর এই ফেণা শুক্‌নোও নহে ভিজাও নহে; পাথরও নহে; অস্ত্রও নহে। সুতরাং এই সন্ধ্যাকালে এই ফেণা দিয়া বৃত্রকে বধ করিতে হইবে!"

তারপর ইন্দ্র সন্ধ্যাকালে, ফেণার আঘাতে, বৃত্রকে বধ করিলেন। এত বড় অসুরটা ফেণার আঘাতে মরিয়া গেল, এ কথা নিতান্তই আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই ফেণার ভিতরে যে ইন্দ্রের বজ্রখানি লুকান ছিল, এ সংবাদটি শুনিলে আর কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে না।

বৃত্র মরিয়া গেল, দেবতাগণের আপদ দূর হইল। কিন্তু ইন্দ্রের মন ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ইহার কারণ এই যে, পাপ করিলে ইন্দ্রকেও ত তাহার ফলভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে ত্রিশিরাকে মারিয়া এক মহাপাপ করিয়াছিলেন, এখন বৃত্রের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করাতে আর এক মাহাপাপ হইল। না জানি, এ সকল পাপের কি ভয়ঙ্কর শাস্তি হইবে! এই চিন্তায় অস্থির হইয়া, ইন্দ্র স্বর্গের রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক, জগতের শেষে যে জল আছে, সেই জলের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

এ দিকে ইন্দ্র চলিয়া যাওয়াতে সংসারময় হাহাকার উপস্থিত হইল। বৃষ্টি নাই, পৃথিবীতে জল নাই, গাছ-পালা মরিয়া গিয়াছে, জীব-জন্তুর আহার মিলে না। দেবতারা দেখিলেন, সৃষ্টি আর থাকে না; অবিলম্বে একজন ইন্দ্র ঠিক না করিলে সকলই মাটি হয়। অনেক চিন্তা করিয়া তাঁহারা সংসারের মধ্যে একটিমাত্র লোককে ইন্দ্র হইবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। সেই লোকটি রাজা নহুষ। যশে, মানে, তেজে, ধর্ম্মে নিতান্তই সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্র হইবার উপযুক্ত লোক।

সুতরাং দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণ সকলে মিলিয়া নহুষের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি দেবরাজ্যের ভার গ্রহণ করুন।"

নহুষ বলিলেন, "আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, আমি কি করিয়া স্বর্গে রাজত্ব করিব?"

দেবতারা বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই; আপনি যাহার পানে তাকাইবেন, তাহারই বল হরণ করিতে পারিবেন।"

তখন নহুষ দেবতাদিগের কথায় সম্মত হইয়া স্বর্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল তিনি খুব ভাল করিয়াই রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! মানুষ হইয়া হঠাৎ এমন উচ্চপদ লাভ করাতে, শেষে বেচারার মাথা ঘুরিয়া গেল।

একদিন তিনি সভায় বসিয়া বলিলেন, "হে সভাসদ্গণ! আমি ত ইন্দ্র হইয়াছি, তবে শচী কেন আসিয়া আমার পদসেবা করে না?"

নহুষ আসিবার পূর্ব্বে শচী ছিলেন স্বর্গের রাণী। নহুষের মুখে এই অপমানের কথা শুনিয়া তিনি ভয়ে এবং দুঃখে নিতান্তই কাতর হইলেন। এ সময়ে বৃহস্পতি তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "মা! তোমার কোন ভয় নাই, শীঘ্রই আমাদের ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিয়া আসিবেন।"

এদিকে নহুষ নিতান্তই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছেন, শচীকে আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেই হইবে। অনেক কষ্টে তাঁহাকে দুই চারিদিনের জন্য থামাইয়া রাখিয়া, সকলে ইন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিষ্ণুর নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। বিষ্ণু তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে দেবতাগণ! তোমরা চিন্তিত হইও না। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই তাঁহার পাপ দূর হইবে, তোমাদেরও দুঃখ যাইবে। তোমরা কিছুকাল সাবধানে অপেক্ষা কর।"

বিষ্ণুর উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের পাপ দূর হইল বটে, কিন্তু একবার স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়াও, নহুষের ভয়ে তাঁহাকে পুনরায় পলায়ন করিতে হইল। ইহাতে শচী দেবীর মনে যে কি দারুণ ক্লেশ হইল, তাহা কি বলিব? তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "হে ধর্ম! যদি আমি কখনও দান করিয়া থাকি, যদি কখনও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখনও গুরুজনকে তুষ্ট করিয়া থাকি, আর সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকি, তবে যেন আমি আমার স্বামীকে আবার প্রাপ্ত হই।"

ইন্দ্র যে কোথায় পলায়ন করিয়াছিলেন, উপশ্রুতি নাম্নী এক দেবী তাঁহার সন্ধান জানিতেন। শচীর দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই উপশ্রুতি দেবী তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরম সুন্দর স্নেহময় মূর্ত্তি দেখিয়া, শচী যারপরনাই সম্মান এবং আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা?"

উপশ্রুতি বলিলেন, "দেবি, আমি উপশ্রুতি, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি একান্ত পুণ্যবতী এবং পতিপরায়ণা; তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে ইন্দ্রের নিকটে লইয়া যাইব।"

উপশ্রুতির কথায় শচী পরম আহ্লাদের সহিত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা দেবতাদিগের বাসস্থান পার হইয়া, হিমালয় পার হইয়া, উত্তর দিকে কত দূর যে গেলেন, তাহার অবধি নাই। যাইতে যাইতে শেষে তাঁহারা এক মহাসমুদ্রের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সমুদ্রে নানারূপ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের মাঝখানে শতযোজন বিস্তৃত একটি সুন্দর সরোবর। সেই সরোবরে; নানাবর্ণের অসংখ্য পদ্মের মধ্যে, একটি শ্বেতবর্ণের পদ্ম খুব উঁচু বোঁটায় ফুটিয়া বড়ই শোভা



পাইতেছিল। উপশ্রুতি এবং শচী সেই পদ্মের বোঁটার ভিতরে ইন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন।

শচীকে দেখিয়া ইন্দ্র নিতান্ত আশ্চর্য্য এবং আহ্লাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে? আর, আমি যে এখানে আছি, তাহাই বা কি করিয়া জানিলে?"

এ কথায় শচী সকল সংবাদ ইন্দ্রকে শুনাইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া, নহুষকে জব্দ করিবার উপায় শিখাইয়া দিলেন। সেই উপায় শিখিয়া শচীর মনে বড়ই আনন্দ হইল, এবং সেই মত কাজ করিবার জন্য স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে তিনি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না।

শচীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া নহুষ বলিলেন, "তুমি কবে আমার সেবা করিতে আসিবে?"

শচী বলিলেন, "আপনি যখন আমাকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত একখানি পাল্কীতে চড়িয়া আমাকে নিতে আসিবেন, তখনই আমি যাইব!"

নহুষ ইহাতে একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কেমন পাল্কী?"

শচী বলিলেন, "এমন পাল্কী হওয়া চাই যে, তেমন আর কাহারও নাই। সকলের পাল্কী বেহারায় বয়, কিন্তু আপনি যে পাল্কীতে চড়িয়া আসিবেন, তাহা বড় বড় মুনিরা বহিবে!"

নহুষ বলিলেন, "এ আর কত বড় একটা কথা?"

তখনই মুনি-ঋষিদিগের বড় বড় কয়েক জনকে পাল্কী কাঁধে করিয়া আসিতে হইল, সেই পাল্কীতে উঠিয়া নহুষ ভাবিলেন যে, এমন আমোদ আর তিনি কখনও ভোগ করেন নাই। সেই সকল মুনির মধ্যে একজন ছিলেন অগস্ত্য। তিনি যে কিরূপ অদ্ভুত লোক, তাহা ত জানই। নহুষ আহ্লাদে অধীর হইয়া সেই অগস্ত্যের মাথায় পা তুলিয়া দিলেন! অমনি

আর তিনি যাইবেন কোথায়? তখনই অগস্ত্যের শাপে তাঁহাকে অজগর হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে হইল, দেবতাদিগেরও আপদ কাটিয়া গেল।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই অজগরের সঙ্গেই একবার পাণ্ডবদিগের দেখা হইয়াছিল। তখন সে ভীমকে ধরিয়া গিলিবার আয়োজন করে, আর যুধিষ্ঠির আসিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেন। সে ঘটনা উপস্থিত ঘটনার দশ হাজার বৎসর পরে হইয়াছিল।

এইরূপে নহুষের অত্যাচার দূর হইল। তারপর যে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিয়া আসিলেন, আর দেবতাগণের তাহাতে খুব আনন্দ হইল, একথা আর বিশেষ করিয়া বলার কোন প্রয়োজন দেখি না।

সোমক ও তাঁহার ঋত্বিক্।

বহুকাল পূর্ব্বে সোমক নামে এক রাজা ছিলেন।

সোমকের একশত রাণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটিও পুত্র ছিল না! এ জন্য তিনি সর্ব্বদাই অতিশয় দুঃখিত থাকিতেন। এইরূপে অনেক বৎসর গত হইলে, ভগবানের কৃপায় বৃদ্ধ বয়সে রাজার জন্তু নামে একটি পুত্র হইল। এত কষ্টের পরে পুত্রটিকে পাইয়া, রাজা এবং রাণীগণের কিরূপ আনন্দ হইল আর তাঁহারা কিরূপ স্নেহের সহিত তাহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিয়া কত জানাইব? ছেলেটিকে বার বার অনিমেষ চক্ষে দেখিয়াও রাণীদিগের তৃপ্তি হইত না; তাঁহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিন রাত কেবল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিতেন।

এমন করিয়া দিন যায়, ইহার মধ্যে কি হইল শুন। হীরা-মতির ঝালর দেওয়া সোণার খাটে, মাখনের মত কোমল শয্যায়, জন্তু সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক পাপিষ্ঠ পিপীলিকা আসিয়া তাহার কোমরে কামড়াইয়া দিল। খোকা তখনই পিঠ বাঁকাইয়া, মুখ সিটকাইয়া, বিষম ভ্রূকুটি পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে খোকার সেই একশত মাতা সকলে মিলিয়া, বুক চাপড়াইয়া, হাত পা ছুঁড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

সে কালের মেয়েরা কি রকম সুরে বিলাপ করিত, জানি না। কিন্তু সেই একশত রাণীর চীৎকার মিলিয়া যে খুবই ভয়ানক একটা গোলমাল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ সোমক তখন ঋত্বিক (যজ্ঞের পুরোহিত) ও পাত্র-মিত্র লইয়া সভায় বসিয়াছিলেন, রাণীদের কান্নার শব্দ প্রলয়ের ঝড়ের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের ন্যায়, সেই সভায় আসিয়া

উপস্থিত হইল। রাজা তাহাতে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া দরোয়ানকে বলিলেন, "শীঘ্র দেখ, কি হইয়াছে!" দরোয়ান ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আনিল, "খোকা মহারাজের না জানি কি ভয়ানক কি হইয়াছে!"

তখন রাজা ছুটিলেন, মন্ত্রী ছুটিলেন, ঋত্বিক্ ছুটিলেন; পাত্র মিত্র সকলেই, পাগড়ী ফেলিয়া, শিখা এলাইয়া, অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। ততক্ষণে পিঁপড়েও চলিয়া গিয়াছে, খোকাও চুষী মুখে দিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছে। রাজা আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাই বল; আমি ভাবিয়াছিলাম, না জানি কি!"

খোকাকে খানিক আদর করিয়া আবার সভায় আসিয়া রাজা বলিলেন, "হায়! এক পুত্র হওয়ার কি কষ্ট? ইহার চেয়ে পুত্র না থাকাও বরং ভাল। বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্টে একটি মাত্র পুত্র পাইয়া, এখন তাহার চিন্তা আমার রোগের চিন্তার চেয়েও যেন বেশী হইয়াছে। ঋত্বিক্ মহাশয়, এমন কি কোন কর্ম্ম নাই, যাহা করিলে আমার একশতটি পুত্র হইতে পারে? যদি থাকে, বলুন; সে কার্য্য নিতান্ত কঠিন হইলেও আমি তাহা করিব।"

ঋত্বিক্ বলিলেন, "মহারাজ, এমন কার্য্য আছে। আপনি যদি তাহা করিতে পারেন, তবে বলি।"

রাজা বলিলেন, "শীঘ্র বলুন! সে কাজ ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমি অবশ্যই তাহা করিব।"

তখন ঋত্বিক্ বলিলেন, "মহারাজ! আমি আমার বাড়ীতে এক যজ্ঞ করিব। সেই যজ্ঞে আপনাকে আপনার পুত্রের বসা (চর্ব্বি) দ্বারা আহুতি দিতে হইবে! সেই সময়ে রাণীগণ সেই আহুতির ধোঁয়ায় গন্ধ লইলে, তাঁহাদের সকলেরই এক একটি পুত্র জন্মিবে। সেই সকল পুত্রের সহিত

আপনার এই পুত্রটিও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা যে সত্য, সেই খোকার বাম পার্শ্বে একটি সোণালী চিহ্নই হইবে তাহার প্রমাণ।"

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন, সুতরাং যথাসময়ে সেই নিষ্ঠুর যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যখন আহুতি দিবার জন্য ঋত্বিক্‌ জন্তুকে লইতে আসিলেন, রাণীরা তখন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের করুণ কান্নায় পাষাণ গলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর ঋত্বিকের হৃদয় গলিল না। রাণীরা খোকার ডান হাতখানি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন; ঋত্বিক্‌ তাহার বাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া আনিলেন। সেই শিশুকে হত্যা করিয়া, তাহার বসা দ্বারা আহুতি আরম্ভ হইল। সে আহুতির গন্ধ পাইয়া আর মাতাগণ তাঁহাদের শোক কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহারা সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

যাহা হউক, কিছু দিন পরে তাঁহাদের সকলেরই এক একটি পুত্র হইল। আর তাহাদের সঙ্গে জন্তুও যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ঋত্বিক্‌ যে সোণালী চিহ্নের কথা বলিয়াছিলেন, সেই চিহ্নটি তাহার বাম পাশে স্পষ্টই দেখা গিয়াছিল। এক শত পুত্রের মধ্যে জন্তুই হইল সকলের বড়, আর সকলের চেয়ে মাতাগণের অধিক স্নেহের পাত্র।

ইহার কিছু দিন পরে ঋত্বিকের মৃত্যু হইল; এবং যথাসময়ে মহারাজ সোমকও দেহত্যাগ করিলেন। পরলোকে গিয়া সোমক দেখিলেন যে, তাঁহার ঋত্বিক্‌কে ঘোরতর নরকে ফেলা হইয়াছে। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, ঋত্বিক্‌ মহাশয়! আপনার এমন দশা কেন হইল?"

ঋত্বিক্ বলিলেন, "মহারাজ! আপনার জন্য সেই যে যজ্ঞ করিয়াছিলাম, এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছি!"

তখন সোমক যমকে বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ, ইনি আমার গুরু, আর আমারই নিমিত্ত এই নরকে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দি'ন্, ইহার পরিবর্ত্তে আমি নিজে এই নরকে প্রবেশ করিতেছি।"

যম কহিলেন, "মহারাজ! একজনের কর্ম্মের ফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। তুমি সৎকার্য্য করিয়াছ, তাহার ফল-স্বরূপ তুমি পবিত্র লোক (স্থান) সকল ভোগ করিবে।"

রাজা কহিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে চাহি না। স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইহার সঙ্গে থাকিব। আমাদের দুজনেরই সমান কাজ, তাহার ফলও সমান হউক।"

যম বলিলেন, "তথাস্তু। তবে তোমরা উভয়ে কিছুকাল নরক ভোগ কর; তারপর উভয়ে স্বর্গে গিয়া সুখে বাস করিবে।"

ইহাতে সোমক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেই নরকে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় পুরোহিতের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের সকল পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। তারপর উভয়ে স্বর্গে গিয়া সেখানকার সকল সুখের অধিকারী হইলেন।

উশীনরের পরীক্ষা।

শিবিবংশীয় মহারাজ উশীনরের কথা অতি পবিত্র। যতদিন এই পৃথিবীতে পুণ্যবানের সম্মান থাকিবে, ততদিন লোকে মহারাজ উশীনরকে ভক্তি করিবে।

মহারাজ উশীনর যেমন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রও তেমন করিতে পারেন নাই।

একদিন ইন্দ্র অগ্নিকে বলিলেন, "উশীনর যে কেমন ধাৰ্ম্মিক, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া ইন্দ্র শ্যেন (শাচান) আর অগ্নি কপোতের (পায়রার) বেশে উশীনরের যজ্ঞভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ উশীনর যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময়, শ্যেন পাখীর তাড়ায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া, কপোতটি তাঁহার কোলে আসিয়া আশ্রয় লইল।

তখন শ্যেন রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। আপনি কপোতটিকে ছাড়িয়া দি'ন্, আমি ভক্ষণ করিব।"

রাজা বলিলেন, তাহা কি করিয়া হয়? এই কপোত প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়া আমার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, এখন ইহাকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অন্যায়! ব্রহ্মহত্যা আর গোহত্যার যেমন পাপ, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করাতে তেমনি পাপ।"

শ্যেন বলিল, "মহারাজ, আহার করিয়াই প্রাণিগণ জীবিত থাকে। না খাইতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব; আমার মৃত্যু হইলে আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেই বিনাশ পাইবে। আপনি একটি প্রাণীকে বাঁচাইতে গিয়া এতগুলি প্রাণীর মৃত্যু ঘটাইতেছেন, ইহা কি উচিত?"

রাজা কহিলেন, "তোমার ত ভোজনেই প্রয়োজন ; এই কপোতকে বধ না করিয়াও তাহা তোমার স্বচ্ছন্দে জুটিতে পারে। গরু, মহিষ, শূয়র, যাহা খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়, এখনই তোমাকে আনিয়া দিতেছি।"

শ্যেন কহিল, "মহারাজ, শ্যেন পক্ষী কপোত ভক্ষণ করে, ইহাই বিধাতার বিধি। অন্য কোন জন্তু আমরা খাই না ; আমাকে ঐ কপোতটিই দিতে আজ্ঞা হয়।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শিবিদিগের বিশাল রাজ্য দিতেছি, অথবা আর যাহা চাহ তাহাই দিতেছি, কিন্তু এই শরণাগত (আশ্রিত) কপোতটিকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি যাহা কবিলে তুমি এই কপোতটিকে ছাড়িতে সম্মত হও, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

শ্যেন কহিল, "মহারাজ! যদি এই কপোতটির প্রতি আপনার এতই স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে, ইহার সমান ওজনে আপনার নিজের মাংস কাটিয়া আমাকে দি'ন্। তাহা হইলে আমি আহ্লাদের সহিত কপোতকে ছাড়িয়া দিব।"

এ কথায় রাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়া, তখনই নিজের মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কপোতের ভার কি অসম্ভব ছিল,—রাজা নিজের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া কতই মাংস কাটিলেন, তথাপি তাহা কপোতের সমান হইল না!

রাজা পুনবায় তাঁহার শরীর হইতে অনেক মাংস কাটিয়া তুলায় দিলেন, তথাপি সেই ক্ষুদ্র কপোতের ভারই বেশী রহিয়া গেল। শেষে নিরুপায় ভাবিয়া তিনি নিজেই সেই তুলায় উঠিয়া বসিলেন।

তখন শ্যেন পক্ষী বলিল, "মহারাজ, আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত অগ্নি। আমরা তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। আজ তুমি যে

আশ্চর্য্য কাজ করিলে, তাহা চিরদিন ত্রিভুবনের লোকে স্মরণ করিবে।”

এই বলিয়া ইন্দ্র আর অগ্নি চলিয়া গেলেন। মহারাজ উশীনরও তখন পরম সুন্দর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অতি আশ্চর্য্য মণিময় রথে আরোহণ করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মহাভারতের অন্য স্থানে এই ঘটনার বর্ণনায় উশীনরের পরিবর্ত্তে শিবির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ উশীনরের তখনই স্বর্গে যাওয়ার কথা বলেন না। তাঁহাদের মতে অগ্নি রাজার নিকট বিদায় হওয়ার সময়, তাঁহাকে এই বলিয়া বর দেন যে, “মহারাজ, আমার জন্য তুমি নিজের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলে; আমি তাহা সোণার করিয়া তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি। উহা তোমার শরীরে অতি সুন্দর এবং পবিত্র রাজ-চিহ্ন হইয়া থাকিবে। আর তোমার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কপোতরোমা নামক একটি পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিবে। উহার সমান বীর আর এই পৃথিবীতে কেহই থাকিবে না।”

যবক্রীতের তপস্যা।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এবং রৈভ্য দুই বন্ধু ছিলেন। ভরদ্বাজের একটি পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম যবক্রীত। রৈভ্যের দুই পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের নাম অর্ব্বাবসু ও পরাবসু।

রৈভ্য এবং তাঁহার পুত্রগণ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য মুনিরা সকলেই তাঁহাদিগকে যারপরনাই সম্মান করিতেন। ভরদ্বাজ এবং যবক্রীত তপস্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা অধিক না থাকায় তাঁহারা তেমন সম্মান পাইতেন না। ইহাতে যবক্রীতের মনে বড়ই ক্লেশ হইত।

যবক্রীত যখন দেখিলেন যে, পণ্ডিত হইতে না পারিলে সমাজে মান লাভ করা যায় না, তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমি তপস্যা দ্বারা অতি অল্পকালের ভিতরেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইব।"

এই মনে করিয়া যবক্রীত গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই উৎকট তপস্যার তেজ ইন্দ্রের এতই অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তিনি আর যবক্রীতের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ইন্দ্র যবক্রীতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিপুত্র, তুমি কি জন্য এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ?"

যবক্রীত বলিলেন, "ভগবন্, আমি বিদ্যালাভের জন্য তপস্যা করিতেছি। গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ হইতে অনেক সময় লাগে। আমি তপস্যা করিয়া অল্পকালের মধ্যে এরূপ জ্ঞানলাভ করিতে চাহি যে, অন্য কোন ব্রাহ্মণের তাহা নাই!"

ইন্দ্র বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-কুমার, বিদ্যালাভের উপায় ত এরূপ নহে ; গুরুর নিকট গিয়া যত্নপূর্ব্বক বিদ্যালাভ কর। তপস্যায় দেহ ক্ষয় করিলে তোমার বিদ্যালাভ হইবে না।"

এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন, আর যবক্রীত আরো অধিক আগুন জ্বালিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষাও ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্র দেখিলেন, ঋষি-কুমার সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। তখন তিনি অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, যক্ষায় কাতর, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া, কাশিতে কাশিতে পুনরায় যবক্রীতেব তপস্যার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যবক্রীত দেখিলেন, কোথা হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া, ক্রমাগত কেবল মুষ্টি মুষ্টি বালি আনিয়া গঙ্গায় ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, 'বুড়া করে কি!' তারপর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ কি করিতেছেন?"

বুড়া বামুন বলিলেন,"গঙ্গা পার হইতে লোকের ভাবি কষ্ট হয়, তাই আমি সেতু বাঁধিতেছি। এই সুন্দর সেতুর উপর দিয়া সকলে অনায়াসে গঙ্গা পার হইবে।"

যবক্রীত হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ! হাঃ! হাঃ! তাহাও নাকি কখনও হয়! মুঠো মুঠো বালি ফেলিয়া আপনি ভাবিতেছেন, গঙ্গায় সেতু বাঁধিবেন! এ বিড়ম্বনা কেন? তাহার চেয়ে, যাহা হইতে পারে, এমন কোন একটা কাজ করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কেন বাপু! তুমি যদি তপস্যা করিয়া মস্ত পণ্ডিত হইতে পার, তবে আমিই বা কেন বালি দিয়া গঙ্গায় সেতু বাঁধিতে না পারিব?"

যবক্রীত বুঝিলেন, এই কেশো বামুন আর কেহই নহে, স্বয়ং ইন্দ্র। সুতরাং তিনি বলিলেন, "দেবরাজ, আমার এই তপস্যা আপনার ঐ বালির বাঁধের মত, ইহাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আপনার

যাহা সাধ্য হয় করুন। আমি ইহার পর আমার হাত পা গুলির এক একখানি আগুনে ফেলিয়া, আর একটু ভাল মতে তপস্যা করিব।”

ইন্দ্র ভাবিলেন, “কি বিপদ! এ ত দেখিতেছি বড়ই ভয়ানক লোক! নিজের মতলব আদায় না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না।” তখন তিনি আর উপায় না দেখিয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণ-কুমার, ক্ষান্ত হও! আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি। তুমি আর তোমার পিতা আমার বরে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলে; এখন ঘরে চলিয়া যাও।”

তখন আর যবক্রীতের আনন্দ দেখে কে! তিনি হাসিতে হাসিতে পিতার নিকট আসিয়া সকল কথা জানাইলেন। কিন্তু ভরদ্বাজ এ সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,“বৎস! আমার বড়ই ভয় হইতেছে,পাছে এই ঘটনায় তোমার অহঙ্কার হয়, আর তুমি নষ্ট পাও। দেখ, বালধি মুনির পুত্র মেধাবীও বর পাইয়া বড়ই অহঙ্কারী হইয়াছিল; তাই সে ধনুষাক্ষ মুনির কোপে মারা যায়। পূর্ব্বে বালধির এক পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে, তিনি অমর পুত্র লাভের জন্য তপস্যা করেন। দেবতা বর দিলেন, ‘তোমার পুত্র ঐ পর্ব্বতের ন্যায় অমর হইবে। যত দিন পর্ব্বত আছে তত দিন তাহার মৃত্যু নাই; পর্ব্বত নষ্ট হইলে তোমার পুত্রও মরিবে।’ সেই অমর পুত্র হইল মেধাবী। সে নিজকে অমর ভাবিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক ঋষিদিগের অপমান করিত। একদিন সে ধনুষাক্ষের আশ্রমে গিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিল। ধনুষাক্ষ তাহাকে “ভস্ম হও!” বলিয়া শাপ দিলেন,কিন্তু সে শাপে পর্ব্বত নষ্ট হইল না, কাজেই মেধাবীরও মৃত্যু হইল না। তাহাতে মুনি ক্রোধভরে এমন ভয়ঙ্কর বিশাল মহিষ সকলের সৃষ্টি করিলেন যে, তাহারা দেখিতে দেখিতে শিং দিয়া পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিল, আর সেই পর্ব্বত নষ্ট হইবামাত্র মেধাবীও মরিয়া গেল। তাই বলি বৎস, তুমি যেন বরলাভে অহঙ্কারী হইয়া বিপদে পড়িও না।”

যবক্রীত বলিলেন, "বাবা, আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না; আমি বিশেষ সাবধান হইয়া চলিব।"

কিন্তু হায়! মুখে বলিলেই যদি কাজে তাহা হইত, তবে আর দুঃখ কি ছিল! অল্পদিনের ভিতরেই যবক্রীতের অহঙ্কারে মুনিগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। শেষে একদিন যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমে গিয়া পশুর ন্যায় এমন জঘন্য অত্যাচার করিলেন যে, তেমন অত্যাচার কেহই সহিয়া থাকিতে পারে না।

তখন মহর্ষি রৈভ্য ক্রোধে অস্থির হইয়া, নিজের মাথার একটি জটা অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র, তাহা হইতে অতি ভীষণ এক রাক্ষস জন্মিয়া, শূল হাতে যবক্রীতকে বধ করিতে চলিল।

যবক্রীত প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক সরোবরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহাতে জল নাই। সেখান হইতে নদীতে গেলেন, দেখিলেন, তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে! সেখান হইতে তিনি তাঁহার পিতার অগ্নিশালার দিকে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সেই অবসরে রাক্ষস আসিয়া শূল দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিল।

ভরদ্বাজ সে সময়ে গৃহে ছিলেন না। তিনি তথায় ফিরিয়া এই দারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র, করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে রৈভ্যকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "আমি যেমন পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছি, সেইরূপ, রৈভ্যও বিনা অপরাধে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই!"

আবার তখনই নিতান্ত দুঃখের সহিত তিনি এ কথাও বলিলেন যে, "হায়! পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া আমি প্রিয় বন্ধুকে এমন শাপ দিলাম, আমার মত দুঃখী এবং পাপী আর কে আছে?"

ইহার কিছু দিন পরে, অর্ব্বাবসু ও পরাবসু একটি যজ্ঞ উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য বৃহদ্দ্যুম্ন রাজার বাড়াতে যান। সেই সময়ে একদিন রাত্রিকালে, কোন কারণে,পরাবসুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজন হয়। রৈভ্য যে তখন কৃষ্ণাজিন (কাল হরিণের ছাল) গায় দিয়া বাহিরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, পরাবসু তাহা জানিতেন না। অন্ধকার রাত্রিতে সেই কৃষ্ণাজিন গায় রৈভ্যকে দেখিবামাত্র, পরাবসু যার পর নাই চমকিয়া গেলেন, এবং হিংস্র জন্তু মনে করিয়া, নিজের প্রাণের ভয়ে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন।

এই পিতৃহত্যার পাপ হইতে পরাবসুকে মুক্ত করিবার জন্য, ব্রহ্মহিংসন নামক ব্রত করা আবশ্যক হইল। রাজার যজ্ঞ ছাড়িয়া পরাবসুর এই ব্রত করিতে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না, তাই অর্ব্বাবসু তাঁহার হইয়া ব্রত করিতে গেলেন। ব্রত শেষ করিয়া তিনি যখন আবার রাজার যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলে বলিল,"এই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে। ইহাকে প্রবেশ করিতে দিওনা।" ইহাতে অর্ব্বাবসু নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া, বার বার উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিলেন, "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই! আমার ভ্রাতা এ কাজ করিয়াছেন; আমি কেবল তাঁহাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি!" কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে? রাজার হুকুমে বিকটাকার ভৃত্যগণ আসিয়া,তাঁহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিল!

এই অপমান এবং অবিচারের পর অর্ব্বাবসু আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি মনের দুঃখে বনে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তাঁহাকে বর দিতে আসিলে, তিনি করযোড়ে তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "হে দেবতাগণ, আপানাদের যদি দয়া হইয়া থাকে, তবে আমাকে এই বর দি'ন্ যে, আমার পিতা আবার জীবিত হউন, আমার ভ্রাতার পাপ দূর হউক, পিতৃদেব তাঁহার

অকারণ হত্যার কথা ভুলিয়া যাউন, আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত দুজনেই আবার বাঁচিয়া উঠুন।"

এ কথায় দেবগণ আনন্দের সহিত 'তথাস্তু' বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাবপর যে খুব আনন্দের ব্যাপার হইল, তাহা আর আমি পরিশ্রম করিয়া না বলিলেও হয় ত চলিবে।

মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিলে খুব আনন্দ প্রকাশ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যবক্রীত তাহা করিবার পূর্ব্বে দেবতাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবতাগণ! আমি ত অনেক ব্রত করিয়াছিলাম, অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলাম, তবে কেন রৈভ্যের হাতে আমার এমন দুর্দ্দশা হইল?"

দেবতারা বলিলেন, "বাপু! তুমি বিদ্যালাভ করিয়াছিলে ফাঁকি দিয়া, আর রৈভ্য তাহা পাইয়াছিলেন, অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে, গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া। এরূপ দুজনের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা হয় ত তুমিও বুঝিতে পার। সুতরাং রৈভ্যেব নিকট তোমাব পরাভব হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

বোধ হয়, এ কথায় যবক্রীতের বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কেন না, তিনি যে শেষে একজন অতিশয় ধার্ম্মিক ঋষি হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যবক্রীতের আশ্রমে আসিয়া বাস করিত।

চ্যবনের মূল্য।

মহর্ষি চ্যবন প্রয়াগ তীর্থে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পবিত্র তীর্থে গঙ্গা এবং যমুনার মিলনের স্থান। সেই স্থানে, গঙ্গা এবং যমুনার জলের মধ্যে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া, মহর্ষি চ্যবন, ক্রমাগত বার বৎসর একমনে একাসনে, কেবল ভগবানের চিন্তা করেন। এতদিন জলের মধ্যে স্থিরভাবে থাকায়, তাঁহার দেহ শ্যাওলায় আর শামুকে ঢাকিয়া গিয়াছিল। মাছেরা আশ্চর্য্য হইয়া দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আব শুঁকিতে আসিত, এবং কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া তাঁহার চারিদিকে খেলা করিত। মহর্ষি এ সকল ব্যাপারের কোন সংবাদ না লইয়া, মনের সুখে ঈশ্বর-চিন্তায় সময় কাটাইতেন।

এমনি করিয়া বার বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর একদিন কোথা হইতে অসুরের মত জেলে সকল আসিয়া, বিশাল জগৎ-বেড় জালে সে স্থান ঘিরিয়া ফেলিল।

মাছ, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি যত জন্তু নদীতে ছিল, সকলেই সেই জালে ধরা পড়িল; কেহই তাহা এড়াইতে পারিল না।

তারপর সেই প্রকাণ্ড জালকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিবামাত্র জেলেরা দেখিল যে, সেই সকল মাছের সঙ্গে একটি অদ্ভুত রকমের মুনিও সেই জালে ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর, এমন কি, দাড়ি আর জটা পর্য্যন্ত শ্যাওলায় সবুজ হইয়া গিয়াছে; অসংখ্য শামুক, ডুমুরের ফলের ন্যায় তাঁহার দেহে লাগিয়া রহিয়াছে।

মুনিকে দেখিয়া জেলেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু চ্যবন তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না।

মাছগুলিকে জল হইতে তুলিয়া আনাতে, তাহারা খাবি খাইতেছিল। তাহাদের কষ্ট দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া জেলেরা যোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল, "ভগবন্, আমরা না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আর এখন আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি, তাহারও অনুমতি করুন।"

চ্যবন বলিলেন, "বাপু সকল! আমি এই মৎস্যগণের সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি, এখন কিছুতেই ইহাদিগকে ছাড়িতে পারিব না। আমি হয় ইহাদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করি, না হয় তোমরা আমাকে ইহাদের সহিত বিক্রয় কর।"

মহর্ষির কথায় নিষাদগণ যারপরনাই ভয় পাইয়া, নিতান্ত দুঃখের সহিত মহারাজ নহুষের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদের নিকট মুনির সংবাদ পাইবামাত্র, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম এবং অশেষ সমাদরপূর্ব্বক যোড়হাতে বলিলেন,

"ভগবন্, কি অনুমতি হয়?"

চ্যবন বলিলেন, "মহারাজ! এই জেলে বেচারারা বড়ই পরিশ্রম করিয়াছে। তুমি উহাদিগকে উহাদের মৎস্যের এবং আমার মূল্য প্রদান কর।"

রাজা বলিলেন, "আপনার অনুমতি হইলে আপনার মূল্যস্বরূপ সহস্র মুদ্রা ইহাদিগকে দেওয়া যাউক।"

মুনি বলিলেন, "এক হাজার টাকা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার উচিত মূল্য ইহাদিগকে দাও।"

রাজা বলিলেন, "তবে একলক্ষ টাকা দিই?"

মুনি বলিলেন, "এক লক্ষ টাকাও আমার উচিত মূল্য নহে। তুমি মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমার উচিত মূল্য ইহাদিগকে দাও।"

নহুষ বলিলেন, "তবে ইহাদিগকে এক কোটি টাকা বা তাহার চেয়েও বেশী দেওয়া হউক।"

মুনি বলিলেন, "তাহাতেও আমার উচিত মূল্য হইবে না। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ কর।"

রাজা বলিলেন, "তবে আমার অর্দ্ধেক বা সমস্ত রাজ্য দিই। তাহা হইলে বোধ হয় আপনার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে।"

মুনি বলিলেন, "তাহাতেও আমার উপযুক্ত মূল্য হইবে না। তুমি ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার উপযুক্ত মূল্য স্থির কর।"

এ কথায় নহুষ বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। রাজ্য দিলেও যদি মুনির উপযুক্ত মূল্য না হয়, তবে আর এমন কি দিবার আছে, যাহাতে তাহা হইতে পারে? রাজা কত ভাবিলেন, অমাত্যেরা সকলে মিলিয়া কত পরামর্শ করিলেন, কিন্তু এ কথার উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না!

এমন সময় অতিশয় জ্ঞানী একজন ফলমূলাহারী তপস্বী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনাকে এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন?"

রাজা বলিলেন, "ভগবন্, এই মহর্ষির উচিত মূল্য কি, তাহা ত আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত রাজ্য দিতে চাহিলাম; তাহাও তিনি যথেষ্ট মনে করিলেন না। ইহার উপর আর কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমি একেবারে অস্থির হইয়াছি। শীঘ্র ইহার উচিত মূল্য স্থির করিয়া দিতে না পারিলে, হয়ত ইহার রাগ হইবে, আর আমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।"

এ কথা শুনিয়া সেই তপস্বী বলিলেন, "টাকা কড়ি অপেক্ষা গোধনই শ্রেষ্ঠ। গরুর তুল্য ধন নাই। আপনি গরু দিলে মহর্ষির উচিত মূল্য হইতে পারে।"

তখন রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া চ্যবনকে বলিলেন, "ভগবন্, আমি গরু দিয়া আপনাকে ক্রয় করিলাম। বোধ হয়, এইবার আপনার উচিত মূল্য হইয়াছে।"

চ্যবন তখনও সেই মাছের গাদায় পড়িয়া ছিলেন। রাজার কথায় তিনি আহ্লাদের সহিত তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এইবার যথার্থই আমার উচিত মূল্য হইয়াছে। এ সংসারে গরুর তুল্য আর ধন নাই।"

তখনই একটি গাই আনিয়া জেলেদিগকে দেওয়া হইল। গাভীটি পাইয়া জেলেরা অতিশয় বিনীতভাবে চ্যবনকে বলিল, "মুনিঠাকুর! সাত পা চলিতে যে সময় লাগে, ততটুকু সময় সাধুদের সঙ্গে থাকিতে পারিলেই তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা হয়। আপনার সহিত অনেকক্ষণ যাবৎ আমাদের সাক্ষাৎ এবং আলাপ হইয়াছে; সুতরাং আপনি আমাদের উপরে তুষ্ট হউন। আপনি অতি মহাপুরুষ, আপনার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি, দয়া করিয়া এই গরুটি আপনি নি'ন্।"

চ্যবন বলিলেন, "বাছা সকল! দরিদ্রের মনে দুঃখ দেওয়া মহা পাপ; সুতরাং আমি কখনও তোমাদের কথা অমান্য করিব না। আমি তোমাদের গাভী গ্রহণ করিলাম। এখন তোমরা এই সকল মৎস্যের সহিত স্বর্গে চলিয়া যাও।"

এই বলিয়া চ্যবন জেলেদের নিকট হইতে গাভীটি গ্রহণ পূর্ব্বক, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সেই তপস্বীর সঙ্গে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা।

মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরব এবং পাণ্ডব রাজপুত্রদিগকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার যশে ত্রিভুবন ছাইয়া গিয়াছিল। দেশ বিদেশের সকল রাজপুত্র আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। একদিন নিষাদ রাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য আসিয়া, ভুমিতে লুটাইয়া অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক, করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্রোণ সেই বালকের বলিষ্ঠ দেহ এবং সরল উজ্জ্বল মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বৎস? কাহার পুত্র? কি জন্য আসিয়াছ?"

একলব্য মাথা হেঁট করিয়া যোড়হাতে বলিল, "ভগবন্! আমার নাম একলব্য; পিতার নাম হিরণ্যধনু; জাতিতে নিষাদ। দয়া করিয়া আমাকে শিষ্য করিলে, আপনার চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।"

একলব্যের মুখের দিকে চাহিয়া দ্রোণের মনে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় শুনিবামাত্র তাহা শুকাইয়া গেল। নিষাদের পুত্র ম্লেচ্ছ জাতি, তাহাকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়; তাহাকে কি কখনও শিষ্য করা যাইতে পারে, না সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিতে দেওয়া যাইতে পারে? দ্রোণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "তুমি ম্লেচ্ছের পুত্র, তুমি কি সাহসে আমার শিষ্য হইতে আসিয়াছ?"

একলব্য অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল, দ্রোণের এক কথায় তাহার সকল আশা চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তাঁহার ঐ কথার পর সে

আর তাঁহাকে কিছু বলিলও না। সে নীরবে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

একলব্য এখন কোথায় যাইবে? দেশে ফিরিবে? না, দেশে যাইবার যে পথ, সে পথে ত সে গেল না, সে যে অন্য পথে বনের দিকে চলিয়াছে। বাস্তবিক সে বনে যাওয়াই স্থির করিয়াছে। ম্লেচ্ছের পুত্র হইলেও সে সাধারণ লোক নহে, যাহা শিখিতে আসিয়াছিল, তাহা না শিখিয়া কখনই সে দেশে ফিরিবে না। দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ই সে মনে মনে দ্রোণকে গুরু করিয়া আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কি? তথাপি তিনিই তাহার গুরু। যে বিদ্যা তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক দান করিলেন না, ভগবানের কৃপা হইলে, তপস্যা করিয়া সে সেই বিদ্যা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিবে।

এই মনে করিয়া সে বনের ভিতরে আসিয়া মৃত্তিকা দ্বারা দ্রোণের এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। তার পর, সম্মুখে সেই মূর্ত্তি, হাতে ধনুর্ব্বাণ, আর হৃদয়ে অটল প্রতিজ্ঞা,—এইরূপে সে ভগবান্ স্মরণ পূর্ব্বক, আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত অস্ত্রের অভ্যাস আরম্ভ করিল।

এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন পাণ্ডব এবং কৌরবগণ মৃগয়া করিবার জন্য রথারোহণ পূর্ব্বক সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একজন সঙ্গে করিয়া একটি কুকুরও আনিয়াছিলেন। রাজপুত্রেরা মৃগের সন্ধানে বনে প্রবেশ করিলে, সেই কুকুর স্বভাব-দোষে চঞ্চল ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে স্থান হইতে একলব্যের আশ্রম বেশী দূরে ছিল না। কুকুরটা ঝোপে ঝোপে উঁকি মারিয়া আর গাছে গাছে শুঁকিয়া, ক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়; আর একলব্যকে দেখিবামাত্র সে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। ইহাতে একলব্যের অতিশয় অসুবিধা

বোধ হওয়াতে, সে একেবারে সাতটি শর মারিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

রাজপুত্রেরা শিকারে ব্যস্ত, এমন সময় কুকুরটি নিতান্ত জড় সড় ভাবে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারার লেজ প্রাণপণে গুটান, মুখে শরের ছিপি আঁটা; কেঁউ কেঁউ করিবারও শক্তি নাই! অন্তরে আতঙ্কের অবধি নাই, তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া রাজপুত্রগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ, এমন করিয়া তাহার মুখে সেই আশ্চর্য্য ছিপি কে আঁটিল, এই কথা ভাবিয়া তাঁহারা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। সে ব্যক্তি যে ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল; কেন না, তাঁহাদের কাহারও এমন অদ্ভুত কাজ করিবার শক্তি ছিল না।

সুতরাং রাজপুত্রদের আর শিকার করা হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে, এখন সেই অসাধারণ বীরকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইল তাঁহাদের প্রধান কাজ। অনেকক্ষণ বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া, শেষে তাঁহারা দেখিলেন যে, এক বিশাল-দেহ জটাধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, এক মনে কেবলই শর নিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহারা ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র, এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। আমার নাম একলব্য।"

ইহার পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগের যেমন আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল, একলব্য দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের তেমনই অভিমান হইল। সুতরাং তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া, সেখান হইতে একেবারে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমাদের কি অপরাধ হইয়াছে যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া, নিষাদ-পুত্র একলব্যকে এমন চমৎকার শিক্ষা দান করিলেন?"

এ কথায় দ্রোণ ত নিতান্তই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি অনেক ভাবিয়াও এই ব্যাপারের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই ব্যক্তি কেমন করিয়া আমার শিষ্য হইল, আমিই বা কখন ইহাকে শিক্ষা দিলাম, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইতেছি চল, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

তখনই সকলে মিলিয়া পুনরায় একলব্যের নিকট আসিলেন। একলব্য দূর হইতে দ্রোণকে দেখিতে পাইয়াই 'গুরুদেব!' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায় পড়িল। তারপর তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিয়া যোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন দ্রোণ বলিলেন, "হে বীর, যদি তুমি সত্য সত্যই আমার শিষ্য হও, তবে আমার দক্ষিণা দাও।"

এ কথায় একলব্য যার পর নাই আনন্দিত হইয়া বলিল, "গুরুদেব, কিরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে, অনুমতি করুন, আমি তাহা আনিয়া দিতেছি।"

দ্রোণ বলিলেন, "তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি কাটিয়া আমাকে দাও, উহাই আমার দক্ষিণা!"

একলব্য তখনই হাসিতে হাসিতে তাহার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি কাটিয়া দ্রোণকে দিল। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরেও এমন বোধ হইল না যে, দ্রোণের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুমাত্র কমিয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠ গেল, সুতরাং একলব্যের আর তেমন আশ্চর্য্যরূপ তীর ছুঁড়িবার ক্ষমতা রহিল না। ইহাতে দ্রোণাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ, অতিশয় আনন্দিত হইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন একলব্যও এই সকল কথা ভাবিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

কুশিকের সহিষ্ণুতা।

কান্যকুব্জের রাজা গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয় হইয়াও নিজের অসাধারণ তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র যে ব্রাহ্মণ হইবেন, এ কথা তাঁহার জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। ক্ষত্রিয়েরা এইরূপে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণদিগের এরূপ ইচ্ছা হয় ত একেবারেই ছিল না। এমন কি, মহর্ষি চ্যবন প্রথমে এ কথা ব্রহ্মার নিকট শুনিতে পাইয়া, যে বংশে বিশ্বামিত্রের জন্মগ্রহণ করিবার কথা ছিল, সেই বংশটাকেই নাশ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন।

তখন বিশ্বামিত্রের পিতামহ মহারাজ কুশিক কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। চ্যবন মনে করিলেন, "এই কুশিককে কোন সুযোগে শাপ দিয়া সবংশে ভস্ম করিতে হইবে। আমি উহার সঙ্গে বাস করিয়া নানারূপে উহাকে কষ্ট দিব। তাহা হইলে অবশ্য উহার রাগ হইবে। তখন সে আমাকে কিছুমাত্র অসম্মান করিলেই, আমি উহাকে শাপ দিব।" তাই তিনি একদিন কুশিকের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ। আমি তোমার সহিত কিছুকাল বাস করিব।"

রাজা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া, নিজ হাতে তাঁহার পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, অতিশয় বিনয় ও সমাদরের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, অনুমতি করুন, এখন কি করিতে হইবে।"

মুনি বলিলেন, "আর কিছুই করিতে হইবে না; আমি একটি ব্রত করিব, সেই ব্রত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তুমি এবং তোমার রাণী সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমার সেবা কর।"

রাজা এবং রাণী আহ্লাদের সহিত তখনই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র, মুনিঠাকুর রাজার গৃহের সমস্ত অন্ন, ব্যঞ্জন,

পায়স এবং মিষ্টান্ন নিঃশেষ পূর্ব্বক, অতি পরিপাটি রূপে আহার করিয়া কহিলেন, "আমি নিদ্রা যাইব। যতক্ষণ আমি নিদ্রিত থাকি, ক্রমাগত আমার পদসেবা কর, দেখিও, আমার ঘুম ভাঙ্গে না যেন!"

মহর্ষি নিদ্রা গেলেন, রাজা আর রাণী তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। একুশ দিন এই ভাবে চলিয়া গেল, একুশ দিনের মধ্যে একবারও মহর্ষির নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। একুশ দিনের ভিতরে রাজা আর রাণী একটি বারও মহর্ষির পদসেবা ছাড়িয়া উঠিবার অবসর পাইলেন না। অনাহারে আর অনিদ্রায় তাঁহাদের এই দীর্ঘকাল কাটিল।

একুশ দিনের পর মহর্ষি শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক, কোন কথা না বলিয়া, বেড়াইতে বাহির হইলেন। রাজা আর রাণী ক্ষুধায় অতিশয় কাতর এবং অনিদ্রা আর পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও মুনির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; কিন্তু মুনি একটিবাব তাঁহাদের পানে চাহিয়াও দেখিলেন না।

কিঞ্চিৎ পরেই বাজা দেখিলেন, মুনি আর সেখানে নাই, তিনি আকাশে মিলাইয়া গিয়াছেন! রাজা আর রাণী তখন যার পর নাই ভয় এবং দুঃখের সহিত সেই ক্লান্ত শরীরেই প্রাণপণে মুনিকে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলেন না। শেষে নিতান্ত লজ্জিত ও কাতর ভাবে ঘরে ফিরিয়া আসিবামাত্র দেখিলেন, মহর্ষি পরম সুখে শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। সুতরাং তখনই আবার তাঁহার পদসেবা আরম্ভ করিতে হইল।

এইরূপে গেল আর একুশ দিন। আমরা হইলে এত দিন অনাহারে অনিদ্রায় বাঁচিয়াই থাকিতে পারিতাম না, পদসেবা করা ত দূরের কথা! কিন্তু রাজা আর রাণী এত কষ্ট সহিয়াও কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, বা সেবার ত্রুটি করেন নাই।

তারপর মহর্ষি হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "তৈল আন! স্নান করিব।"

তখনই মহামূল্য তৈল্য আনিয়া, মুনির গায় মাখান আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখান হইলে, মুনি নিজেই উঠিয়া স্নানের ঘরে গেলেন। সেখানে স্নানের আয়োজন সকলই প্রস্তুত ছিল। রাজা মুনিকে স্নান করাইতে গিয়া দেখেন,—মুনি নাই! আবার তখনই ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মুনি সেখানে বসিয়া আছেন; তাঁহার স্নান হইয়া গিয়াছে। তখন রাজা ভক্তিপূর্ব্বক যোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্! অনুমতি করুন, অন্ন আনি।"

মুনি বলিলেন, "ঘরে যত খাবার আছে, সব লইয়া আইস!"

তখনই রাজবাটীর সকল ভাত, সকল ব্যঞ্জন, সমস্ত সন্দেশ আনিয়া মুনির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। মুনিবর তাহার উপরে সেই ঘরের সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র, আসন, শয্যা প্রভৃতি স্থাপন করতঃ তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তাহাতেও রাজার কিছুমাত্র রাগ হইল না। এইরূপে উনপঞ্চাশ দিন গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এক দিনও এমন দেখা গেল না যে, রাজার অতি সামান্য পরিমাণেও মুখ ভার হইয়াছে।

পঞ্চাশ দিনের দিন মুনি বলিলেন, "আমাকে রথে বসাইয়া তুমি আর রাণী তাহা টানিয়া লইয়া চল; আমি হাওয়া খাইব!"

তখনই রাজা আর রাণীকে জুতিয়া রথ আনা হইল; মুনি অতিশয় তীক্ষ্ণ প্রতোদ (খোঁচা মারিবার জন্য লাঠি) হস্তে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

রাজা বলিলেন, "ভগবন্! কোন্ দিকে যাইব?"

মুনি বলিলেন, "বড় রাস্তার ভিতর দিয়া চল। আর ধনরত্ন যত পার সঙ্গে লও, আমি দান করিব!"

রাজা আর রাণী রাজপথের জনতার ভিতর দিয়া রথ টানিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ দানের জন্য রাশি রাশি ধন, রত্ন, হাতী ঘোড়া,

ছাগ, মেষ প্রভৃতি লইয়া সঙ্গে চলিল। তখন মুনি অতি নির্দ্দয় ভাবে সেই তীক্ষ্ণ প্রতোদ দিয়া রাজা-রাণীর শরীরে খোঁচা মারিতে আরম্ভ করিলেন। নগরের লোক সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; কিন্তু রাজার তাহাতেও রাগ হইল না। তারপর মুনি তাঁহার ধন রত্ন সমুদায়ই দান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এত অত্যাচারেও যাঁহাব রাগ হয় নাই, সামান্য ধনের ক্ষতিতে তাঁহার কি হইবে? মুনি পরাস্ত হইয়া গেলেন! ইহার পর রাজার অনিষ্টের চেষ্টা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

তখন তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! বর লও।"

রাজা বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মুনিঠাকুর! আমি যে সবংশে নষ্ট হই নাই, ইহাই আমার যথেষ্ট বর, আর বর লইয়া কি করিব? আপনি আমার ত্রুটী পাইলেই আমাকে ভস্ম করিতেন। এত ঘটনার ভিতরেও যে আমার ত্রুটী হয় নাই, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য।"

নৃগের পাপ।

দ্বারকা নগরের নিকটে যদুকুলের বালকগণ খেলা করিতেছিল। অনেকক্ষণ খেলা করিয়া তাহাদের অত্যন্ত পিপাসা হওয়ায়, তাহারা জল খুঁজিতে খুঁজিতে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন কুয়ার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে কত কালের পুরানো কুয়া, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। তাহার মুখ লতা-পাতায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; দেখিলে হঠাৎ তাহাকে কুয়ার মুখ বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না। যাহা হউক, বালকেরা সেই কুয়া দেখিতে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল, এবং উৎসাহের সহিত তাহা হইতে জল তুলিতে গেল। কিন্তু তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াও জল তুলিতে পারিল না; তাহাদের মনে হইল, যেন কোন একটা প্রকাণ্ড জিনিস সেই কুয়ার মুখ আটকাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিল যে, "জল খাইতে পাই আর না পাই, কুয়ার মুখ কিসে বন্ধ হইল, তাহা দেখিতে হইবে।"

এই বলিয়া তাহারা অনেক কষ্টে গাছপালা কাটিয়া কুয়ার মুখ পরিষ্কার করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে, এক পর্ব্বত প্রমাণ কৃকলাশ (গিরগিটি) কুয়ার ভিতর হইতে তাহাদের পানে মিট মিট করিয়া তাকাইতেছে। যদুকুলের বালকেরা বিলক্ষণ সাহসী ছিল বলিতে হইবে। সেই বিষাল এবং ভীষণ গিরগিটিকে দেখিয়া চীৎকার বা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন, ইহার কিছুই তাহারা করিল না। বরং তখনই তাহারা 'আন্ দড়ি!' 'আন্ আঁকৃষি!' 'আন্ দোয়ালি!' বলিয়া মহা উৎসাহের সহিত তাহাকে কুয়া হইতে উঠাইবার আয়োজন করিল। কিন্তু সে কি সহজ গিরগিটি? বালকদের টানাটানিই সার হইল, গিরগিটি কিছুতেই সেখান হইতে নড়িল না।

ইহাতে বালকগণ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ! একটা ভয়ঙ্কর কৃকলাশ এক বিশাল কূপের মুখ যুড়িয়া বসিয়া আছে। আমরা প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে উঠাইতে পারিলাম না!"

কৃষ্ণ বলিলেন, "বটে! তোমরা সকলে মিলিয়া একটা কৃকলাশকে টানিয়া তুলিতে পারিলে না? চল ত দেখি, সে কেমন ভয়ানক কৃকলাশ।"

কৃষ্ণ সেই কূপের নিকট গিয়া গিরগিটিটাকে টানিয়া তুলিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সেটা এক অতি বিশাল পর্ব্বতপ্রমাণ জন্তু;—সে আবার মানুষের মত কথা কহে!

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি কে হে?"

গিরগিটি বলিল, "আমি রাজা নৃগ!"

ইহাতে কৃষ্ণ যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি অদ্ভুত কথা! মহারাজ নৃগ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। যাগ যজ্ঞ দান ধর্ম্ম এই পৃথিবীতে তাঁহার মতন আর কেহই করে নাই। সেই মহারাজ নৃগের এমন দুরবস্থা কি করিয়া হইল?"

গিরগিটি বলিল, "হে বাসুদেব, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক দান অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু একটি পাপ কার্য্য না জানিয়া করিয়াছিলাম।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "কিরূপ পাপ?"

গিরগিটি বলিল, "এক ব্রাহ্মণের একটি গরু আমার গরুর পালের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। আমার রাখালেরা তাহাকে না চিনিতে পারিয়া আমারই গরুর সামিল করিয়া লয়। তারপর আমি এই ঘটনার কথা কিছুই না জানিয়া, সেই গরু অপর এক ব্রাহ্মণকে দান করি। কিছুদিন পরে গরু লইয়া দুই ব্রাহ্মণে বিবাদ হইল। একজন বলেন, 'এ আমার গরু!' আর একজন বলেন, 'তাহা কখনই হইতে পারে না স্বয়ং রাজা

আমাকে এই গরু দান করিয়াছেন।' এইরূপে বিবাদ করিতে করিতে দুই ব্রাহ্মণ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে বলিলাম,"ঠাকুর। আমি আপনাকে এক অযুত গরু দিতেছি, আপনি এই ব্রাহ্মণের ঐ গরুটি তাঁহাকে দি'ন্।" ইহাতে সেই ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই গরুর মিষ্ট দুধটুকু খাইয়া আমার মা-হারা রোগা রোগা ছেলেটি বাঁচিয়া রহিয়াছে। এমন গরুটিকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না।" এই বলিয়া তিনি তখনই তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেলেন। তখন আমি প্রথম ব্রাহ্মণকে বলিলাম, 'ভগবন্। আমি আপানার সেই গরুর বদলে এক লক্ষ গরু আপনাকে দিতেছি, দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমার ঘরে খাবার আছে, রাজাদের দান লওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আমার গরুটি আমাকে ফিরাইয়া দি'ন্।' তখন আমি তাঁহাকে ধন বস্ত্র, গাড়া ঘোড়া কতই দিতে চাহিলাম, তিনি কিছুতেই রাজি না হইয়া দুঃখের সহিত গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তারপর যথাসময়ে আমার আয়ু শেষ হইলে, আমি দেহত্যাগ করিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলাম। যম আমাকে দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ। তোমার পুণ্যের শেষ নাই। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের গরুটির দরুণ একটি পাপও তোমার হইয়াছে। এখন বল, তুমি পাপের ফল আগে চাহ, না পুণ্যের ফল আগে চাহ?' আমি যোড়-হাতে বলিলাম, 'ধর্ম্মরাজ। আমার পাপের সাজাই আমাকে আগে দি'ন্।' এই কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র, আমি কৃকলাশ হইয়া হেঁটমুখে এই কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গেলাম। পড়িবার সময় শুনিতে পাইলাম, যম বলিতেছেন, 'মহারাজ। এক হাজার বৎসর পরে ভগবান্ বাসুদেব তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তারপর তুমি স্বর্গে যাইবে!"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বর্গ হইতে সুন্দর রথ নামিয়া আসিল, এবং মহারাজ নৃগ কৃকলাশরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উজ্জ্বল দেহ ধারণ করতঃ, সেই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর দ্বারকার বালকগণও, সেই অদ্ভুত কৃকলাশের বৃত্তান্ত উৎসাহের সহিত সকলকে বলিতে বলিতে, মনের সুখে কৃষ্ণের সঙ্গে ঘরে ফিরিল।

গৌতমীর ক্ষমা।

পূর্ব্বকালে গৌতমী নামে এক অতি দয়াশীলা ধর্ম্মপরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় একটিমাত্র অতি গুণবান্ পুত্র ভিন্ন এ সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। দুঃখিনী মাতার সেই পুত্রটিকে একদিন এক দুষ্ট সর্প দংশন পূর্ব্বক সংহার করিল।

দৈবাৎ সেই সময়ে সেই স্থান দিয়া এক ব্যাধ যাইতেছিল, তাহার নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন সেই দুষ্ট সর্পকে তাহার নিষ্ঠুর কার্য্য শেষ করিয়া আর পলায়ন করিবার অবসর দিল না। সে ক্রোধে অস্থির হইয়া, তখনই তাহাকে বন্ধন করতঃ গৌতমীর নিকটে উপস্থিত করিল।

গৌতমীর নিকট আসিয়া ব্যাধ বলিল, "মা! এই দুষ্ট সাপ আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছে। এখন বলুন, ইহাকে কেমন করিয়া মারিব,—পোড়াইয়া ফেলিব, না কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিব?"

ব্যাধের কথায় গৌতমী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাছা! ইহাকে মারিয়া এখন আমার কি লাভ হইবে? আমার পুত্রের আয়ু শেষ হওয়াতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সর্প কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

ব্যাধ বলিল, "মা! এই দুষ্টকে ছাড়িলে সে হয় ত আরো কত লোককে কামড়াইবে। সুতরাং ইহাকে বধ করাই উচিত হইতেছে।"

গৌতমী বলিলেন, "বাছা! ইহাকে মারিলে ত আমার পুত্র ফিরিয়া পাইব না। আর এ কাজে আমার কোন পুণ্যও হইবে না। সুতরাং আমি ইহাকে ক্ষমা করিতেছি।"

এই সকল শুনিয়া সেই সর্প ব্যাধকে কহিল, "ভাই, মৃত্যু আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাই আমি এই বালককে কামড়াইয়াছি। ইহাতে আমার কি দোষ? দোষ যদি থাকে, তবে তাহা সেই মৃত্যুর।"

ব্যাধ বলিল, "হইতে পারে, মৃত্যুই তোমাকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু মারিয়াছ ত তুমি। মৃত্যুর যদি দোষ থাকে, তাহা পাঠাইবার দোষ মাত্র; মারিবার দোষ তাঁহার নহে, সে দোষ তোমারই।"

সর্প কহিল, "আমি ত কেবল আজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র, দোষ কেন আমার হইবে? মৃত্যু আমাকে না পাঠাইলে কখনই আমি এই বালককে বধ করিতাম না। তোমরা যে পুরোহিতকে দিয়া পূজা করাও, তাহার ফল ত তোমরাই পাও, পুরোহিত ত পান না। তেমনি, মৃত্যু যদি আমাকে দিয়া কোন কাজ করান, তাহার ফল তাঁহারই পাইতে হয়, আমার তাহাতে কোন ভাগ নাই।"

এইরূপ তর্ক হইতেছে, এমন সময় মৃত্যু সেখানে আসিয়া বলিলেন, "বালকের মৃত্যুর কাল হইয়াছিল, তাই আমি তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম। আমরা সকলেই কালের অধীন। সুতরাং আমারই বা দোষ কি? দোষ ত কালের।"

তাহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "বুঝিয়াছি। তোমরা দুজনেই যত অনিষ্টের মূল। তোমাদের মত এমন নিষ্ঠুর দুষ্ট লোক আর কোথাও নাই।"

এ সময়ে কাল যদি তথায় আসিয়া মীমাংসা করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে এ তর্ক কোথা গিয়া শেষ হইত, কে জানে? কাল আসিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন এত বিবাদ করিতেছ? বালক পূর্ব্বজন্মে যেমন কাজ করিয়াছে, এ জন্মে তেমন ফল পাইয়াছে। সুতরাং দোষ আর কাহারও নহে, দোষ সেই বালকের নিজেরই!"

তখন গৌতমী বলিলেন, "অর্জ্জুন, আমার পুত্র তাহার কর্ম্ম-দোষেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; আর আমিও আমার কর্ম্ম-দোষেই এই শোক পাইয়াছি। তাই বলি বাছা, এই সর্পকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের ঘরে যাও।"

এ কথায় ব্যাধ সর্পকে ছাড়িয়া দিল। মৃত্যু এবং কাল নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। গৌতমীও ভগবানের চিন্তায় মন দিয়া পুত্রশোক নিবারণ করিলেন।

ধূর্ত্ত শিয়াল।

এক যে ছিল ধূর্ত্ত শিয়াল, তার ছিল চারি জন বন্ধু। এক বন্ধু বাঘ, এক বন্ধু ইঁদুর, এক বন্ধু বৃক (হুড়ার), আর এক বন্ধু নেউল। পাঁচবন্ধুতে খুব ভাব; তাহারা বনের ভিতরে থাকে, আর শিকার ধরিয়া খায়।

সব দিন সমান শিকার মিলে না; কোন দিন ছোট, কোন দিন বড়। ইহার মধ্যে একদিন খুব বড একটা হরিণ কোথা হইতে সেখানে আসিল। হরিণ দেখিয়া পাঁচ বন্ধুর বড়ই আনন্দ হইল, তাহারা বলিল, "আজ এই হরিণ মারিয়া পেট ভরিয়া খাইব!"

অমনি বাঘ ছুটিল, বৃক ছুটিল, শিয়াল ছুটিল, নেউল ছুটিল। হরিণও তাহাদিগকে দেখিয়া প্রাণের ভয়ে ছুটিতে লাগিল। সে হরিণ ছিল তাহার দলের সর্দ্দার! তাহার গায় আর পায় যেমন ভয়ানক জোর, মাথায় তেমনি মস্ত শিং। তাহার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া পাঁচ বন্ধুর এই লম্বা লম্বা জিব বাহির হইয়া পড়িল; তাহার শিং নাড়া দেখিয়া ভয়ে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল!

তখন শিয়াল বলিল, "বাঘ মামা, ওর গায় বড় জোর, ওকে অমনি কাবু করিতে পারিবে না। চল, আমরা চুপিচুপি ঝোপের ভিতরে লুকাইয়া থাকি। তারপর যখন হরিণটা ঘুমাইয়া পড়িবে, তখন ইন্দুর বন্ধু গিয়া খ্যাচ্ করিয়া তাহার পায়ের শির কাটিয়া দিবেন। তখন আর সে ছুটিতেও পারিবে না, গুঁতাইতেও পারিবে না। তাহা হইলেই আমরা তাহাকে মারিয়া মনের সুখে পেট ভরিয়া খাইব।"

বাঘ বলিল, "বেশ বলিয়াছ ভায়ে; তবে তাই হউক।"

বৃক, নেউল আর ইন্দুরও একসঙ্গে বলিল, "হাঁ, হাঁ! তবে তাই হোক্!"

তারপর ইন্দুর ঘুমের ভিতরে যেই হরিণের পায়ের শির কাটিয়া দিল, অমনি বাঘ তাহার খাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তখন শিয়াল নাচিতে নাচিতে বলিল, "বাঃ! বাঃ! ইঁদুর বন্ধুর দাঁতে কেমন ধার, আর বাঘ মামার গায়ে কি জোর! এখন সকলে মিলিয়া হরিণটাকে খাইতে হইবে। তোমরা শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া আইস, ততক্ষণ আমি এটাকে পাহারা দিই!"

শিয়ালের কথায় আর সকলে স্নান করিতে গেল, আর সে ঘাড় উঁচু করিয়া, কাণ খাড়া করিয়া, খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া যেন কতই পাহারা দিতে লাগিল। খানিক বাদে বাঘ স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, শিয়ালের মুখ বড়ই ভার, যেন সে যারপরনাই ভাবনায় পড়িয়াছে। তাই সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাগ্নে, এত গম্ভীর দেখিতেছি যে, কি ভাবিতেছ?"

শিয়াল বলিল, "আর মামা, সে কথা বলিয়া কাজ কি? আমার মন বড্ড খারাপ হইয়া গিয়াছে। তুমি ত গেলে স্নান করিতে। তখন ইঁদুর হতভাগা বলে কি না যে, সে নিজেই হরিণ মারিয়াছে,—তুমি নাকি কিছুই করিতে পার নাই। আর মামা, তোমার নিন্দাটা যে সে করিল, সে আর কি বলিব? এর পর আমার আর এই হরিণ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

এ কথায় বাঘ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বটে? তবে কাজ নাই ভাগ্নে ও হরিণ খাইয়া। আমি এখনই আরো অনেক জন্তু মারিয়া আনিতেছি, তাহাই আমরা খাইব।"

এই বলিয়া বাঘ সেখান হইতে চলিয়া গেল। তারপর আসিল ইঁদুর। ইঁদুরকে দেখিয়া শিয়াল খুব গম্ভীরভাবে বলিল, "ভাই ত ভাই, একটা কথা যখন হইয়াছে, তখন তোমাকে তাহা না বলা কি ভাল হয়?

এই মাত্র বৃক তোমাকে খুঁজিতে গেল। সে বলিয়াছে, তাহার না কি হরিণ খাইতে একটুও ভাল লাগে না, আজ সে ইঁদুর খাইবে।"

যেই একথা শুনা, অমনি "মাগো! আমার কাজ নাই হরিণ খাইয়া।" বলিয়া ইঁদুর দুই লাফে তাহার গর্ত্তের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

ইঁদুর গর্ত্তে ঢুকিবার একটু পরেই শিয়াল দেখিল, ঐ বৃক আসিতেছে। অমনি সে যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া, তাহার নিকট গিয়া, তাহার কাণে কাণে বলিল, "ভাই! বড়ই ত মুস্কিল দেখিতেছি। তুমি বাঘকে কি বলিয়াছ? সে দেখিতেছি তোমার উপর চটিয়া একেবারে আগুন। আমি কি তাহাকে থামাইয়া রাখিতে পারি? সে পারিলে যেন আমাকেই ধরিয়া খায়। সে এইমাত্র তোমায় খুঁজিতে গেল, এখনই আবার আসিবে।"

তাহা শুনিয়া বৃক বলিল, "সর্ব্বনাশ! তবে আমি এই বেলা পলাই। বাঁচিয়া থাকিলে অনেক হরিণ খাইতে পারিব।" তারপর আর সে সেখানে একটুও দেরী করিল না।

বৃক যাইবামাত্র, শিয়াল তাড়াতড়ি উঠিয়া সেখানকার মাটিতে বড় বড় আঁচড় কাটিতে লাগিল। তারপর খানিক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া, আর মুখের দুই পাশে অনেক থুথু আর হরিণের রক্ত মাখাইয়া, বিকট ভেংচি মারিয়া বসিয়া রহিল।

নেউল স্নান করিয়া আসিয়া দেখে, একি বিষম কাণ্ড! শিয়াল তাহার দিকে খালি আড় চোখে চায়, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই দাঁত খিঁচাইতে থাকে। শেষে সে অনেক মিনতি করিয়া বলিল, "কি হইয়াছে ভাই, বল না?"

এ কথায় শিয়াল দুই চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "বাঘ পলাইল, বৃক পলাইল, এখন নেউল বলে কি না 'কি হইয়াছে?' হইবে আর কি?

ওরা সকলেই আমার কাছে যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়াছে, এখন খালি তুমিই বাকি ; আইস একবার যুদ্ধ করি।"

এই বলিয়া শিয়াল আরো বেশী করিয়া দাঁত খিচাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নেউল বলিল, "ভাই, তোমার অত পরিশ্রম করিতে হইবে না, আমি বিনা যুদ্ধেই হার মানিতেছি।"

তারপর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল। আর শিয়াল খানিক খুব হাসিয়া লইয়া হরিণ খাইতে বসিল।

দুষ্ট হাঁস।

সমুদ্রের ধারে এক ভারি দুষ্ট বুড়া হাঁস থাকিত। সে মুখে কেবলই মিষ্ট হাসি হাসিত, আর মনের ভিতরে দিন রাত খালি দুষ্ট ফন্দি আঁটিত।

বুড়া হাঁস, তাহার গায়ে জোর নাই, ঠোঁটে ধার নাই। মাছ ধরিতে পারে না, পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সে দিন রাত বসিয়া ভাবে, "তাইত, এখন করি কি ?"

তারপর একদিন সে কোথায় একখানি নামাবলীর টুকরা কুড়াইয়া পাইল। সেই নামাবলীর টুকরাখানি গায় দিয়া, আর নাকের উপর সুন্দর ফোঁটা কাটিয়া, বুড়া বলিল, "বাঃ! আমি কেমন ভট্‌চার্য্যি হইয়াছি।"

সমুদ্রেব জলে শত শত পাখী খেলা করিতেছিল। ভট্‌চার্য্যি সাজিয়া দুষ্ট হাঁস তাহাদের নিকট গিয়া বারবার বলিতে লাগিল, "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! বাছা সকল! ধর্ম্ম কর, অধর্ম্ম করিও না! দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা !!"

তখন হইতে সে রোজ এমনি কবে। তাহাতে পাখীদের তাহার উপর কি যে ভক্তি হইল, কি বলিব। তাহারা তাহাকে হাঁস ঠাকুর বলে, দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া গড় করে, আর ভাল ভাল মাছ আনিয়া খাইতে দেয়।

একদিন হাঁস ঠাকুর তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, "বাছা সকল! তোমরা তোমাদের ডিমগুলি ফেলিয়া জলে খেলা করিতে যাও, আর তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এমন করিতে নাই। ডিমগুলি আমার কাছে রাখিয়া যাইও, আমি পাহারা দিব।"

তখন হইতে তাহারা হাঁস ঠাকুরের কাছে ডিম রাখিয়া জলে খেলা করিতে যায়। বেচারারা গণিতে জানে না, কাজেই ফিরিয়া আসিয়া যে কয়টি ডিম পায়, তাহাতেই খুসী থাকে। দুষ্ট হাঁস কিন্তু তাহারা জলে ডুব দিলেই, এক একটা করিয়া ডিম খায়!

তারপর একদিন একটি পাখী কাঁদিতে কাঁদিতে অন্য পাখীদিগকে বলিল, "ভাই, আমার একটি ডিম ছিল, হাঁস ঠাকুরের কাছে সেটি রাখিয়া আমি খেলা কবিতে গিয়াছিলাম। হায়! আমার ডিমটি কি হইল? খেলা করিয়া আসিয়া ত আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না!"

এ কথা শুনিয়া আর পাখীরা বলিল, "তুমি বড় অসাবধান! এমন করিয়া কি ডিম হারাইতে আছে?"

তারপর আর একদিন আর একটি পাখী হাঁস ঠাকুরের কাছে ডিম রাখিয়া খেলা করিতে গেল, ফিরিয়া আসিয়া আর তাহা পাইল না। কিন্তু এ কথা সে আর কাহাকেও বলিল না। পরদিন অন্য পাখীরা হাঁস ঠাকুরের নিকট তাহাদের ডিম রাখিয়া খেলা করিতে গেল; কিন্তু এই পাখীটি সেদিন আর খেলা করিতে না গিয়া, একটা গর্ত্তের ভিতর হইতে হাঁস ঠাকুরকে পাহারা দিতে লাগিল।

হাঁস ঠাকুর নামাবলী গায় দিয়া আর নাকে ফোঁটা কাটিয়া বসিয়া আছে, আর কেবল বলিতেছে, "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।" তাহার চারিদিকে পাখীদের ডিম ছড়ান রহিয়াছে, দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে সে তাহার দিকেও এক একবার তাকাইতেছে।

ইহার মধ্যে জলের পাখীরা সকলে মিলিয়া একবার টুপ্ করিয়া ডুব মারিল। আর অমনি হাঁস ঠাকুর খপ্ করিয়া একটি ডিম লইয়া মুখে পূরিল! তারপর সেটিকে গিলিয়া, আবার খুব জোরের সহিত বলিতে লাগিল, 'দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!'

সেই পাখীটির এ সকলের কিছুই দেখিতে বাকী রহিল না। সেদিন রাত্রিতে তাহার নিকট একথা শুনিতে পাইয়া, আটটা খুব বণ্ডা আর ধারাল ঠোঁটওয়ালা পাখী বলিল, "কাল আমরা পাহারা দিব!"

পরদিনও হাঁস ঠাকুর সকলকে খেলা করিতে পাঠাইয়া, তাহাদের ডিমের উপর পাহারা দিতে লাগিল। সে জানিত না যে, তাহার উপর আবার আটটা পাখী পাহারা দিতেছে। তাই সেদিনও, জলের পাখীরা ডুব দেওয়ামাত্র যেই সে একটি ডিম খপ্ করিয়া মুখে পূরিয়াছে;—অমনি আটটা পাখী আট দিক্ হইতে আসিয়া ঠকা ঠক্ শব্দে তাহার মাথায় ঠোকর মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ডিম আর হাঁস ঠাকুরের গিলা হইল না। তাহার আগেই সেই আট পাখীর ঠোকরের চোটে তিনি হাঁ করিয়া মরিয়া গেলেন।

তখন একটা খুব গোলমাল হইল। তাহা শুনিয়া সকল পাখী তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখিল যে, হাঁস ঠাকুর হাঁ করিয়া মরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখের ভিতরে একটি গাং শালিকের ডিম।

তখন সকলেই বুঝিল, কি হইয়াছে।

নিতান্ত প্রাচীন কচ্ছপ।

যখন প্রলয় হয়, মার্কণ্ডেয় মুনি তখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি অনেক দিনের মানুষ। আবার তাঁহারও আগের মানুষ ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে কত দান, কত ধর্ম্ম, কত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার কত পুণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিবার আমার সাধ্য নাই।

সেই পুণ্যের ফলে মহারাজ স্বর্গে গিয়া হাজার হাজার বৎসর বাস করিয়াছিলেন। হাজার হাজার বৎসর পরে তাঁহার পুণ্য ফুরাইয়া গেল, কাজেই তখন আবার তাঁহাকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

ততদিনে পৃথিবীর লোকে তাঁহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এত দান, এত ধর্ম্ম, এত যজ্ঞ যে তিনি করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা জানা দূরে থাকুক, তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত কাহারও মনে ছিল না।

রাজা ভাবিলেন, "মার্কণ্ডেয় মুনি খুব পুরাণো মানুষ, তাঁহার নিকট যাই,—তাঁহার হয়ত আমার কথা মনে থাকিতে পারে।"

তাই তিনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনি ঠাকুর, আমার কথা ত সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন?"

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, "আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে ব্যস্ত থাকি, তাহাতে নিজের কথাই কতবার ভুলিয়া যাই। আপনাকে আবার কি করিয়া চিনিতে পারিব?"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আচ্ছা মুনি ঠাকুর, আপনার চেয়েও পুরাণো লোক কি কেহ আছে?"

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, "হিমালয় পর্ব্বতে প্রাবারকর্ণ বলিয়া এক প্যাঁচা আছে, সে আমার চেয়েও ঢের বুড়া হইয়াছে। হয়ত সে আপনাকে চিনিতে পারিবে। আপনার সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইলে, আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি। কিন্তু সে যে ঢের দূরের পথ!"

রাজা বলিলেন, "তাহাতে কি? আমি আপনাকে বহিয়া লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে বহিয়া, সেই প্যাঁচার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি ত শুনিয়াছি যারপর নাই পুরাণো লোক; তুমি কি আমাকে চিনিতে পার?"

এ কথায় প্যাঁচা তাহার গোল গোল চোখ দুটি বড় করিয়া, খুব ব্যস্ত ভাবে, আগে বসিয়া, তারপর দাঁড়াইয়া, তারপর উঁকি দিয়া, তারপর গুঁড়ি মারিয়া, রাজাকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তারপর অতিশয় গম্ভীর ভাবে বলিল "না, মহাশয়! আমার ত বোধ হয়, যেন বা আপনাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে না।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার চেয়েও বুড়া কি কেহ আছে?"

প্যাঁচা খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে, তাহার ধারে নাড়ীজঙ্ঘ বলিয়া এক বক থাকে। সে আমার চেয়েও বুড়া, তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।"

প্যাঁচা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া সেই সরোবরের ধারে সেই বকের নিকট লইয়া আসিলে, মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে নাড়ীজঙ্ঘ, তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান?"

বক এক পায় দাঁড়াইয়া খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "না মহাশয়! আমি ত তাঁহার কথা কিছুই জানি না!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার চেয়েও প্রাচীন কেহ আছে কি ?"

বক বলিল, "এই সরোবরে এক কচ্ছপ থাকে, তাহার নাম অকূপার; সে আমার চেয়েও অনেক প্রাচীন।"

এ কথায় তাঁহারা সেই বককে লইয়া অকূপারকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বকের ডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া আসিলে, মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অকূপার, তুমি কি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান ?"

এ কথা শুনিয়াই অকূপাব কাঁদিতে লাগিল। তারপর একটু শান্ত হইয়া সে বলিল, "আহা! ইঁহাকে জানিব না ত জানিব কাহাকে ? এত যাগ যজ্ঞ আর কে করিয়াছে ? ইনি যজ্ঞের সময় যে সকল গরু দান করিয়াছেন, তাহাদের খুরের ঘায় এই সরোবর হইয়াছে, তাহাতে সেই অবধি আমি পরম সুখে বাস করিতেছি।"

তখন স্বর্গ হইতে দেবতারা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এখনও তোমার পুণ্যের কথা লোকে ভুলিয়া যায় নাই, সুতরাং তুমি আবার স্বর্গে চলিয়া আইস!"

সেই কচ্ছপটি না জানি কতই বুড়া ছিল। আমরা তাহার কথা সহজে ভুলিব না। সে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে মনে রাখিয়াছিল, তাই তিনি আবার স্বর্গে যাইতে পাইলেন।

অলস উট।

সত্যযুগে এক বনের ভিতরে যার পর নাই বোকা আর অলস একটা বিশাল উট ছিল। মুনিরা তপস্যা করেন, তাহা দেখিয়া সেই উট বলিল, "আমিও তপস্যা করিব।"

এই বলিয়া সে সত্য সত্যই অতিশয় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যার সময় মুনিরা যত রকম কঠিন কাজ করিয়া থাকেন, তাহার কিছুই সে করিতে বাকি রাখিল না। শেষে একদিন ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে আসিলেন।

ব্রহ্মা তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাপু! তোমার অতি উত্তম তপস্যা হইয়াছে। এখন বল দেখি, তুমি কি চাও?"

উট বলিল, "ঠাকুর, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এই গলাটাকে একশ যোজন লম্বা করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়।"

এ কথায় ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

তারপর দেখিতে দেখিতে সেই উটের গলা এক শত যোজন লম্বা হইয়া গেল!

এখন আর সে উটের সুখের সীমা নাই! আহারের জন্য আর আগের মত তাহার বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। এক শত যোজনের ভিতরে যত কচি ঘাস, কোমল পাতা আর মিষ্ট ফল আছে, সে এক জায়গায় শুইয়াই সব খাইতে পায়।

এমনি করিয়া সারাটা গ্রীষ্মকাল তাহার পরম সুখে কাটিয়া গেল। তারপর আসিল বর্ষাকাল। তখন সে বেচারা তাহার সেই এক শত যোজন লম্বা গলা লইয়া, এমনই বিপদে পড়িল যে, কি বলিব!

দিন রাত বনে বনে ঘুরিয়া সে সারা হইয়া গেল, কোথাও এমন একটু জায়গা পাইল না—যেখানে তাহার গলাটি রাখে। শেষে অনেক খুঁজিয়া সে একটা পর্ব্বতের গুহা দেখিতে পাইল, তাহাও একশত যোজন লম্বা। সেই গুহায় গলা ঢুকাইয়া সে কিছুকালের জন্য বৃষ্টির হাত হইতে বাঁচিল।

তারপর বড়ই ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আর সেই বৃষ্টিতে সকল দেশ জলে ডুবিয়া গেল। সেই সময়ে এক শিয়াল আর তাহার শিয়ালিনী, বৃষ্টির তাড়ায় যার পর নাই কাতর হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু কোথাও একটু থাকিবার জায়গা বা খাইবার জিনিস পায় নাই। শেষে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, অনেক কষ্টে তাহারা সেই পর্ব্বতের গুহায় আসিয়া ঢোকে। গুহায় ঢুকিয়া সেই উটের গলা দেখিতে পাইবামাত্রই, তাহারা আনন্দের সহিত তাহা খাইতে আরম্ভ করিল। সরু গুহার মধ্যে গলা গুটাইবারও সাধ্য নাই, একশত যোজন লম্বা সেই জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া আনিবারও উপায় নাই, কাজেই তখন সেই বোকা উটের কি দশা হইল, বুঝিতেই পার।

বাঘ আর শিয়ালের কথা।

পূর্ব্বকালে পৌরিক নামে এক রাজা, তাঁহার প্রজাদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করাতে, মৃত্যুর তর তাঁহাকে শিয়াল হইয়া জন্মিতে হয়।

সেই শিয়ালেব পূর্ব্বজন্মের কথা সবই মনে ছিল। তাই সে দিন বাত কেবল এই বলিয়া দুঃখ কবিত যে, "হায়! আমি রাজা ছিলাম; আর নিজের কর্ম্মদোষে শিয়াল হইলাম।"

এই ভাবিয়া সে মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল ফলমূল খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল, আর, সর্ব্বদা সত্য কথা বলাতে আর সকল জীবকে দয়া করাতে, অল্প দিনের ভিতবেই সে খুব ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল।

সেই শিয়াল একটা শ্মশানে থাকিত। সেখানকার অন্য শিয়ালেরা তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ভাই! তুমি শিয়াল হইয়া নিবামিষ খাও, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। এত মাংস এখানে থাকিতে তুমি এমন কষ্ট কবিতেছ, তুমি কি বোকা।"

এ কথায় সেই ধার্ম্মিক শিয়াল বলিল, "ভাই। শিয়াল হইয়াছি বলিয়াই কি অধর্ম্ম কবিব? ফল খাইয়া যদি বাঁচিয়া থাকা যায়, তবে কেন মাংস খাইয়া পাপের ভাগী হই?"

সেই সময়ে এক বাঘ সেইখান দিয়া যাইতেছিল। শিয়ালের কথা শুনিয়া সে ভাবিল, "আহা, এই শিয়ালটি কি ধার্ম্মিক! আমি ইহাকে আমাব মন্ত্রী করিব।"

এই ভাবিয়া সে শিয়ালকে বলিল, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি অতি সৎলোক। তুমি আমার মন্ত্রী হও।"

এ কথায় শিয়াল বলিল, "মহারাজ, আপনি যদি আমার কয়েকটি কথায় রাজি হন, তবে আমি আপনার মন্ত্রী হইতে প্রস্তুত আছি। আপনি

আমার কথায় অমত করিতে পারিবেন না। আপনি যখন আমার সহিত পরামর্শ করিবেন, তখন আর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। আর, আপনার রাগ হইলেও আমাকে শাস্তি দিতে পারিবেন না।”

বাঘ বলিল, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস।”

এইরূপে সেই শিয়াল ত বাঘের মন্ত্রী হইল। তাহাকে মন্ত্রী করিবার কিছুদিন পরেই বাঘ বুঝিতে পারিল যে, এমন ভাল মন্ত্রী আর সে কখনও পায় নাই। সুতরাং সে তাহাকে খুবই আদর দেখাইতে লাগিল। শিয়ালও নিজের সুখদুঃখের দিকে না চাহিয়া, প্রাণপণে তাহার কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু বাঘের যে পুরাণো কর্ম্মচারীরা ছিল, তাহারা এই নূতন মন্ত্রী আসাতে একটুও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা বড়ই দুষ্টলোক ছিল, দিন রাত কেবল বাঘকে ফাঁকি দিত। তাহারা দেখিল যে, নূতন মন্ত্রী আসাতে তাহাদের লাভের পথও একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, এই দুষ্ট মন্ত্রীটাকে তাড়াইতে হইবে।

বাঘের খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ভাল ভাল মাংস আসে, অন্য কাহারও সে মাংস খাইবার হুকুম নাই। বাঘের দুষ্ট চাকরেরা একদিন চুপি চুপি সেই মাংস চুরি করিয়া, শিয়ালের গর্ত্তের নিকট নিয়া লুকাইয়া রাখিল ; শিয়াল ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। বাঘ তখন ঘুমাইয়া আছে, ঘুম হইতে উঠিয়াই খাইবে। কিন্তু সেদিন সে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহার খাইবার কিছুই নাই।

তখন বাঘের কেমন রাগ হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সে রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে সকলকে বলিল, “কোন্ দুষ্ট আমার মাংস খাইল? শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আন।”

তখন সেই দুষ্ট চাকরেরা তাহাকে বলিল, "মহারাজ, আপনার সেই মন্ত্রী মহাশয়ই এই কাজ করিয়াছেন। মহারাজ ভাবেন, বুঝি তিনি বড়ই ধার্ম্মিক; কিন্তু এই দেখুন, তাঁহার কেমন কাজ।"

এই বলিয়া শিয়ালের গর্ত্তের কাছে লুকান সেই মাংস আনিয়া তাহারা বাঘকে দেখাইল। তখন বাঘ রাগে দুই চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "বাপু সকল! তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই দুষ্টকে বধ কর।"

দুষ্ট চাকরেরা তখনই গিয়া শিয়ালকে মারিয়া ফেলিত, কিন্তু বাঘের মা তাহা হইতে দিল না। সে বড়ই বুদ্ধিমতী বাঘিনী ছিল। তাই চাকরদের ছল বুঝিতে পারিয়া সে বাঘকে বলিল, "বাছা! ইহারা কেমন লোক, তাহা ত জানই। ইহাদের কথায় কি বিশ্বাস করিতে আছে? শিয়ালকে তুমি কত ভাল জিনিস দিতে চাও, সে তাহা নেয় না। সে কেন মাংস চুরি করিতে যাইবে? তুমি ভাল করিয়া ইহার বিচার কর।"

মায়ের কথায় বাঘ শান্ত হইল। তারপর একটু খবর লইয়াই সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, শিয়ালের কোন দোষ নাই, সমস্তই সেই দুষ্ট চাকরদের চক্রান্ত।

তখন আর শিয়ালের আদরের সীমা রহিল না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ শিয়াল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এমন মুনিবের চাকরি করা ধার্ম্মিক লোকের কাজ নহে। সুতরাং সে বাঘকে বিনয় করিয়া বলিল, "মহারাজ! এমন অপমানের পর আর আপনার নিকট কি করিয়া থাকিব? আপনার মঙ্গল হউক! আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

মহর্ষি ও কুক্কুরের কথা।

সত্যযুগে এক অতি দয়ালু মুনি ছিলেন, তাঁহার তপস্যার তেজ বড়ই আশ্চর্য্য ছিল। একটা কুকুর সেই মুনিঠাকুরকে অতিশয় ভক্তি করিত। সে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত, আর তিনি তাহার দিকে চাহিলেই আহ্লাদে লেজ নাড়িত। মহর্ষিকে সে অতি যত্নের সহিত পাহারা দিত, কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইত না। এজন্য মহর্ষিও তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

একদিন একটা দ্বীপী সেই কুকুরটাকে খাইবার জন্য মহর্ষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা কুকুর তখন লেজ গুটাইয়া প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, একবার মুনিঠাকুরের পিছনে গিয়া কেঁউ কেঁউ করে, কিন্তু কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া মুনির দয়া হওয়াতে তিনি বলিলেন, "ভয় কি বাছা তোর? এই আমি তোকেও দ্বীপী করিয়া দিতেছি। এর পর আর দ্বীপী দেখিলেই তোকে পলাইতে হইবে না।"

এই বলিয়া মহর্ষি তাহাকে দ্বীপী করিয়া দিলেন। তখন আর সেই কুকুরের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে বুক ফুলাইয়া আশ্রমের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; তাহা দেখিয়া বনের দ্বীপী অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই কুকুর এখন হইয়াছে দ্বীপী, এখন আর সে দ্বীপী দেখিলে ভয় পায় না; আর কুকুর দেখিলেই সে তাড়িয়া খাইতে যায়। এমনি করিয়া কয়েক দিন গেল। তারপর একদিন এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে ভয়ঙ্কর বাঘের হাঁড়িপানা মুখ, ধারাল দাঁত আর এই বড় হাঁ দেখিয়া, মহর্ষির দ্বীপী ভাবিল, "এইবার বুঝি প্রাণটা

যায়!" তখন মুনি তাহাকে বলিলেন, "ভয় নাই, তোকে এমনি বড় বাঘ করিয়া দিতেছি।"

সেই মুহূর্ত্তেই সেই দ্বীপী ভয়ঙ্কর বাঘ হইয়া গেল; বুনো বাঘ আর তখন তাহার কি করিবে? ইহার পর হইতে সে অন্য বাঘের মত বনে শিকার ধরিয়া খায়, আর খুব উৎসাহের সহিত মহর্ষির আশ্রমে পাহারা দেয়।

একদিন সে খাওয়া দাওয়ার পর আশ্রমে শুইয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, কালো মেঘের মত অতি বিশাল এক পাগলা হাতী, থামের মত দুই দাঁত বাগাইয়া তাহাকে মারিতে আসিতেছে। সে হাতীর গর্জ্জন মেঘের ডাকের চেয়েও ভয়ানক। তাহা দেখিয়া মহর্ষির বাঘ নিতান্ত জড়সড়ভাবে মহর্ষির পিছনে লুকাইতে গেলে, তিনি বলিলেন, "হাতী দেখিয়া ভয় পাইয়াছিস্? আচ্ছা, আমি তোকে হাতী করিয়া দিতেছি।"

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই, মহর্ষির বাঘ, সেই ভয়ঙ্কর হাতীর চেয়েও ভয়ানক পর্ব্বতাকার এক হাতী হইয়া গেল। তাহাব চেহারা দেখিয়া বুনো হাতী আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে রহিল না।

ইহার পর অনেক দিন চলিয়া গেল। মহর্ষির হাতী বনের গাছপালা খায়, আর আশ্রমে পাহারা দেয়। তার পর একদিন একটা সিংহ সেই আশ্রমে আসিয়া দেখা দিল। হাতী যত বড় হউক, সিংহ দেখিলেই ভয়ে তাহাব প্রাণ উড়িয়া যায়। মহর্ষি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীটি সিংহের ভয়ে নিতান্তই অস্থির হইয়াছে, তখন কাজেই তাহাকেও তিনি সিংহ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। এমনি করিয়া সেদিনকার বিপদ কাটিয়া গেল।

ছিল কুকুর, মুনির দয়ায় হইল দ্বীপী। তারপর সেই দ্বীপী হইল বাঘ; বাঘ হইল হাতী, হাতী হইল সিংহ। সিংহ হইলে ত সে তাবৎ পশুর রাজাই হইল, তখন আর তাহার কিসের ভয়? তখন সে মনের

আনন্দে সেই বনে সর্দ্দারী করিয়া বেড়াইত; অন্য পশুরা তাহাকে দেখিলে ভয়ে পলাইয়া যাইত।

যাহা হউক, সিংহের চেয়েও ভয়ানক একটা অতি অদ্ভুত আর নিতান্ত উৎকট আট পেয়ে জন্তু আছে, তাহার নাম শরভ। সে সিংহ দেখিলেই তাহাকে ধরিয়া খায়। এমন ভয়ঙ্কর জন্তু আর এই ত্রিভুবনে নাই। মহর্ষির সিংহ যখন বনের ভিতরে খুবই রাজত্ব করিতেছিল, তখন একদিন সেই শরভ একটা আসিয়া তাহাকে খাইবার জন্য তাড়া করিল। আর একটু হইলেই সে তাহাকে খাইয়া শেষ করিত। কিন্তু মহর্ষি তাঁহার সিংহটাকে তাড়াতাড়ি শরভ করিয়া দেওয়াতে আর তাহা করিতে পারিল না।

তারপর মহর্ষির শরভ কিছু দিন সেই বনের ভিতরে খুবই ধুমধাম করিয়া বেড়াইল, আর অতি অল্প দিনের ভিতরেই বনের সকল জন্তু খাইয়া শেষ করিল। যে দু একটা জন্তু তাহার হাতে মারা পড়ে নাই, তাহারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। তাহার পর হইতে আর মহর্ষির শরভের আহার যোটে না। বেচারা দিন কতক উপবাস করিয়া কাটাইল, তারপর ক্ষুধার জ্বালায় তাহার প্রাণ যায় যায়! তখন সে তাহার শুক্‌নো ঠোঁট চাটিতে চাটিতে ভাবিল, "আর ত জন্তু নাই! তবে মুনিঠাকুরকেই খাইব নাকি?"

মুনি যে ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, বোকা শরভ তাহা জানিত না। সে মুনিকে খাইবার কথা মনে করিবামাত্র,তিনি তাহা টের পাইয়া বলিলেন, "বটেরে, হতভাগা! তবে তুই যে কুকুর ছিলি, আবার সেই কুকুর হ!"

বলিতে বলিতেই সেই শরভ আবার কুকুর হইয়া হেঁটমুখে মুনির সাম্‌নে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুনি তাহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর না করিয়া বলিলেন, "দূর হ হতভাগা! আমার এখানে আর তোর স্থান নাই।"

তিন মাছের কথা।

কোন এক পুকুরে তিনটি শো'ল মাছ ছিল। তাহাদের একটির নাম ছিল 'অনাগত বিধাতা'; সে কোন বিপদ হইবার আগেই তাহার উপায় করিয়া রাখিত। আর একটির নাম ছিল 'প্রত্যুৎপন্নমতি'। তাহার খুব বুদ্ধি ছিল; কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, সে ঢের বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা দূর করিত। আর একটির নাম ছিল 'দীর্ঘসূত্র'। সে কোন বিপদের কথা জানিতে পারিলেও আজ নয় কাল, করিয়া সময় কাটাইত; কাজেই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলে আর তাহার বিপত্তির সীমা থাকিত না।

একদিন এক দল জেলে আসিয়া মাছ ধরিবার জন্য সেই পুকুরের জল সিঁচিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া 'অনাগতবিধাতা', 'প্রত্যুৎপন্নমতি' আর 'দীর্ঘসূত্রকে' ডাকিয়া বলিল যে, "ভাই! বড়ই ত বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ, বিকটাকার জেলেরা আসিয়া পুকুরের জল সিঁচিতে আরম্ভ করিয়াছে। দু'দিনের ভিতরেই এই পুকুর শুকাইয়া যাইবে; তারপর জেলেরা আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। চল, আমরা এই বেলা এখান হইতে পলাই। এখনও পলাইবার একটা পথ আছে; জল শুকাইয়া গেলে আর সেটি থাকিবে না।"

একথা শুনিয়া দীর্ঘসূত্র বলিল, "আমি ভাই অত তাড়া হুড়ো করিতে পারিব না। এখনই হইয়াছে কি? একটু দেখা যাউক না।"

প্রত্যুৎপন্নমতিও বলিল, "এত আগেই ভয় পাইবার দরকার কি? যখন বিপদ আসিবে, তখন যা' হয় একটা করা যাইবে।"

কাজেই অনাগতবিধাতা বুঝিল যে, ইহাদের এখন যাইবার মত নাই। তখন সে আর তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, সেই পথটি দিয়া অন্য একটা জলাশয়ে চলিয়া গেল।

এদিকে জেলেরা এমনি উৎসাহের সহিত জল সিঁচিতে আরম্ভ করিল যে, পুকুর শুকাইতে আর বেশী বিলম্ব হইল না। তখন তাহারা দড়ি আনিয়া, এক একটি করিয়া মাছ ধরিয়া তাহাতে গাঁথিতে লাগিল। শুক্‌নো পুকুরে মাছ আর কোথায় পলাইবে? কাজেই বেচারারা বুঝিতে পারিল যে, এযাত্রা আর কাহারও রক্ষা নাই।

কিন্তু 'প্রত্যুৎপন্নমতি' তখনও জীবনের আশা একেবারে ছাড়িল না। সে ভাবিল যে, "যাহা হয় হইবে, একবার ত প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই মনে করিয়া, সে চুপি চুপি জেলেদের সেই দড়িতে গাঁথা মাছগুলির মধ্যে ঢুকিয়া, এমনভাবে দড়িটা কামড়াইয়া রহিল যে, দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন সে তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে। কাজেই জেলেরা আর তাহাকে গাঁথিবার চেষ্টা করিল না। অন্য যত মাছ সেই পুকুরে ছিল, তাহাদের সবগুলিকেই—এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেচারা দীর্ঘসূত্রকেও—তাহারা দড়িতে গাঁথিয়া লইল।

যখন জেলেরা মনে করিল যে, সকল মাছ গাঁথা হইয়াছে, তখন সেই কাদামাখা মাছগুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্য, তাহারা আর একটা পুকুরে লইয়া গেল। সেই পুকুরটা ছিল খুব বড; আর তাহাতে জলও ছিল ঢের। সেই বড় পুকুরের গভীর জলে, জেলেরা মাছ শুদ্ধ তাহাদের দড়ি ডুবাইবামাত্র, প্রত্যুৎপন্নমতি সেই দড়ি ছাড়িয়া ছুট্ দিল!

এক বাঁচে সাবধান, আর বাঁচে বুদ্ধিমান্। এ সংসারে অসতর্ক বোকার বড়ই বিপদ!

ইঁদুর আর বিড়ালের কথা।

কোন এক বনে, বহুকালের পুরাতন এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের গোড়ায়, পলিত নামে একটি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ইঁদুর, শতমুখবিশিষ্ট সুন্দর গর্ত্তে বাস করিত। ঐ গাছের ডালে কত পাখীর বাসা ছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লোমশ নামে এক দুষ্ট বিড়াল, সেই সকল পাখীর ছানা খাইবার জন্য, সেই গাছে থাকিত।

ইহার মধ্যে, পরিঘ নামক এক বিকটাকার ব্যাধ, সেই বনে আসিয়া কুঁড়ে বাঁধিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, ঐ গাছের নিকটে ফাঁদ পাতিয়া মাংসের টুক্‌রা ছড়াইয়া রাখিত, আর সকালে আসিয়া দেখিত, তাহাতে অনেক জন্তু ধরা পড়িয়াছে। একদিন সেই ফাঁদে, সেই পাখীর-ছানা-খেকো দুষ্ট বিড়ালটা আট্‌কা পড়িল।

ইঁদুরটিরও বড়ই ইচ্ছা হইত যে, সেই টুক্‌টুকে মাংসের একটুখানি চাখিয়া দেখে। কিন্তু দুরন্ত বিড়াল গাছের আড়াল হইতে ক্রমাগতই তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় থাকাতে, আর তাহার সে সাধ মিটাইবার সুযোগ হইত না। আজ সেই শত্রু ফাঁদে পড়িয়াছে, সুতরাং ইঁদুরের বড়ই আনন্দ। সে ফাঁদের নিকটে আসিয়া মনের সুখে মাংস খাইতে লাগিল; বিড়ালকে গ্রাহ্যই করিল না।

এমন সময় সেই ইঁদুরের গন্ধ পাইয়া, হরিত নামক একটা অতি ভীষণ এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর নেউল তাহাকে খাইবার জন্য, ঠোঁট চাটিতে চাটিতে আসিয়া গর্ত্তের ভিতর হইতে উঁকি মারিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রক নামে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর একটা প্যাঁচা, গাছের উপর হইতে তাহার উপর ছোঁ মারিবার আয়োজন করিল। সেই নেউলের রাঙ্গা রাঙ্গা চোখ, আর প্যাঁচার সাংঘাতিক ঠোঁট আর নখ দেখিয়া, ইঁদুর

বেচারার ত আর ভয়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। সে তখন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, "এখন কি করিয়া এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাই? একমাত্র এই বিড়াল এখন আমাকে বাঁচাইতে পারে, সুতরাং ইহার সহিত বন্ধুতা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

এই মনে করিয়া সে বিড়ালের নিকট গিয়া বলিল,"কেমন আছ ভাই? একটা কথা শুনিবে? দেখ, এখন তোমারও নিতান্ত বিপদ, আমারও নিতান্ত বিপদ; কিন্তু তোমাতে আমাতে বন্ধুতা হইলে, দুজনেরই বিপদ সহজে কাটিতে পারে।"

বিড়াল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া?"

ইঁদুর বলিল, "দেখ, ঐ দুষ্ট নেউল আর প্যাঁচা আমাকে ধরিয়া খাইবার জন্য কেমন ব্যস্ত হইয়াছে! উহাদিগের পানে তাকাইলে আর আমার এক মুহূর্ত্তের তরেও প্রাণের আশা থাকে না। এখন, তুমি যদি আমাকে হিংসা না কর, তবেই তোমার কোলের কাছে বসিয়া আমি উহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারি। তারপর আমি তোমার বাঁধন কাটিয়া দিলে, তুমিও নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাইতে পার।"

বিড়াল দেখিল, বাস্তবিকই ইঁদুরের কথামত কাজ করা ভিন্ন তাহাদের রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নাই। সুতরাং সে আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন সেই ইঁদুরের মনে কি আনন্দ যে হইল, তাহা কি বলিব? বিড়ালের নিজের ছানাও বোধ হয় তাহার কোলে এমন আরামের সহিত গিয়া লুকাইতে পারিত না, যেমন সেই ইঁদুর গিয়া লুকাইল!

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া নেউল আর প্যাচা কি করিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা খানিক বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া, চোরের মত সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

তারপর ইঁদুর বিড়ালকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া, ধীরে সুস্থে তাহার বাঁধন কাটিতে আরম্ভ করিল। বিড়াল বলিল, "ভাই! একটু চটু পটু কর আমার বড্ড লাগিতেছে।"

ইঁদুর বলিল, "ভাই, তুমি ব্যস্ত হইও না! আমি ঠিক সময়ে নিশ্চয় বাঁধন কাটিয়া শেষ করিব।"

বিড়াল বলিল, "আর কখন শেষ করিবে? আর একটু পরে ত ব্যাধই আসিয়া উপস্থিত হইবে!"

ইঁদুর বলিল,"ব্যাধ যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, তাহার জন্য আমি দায়ী। কিন্তু ভাই,এখন তোমার সকল বাঁধন খুলিয়া দিলে, যদি তুমি এখনই আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে চাহ, তবে আমার কি দশা হইবে? তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি সকল দড়ি কটিয়াছি, এক গাছ মাত্র বাকি আছে; তাহাও আমি ঠিক সময়েই কাটিয়া দিব। ব্যাধ তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

এমনি করিয়া ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল; তাহার খানিক পরেই ব্যাধও আসিয়া দেখা দিল। তাহা দেখিয়া বিড়াল বলিল, সর্ব্বনাশ! ভাই, এখন উপায়?"

ইঁদুর বলিল, "কোন চিন্তা নাই!"

এই বলিয়া, কুটু করিয়া বিড়ালের শেষ বাঁধনটি কাটিয়া দিবামাত্র, বিড়াল যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া, দুই লাফে গাছের উপরে গিয়া উঠিল। ইঁদুরও সেই অবসরে তাহার গর্ত্তে গিয়া ঢুকিল। ব্যাধ আসিয়া দেখিল, তাহার জালের বড়ই দুর্দ্দশা হইয়াছে; সুতরাং সে দুঃখের সহিত তাহা লইয়া ঘরে ফিরিল।

বিড়াল যখন দেখিল, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তখন সে অতিশয় মিষ্ট ভাবে ইঁদুরকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই! তখন তুমি

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলে, আর আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না। তুমি আমার এত উপকার করিয়াছ, আমারও ত তোমার জন্য কিছু করিতে হয়। তুমি একটিবার আমার নিকট আইস, দেখিবে, আমি তোমাকে কেমন আদর করিব।"

তাহা শুনিয়া ইঁদুর হাসিয়া বলিল, "ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। তবে কিনা, নিজের প্রাণটাকে বাঁচাইয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাকে আদর করিতে করিতে তোমার হঠাৎ ক্ষুধা হইলে, আমার বিপদ ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া ভগবানের কৃপায় তোমার ছেলে পিলে ঢের আছে। তাহাদের বয়স অল্প বটে কিন্তু ক্ষুধা বেশী। তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, কিন্তু আমার পক্ষে তাহাদের সাম্‌নে না যাওয়াই ভাল।"

সুতরাং সে যাত্রা বিড়ালের আর ইঁদুর খাওয়া হইল না।

ব্যাধ ও কপোতের কথা।

পূর্ব্বকালে এক পাপিষ্ঠ ব্যাধ, যমদূতের ন্যায় বনে বনে পাখী ধরিয়া বেড়াইত। তাহার চেহারা যেমন কদাকার এবং ভয়ঙ্কর ছিল, মনও তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। নিরপরাধ পাখীগুলিকে বধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা ভিন্ন, তাহার আর কোন কাজ ছিল না।

একদিন সেই ব্যাধ, জাল এবং তীর ধনুক হাতে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় আকাশ অন্ধকার করিয়া ঘোরতর শব্দে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারপর দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ জলে ভাসিয়া গেল, আর বড় বড় গাছ ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া পডাতে, বনের বড়ই ভয়ানক অবস্থা হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাধের কষ্ট আর দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। সে জলে ভিজিয়া, শীতে কাঁপিয়া, ঝড়ে নাকাল হইয়া ভাবিতে লাগিল, "হায় হায়! কোথায় পথ, কোথায় ঘাট? এখন কি করিয়া প্রাণ বাঁচাই, কি করিয়াই বা ঘরে ফিরি?"

কিন্তু এই দুঃখের সময়েও তাহার দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে ছাড়ে নাই। সেই অন্ধকারের ভিতরে হাতড়াইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল, একটি পায়রা জলে ভিজিয়া আর শীতে আড়ষ্ট হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। অমনি সেই দুষ্ট তাহার নিজের দুর্গতি ভুলিয়া গিয়া, সেই পায়রাটিকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিল।

ক্রমে ঝড বৃষ্টি থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু সেই ঘোর রাত্রিতে ব্যাধের আর ফিরিবার শক্তি রহিল না। তখন সে নিকটে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহার তলাতেই রাত কাটাইবার আয়োজন করিল।

সেই গাছে একটি পায়রা আর একটি পায়রী, তাহাদের সুহৃদ স্বজন লইয়া সুখে বাস করিত। সেদিন সকালে পায়রীটি খাবার খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, তাহার পর আর ঘরে ফিরে নাই। তাই পায়রাটি তাহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে, এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিল যে, "হায়! আমার প্রিয় পায়রী ত এখনও ঘরে ফিরিল না। না জানি, এই ভয়ঙ্কর ঝড়ে তাহার কি বিপদ হইয়াছে! আহা! তাহার কি সুন্দর রাঙ্গা চোখ আর খুরখুরে পা দুখানি ছিল! আর তাহার কথা আমার কি মিষ্ট লাগিত! আমি রাগ করিলে, সে কি স্নেহের সহিত আমাকে শান্ত করিত! তাহাকে হারাইয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?" সে জানিত না যে, তাহার পায়রী সেই গাছের তলাতেই, ব্যাধের হাতে পড়িয়া ঠিক এমনি করিয়া তাহার কথা ভাবিতেছে।

পায়রার কথা শুনিয়া পায়রী এই বিপদের ভিতরেও একটু আনন্দিত হইল; এবং সেই পিঞ্জরের ভিতর হইতেই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওগো! তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। এই লোকটি শীতে আর ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া, আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে, ইহার দুঃখ দূর করাই এখন হইতেছে আমাদের প্রধান কাজ!"

তখন পায়রা ভাবিল, "তাই ত! এই ব্যাধ এখন আমার অতিথি। ইহার সেবা করা আমার কর্ত্তব্য।" এই মনে করিয়া সে ব্যাধকে বলিল, "মহাশয়! আপনি যাহাই করিয়া থাকুন, আপনি আমাদের অতিথি— আপনার সেবা করাই আমাদের ধর্ম্ম। এখন বলুন, আপনার জন্য আমি কি করিতে পারি।"

এ কথায় ব্যাধ নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "বাপু! আমি শীতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি, আমার এ কষ্ট যদি দূর করিতে পার, তবে আমার বড় উপকার হয়।"

পায়রা তখনই শুক্‌নো পাতা কুড়াইতে গেল এবং দেখিতে দেখিতে, অনেকগুলি পাতা আনিয়া উপস্থিত করিল।

তারপর দেখা গেল যে, সে কোথা হইতে এক টুক্‌রা জ্বলন্ত কয়লা ঠোঁটে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। কয়লাখানিকে পাতার ভিতরে গুঁজিয়া পায়রা তাহার পাখা দিয়া একটু বাতাস করিতেই, দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের তাপে যারপরনাই আরাম পাইয়া ব্যাধ বলিল, "আঃ! বাঁচিলাম! কিন্তু আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।"

এ কথায় পায়রা অতিশয় চিন্তিত হইল।

পায়রা যেদিন যাহা দরকার, সেইটুকু মাত্র খাবার খুঁজিয়া আনে, তাহাদের সঞ্চয় করিবার রীতি নাই। কাজেই তখন পায়রার ঘরে কণামাত্রও খাবার জিনিস ছিল না। এখন অতিথিকে সে কি খাইতে দিবে?

খানিক চিন্তা করিয়া সে ব্যাধ কে বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার ক্ষুধা দূর করিতেছি।"

এই বলিয়া সে আরো অনেক পাতা আনিয়া খুব বেশী করিয়া আগুন জ্বালিল। তারপর ব্যাধকে বলিল,

"মহাশয়, দয়া করিয়া আজ আমাকে আহার করিয়াই আপনার ক্ষুধা দূর করুন।"

বলিতে বলিতে সে তিনবার সেই আগুন প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল!

ব্যাধ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। পায়রা আগুনে ঝাঁপ দিবামাত্র সে হায় হায় করিতে করিতে বলিল, আমি কি করিলাম! আমার মতন মহাপাপী বোধ হয় আর ইহ সংসারে নাই। আজ এই পুণ্যবান্ পক্ষীটি আমাকে বড়ই শিক্ষা দিল। আমি ইচ্ছা

করিলে কত সৎকাজ করিতে পারিতাম, তাহার বদলে আমি পাখী মারিয়া বেড়াইতেছি! আমাকে ধিক্! আমার আর বাঁচিয়া কি ফল?"

এই বলিয়া সে সেই পায়রীটিকে ছাড়িয়া দিয়া, নিতান্ত বিরক্ত ভাবে তীর, ধনুক, জাল প্রভৃতি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে পায়রী পায়রার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, পিঞ্জর হইতে মুক্তি পাওয়ামাত্র সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। তখন সে সেই আগুনের ভিতরে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইল, তাহার কথা বলি, শুন। সে দেখিল, "তাহার পায়রা পরম সুন্দর দেহ ধারণ পূর্ব্বক, দিব্য অলঙ্কার, মালা, চন্দন আর উজ্জ্বল বসনের শোভায় সোণার রথ আলো করিয়া বসিয়া আছে, আর স্বর্গ হইতে পুণ্যবানেরা আসিয়া তাহার স্তব করিতেছেন।" তারপর পায়রীও তাহার সঙ্গে সেই রথে চড়িয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেল।

সেই সময় সেই ব্যাধ উপরের দিকে চাহিয়া পায়রা ও পায়রীর সেই সুন্দর রথ দেখিতে পাইয়াছিল। তখন তাহার মনে হইল যে, যে পুণ্য কাজ করিয়া এমন সুখ লাভ করা যায়, এর পর সেই পুণ্য কাজ ভিন্ন আর সে কিছুই করিবে না।

তখন হইতে সেই ব্যাধ পরম ধার্ম্মিক তপস্বী হইল। সে এক মনে এক প্রাণে কেবলই ভগবানের চিন্তা করিয়া বনে বনে ফিরিত। সেই বনের ভিতরে একদিন ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তপস্বী তাহা দেখিয়া ভয়ও পাইল না, পলায়নও করিল না; সে ভগবানের নাম লইয়া হাসিতে হাসিতে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তাহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া দেবতারা তাহাকে পরম আদরের সহিত স্বর্গে লইয়া গেলেন; সে এককালে ব্যাধ ছিল বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিলেন না।